শ্রীশ্রীরাধামাধবোদয়।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো, যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং শৃণু তদা" রঘুনন্দন ভারতীং ॥

যিনি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসাশ্রয় ভক্তজনগণ
মানস রসায়ন পরম করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীমন্ রামচন্দ্রের
জন্মাদি সুচারু লীলাপ্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন
গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন সেই

মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত

একণে তৎপুত্র মাড়োগ্রাম-নিবাসী শ্রীমদনগোপাল
গোস্বামী দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীনীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা অপার চিৎপুররোড শোভাবাজার
২৮৬ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৩১২ সাল।

Digitized and Uploaded by:
Hari Parshad Das (HPD)
on 04 June 2013

সূচীপত্র।

	উল্লাস	পৃষ্ঠা
শ্রীরাধিকার ভাবোদয়	১ম	৭
শ্রীরাধার রাগ প্রকাশ	২য়	১১
শ্রীরাধাকৃষ্ণ অন্যান্য দর্শন	৩য়	২৭
শ্রীরাধার রাগ দশা বিবরণ	৪র্থ	৩৬
পরস্পর কামলেখ লাভ	৫ম	৪৭
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রথম সঙ্গম	৬ষ্ঠ	৬৩
শ্রীবধা গৃহে কৃষ্ণ অভিসার	৭ম	৭৮
শ্রীরাধিকার শ্বশুর গৃহেগমন	৮ম	৯১
শ্রীরাধিকার রাজ্যাভিষেচন	৯ম	৯৯
সোমাভার মাননিবর্ত্তন	১০ম	১০৯
শ্রীরাধার প্রথম মান রঙ্গ	১১শ	১১৯
শ্রীকৃষ্ণের ললিতাদি সখীসঙ্গ	১২শ	১৩২
শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ অভিসার	১৩শ	১৪০
শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী সঙ্গ	১৪শ	১৪৯
শ্রীরাধিকার বিপ্রলব্ধ কথা	১৫শ	১৬০
শ্রীরাধার খণ্ডিতাবস্থা	১৬শ	১৬৯
শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন	১৭শ	১৮০
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাখেলা	১৮শ	১৯৫
দানলীলা	১৯শ	২০৩
কলঙ্ক ভঞ্জন	২০শ	২১৬
শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যবেশে রাধা গৃহে গমন	২১শ	২৩১
জটিলা ও কুটিলা অপমান	২২শ	২৪০

সূচীপত্র।

	উল্লাস	পৃষ্ঠা
ছদ্মবেশে রাধা অভিসার	২৩শ	২৫০
ছদ্মবেশে কৃষ্ণ অভিসার	২৪শ	২৫৯
জটিলার কোটিল্য খণ্ডন	২৫শ	২৬৭
শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ নর্ম্ম আচরণ	২৬শ	২৭৫
শ্রীরাধার রাগোদয় বর্ণন	২৭শ	২৮শ
শ্রীকৃষ্ণের রাগোদয় বর্ণন	২৮	২৯৭
হেমন্ত লীলা বর্ণন	২৯শ	৩০৬
শিশিরে দোলযাত্রা বর্ণন	৩০শ	৩১৬
বাসন্তিক রাস	৩১শ	৩২৮
গ্রীষ্মে জল বিলাস বর্ণন	৩২শ	৩৩৭
বর্ষাকালে হিন্দোলা দোলন	৩৩শ	৩৫১
শারদীয় রাস বর্ণন	৩৪শ	৩৬০

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীগুরুভ্যোনমঃ।

শ্রীরাধামাধবাভ্যাং নমঃ।

যোভাবয়ত্যনুদিনং বৃষভানুপুত্রীং
সোসাবিবাত্র লভতে ময়িগাঢ়সেবং।
এতদ্ধু বোধয়িষুরাবিরভূৎকলৌ য
স্তদ্ভাবভৃৎসদয়তাং ময়িগৌরকৃষ্ণঃ॥

শকেনাম্নি শ্রীব্রজবিধুরিব স্বাং প্রভামাবরীতুং
ভাবন্ত স্বং প্রিয়তমতয়া নৈতিবিজ্ঞাপনায়।
ছন্নাভোপি প্রকটিততম স্বীয়ভাবো ভবদেযা
নিত্যানন্দ স্তমহমনিশংসীরপাণিং প্রপ্রদ্যে॥

লক্ষ্মীমুখ্যকশক্তিবৃন্দ ভগবদ্ধু হোত্তম শ্রীভৃতো
রত্যন্তাদ্ভুতকেলি নন্দিতজগজ্জীবেশ্বর স্তোময়োঃ।
লাবণ্যাম্বুসমুদ্রয়োঃ শুচিরসাবির্ভাব সংস্থানয়ো
রাধামাধবয়োর্মি কুঞ্জভবনে লীলাব্রজৈর্জীয়তাং॥

শ্রীকৃষ্ণস্যকৃপাকণোপি ন ভবেদেষাং প্রসাদং বিনা
তস্মিং স্তৎকরুণাং বিনাপিবত যে প্রেমপ্রদানেক্ষমাঃ।
নির্হেত্বদ্ভুত সীমশূন্য করুণাপীযুষপাথোনিধীন্
শ্রীগোপীজনবল্লভপ্রিয়জনান্ বন্দামহে তানবয়ং॥

ত্রিপদী। জয় জয় গৌরহরি, সংসার সাগর তরি, শ্রীচরণ যুগল যাঁহার। দশনেতে তৃণ ধরি, পড়ি ভূমিতলোপরি; বন্দি তাঁহে কোটি কোটি বার॥ কলিকাল অন্ধকার, আচ্ছাদিল এ সংসার, তাহে অন্ধ হ'ল সব জন॥ দেখিয়া করুণা করি, নিজে ভক্ত ভাব ধরি, ভূতলে করিলে প্রকটন॥ দেখি তব পরকাশ, সেই অন্ধকার আস, পাই পলাইল অতি দূরে। ভকত চকোরগণ, প্রেমসুধা আস্বাদন, করিয়া ভাসিল সুখপুরে॥ নাম জ্যোৎস্না বিতরণে, প্রকাশিলে এ ভুবনে, পাত্রাপাত্র না কৈলে বিচার। শ্রীরঘুনন্দন দাস, হৃদয়ে করয়ে আশ, কৃপা লেশ পাইতে তোমার॥

চতুষ্পদী। জয় জয় নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ কন্দ, তব পদপদ্ম-দ্বন্দ্ব, বন্দি বহুবার। করুণা করিয়া মোরে, বান্ধি নিজ প্রেমডোরে, তার ভবসিন্ধু ঘোরে, গতি নাহি আর॥ তুমি সর্ব্ব গুণধাম, পতিত-পাবন নাম, হও প্রভু বলরাম, কৃষ্ণের সহায়। তিঁহ গৌর হবে জানি, আপনার বর্ণ খানি, ঢাকি তাঁর সুখ মানি, জন্মিলে ধরায়॥ অবতারী অবতার, যাবৎ করুণাধার, তুমি সেই সবাকার, মাঝে অনু-পম। জগাই মাধাই তার, সাক্ষী আছে চমৎকার, জানে যাহা এ সংসার, উত্তম অধম॥ শ্রীরঘুনন্দন কয়, সব কথা সত্য হয়, কিন্তু মোর এ হৃদয়, তাহা নাহি মানে॥ যদি মোরে তরাইতে, পার পার ভক্তি দিতে, তবে মন অশঙ্কিতে, সত্য বলি জানে॥

ত্রিপদী। জয় জয় সদা জয়, শ্রীরাধামাধব জয়, পুনঃ পুনঃ জয়োস্তু তোমার। পড়িয়া পৃথিবীতলে, তব পদশতদলে, প্রণাম করিয়ে বার বার॥ তুমি সর্ব্ব অবতারী, পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যধারী, নাহি তব তুল্য অতিশয়॥ জীবে অনুকম্পা করি, গোকুলেতে অবতরি; লীলা করিয়াছ সুখময়॥ সেই সব লীলাগণ, যারা করে সংকীর্ত্তন, শ্রবণ বর্ণন আস্বাদন। তারা তব শ্রীচরণে, পায় অতি অল্পক্ষণে, প্রেমভক্তি রস সুশোভন॥ ইহা পুরাণেতে শুনি, কহে সব মহামুনি, সেই

লীলা করিতে বর্ণন। শ্রীরঘুনন্দন দাস, মনে করে অভিলাষ, তুমি তাহা করহ পূরণ ॥

লঘু-ত্রিপদী। জয় জয় জয়, কৃষ্ণভক্তচয়, জয় জয় বহু বার। যত গুণগণ, বিমল রতন, তাহাদের পারাবার ॥ করুণা বিধান, উপমার স্থান, নাহি হয় ত্রিভুবনে। আমার সংশয়, হয় কি না হয়, সে উপমা জনার্দ্দনে ॥ তিঁহ যে যেমন, করয়ে সেবন, তারে তে'ন কৃপাময়। বৈষ্ণব ঠাকুর, করে কৃপাপুর, কিছু সেবা না চাহয় ॥ এ লাগি বৈষ্ণব, সেবিবারে সব, পূরাণ আগমে কয়। শ্রী রঘুনন্দন, তাহা নিরীক্ষণ, করিয়া শরণ লয় ॥

পয়ার। জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তচয় ॥ জয় জয় মোর প্রভু শ্রীরাধামাধব। যাহার মহিমা গান করে বেদ সব ॥ তব গুণ লীলা তত্ত্ব না জানেন শেষ। আমি মূর্খ কি কহিব তাহার বিশেষ ॥ অতএব কেবল বন্দিয়ে ও চরণে ॥ সিদ্ধ কর প্রভু যাহা করিয়াছি মনে ॥ গোকুলে আছেন যত মাধব প্রিয়জন। তাঁহাদের চরণেতে করিয়ে বন্দন ॥ যাঁহাদের অতিশয় বশ জনার্দ্দন। যাঁহাদের পদধূলী বাঞ্ছে পদ্মাসন ॥ তাঁর মধ্যে কৃষ্ণদাস রক্তকাদি যত। তাঁহাদিগে প্রণাম করিয়ে বিশেষতঃ ॥ শ্রীদাস শ্রীসুবলাদি যত সখাগণ। তাঁহা-দিগে কোটি কোটি করিয়ে বন্দন ॥ যাঁহাদিগে প্রশংসিলা ব্যাসের তনয়। যাঁযারা কৃষ্ণের কান্দে চড়ি বিহরয় ॥ ব্রজরাজ পদে মোর পরার্দ্ধ প্রণতি। যাঁর প্রেমে পুত্র হয়ে আছেন শ্রীপতি ॥ যাঁহার পাদুকা হরি বয়েছেন মাথে। তাঁহার তুলনা দিব কোথা কার সাঁথে ॥ বন্দো যশোমতী রাণী করযোড় করি। যাঁর স্তনপান কৈলা মহাসুখে হরি ॥ যাঁহার সৌভাগ্য দেখি ব্যাসের নন্দন। করেছেন বিস্ময় পাইয়া প্রশংসন ॥ বন্দন করিয়ে হরি-প্রেয়সী সকলে। যাঁহাদের উপমান নাহি কোনো স্থলে ॥ শ্রীহরির প্রিয়তম উদ্ধব পণ্ডিত। যাঁহাদের পদধূলী লাভে আকাঙ্ক্ষিত ॥ তার মাঝে বিশেষতঃ বন্দিয়ে

স্বাধায় যাহার মহিমা সব শ্রুতি স্মৃতি গায় ॥ তাঁহার সৌভাগ্য ব্যক্ত আছে মহারাসে। সব গোপী ছাড়ি হরি ছিলা তাঁর পাশে ॥ তাঁর সঙ্গে শ্রীহরির যাবৎ বিহার। সেই সব হয় লীলা মধ্যে সারাৎসার ॥ তাহাই বর্ণিতে লোভ করে মোর মন। তাহার কারণ কহি শুন সাধু জন ॥ কাব্য বচনের আত্মা হয় রস সব। যেহেতুক তাহা বিনে সেহ যেন শব ॥ সে রস দ্বিবিধ হয় প্রাকৃতাদি ভেদে ॥ নির্ণিত আছয়ে তাহা সব স্মৃতি বেদে ॥ প্রাকৃত হইতে শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত রস ॥ যাহাতে নিমগ্ন হয় মুক্তেরো মানস ॥ সে রস বিষয় ভেদে হয় নানা মত। যাহার বিষয় হরি আবির্ভাব যত ॥ তার মধ্যে নিজে হরি স্বয়ং ভগবান। তদ্বিষয় রস হয় রসেতে প্রধান ॥ সেই রস হয় পঞ্চ প্রকার মধুর। শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর ॥ সেই পঞ্চ রসেতে মধুর সর্ব্বসার! এই হয় ভক্তিরস শাস্ত্রের নির্দ্ধার ॥ সে পুনঃ ত্রিবিধ হয় আশ্রয় ভেদতঃ। পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম এই মত ॥ মহিষী সকলে সে মধুর পূর্ণ হয়। যেমত আশ্রয় গুণ তেমন উদয় ॥ পূর্ণতর হয় সেহ গোপিকা সভায়। তার মধ্যে পূর্ণতম শ্রীমতী রাধায় ॥ যেহেতুক তিঁহরূপে গুণে সর্ব্বোত্তমা ॥ কোনও রমণীতে নাই তাঁহার উপমা ॥ দেখ সর্ব্ব নারী মাঝে লক্ষ্মী হন শ্রেষ্ঠ ॥ তাহা হৈতে গোপীগণ শ্রীহ-রির প্রেষ্ঠ। গোপী সকলের মাঝে রাধিকা প্রধান। অতএব কেবা আছে তাঁহার সমান ॥ এই লাগি তাঁর সনে হরির বিলাস ॥ বর্ণন করিতে আমি করিতেছি আশ ॥ কিন্তু আমি মহামূর্খ রসবোধ হীন। শ্লোক বিরচনে নহি কিঞ্চিত ও প্রবীণ ॥ কি করিয়া পূর্ণ হবে এই অভিপ্রায়। দেখিতে না পাই কিছু তাহার উপায় ॥ রচনা না করি-য়াও না পারি থাকিতে। রাধাকৃষ্ণ লীলা আকর্ষণ করে চিতে ॥ ওরে মন নাহি কর ভয় আচরণ। শরণ করহ গুরুদেবের চরণ ॥ তাঁহার কৃপায় মুর্খ হয় বাগ্মীশ্বর। তাঁহার কৃপায় মূর্খ হয় বিজ্ঞবর ॥ তাঁহার কিঞ্চিৎ কৃপা যদি তোঁহে হয়। তবে তব ইষ্টসিদ্ধি হইতে

পারয় ॥ জয় জয় মোর গুরু শ্রীবংশীমোহন। নিত্যানন্দ প্রভুবংশ মুকুট রতন ॥ কি করিব আমি তাঁর মহিমা নির্ণয়। যাঁরে জনার্দ্দন কহে শ্রুতি স্মৃতিচয় ॥ পিত ব্যবহার মার্গে হন মান্যতম ॥ তাহে পুনঃ শিক্ষাগুরু সর্ব্বোত্তমোত্তম ॥ তাঁহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি। যাঁহার কৃপায় হল শাস্ত্র অবগতি ॥ শ্রীল সনাতন রূপ শ্রীজীব গোস্বামী। তিন আচার্য্যের পদে প্রণমিয়ে আমি ॥ যাহাদের গ্রন্থ গুরু স্থানে অধ্যয়ন। করি জানিতেছি মোরা অসাধ্য সাধন ॥ বৈষ্ণব-চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম। যাদের কৃপায় পাই বৃন্দাবন ধাম ॥ তোরা যদি কৃপাদৃষ্টি করহ আমারে। তবেই আমার ইষ্ট সিদ্ধ হতে পারে ॥ তোমাদিগে শ্রবণ করাব এই মনে। উদ্যত হয়েছি আমি এ গ্রন্থ রচনে বর্ণনের দোষ তোরা না কর গ্রহণ। কৃষ্ণলীলা বুঝিলেই করহ শ্রবণ ॥ এইত সাহসে আমি উদ্যত এ কাজে। দূর করি পণ্ডিত হইতে ভয় লাজে ॥ তোরা মোর প্রতি করি কৃপা বিতরণ। শ্রীরাধামাধবোদয় করহ শ্রবণ ॥

চিত্রং যস্য গুণগ্রামৈ রাধাচেতো মতঙ্গজঃ।
বদ্ধাপি চপলী চক্রে তং শ্রীমন্মাধবং ভজে ॥

ত্রিপদী। আছয়ে গোকুল নাম, অতি মনোহর ধাম, শ্রুতি স্মৃতি আগমে বিদিত। সচ্চিৎ আনন্দময়, জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ব্যয়, এ সকল দোষে বিবর্জ্জিত ॥ যিঁহ হয়ে অপ্রাকৃত, প্রকৃতিতে অনাবৃত, সংসারে করিয়া অবতার। জীবে কৃপা প্রকাশিয়া, নিজ রূপ দেখা-ইয়া করেছেন সকল নিস্তার ॥ সেই ধামে রাধানাথ, করি নিজগণে সাথ, অষ্টাবিংশ দ্বাপর সন্ধ্যাংশে। নিত্যসিদ্ধ ব্রজরাজ, পুত্ররূপে নানা কাজ, করিবারে করিলা প্রকাশে ॥ তাঁর গুণ শাস্ত্রে যত, কহি-য়াছে শত শত, তার সীমা না পাই দেখিতে। শ্রীরঘুনন্দন কয়, যদি তাঁর কৃপা হয়, তবে পারি কিঞ্চিৎ কহিতে ॥

পয়ার। এই কৃষ্ণ রম্য অঙ্গ সমূহে ভূষিত। উত্তম লক্ষণ যত তাহে বিরাজিত ॥ সৌন্দর্য্যেতে নয়নের মহানন্দকারী। কোটি-কোটি চন্দ্র-সূর্য্য-জয়ী তেজোধারী ॥ অনধিক অসমান হয় যার বল। কৈশোর বয়স সদা করে ঝলমল ॥ যাহার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। সেই বাক্য মিষ্ট যেন সুধা রসময় ॥ প্রসাদ গাম্ভীর্য্য আদি গুণাঢ্য বচন। সকল শাস্ত্রেতে অতিশয় বিচক্ষণ ॥ সূক্ষ্মতা ধারণা আদি গুণ বুদ্ধিমান। ত্রিভুবনে প্রতিভার নাহি উপমান ॥ বিবিধ বৈদগ্ধী সুধা নদী নদীরাজ। এক কালে করিতে পারেন বহু কাজ ॥ অন্যের দুষ্কর কর্ম্ম করেন হেলায়। বিস্মৃত নাহি হন কভু সেবক সেবায় ॥ অত্যন্ত সুদৃঢ় হয় যাহার নিয়ম। দেশকাল পাত্র যোগ্য করেন করন ॥ শাস্ত্র অনুসারে সব কর্ম্ম আচরণ। ভক্ত্যাভাস মাত্রে পাপ করেন নাশন ॥ সকল ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়। যে কর্ম্ম করেন তারই হয় ফলোদয় ॥ দুঃসহ উচিত ক্লেশ পারেন সহিতে। অপরাধ করিলেও ক্ষমা হয় চিতে ॥ বুঝিতে না পারে কেহ যাহার আশয়। কোন'ও বস্তুতে যার স্পৃহা নাহি হয় ॥ রাগ দ্বেষ নাহি আছে কার ॥ আপনি করিয়া ধর্ম্ম শিখান অপরে। তুলনার স্থান যার না দেখি সমরে ॥ না পারেন পর দুঃখ কখনও সহিতে। মান্য জন মাননা করেন শাস্ত্র রীতে ॥ অতি সুকোমল হয় যাহার চরিত। ঔদ্ধত্য সম্বন্ধ নাই যাহে কদাচিত ॥ লজ্জা সুধা তরঙ্গিণী নিবাস সাগর। আপন শরণাগত রক্ষণে তৎপর ॥ দুঃখ গন্ধশূন্য মহা সুখের সদন। ভক্তজন হিত আচরণে বিচক্ষণ ॥ প্রেম মাত্রে যিঁহ বশ হন অতিশয়। সর্ব্ব শুভ করণেতে যাহার আশয় ॥ যাহার প্রতাপ দেখি লজ্জিত ভাস্কর। কীর্ত্তি দেখি কলঙ্কী হয়েছে শশধর ॥ যাহে অনুরক্ত সর্ব্ব লোকের হৃদয়। সাধুজন সমূহের যিঁহ সমাশ্রয় ॥ সীমন্তিনী সকলের যিহ মনোহারী। সকলের অগ্রে পূজা লাভে অধিকারী ॥ ত্রিভুবনে অতুলিত সম্পত্তি আধার। রূপ গুণ মহিমাতে সর্ব্ব সারাৎসার ॥ ত্রিজগত মনোহর লীলার আস্পদ। নাহি

দেখি কোনো ঠাঁই এমন পার্ষদ ॥ ব্রহ্মাদি মোহনকর মুরলীবাদক। যাহার সৌন্দর্য্য তাঁরও বিস্ময় জনক ॥

লঘু-ত্রিপদী। নব-জল-ধর, শরদিন্দীবর, নীলমণি জিনি কাঁতি ॥ যাহা নিরখিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পড়ে নারী আঁখি পাঁতি ॥ অশোকের দল, অরুণ কমল, জিনিয়া চরণ শোভা। ধ্বজ বজ্র মীন, আদি নানা চিন, যাহে মুনি মনলোভা ॥ উরু করিকর, জিনি মনোহর, মাঝাখানি অতি ক্ষীণ। বিশাল হৃদয়, শ্রীবাহু উভয়, আজানুলম্বিত পীন ॥ কোটি শশধর, অধিক সুন্দর, শ্রীবদন মনোহারী। দেখি ধনি ধনি, নয়ন নাচনী, মোহিত সকল নারী ॥ কি করিব আর; সে শোভা বিস্তার, নাহি দেখি উপমান। শ্রীরঘুনন্দন, প্রভু নাহি হন; তাঁর উপমার স্থান ॥

পয়ার। এই কৃষ্ণগুণরূপ শ্রবণ দর্শনে। মোহিত সকল নারী যে ছিল ভুবনে ॥ তাহে অধোলোক বাসী রমণী সকল। দুই মতে হল তারা অধিক বিকল ॥ কৃষ্ণে না পাইল নাহি পাইল দেখিতে। উভয় প্রকারে দুঃখ তাহাদের চিতে ॥ উপরি লোকের যত সীমন্তিনী-গণ। তাহারা পাইত তাঁর রূপ দরশন ॥ কিন্তু তাহে অধিক জ্বলিত কামানল। তাহারা হইত তাহে অত্যন্ত বিহ্বল ॥ যদ্যপি তাহারা কেহ যোগ্য নহে তাঁর। তথাপি উদ্ভব হয় মদন বিকার ॥ যেন লভ্য বস্তু দেখি অযোগ্যের চিতে। লোভ উপজয়ে তাহা নারে নিবারিতে ॥ মনুষ্য লোকেতে ছিল যতেক সুন্দরী। কৃষ্ণরূপ দেখি তারা মরিত গুমরী ॥ তারা তাঁর কাছে দূতী পাঠাতে নারয়। যেহেতুক কোন মতে তাঁর যোগ্য নয় ॥ এমতে নিরাশ প্রায় সকল যুবতি। কেবল ধরয়ে আশা ব্রজনারী ততি ॥ যেহেতুক তাহাদের সৌন্দর্য্যাদি গুণ। লক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ হয় কোটিগুণ ॥ কিন্তু তাহাদের সেই প্রত্যাশা তাবত। রাধার সৌন্দর্য্য নাহি দেখেন যাবৎ ॥ দেখেন তাঁহারে তাঁরা যখন২। হয়েন উৎসাহ হীন তখন তখন ॥ শ্রীরাধাত বৃষভানু ভূপতির কন্যা। অন্তঃপুরে সর্ব্বদা থাকেন অতি ধন্যা ॥ কৃষ্ণরূপ কভু

তাঁর না হয়েছে দৃষ্ট। না হয়েছে তার গুণ শ্রবণেতে স্পৃষ্ট॥ কদাচিৎ সখীসনে কন্দুক লইয়া। খেলিছেন অট্টালিকা উপরি যাইয়া॥ সেইকালে কাননেতে শ্রীনন্দনন্দন। করিলেন কৌতুকেতে মুরলী বাদন॥ সেই শব্দে এ তিন ভুবন আচ্ছাদিল॥ তাহে নানা স্থানে নানা ভাব উপজিল॥ বিধাতার ধ্যান ভঙ্গ করিল সেরব। কাঁপিতে লাগিল তার কলেবর সব॥ বুঝি বেণু রবে তার আসন কমল॥ প্রফুল্ল হইল তেই করে টল টল॥ সনকাদি মুনিদের সমাধি ভাঙ্গিল। নয়নেতে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল॥ বুঝি বেণু রবে দ্রব হইয়াছে মন। দেখিছে বাহিরে আসি সে নন্দ নন্দন॥ সেই রব শুনি ভব হইল স্তম্ভিত। বুঝি হরি দেখিতে গিয়াছে তার চিত॥ মুরলীর রব শুনি কাঁপে মরুৎপ্রাণ। তাহাতে আমার মন করে অনুমান॥ সেই শব্দ শুনি খসে শচীর বসন। তাহা দেখি কোপে কাঁপে সহস্র লোচন॥ পাতালে পন্নগপতি স্তম্ভিত হইলা। সেই হেতু পতি ভয়ে ভূমি কি কাঁপিলা॥ যমুনাদি নদী যত হইলা স্থকিত॥ নিজ নিজ গতি ভুলে অত্যন্ত বিস্মিত॥ মকর কচ্ছপ মীন আদি জলচর। মুখ তুলি তুলি ভাসে জলের উপর॥ জলের ভিতরে ভাল শ্রবণ না হয়। এই লাগি মুখ তুলি তাহারা ভাসয়॥ ময়ূর কোকিল আদি বিহঙ্গম সব। তারা শুনে ত্যজি ত্যজি নিজ নিজ রব॥ গো মৃগ মহিষ আদি যত পশুগণ। আহার ত্যজিয়া শুনে সেই বেণু স্বন॥ বৎস সব দুগ্ধ পান করিতে করিতে। মুরলীর শব্দ শুনি মোহ পায় চিতে॥ অতএব সেই দুগ্ধ গিলিতে না পারে। গড়ায়ে গড়ায়ে ভূমে পড়ে মুখ দ্বারে॥ অপর কি কব যত তরু লতা গণ। মঞ্জরী ছলেতে করে পুলক ধারণ॥ যে যে তরু লতা আগে শুষ্ক হয়েছিল। তাহারাও দল ফুল ফলেতে ভরিল॥ অপর কি কব আর মাধুরী তাহার। পাষাণ গলিয়া গেল সংযোগে যাহার॥ সেই মুরলীর মধু মধুর নিস্বন॥ প্রবেশ করিল আসি রাধার শ্রবণ। সেই ধ্বনি সুধা ধারা হৃদয়

ভূমিতে। জন্মাইল ভাবের অঙ্কুর আচম্বিতে॥ তাহে তাঁর গণ্ডদেশ হল পুলকিত। শ্রীকর কমল কিছু হইল কম্পিত॥ অতএব না পারিলা কন্দুক ধরিতে। পড়িল সে অট্টালিকা উপরি ভূমিতে॥ তাহা দেখি শ্রীললিতা মহা বুদ্ধিমতী॥ কহিছেন মৃদু হাস্য করি তাঁর প্রতি॥ সখী তোর হস্ত হৈতে গেঁড় কদাচিত। নাহি হয় কোন মতে ভুতলে পতিত॥ আজি কেন অকারণে কন্দুক পড়িল। দেখিয়া আমার বড় বিস্ময় হইল॥ শ্রীরাধা কহেন সখী অবধান করি। শ্রবণ করহ অই শব্দ কর্ণ ভরি॥ নাহিঁ জানি বটে অই কিসের নিস্বন। উহাতেই মগ্ন হইয়াছে মোর মন। সেই হেতু অবশ হয়েছে মোর পাণি। এই লাগি ভূতলে পড়িল গেঁড় খানি॥ এত শুনি শ্রীললিতা আনন্দিত মতি। কাণে কাণে কহিছেন বিশাখার প্রতি॥ সখী বুঝি এত দিনে আমাদের পানে। চাহিলেক বিধি কৃপা প্রসন্ন নয়নে॥ যে হেতুক রাধিকার কৃষ্ণ বেণু গীত। শুনিয়া হইল মন কিছু তরলিত॥ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে প্রীতি হয় যে ইহার। ইহাই সর্ব্বদা বাঞ্ছে হৃদয় আমার॥ অতএব রূপ গুণ শুনাইয়া তার। এই ভাবাঙ্কুরে পুষ্ট করিব ইহার॥ এত কহি বিশাখারে শ্রীরাধার প্রতি। কহিবারে আরম্ভিলা ললিতা সুমতি॥ সখী বুঝি শুন নাই তুমি কদাচিত। ভুবন মোহন অই মুরলীর গীত॥ শ্রীকৃষ্ণ বাজাই অই মুরলী কাননে। সুধা ধারা সম যাহা পশিছে শ্রবণে॥ কৃষ্ণ নাম শুনি রাই হইয়া বিস্মিত। মনে মনে ভাবনা করেন রোমাঞ্চিত॥ মরি মরি কিবা মিষ্ট এই অভিধান। মাতাইল প্রবেশিয়া মাত্র মোর কাণ॥ একি বিধি সার ভাগ সুধার লইয়া। গঠিয়াছে এই নাম যতন করিয়া॥ মরি মরি এত সুমধুর যার নাম। না জানি সে নামী হবে কত অভিরাম॥ এতেক ভাবনা করি শ্রীরাধিকা মনে। কহিছেন ললিতারে গদ্গদ বচনে॥ সখি অই কৃষ্ণ হন কাহার তনয়। কেমন তাহার রূপ কি গুণ ধরয়॥ এত শুনি শ্রীললিতা আনন্দিত মনে। কহিছেন তাঁর প্রতি মধুর বচনে।

[২]

ললিত চতুষ্পদী। সখী দিয়া মন, করহ শ্রবণ, নন্দের নন্দন, গোকুলে রহে। হরি তার নাম, অতি অভিরাম, যার কোটি কাম, সমান নহে॥ নব ঘনঘন, দলিত অঞ্জন, জিনিয়া চিকণ, তনুর কাঁতি। কলঙ্ক রহিত, কলাতে পুরিত, বিধু উপনিত, মুখের ভাতি॥ প্রসন্ন দীঘল; নয়ন যুগল, জিনি শত দল, পলাশ ঘটা। দিঠি খর বাণ, করিতে সন্ধান, কামের কামান, ভুরুর ছটা॥ ভুজের বলনী, দেখিয়া না গণি, অতি পীন ফণী, কুঞ্জর করে। বুকের বিস্তার, দেখিয়া ধিক্কার, কপাটে না কার, উদয় করে॥ তাহে রোমাবলি, যারে ফণী বলি, সুন্দর ত্রিবলি, মাঝায় সাজে। উরু করি কর, শুণ্ডার সোঁসর, জগ মনোহর, চরণ বাজে॥ যত গুণ তার, আছে তাহা কার, সখী গণিবার, শকতি আছে। শ্রীরঘু নন্দন, হন কি না হন, গুণের ভবন, তাহার কাছে॥

পয়ার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা ছাড়িয়া নিশ্বাস। ললিতারে কহিছেন গদ গদ ভাষ॥ সখী মোর অস্বাস্থ্য হইল কিছু দেহে। অতএব শয়ন করিব চল গেহে॥ এত কহি তাঁহাদের সহিত যাইয়া। শয়ন করিলা গৃহে উদ্বিগ্ন হইয়া॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীমৎ কলিযুগ পাবনাবতার ভগবন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস
শ্রীল কিশোরীমোহন গোস্বামী সূনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী
বিরচিতে শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধাভাবাঙ্কুরোদ্গমো
নাম প্রথম উল্লাসঃ।

দ্বিতীয় উল্লাস।

যল্লাবণ্যামৃতৈঃ সিক্তো রাধা-রাগ মহী রুহঃ।
বিস্তারং বিপুলং প্রায়াৎ সোঽব্যান্নঃ শ্রীল মাধবঃ॥

সেই দিন রজনীতে রাধিকা স্বপনে। নিরীক্ষণ করিলেন শ্রীনন্দ নন্দনে॥ কিবা অদ্ভুত শক্তি ধরয়ে স্বপন। নয়ন মুদ্রিত তবু করায় দর্শন॥ দেখিছেন তাহে রাধা যমুনার ধারে। কদম্ব তরুর মূলে শ্রীনন্দ কুমারে॥

ছেকানুপ্রাসঃ। সজল জলদ জাল জয়ি অঙ্গ কাঁতি। শারদ শশাঙ্কসম শোভা মুখ ভাঁতি॥ কুটিল চিকণ কৃশ কাল কেশ পাশে। বর্হি-বিহঙ্গম-বর্হ-বদ্ধ-চূড়া ভাসে॥ ভঙ্গুরী ভ্রুর ভঙ্গী ভুজঙ্গ যেমন। নিন্দয়ে নবীন-নীল-নলিনে নয়ন॥ মণিময় সুন্দর মধুর গণ্ড স্থল। কমনীয় কুণ্ডল কান্তিতে ঝলমল॥ খগপতি-গুরুগর্ব্ব খর্ব্ব করি ঘ্রাণ। হরিতাল তিলক তাহাতে শোভমান॥ পলাশের পুষ্প-পঙ্ক-বিম্ব তুল্যাধর। তাহে হাসি শশিরশ্মি সমান সুন্দর॥ ভুজঙ্গ ভূপতি ভোগ ভব্য ভুজার্গল। কোকনদে কুৎসা করে করের যুগল॥ তাহাতে কনক কৃত কটক কঙ্কণ। বাহুতে বিরাজে বাজু বন্ধ বিলক্ষণ॥ বিশাল বিপুল বক্ষস্থল সুবলিত॥ মঞ্জ-মুক্তাহার মণি মালাতে মণ্ডিত॥ মৃগ-রাজ মাঝা জিনি মধুর মধ্যম। ত্রিবলি বলনী তাহে বড় মনোরম॥ রাম-রম্ভা-রুচি-রমণীয় উরুদ্বয়। পাদপদ্ম উপমান প্রবালে না হয়। পরিষ্কার পীত পট্ট পট পরিধান। গলে দোলে বনমালা পদে লম্বমান॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভাব করি দাড়াইয়া। বাজায়েন মোহন মুরলী মুখে দিয়া॥ শ্রীরঘুনন্দন রটে এরূপ লাবণী। নিরখেন রাধা রঙ্গে মানি ধনি ধনি॥ এইরূপ দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল। দেখিতে না পান আর রাধিকা গোপাল॥ তবে তিঁহ অতিশয় হইলা বিহ্বল॥ ভুজঙ্গিনী যেন মণি হারায়ে বিকল॥ হায় হায় কি হইল কি হইল বলি।

জাগিয়া উঠিল তিঁহ করিয়া বিকলী ॥ তাহা শুনি শ্রীললিতা বিশাখা জাগিয়া ॥ জিজ্ঞাসা করেন তারে শঙ্কিত হইয়া ॥ একি একি প্রিয় সখি তুমি কি কারণে। জাগিয়া উঠিলে অতি ব্যাকুলিত মনে ॥ সখীদের কথা শুনি রাধা ঠাকুরাণী। নিশ্বাস ছাড়িলা কিন্তু না কহিলা বাণী ॥ তবে দুই সখী পুনঃ কহেন তাহারে। সখী কেন উত্তর না দাও মো সবারে ॥ তুমি আমা সবাকারে প্রিয়সখী কহ। তার মত ব্যবহার কেন না করহ ॥ তাহারেই প্রিয়সখী বলি লোকে কয়। যার কাছে কোন কথা গোপ্য নাহি রয় ॥ যদি আমাদিগে না কহিবে গোপ্য কাজ। তবে প্রিয়সখী বলি নাহি দিয় লাজ ॥ সখীদের কথা শুনি দুঃখিত শ্রীরাধা। কহিতে চাহেন কিন্তু লাজে করে বাধা ॥ তবে তিঁহ অধ করি আপন বদন। নখে করি ভূমিতলে করেন লিখন ॥ তাহা দেখি দুই সখী কন পুনর্ব্বার। রাই বুঝিলাম মোরা আশয় তোমার ॥ লজ্জাই তোমার হয় প্রিয় সহচরী। মোরা প্রিয়সখী বলি বৃথা গর্ব্ব করি ॥ যে হেতুক নাহি পার তাহারে ছাড়িতে। আদর না কর কিছু মোদের বাণীতে ॥ থাক তুমি সেই প্রিয়সখীরে লইয়া। মোরা কি করিব আর এখানে রহিয়া ॥ এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন। উদ্যম করেন উঠি করিতে গমন ॥ রঘু কহে চাতুরীর বলিহারী যাই। ইহা না থাকিলে কেন সখী বলে রাই ॥ সখীদিগে যাইতে উদ্যত দেখি রাধা। কহিতে লাগিলা উপেক্ষিয়া লজ্জা বাধা ॥

ত্রিপদী। সখী আমি এইক্ষণে, দেখিলাম প্রস্বপনে, যমুনার প্রবাহ সুন্দর। পুনরপি তার কূলে, কদম্ব-তরুর মূলে, নিরখিনু এক নরবর ॥ জনম ভিতরি মারে, পাই নাই দেখিবারে, কদাচিত আমি জাগরণে। কিংবা স্বপনের বল, দেখাইল অবিকল; যেন দেখি সাক্ষাৎ নয়নে ॥ কি কহিব রূপ তার, কহিবারে সাধ্য কার, এক মুখে বিস্তার করিয়া। এই মোর মনে ভায়, গঠিয়াছে বিধি তায়, কোটি কোটি মদন মাড়িয়া ॥ কিবা শ্যাম কলেবর, জিনি নব জলধর, অঙ্গ ছটা নাশে অন্ধকার। সে মুখের শোভা দেখি, শশধরে নাহি লিখি,

উপমান করিতে তাহার ॥ কিবা সে নয়ন ভঙ্গী, মনোহর ভ্রূভুজঙ্গী, বাহু দুই যেন করি কর। সুবিশাল বক্ষস্থল, অশ্বথ্য পত্রের দল, হেন যার গঠন সুন্দর ॥ উরু অতি অভিরাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম, পরে পীতবরণ বসন। মধুর মুরলী করে, যাহাতে হরণ করে, শ্রীরঘুনন্দন ভৃত্য মন ॥

পয়ার ॥ দেখিতে দেখিতে সেই রূপ ক্ষণকাল। স্বপন হরিয়া নিল বিধি হয়ে কাল ॥ অতএব সেইরূপ না পাই দেখিতে। উঠিলাম বৈকল্য করিয়া আচম্বিতে ॥ সেইরূপে মগন হয়েছে মোর মন। দেখিতে না পাই তাহা বিকল এখন ॥ নানা যত্ন করি তবু স্থির নাহি হয়। নিরবধি সেইরূপ দেখিতে চাহয় ॥ কে বটে সে কোথা রহে তনয় কাহার। তাহা অনুভব নাহি আছয়ে আমার। তথাপি দেখিতে তারে মন সদা চায় ॥ কি করিব সখি হল মোর বড় দায় ॥ বিশাখা বলেন সখি আছয়ে উপায়। স্থির হইবারে পারে তব মন যায় ॥ আমি পারি নানামত চিত্র করিবারে। লিখিতে পারি যে তাহা দেখি যে যাহারে ॥ অতএব গোকুলেতে দেখি ঘরে ঘরে। লিখিয়া আনিব সেই হেন রূপ[illegible]রে ॥ সেই চিত্রপট তুমি করি নিরীক্ষণ। সুখিত করিবে সখি আপনার মন ॥ কহিতে কহিতে রবি করিল উদয়। বিশাখা চলিল তবে আপন আলয় ॥ হরি মূর্ত্তি চিত্র করি দিব্য এক পটে। লইয়া আইলা তাহা রাধার নিকটে ॥ রাধিকা নয়ন মুদি হয়ে একমন। করিছেন স্বপ্ন দৃষ্ট রূপের ভাবন ॥ তাঁর আগে চিত্রপট ভিত্তিতে রাখিয়া। বিশাখা কহেন তাঁর নিকটে যাইয়া ॥ প্রিয়সখি করিতেছ তুমি কি চিন্তন। নয়ন মিলিয়া শোভা কর নিরীক্ষণ ॥ এত বাণী শুনিয়া নয়ন মিলি চাই। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আগে দেখি দেখিলেন রাই ॥ কিবা বিশাখার সেই চিত্র চমৎকার। যাহে চিত্র বুদ্ধি নাহি হইল রাধার ॥ স্বপ্ন দৃষ্ট সেই এই হয় বলি মানি। চমকিত হইয়া উঠিলা ঠাকুরানী ॥ কহিছেন চাহি তিহ বিশাখার পানে। কে বটে ইহারে কেন আনিলে এখানে ॥ যদি কেহ অন্য লোকে দর-

শন করে। অযশ করিবে মোর গোকুল ভিতরে॥ যাইবারে কহ এথা হইতে উহায়। তুমি নাহি পার তবে ডাক ললিতায়॥ বিশাখা কহেন সখি যাহারে দেখিতে। অতিশয় উৎকণ্ঠা করিতেছিল চিতে॥ দিলাম তাহারে আনি সাক্ষাতে তোমার। আশা পুরি দেখ এথা শঙ্কা আছে কার॥ এতেক বচন শুনি রাধা ঠাকুরানী। একমনে দেখিছেন চিত্র-পট খানি॥ দেখিতে দেখিতে মনে করেন বিচার। একি দেখিতেছি অতিশয় চমৎকার॥ এই ব্যক্তি যদি কোন দেবতা হইত। তবে পদে করি ভূমে নাহি পরশিত॥ যদি বা হইত কোন মানুষ বিশেষ। তবে নেত্রে অবশ্যই থাকিত নিমেষ॥ অতএব এহ বটে অসংশয় চিত্র। কিন্তু বিশাখার এই শক্তি কি বিচিত্র॥ যার প্রতি-মূর্ত্তি এই সখি লিখিয়াছে। না জানি তাহার অঙ্গে কত শোভা আছে॥ এমত সৌ-ভাগ্য কিবা হইবে আমার। দেখিতে পাইব তারে এই ছবি যার॥ এইরূপ ভাবিছেন রাধিকা হিয়ায়। হেনকালে আইলেন ললিতা তথায়॥ তিঁহ কহিছেন রাই দেখি চিত্রপট। মন সুস্থ হল তব কহ অকপট॥ রাধিকা কহেন সখি চিত্র ভাল হয়। কিন্তু দেখি স্থির নাহি হইল হৃদয়॥ এই চিত্র যার তার দর্শন লাগিয়া। অধিক উৎকণ্ঠা করিতেছে মোর হিয়া॥ পুনরপি ললিতা কহেন সমুচিত। তাহারে দেখিতে সখি নহ উৎকণ্ঠিত॥ কুলের রমণী তুমি পতিব্রতা তায়। কি ফল তোমার পরপুরুষ দেখায়॥ সেহ ব্রজরাজপুত্র কৃষ্ণ তার নাম। ত্রিজগতে পরমসুন্দর অনুপাম॥ আছে যে তাহার হেন রূপের মাধুরী দৃষ্টমাত্র হইলেই করে মন চুরী॥ কালি তার বেণুধ্বনি শুনি একবার। চঞ্চল হইয়াছিল হৃদয় তোমার॥ মোর মুখে শুনি তার মাধুর্য্যের কন। স্বপনে তাহারেতুমি করিলে দর্শন॥ ইথে অনুমানকরি তোমার হৃদয়। তার প্রতি যেন কিছু আসক্তি করয়॥ তাহে পুনঃ যদি দেখ সাক্ষাতে তাহারে। তবে না পারিবে মন স্থিরকরিবারে॥ তবে কুল ধর্ম্মনাশকলঙ্ক হইবে। পতিব্রতা নারীগণ অখ্যাতি করিবে॥ পরম ধার্ম্মিক তব পিতা মাতা হয়॥ তোমার অযশ হৈলে দুখ অতিশয়॥ স্বামী তব

অভিমন্যু অতিমন্যুমান॥ শুনিলে কি করিবে না হয় অনুমান। বড়ই প্রখরা হয় শাশুরী তোমার। জানিলে করিবে সেহ কত না ধিক্কার॥ তোমার ননান্দা হয় কুটিলা কুৎসিত॥ অখ্যাতি করিবে ব্রজে জানিলে কিঞ্চিত॥ অতএব কৃষ্ণে দেখি নাহি প্রয়োজন। তাহাতেও আসক্ত না কর নিজ মন॥ ললিতার এত বাণী করিয়া শ্রবণ। কহিছেন শ্রীরাধিকা বিরসবদন॥ সখী আপনার মন বশ করিবারে। করিতেছি আমি যত্ন বিবিধ প্রকারে॥ কিন্তু এহ কোন মতে স্থিরতা না পায়। যদি জান তবে কিছু বলহ উপায়॥ এত শুনি তাঁর ভাবাঙ্কুরে পুষ্ট জানি॥ সুখি মনে ললিতা কহেন কিছু বাণী॥ সখী আমাদের গুরু হন পৌর্ণমাসী। বিশেষে তোমায় তাঁর দেখি স্নেহরাশি॥ অতএব এই কথা জানাইগা তাঁয়। করিবেন তিঁহ ইথে উচিত উপায়॥ এত কহি শ্রীললিতা বিশাখা সহিতে। পৌর্ণমাসী কাছে গেলা আনন্দিত চিতে॥ তাঁর কাছে গিয়া দোঁহে প্রণাম করিলা। তিঁহ আশীর্ব্বাদ করি পুছিতে লাগিলা॥ কহ কহ বাছা মোর রাধিকা এক্ষণ। কেমন আছে যে করে কিবা আচরণ॥ ললিতা বিশাখা কন শুন ভগবতী। করিতেছে প্রিয়সখী রাধা যে সম্প্রতি॥ কালি গেঁড়ু লয়ে খেলা করিতে করিতে। শুনিল হরির বেণু রাই আচম্বিতে॥ পৌর্ণমাসী কন তবে তবে কি হইল। ললিতা বলেন তাহে কাঁপিতে লাগিল॥ তাহা নিরীক্ষণ করি আমি সুখী মন। হরিরূপ গুণ কিছু করিনু বর্ণন॥ তাহা শুনি যে যে ভাব হইল তাহার। তাহা তাহা ঢাকিল সে করিয়া প্রকার॥ ভগবতী ভাষেন কি কহিলে ললিতে। হরি প্রীতি হয়েছে কি রাধিকার চিতে॥ হেন দিন হবে কিবা আমা সবাকার। দেখিতে পাইব হরি পিরিতি রাধার॥ কহ কহ তার পরে কি হইল আর। এত শুনি ললিতা কহেন পুনর্ব্বার॥ রজনীতে সজনী স্বপনে দেখি হরি। হারায়ে উঠিল পুন হায় হায় করি॥ তবে শ্রীবিশাখা হরি মূর্ত্তি লিখি পটে। দেখাইল লয়ে গিয়া তাহার নিকটে॥ তাহা দেখি হল যে সকল ভাব তার। কহিতে না

পারি তাহা করিয়া বিস্তার॥ এক্ষণ হরিরে সেহ দেখিতে চাহয়। আজ্ঞা কর ইহাতে কর্ত্তব্য কিবা হয়॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী বড় সুখী মতি॥ কহিছেন শ্রীললিতা শ্রীবিশাখা প্রতি॥ বাছা চিরজীবি হও তোরা দুই জন। করিলে আমারে বড় আনন্দিত মন॥ রাধার হরিতে হয় প্রেমের প্রকাশ। নিরবধি এই মোর মনে অভিলাষ আনুকূল্য করিতেছ তোরা দোঁহে তায়। এই লাগি করিতেছি আশীষ দোঁহায়॥ এ বিষয়ে যেই যেই সাহায্য করিবে। সেই সেই মোর প্রিয় অধিক হইবে॥ যেহেতুক রাধা হরি লীলা দেখিবারে। আমি আছি চিরদিন গোকুল মাঝারে॥ এত দিনে বুঝি মোর সেইত বসতি। সফল হইতে পারে এই হয় মতি॥ তোরা যাহ রাধিকার নিকটে এক্ষণ। যতন করিবে তার ভাবের রক্ষণ॥ আমি নন্দ নন্দনের নিকটে যাইয়া। শুনাব রাধার গুণ প্রকার করিয়া॥ তাহাতে বুঝিয়া তাঁর মনের আশয়। করিব পরেতে যাহা সমুচিত হয়॥ এত শুনি ললিতা বিশাখা ঘরে গিয়া। সব কথা রাধারে কহিলা প্রকাশিয়া॥ তাহা শুনি তিহ আশা ধরিলা অন্তরে। পৌর্ণমাসি চলিলেন কানন উত্তরে॥ যাইতে যাইতে তিহ আনন্দিত চিতে। পথ মাঝে দেখা হল বৃন্দার সহিতে॥ বৃন্দা পৌর্ণমাসী পদে প্রণাম করিলা। আশীর্ব্বাদ করি তিঁহ পুছিতে লাগিলা কহ বৃন্দে গোবিন্দ আছেন কোন বনে। যাইতে হইবে মোরে তার দরশনে॥ বৃন্দাকন বৃন্দাবনে রয়েছেন হরি। তাহারে দেখিতে কেন আপনি সতৃষ্ণ॥ পৌর্ণমাসী পুনঃ কন গুণ রাধিকার। শুনাইব তারে এই বাসনা আমার॥ তাহা শুনি যদি তার রাধিকায় প্রীত। উপজয়ে তবে হয় মোর বড় হিত॥ যেহেতুক আমি রাধা হরির বিলাস। দেখি বারে গোকুলে করিয়াছি বাস॥ বৃন্দাদেবী বলেন আমারো এই মন। কি করিয়া রাধা হরি হইবে মিলন॥ রাধা সঙ্গে হরি যদি করেন বিহার। তবেই শোভিত হয় কানন আমার॥ চন্দ্রাবলী সনে হরি করেন বিলাস। কিন্তু তাহে পূর্ণ নহে মোর অভিলাস॥ মনে

করিরাধা গুণ শ্রীহরি শুনাই ॥ কিন্তু তাহা নাহি পারি কিছু শঙ্কা পাই ॥ চন্দ্রাবলী প্রতি তিঁহ সম্প্রতি আসক্ত। কি জানি হবেন ইহা কহিলে বিরক্ত ॥ অন্য রসে গাঢ় রুচি থাকয়ে যাঁহার। মধুরেও পিরিতি না উপজয়ে তার ॥ পুনঃ পৌর্ণমাসী কন মিথ্যা এ সংশয়। রাধিকার রূপ গুণ অদভূত হয় ॥ যেন কারো অরুচি না ঘটয়ে সুধায়। তেনহ হরির নাহি ঘটিবে রাধায়। এইরূপ কহি কহি যাইতে যাইতে। শ্রীহরিরে বৃন্দাবনে পাইলা দেখিতে ॥ তিঁহ মধুমঙ্গলের সঙ্গেতে মিলিয়া। ভ্রমিছেন বন শোভা দেখিয়া দেখিয়া ॥ দেখি পৌর্ণমাসীরে আসিয়া সন্নিধানে। প্রণামিলা হরি তারে অধিক সম্মানে ॥ পৌর্ণ-মাসী করিলেন আশীষ বিধান। যুবরাজ হও রামা সঙ্গে প্রীতিমান ॥ আশীষ শুনিয়া হাসি বটুরাজ কয়। হইলআশীষ যেন সখার আশয় শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা সত্য এ বচন। রামার অসঙ্গে আমিসদা লুব্ধ মন। বটু বলে কল্পিয় না অধিক অকার। আমি জানি তুমি লুব্ধ সঙ্গেতে রামার। পূর্ণিমা কহেন হেন রামা কে আছয়। করিবেন কৃষ্ণ যার সঙ্গেতে আশয় ॥ এক মাত্র যোগ্য আছে ইহার রমণী। শ্রীরাধিকা লাবণ্যাদি গুণ রত্ন খনী ॥ শ্রীরাধিকা নামামৃত করিয়া শ্রবণ ॥ বিস্ময় সুখেতে মগ্ন শ্রীকৃষ্ণের মন ॥ ভাবনা করেন তিঁহ একি চমৎকার। কর্ণেতে পশিল একি অমৃতের ধার ॥ কিম্বা মদনের সংমোহন মন্ত্র হয়। করিলেক মোর মন মুগ্ধ অতিশয়। যার নাম এই তারে কেমনে জানিব। কার কন্যা বটে তাহা কি করি পুছিব ॥ এইরূপ মনে কৃষ্ণ করেন ভাবন। তাহা জানি সুচপুর বটু কিছু কন। পিতা মহ এই রাধা কাহার নন্দিনী। কেমন সুন্দরী হয় কারবা গৃহিণী ॥ কহিতেছ তুমি যারে সদৃশী সখার। তাহারে জানিতে হয় বাসনা আমার ॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী বটুরাজ প্রতি। মনে আশীর্ব্বাদ করি কহেন ভারতী ॥

লঘু-ত্রিপদী ॥ বাছা শ্রীরাধিকা, সকল নায়িকা, সমুহের শিরো-মণি। বৃষভানু সুতা, যত গুণ যুতা, কহিতে না পারি গণি ॥ ধনি

ধনি ধনি, সে অঙ্গ লাবণী, দরশন করি যবে। প্রফুল্ল চম্পকে, গলিত কনকে, ধিক ধিক করি তবে॥ দেখি সে বদন, মানে মোর মন, মথি সুধা জলনিধি। তার নবনীতে, হয়ে এক চিতে, গড়িয়াছে বুঝি বিধি॥ নয়ন যুগল, যেন শত দল, ভূরু কাল ফণী মানি। হিঙ্গুল মাড়িয়া, তাহে সুধা দিয়া, গঠেছে অধর খানি॥ কমল কলীতে, উপমা করিতে, যাহার বাসনা হয়। করিলে বিচার, তাহাতে তাহার, উপমান না ঘটয়॥ ভূজ পদ্ম লাল, নিতম্ব বিশাল, মাঝা মুটে ধরা যায়। উরু অতি পীন, অধ অধ ক্ষীণ, করি কর হেন ভায়॥ রমণীর সার, অভিমন্যু দার, কিশোরী সকলে জানে। কি কহিব আর, চন্দ্রাবলী যার, যোগ্য নহে উপমানে॥

পয়ার। শ্রবণ করিয়া রাধিকার রূপ গুণ। বাড়িল তাহাতে ভাব হরির দ্বিগুণ॥ তাহাতে তাঁহার তনু হইল কম্পিত। কদম্ব কোরক যেন তেন পুলকিত॥ তাহা দেখি বটুরাজ বলেন বচন। সখা দেখিতেছি তোরে কেন অন্য মন॥ কাঁপিতেছে কলেবর তোমার সকল। কান্তার গুণেতে বুঝি হয়েছ বিকল॥ শ্রীহরি কহেন সখা সত্য তোর বাণী। কান্তার শব্দেতে মহাবনে ভণে জ্ঞানী॥ তাহা হতে আসি এই শীতল পবন। করিয়াছে মোর কম্প পুলক ঘটন॥ কৃষ্ণের বচন শুনি পৌর্ণমাসী চিত। বায়ু যোগে দীপ যেন হয় আন্দোলিত না পারেন করিবারে কিছুই নিশ্চয়। হয় রাগি বিরাগি বা কৃষ্ণের হৃদয়॥ সকম্প পুলক দেখি হয় রাগি জ্ঞান। বচন শুনিয়া পুন হয় অন্যভান॥ অতএব ভাবিছেন তিঁহ মনে মনে। বৃন্দাদেবী তাঁরে কন হসিত বদনে॥ ভগবতি আমি মনে করি অনুমান। বৃষভানু রাজা বটে বড়ই অজ্ঞান॥ এমত সুন্দরী কন্যা শ্রীকৃষ্ণে না দিয়া দিয়াছে যে অমিন্যু গোপেরে আনিয়া॥ পূর্ণিমা কহেন রাজা না হয় মূরখ। প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ দিয়াছে তারে দুখ॥ রোহিণী জনমে বৃষ রাশি বকনাশী। বিশাখা পূর্ব্বার্দ্ধে জন্মি রাধা তুলা রাশি॥ অতএব ষড়ষ্টক যোগ গণনায়। দুর কন্যা নহে ইথে করা নাহি যায়॥ তাহতে

ক্ষত্রিয় বর্ণ রাধিকা সুন্দরী। শাস্ত্র অনুসারে শূদ্র বর্ণ হন হরি॥ তাহে পুন নরগণ নন্দের নন্দন। বৃষভানু সুতা হয় নিশাচরগণ॥ অতএব হয়েছে কৃষ্ণে কন্যা দান। ইথে বৃষভানু নাহি হয়েন অজ্ঞান॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ কহেন মনে মনে। মন তুমি উৎকণ্ঠিত হও কি কারণে॥ একে পর নারী তাহে রাজার নন্দনা তার মনে অসম্ভব প্রেমের ঘটনা॥ দেখিতেও না পাইবে তারে কদাচিত। অতএব তাহাতে উৎকণ্ঠা অনুচিত॥ শ্রীকৃষ্ণেরে চিন্তাযুক্ত জানি অনুমানে। পুর্ণিমা কহেন পুন হসিত বয়ানে॥ নাগর আসিয়াছিনু তোরে দেখিবারে। তাহা সিদ্ধ হল এবে যাইব আগারে॥ তুমিও এখনও বাসনা কর মনে। মম সঙ্গ ছাড়ি রাম ধাম দরশনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাম ধাম অযোধ্যারে। ভগবতি ইচ্ছা করি সদা দেখিবারে॥ কিন্তু কি করিব সেহ হয় দূর দেশে। ঘটিবেক কালে তব আশীষ বিশেষে॥ শ্রীমধুমঙ্গল কন হসিত বদন। সখা তুমি বুঝ নাই আয়ীর বচন॥ মোর পিতামহী হন বড় বিচক্ষণা। কহেছেন চ্যুতাক্ষরালঙ্কার ঘটনা॥ মম দুই বর্ণ ঘুচাইলে রাম ধামে। যেই থাকে তাহারে দেখিতে কন কামে॥ গোপাল কহেনতপস্বিনী ভগবতী। কহিবেন কেন হেন অযোগ্য ভারতী ধর্ম্ম রক্ষা করণ ইহার কার্য্য হয়। অধর্ম্মে নিযুক্ত করা সমুচিত নয়॥ এত শুনি হাসিয়া কহেন বটুবর। সখা আমি জানি তুমি বড় ধর্ম্ম পর॥ গোবর্দ্ধন কান্তার কুঞ্জেতে যার বাস। অধর্ম্মেতে কি রূপে ঘটিবে তার আশ॥ বটুর বচনশুনি নন্দের নন্দন। তার প্রতি চাহিছেন ঘুরায়ে নয়ন তাহা দেখি পুনশ্চ কহেন বটুবর। না বুঝি আমার বাক্য কোপ কেনকর॥ গোবর্দ্ধন মহারম্য কুঞ্জে তব বাস। পরম ধার্ম্মিক তুমি পাপে নাহি আশ॥ এই অভিপ্রায়ে আমি কহিনু এ কথা। তুমি অন্য ভাবি কেন মনে পাও ব্যথা॥ এত শুনি ভাল২ বলি জনার্দ্দন। মধুমঙ্গলেরে দিলা প্রেম আলিঙ্গন॥ বৃন্দাদেবী কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া। বটু অন্য অর্থ কর কিসের লাগিয়া॥ গোবর্দ্ধন মল্ল কান্তা হয় চন্দ্রাবলী। তার কুঞ্জবাসে এহ সদা কুতূহলী॥ গোকুল নগরে এহ হয়েছে প্রকাশ

তুমি কেন ঢাক তাহা মনে পাই ত্রাস ॥ পূর্ণিমা কহেন বৃন্দা ছাড়হ অন্যায়। না ফেলাও সবে মিলি নাগরে লজ্জায় ॥ চল মোরা যাই এবে আপনার কাজে। প্রস্থান করুন কৃষ্ণ সখার সমাজে ॥ পূর্ব্বেও ইহাই আমি কহিয়াছি শ্যামে। দেখিবারে যাহতুমি বলরাম ধামে। এত কহি বৃন্দাসনে পূর্ণিমা চলিলা। কৃষ্ণ মধুমঙ্গলেরে কহিতেলাগিলা ॥ সখা যে কহিলা ভঙ্গি করি ভগবতী। না হইল কিছু তার ভাব অবগতি। রামা সঙ্গে প্রীতিমনে হর হে বলিয়া। আশীর্ব্বাদ করিলেন তিঁহ কিলাগিয়া প্রকার করিয়া রূপ গুণ রাধিকার কহিলেন কি কারণে সাক্ষাতে আমার যাহোক রাধার রূপ শ্রবণ করিয়া। বড়ই চঞ্চল হল সখা মোর হিয়া ॥ কর্ণ পুন সেই রূপ গুণ শুনিবারে। বাসনা করিছে তাহা করিতে এ পারে ॥ যে হেতু ইহার সেই রূপ গুণ সব। হইয়াছে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুভব। না দেখেও আমি সেই রূপ নিরখিতে। অভিলাষ করে কেন না পারি বুঝিতে। দেখিতে না পাইয়াও যদি আঁখি লুব্ধ। যদি পায় দেখিতে হইবে কত ক্ষুব্ধ ॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন নিবেদন। তব নিত্য প্রিয়া তিঁহ অদৃষ্ট না হন ॥ বটুরাজ বলেন শুনহ দামোদর। অনুমান করে যেই আমার অন্তর ॥ রাধিকাতে তব অনুরাগ জন্মাবারে। করিলেন আয়ী সেই আশীষ তোমারে ॥ তাহার লাগিয়া রূপ গুণ রাধিকার। কহিলেন ভঙ্গি করি। কহিলেন ভঙ্গি করি তব সাক্ষাৎকার ॥ রাধিকার দেখি তাঁর স্নেহ অতিশয়। সর্ব্বদা কহেন শুনি তার গুণোদয় ॥ তার সনে যদি তব উপজয়ে প্রীত। তবে সুখী হৈতে পারে পিতামহী চিত ॥ যার প্রতি যার প্রীতি কিঞ্চিতো থাকায়। তার যোগ্য প্রীতি দেখি সেহ সুখী হয়। রাধিকার যোগ্য তুমি সে যোগ্য তোমার ॥ উভয়ের প্রীতি হৈলে সুখের পাথার ॥ এই অভিপ্রায়ে মোর আয়ী ঠাকুরাণী। কহিল সে সব কথা এই অনুমানী ॥ এত শুনি হরি কন ছাড়িয়া নিশ্বাস। করিবা কি তিঁহ এত করুণা প্রকাশ ॥ যদি তিঁহ উদ্যোগ করেন এ বিষয়ে। মোর ভাগ্যে তবে ইহা ঘটিতে পারয়ে।

তপস্বিনী সকলের বড় তপোবল। ঘটাইতে পারেন দুর্ঘট যে সকল॥ এত কহি রাধা রূপ ভাবিতে ভাবিতে। সখাদের কাছে গেলা শ্রীহরি ত্বরিতে॥ এখানেতে পৌর্ণমাসী শ্রীবৃন্দা সহিত॥ যাইতে যাইতে পথে কহেন বিস্মিত॥ দেখিলে দেখিলে বৃন্দে হরির আশয় অত্যন্ত দুর্ব্বোধ যাহে বুদ্ধি না ডরায়॥ অতএব বুঝিতে নারিনু অভি-প্রায়। হয়েছে কি না হয়েছে ভাব রাধিকায়॥ বৃন্দাদেবী বলি-ছেন মোর বোধ হয়। যে হেতুক তাঁর রূপ করিয়া শ্রবণ। হয়ে-ছিল রোমাঞ্চিত কিঞ্চিত সঘন॥ পূর্ণিমা কহেন তাহা দৃষ্ট বটে মোর কিন্তু কথা শুনিয়া সন্দেহ আছে ঘোর॥ যাহোক রাধার সনে তাঁর সন্দর্শন। যে প্রকারে হয় তার কর আয়োজন॥ আমি তাহে এই পরামর্শ করি মনে রাধায়ে পাঠাব সূর্য্য পূজাচ্ছলে বনে॥ সেই স্থানে হরি সনে হইলে দর্শন। হইতে পারিবে দোঁহে ভাব উদ্দীপন॥ শুনিয়ে কহেন বৃন্দা এই সুমন্ত্রণা। ইহাতে অবশ্য হবে দোহার ঘটনা॥ দোহারী লাবণ্য হয় অতি চমৎকার। দেখিলে আসক্তি হবে অবশ্য দোহার॥ তবে পৌর্ণমাসী সেহ বৃন্দার সহিত। রাধি কার কুঞ্জে গিয়া হল উপস্থিত॥ তাঁহারে দেখিয়া রাই সখীবর্গ সনে উঠীয়ে প্রণাম কৈল তাঁহার চরণে॥ পৌর্ণমাসী আশীর্ব্বাদ করিলা আদরে। রাধিকে থাকুক তব মতি দামোদরে॥ ললিতা কহেন মোর সখী শুদ্ধমতী। নারায়ণে নিরন্তর বটে ভক্তি মতী॥ বৃন্দা কন ললিতে কি তোমার অন্যায়। নিকট ছাড়িয়া মন দূরে কেন ধায়। দাম বন্ধ লাগি হরি দামোদর হন তাঁরে ছাড়ি কেন ব্যাখ্যা কর নারায়ণ॥ হরি নাম শুনি রাধা হল রোমাঞ্চিত। তাহা দেখি পৌর্ণমাসী বড় আন-ন্দিত॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণে হয়ে ভক্তিমতী॥ কি ফল পাইবে মোর প্রিয় সখী সতী॥ বৃন্দা কন কৃষ্ণে ভক্তি জনময়ে যার। গুরু রতি পতি সুখ উপজয়ে তার॥ এত শুনি ক্রোধ করি কহেন ললিতা। বুঝি হইয়াছ তুমি দৈত্যে নিয়োজিতা॥ যে হেতুক কহিতেছ কপট বচনে॥ বড় কাম সুখ হয় হরির ভজনে॥ তেমন স্বভাব নহে

সখীরি আমার ॥ না খাটিবে এথা দৈত্যে চাতুরী তোমার এত শুনি ॥ ভাবিছেন রাধা মনে মনে ॥ থাকিবে কি এমন সৌভাগ্য এই জনে ॥ য়ার বলে সেই সর্ব্ব পুরুষ রতন। করিবেন কৃপা করি দূতী নিয়োজন ॥ পুনরপি বৃন্দা কন হাসিয়া হাসিয়া। বাখানিছ কেন বাক্য অন্যথা করিয়া ॥ হরিরে ভজিলে রতি. হয় গুরু পায়। পতি সুখো হয় এই মোর অভিপ্রায় ॥ ইহা ছাড়ি অন্য অর্থ কল্পনা করিয়া। কোপ করিতেছ মোর প্রতি কি লাগিয়া ॥ পূর্ণিমা কহেন কোপ না কর ললিতে। নানা অর্থ সিদ্ধি হয় হরির পিরিতে॥ এই শ্রীহরির নাম করণের কালে। গর্গ কহি গিয়াছেন ব্রজ মহীপালে॥ নন্দ তব পুত্রগণ সম্পত্তি প্রভাবে॥ নারায়ণ তুল্য হবে সকল স্বভাবে॥ ইহা প্রতি যেই জন পিরিতি করিবে। রিপু তারে পরাভব করিতে নারিবে॥ ইহার গুণেতে যত ব্রজবাসি লোক। তরিবেক অনায়াসে দুঃখ ভয় শোক॥ অতএব সত্য বটে বৃন্দার বচন॥ কৃষ্ণেতে উচিত হয় প্রীতি আচরণ॥ এইরূপ আলাপন হইতে হইতে। রাধিকার জননী আইলা আচম্বিতে॥ রাধা সখী সনে তাঁরে প্রণাম করিলা। তিঁহ পূর্ণিমারে বন্দি করিতে লাগিলা॥ ভগবতি দাসী মুখে তব আগমন। সুনিয়া আইনু আমি রাধার ভবন॥ সুনিয়াছি চন্দ্রাবলী সখীদিগে নিয়া। ভদ্রকালী পূজা করে কাননে যাইয়া॥ তাহে তার সৌভাগ্য বাড়িছে অতি মাত্র। স্বামী হইয়াছে রাজসম্মানন পাত্র॥ অতএব ইচ্ছা হয় আমার অন্তরে। রাধিকাও কোন দেবতার পূজা করে॥ যাহা করি হইবেক নিজে ভাগ্যবতী। ধন ধান্য মঙ্গল ভাজন হবে পতি॥ তাহে কোন দেবতার করিবে পূজন আপনি করহ তাহা মোরে আজ্ঞাপন॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী ভাবি ছেন মনে। ভাল ভাল আসিয়াছি বড় শুভক্ষণে॥ ভাবিতে ছিলাম যাহার লাগিয়া। তাহাই প্রস্তাব কৈল কীর্ত্তিদা আসিয়া॥ ব্রত ভাবি কহিছেন কীর্ত্তিদার প্রতি। ভাল পরামর্শ করিয়াছ ভাগ্যবতী॥ দেব পূজা বিনে ইষ্ট সিদ্ধি নাহি হয়॥ এই কথা যাবদীয়

মুনিগণ কয়॥ তাহে সর্ব্ব দেব মধ্যে উত্তম ভাস্কর। নারায়ণ অংশ আর প্রত্যক্ষ গোচর॥ গোবর্দ্ধন কাছে আছে তাঁহার ভবন। তথা গিয়া গিয়া রাধা করুক পূজন॥ সুকুমারী প্রতি দিন যাইতে নারিবে রবিবারে রবিবারে পাঠাইয়া দিবে॥ তাহে কালি হইবেক ভাস্করেরি বার॥ উচিত করিতে তাহে আরম্ভ পূজার॥ অতএব কালি হৈতে সখী সঙ্গে দিয়া। রাধিকারে দিও সূর্য্য গৃহে পাঠাইয়া॥ রাজকন্যা বলি নাহি করিহ সংশয়। দেবপূজা লাগি গেলে দোষ নাহি হয়॥ আমিও এ কথা অভিমন্যুরে কহিব। তার তার মাতার মাতার অনুজ্ঞা করাইব। এখন যাইব মোরা নিজ নিজ স্থান। তুমিও আপন গৃহে করহ প্রয়াণ॥ এত কহি তারা সবে গেল স্বস্ব ঠাঁই। সখীগণ সঙ্গে তথা রহিলেন রাই॥ পৌর্ণমাসী গেলা দেখি রাধা ঠাকুরাণী। দুঃখি মনে ললিতারে কহিছেন বাণী॥ সখি তোরা কহিলে যে ভগবতী শুনি। তোর ইষ্ট সিদ্ধ লাগি গেলেন আপনি॥ কিন্তু তিঁহ না কহিলা তার কোন কথা। ইহাতে বাড়িল মোর শত গুণ ব্যথা॥ বুঝিলাম স্থির করিবারে মোর মন। কহিছিলে মিথ্যা তোরা সেইত বচন॥ এখন কি হবে কি করিব তাহা বল॥ তারে না দেখিয়া মন বড়ই বিকল॥ ললিতা কহেন সখি না কর চিন্তন। সূর্য্য পূজাতেই হবে অভীষ্ট সাধন॥ রাজার দুহিতা তুমি থাক অন্তঃপুরে। গমন না ঘটে তব কদাচিত দূরে॥ কৃষ্ণ সদা বনে বনে করেন ভ্রমণ। অতএব নাহি ঘটে তব দরশন॥ এই বিবেচনা করি ভগবতী চিতে। আজ্ঞা দিয়া গেলা সূর্য্য পূজন করিতে॥ গমন করিলে তুমি সূর্য্যের মন্দিরে। দেখিতে পাইতে পার সে বনমালিরে॥ যেহেতুক গোবর্দ্ধন গিরি সন্নিধান। প্রায় প্রতিদিন তিঁহ করেন প্রমাণ॥ অতএব কল্য দিনে সূর্য্যপূজা ছলে॥ বনে গিয়া নিরখিবে কৃষ্ণ সেই স্থলে॥ এত শুনি রাধা অতি উৎকণ্ঠিত মন। কহিছেন ললিতারে পুনঃ এ বচন॥

একাবলীচ্ছন্দ। প্রিয়সহচরি এইত দিন। নাহি হইয়াছে এখনো ক্ষীণ॥ এ দিবস রজনী হয়ে। সেই পোহাইবে না জানি কবে॥ দিবস হইলে যাইবে বনে। তাহাও ঘটিবে অনেক ক্ষণে॥ এত কাল যদি জীবন থাকে। দেখিতে পাইব তবেই তাকে॥ দেখিতেছি যেন মনের গতি। ইথে বুঝি ঘটে কোনো বিপতি॥ বিশাখা কহি যে জুড়িয়া পাণি। আরবার আন সে পটখানি॥ একবার দেখি নয়ন ভরি। কি জানি রজনী মাঝেই মরি॥ বিশাখা আনিলা সে পট তবে। দেখি রাধিকার নয়ন স্রবে॥ নিজ করে ধরি পাট রাধা। দেখিছেন পূরি আঁখির সাধা॥ হৃদয়ে ধরিতে করেন সাধ। কিন্তু লাজে করে তাহাতে বাধ॥ ললিতারে তিঁহ কহেন বাণী। পট দেখা ভাল হ'লনা মানি॥ এই পটে আঁখি লইল হরি। ফিরাইতে নারি যতন করি॥ যদি হয় এই রজনী ক্ষয়। তাহে যদি তার সাক্ষাৎ হয়॥ তবে কি করিয়া দেখিব তায়। মন হারাইয়া কি কৈনু তায়॥ শ্রীরঘুনন্দন মধুর রটে। হেনই কৃষ্ণের মাধুরী বটে॥

পয়ার। ললিতা কহেন সখী না কর ভাবনা। কৃষ্ণের রূপেই তাহা করিবে ঘটনা॥ এমন মাধুরী আছে তাঁহার মূর্ত্তিতে। দেখিলেই প্যারে মনে টানিয়া লইতে॥ যদি অন্য ঠাঁই মগ্ন থাকয়ে হৃদয়। তথাপি মাধুরী তার তারে আকর্ষয়॥ রাধিকা কহেন সখী একি শুভোদয়। ত্বরাতেই হ'ল আজি রজনীর ক্ষয়॥ ঢাকিল আকাশে দেখ অরুণ কিরণ। কোলাহল করিতেছে বিহঙ্গমগণ॥ অতএব সজ্জা করি পূজোপকরণ। চলহ সকলে যাই সূর্য্যের ভবন॥ বিশাখা কহেন সত্য তোমার এ বাণী। হারায়েছ সত্যই তুমিও মন খানি॥ অন্যথা দিবস শেষ সন্ধ্যার সময়ে। প্রভাত বলিয়া বুদ্ধি কি করি ঘটয়ে॥ কি করি বা হয় এই অসম্ভব ভান। পশ্চিমদিকেতে পূর্ব্বদিক বলি জ্ঞান॥ এত বিশাখার বাণী শ্রবণ করিয়া। কহিছেন রাধা তাঁরে নিশ্বাস ছাড়িয়া॥ প্রিয়সখী একি. পরভাত সত্য নয়। দিবসের অবসান সন্ধ্যা সত্য হয়॥ তাই বটে অন্যথা সে বিধাতা আমারে। এত অনুকূল

হইবেক কি প্রকারে ॥ এখন বলহ সখি কি উপায় কি করি। যাপন করিব আমি এই বিভাবরী ॥ ললিতা বলেন সখী স্থির কর চিত। নাহি হয় এতেক উৎকণ্ঠা সমুচিত ॥ দেখিলে বা একবার কি হইবে তারে। কুলধর্ম্ম লোক লজ্জা প্রবল সংসারে ॥ শ্রীরাধা কহেন সখী তব এই বাণী। অতি সমুচিত হয় তাহা আমি জানি ॥ কিন্তু মোর মন আর নয়নযুগল। তারে দেখিবার লাগি হয়েছে পাগল ॥ কি করিব এই দুই হয় নিরাকার। ধরিয়া রাখিতে নারি কি কহিব আর ॥ বিশাখা কহেন বহু দোষ আছে তার। শ্রবণ করহ তাহা বদনে আমার ॥ ভাবিলে সে সব দোষ বার বার মনে। লোভ না হইবে আর তার দরশনে ॥ প্রথমে তাহার এই মহাদোষ হয়। যে দেখয়ে তার মন আঁখি হরি লয় ॥ রমণী যদ্যপি তারে করয়ে দর্শন। তাহার কটাক্ষ বাণ বর্ষে ঘনেঘন ॥ সে রমনী বিদ্ধ হয়ে সে বাণ প্রহারে। কি রূপে দিবস যায় জানিতে না পারে ॥ আঁখি মন হরি লয় পুনঃ বিন্ধে শরে। হেন খলে কেবা দেখিবারে বাঞ্ছা করে ॥ তাহার বচন যদি প্রবেশয়ে কাণে। তবে তার প্রতি কর্ণ আর মন টানে ॥ একি অদভুত হয় তাহার বচন। নিজে হৃদি থাকে বহিঃ টানে কর্ণ মন ॥ আর তার বচন প্রবেশে কর্ণে যার। তারে নাহি ভাল লাগে অন্য কথা আর ॥ আর এক আছে তার ডাকাতিয়া বাশী। যেহ নারী চিত্ত হরবেতে হয় ফাশী ॥ অপর কি কব শুনি শুনি যার রব। নিজ নিজ বৎস ছাড়ে পশু পক্ষি সব ॥ তাহার অঙ্গের গন্ধ দুরন্ত প্রবল। নাসা প্রবেশিবা মাত্র করয়ে পাগল ॥ সে গন্ধ প্রবেশে যার নাসা একবার। অন্য গন্ধে আসক্ত না হয় মন তার ॥ এ সকল দোষ তার ভাবি ভাবি চিতে। নাহি কর আশা কভু তাহারে দেখিতে ॥ বিশাখার এত বাণী শ্রবণ করিয়া। কহিছেন রাধা তারে হুঙ্কার ছাড়িয়া ॥ সখী দোষ বলি কহিতেছ যাহা যাহা। বিচার করিলে দোষ নহে তাহা তাহা ॥ বরঞ্চ ভুবন মাঝে অদৃষ্ট অশ্রুত। এ সকল দিব্য গুণ হয় অদভুত ॥ অঙ্গের মাধুর্য্য নেত্র মন

আকর্ষণ। রসিকতা প্রকাশক কটাক্ষ দর্শন॥ বচন মাধুর্য্য কর্ণ চিত্ত আকর্ষক] মুরলীর ধ্বনি পশু পক্ষি বিমোহক॥ অঙ্গের সৌরভ হয় অতি চমৎকার॥ এ সকল দোষ নহে করিলে বিচার॥ যদ্যপি তাহাতে দোষ থাকে শত শত। তথাপি আমার মন না হয় বিরত॥ একবার তার যাহে পাই দরশন। তাহার উপায় কর সকলে এখন॥ এই সব কহিতেং গেল নিশা। অরুণ উদয়ে প্রকাশিল পূর্ব্বদিশা॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধারাগ-বিকাশ নাম

দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উল্লাস।

অন্যান্যং দর্শনং প্রাপ্য প্রথমং প্রীতমান সৌ।
শ্রীরাধামাধবৌদেবৌ ধারয়ামি হৃদম্বুজে॥

পয়ার। প্রভাত দেখিয়া তাঁরা করি প্রাতঃস্নান। সূর্য্য পূজা উপচার করেন বিধান॥ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ আর উপহার। সজ্জিত করিয়া নিলা বিবিধ প্রকার॥ হেনকালে জটিলার এক জন দাসী। কহিতে লাগিল রাধিকার আগে আসি॥ শুনহ রাধিকে মোর স্থানে কিছু বাণী। কহি পাঠাইলা যাহা মোর ঠাকুরাণী॥ ভগবতী পৌর্ণ-মাসী সূর্য্য পূজিবারে। আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিন বধূ যে তোমারে॥ তাহাতে আমিও আর আমার তনয়। অনুমতি করিতেছি না কর সংশয়॥ শ্রীমধুমঙ্গলে সেই পূজা করিবারে। আচার্য্য করিবে তাঁরআজ্ঞা অনুসারে॥ কিন্তু পূজা করিবারে যখন যাইবে। ললিতারে অবশ্যই সঙ্গেতে লইবে॥ সেই হয় সুচতুরা প্রখরা নির্ভয়॥ সঙ্গেতে থাকিলে হবে সব শুভোদয়॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে তব ভয় যাহে। আছেন চেষ্টিতা বড় শ্রীললিতা তাহে॥ জটিলার দাসী তবে গেল নিজ স্থান। সখী সঙ্গে রাধা কৈলা বিপিনে প্রয়াণ॥ রাজার তনয়া সুকুমারি অতিশয়। এক পদ চলিতে চরণে ব্যথা হয়॥ তিঁহ পদ ব্রজে যান দুর্গম কান্তারে। প্রেমের মহিমা কেবা পারে কহিবারে॥ এখানেতে শ্রীকৃষ্ণআসিয়া গোচারণে। সুবলেরে সঙ্গে করি ভ্রমিছেন বনে॥ তাহে তাঁরে অন্য মন করি নিরীক্ষণ। চতুর সুবল করিছেন জিজ্ঞাসন॥ প্রিয়সখা কল্য দিন অবধি করিয়া॥ তোহে অন্য মন দেখি কিসের লাগিয়া॥ বহুবার ডাকিলেও উত্তর না দাও॥ হরসিত হইয়া মুরলী না বাজাও ভাবিতেছ যেন সদা কোনও বিষয়। সত্য কহ সখা মোরে প্রকাশি হৃদয়॥ সুবলের বাক্য শুনি শ্রীনন্দনন্দন। তাঁর প্রতি কহিতে করিলা আরম্ভণ॥ তুমি হও প্রিয়তম সুহৃত আমার। গোপ্য

কিবা মোর আছে নিকটে তোমার ॥ কালি বনে পৌর্ণমাসী করি আগমন। মোর আগে কৈলা এক নারীর বর্ণন ॥ রাধা বলি নাম তার বৃষভানু কন্যা। কহিলা যে রূপ তার তাহে অতি ধন্যা ॥ তার নাম আর রূপ করিয়া শ্রবণ। অতিশয় চঞ্চল হয়েছে মোর মন ॥ কোনোমতে ক্ষণকাল স্থির নাহি হয়। তাহারে দেখিতে সদা লালসা করয় ॥ শুনিয়াছি সেহ হয় রাজার নন্দনা কি করি হইবে তার দর্শন ঘটনা ॥ সুবল কহেন সখা যেন রূপ তার। তাহাতে মোহিত হয় সকল সংসার ॥ শুনি মাত্র তুমি যদি হয়েছ চঞ্চল ॥ দেখিলে হইবে তবে নিতান্ত পাগল ॥ অতএব তারে দেখি নাহি প্রয়োজন। চল যাই এখান ছাড়িয়া অন্য বন ॥ শুনিয়াছি সেহ পূজা করিতে রবিরে। আসিবেক আজি অই রবির মন্দিরে ॥ তার পথ এই হয় আসিতে আসিতে যদি দেখ তবে স্থির নারিবে হইতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা ঘটে ঘটিবে। কিন্তু তারে একবার দেখিতে হইবে ॥ এইমত আলাপনে আছেন শ্রীহরি। হেনকালে আসিছেন রাধিকা সুন্দরী ॥ দূর হৈতে দেখি তিঁহ শ্রীনন্দনন্দনে। কহিছেন ললিতারে সবিস্ময় মনে।

গীতিকা বিশেষ। সখি দেখহ, সখি দেখহ, নবনীপক মূলে। ত্যজি অম্বর, ধরণী পর, নব-নীরদ বুলে ॥ দলিতাঞ্জন, চয় গঞ্জন, মধুর দ্যুতি-জালে। কক শ্যামল পৃথিবীতল, নভমণ্ডল-ভালে ॥ চপলা ভতি, ঝলকে ভভি, থির অদ্ভুত কাঁতী। অতি পাণ্ডর, রুচি সুন্দর; বিলসে বকপাঁতী ॥ সুরভূপতি, ধনুরাকৃতি, বহু রঙ্গহি সাছে। সুষমাযুত, অতি অদ্ভুত শশি মণ্ডল রাজে ॥ করি বন্দন, রঘু নন্দন কহয়ে করজোড়ী ॥ করি সুন্দর, থির অন্তর, নথ জানথি গোরী ॥

পয়ার। রাধিকার বাণী শুনি হরিরে দেখিয়া। ললিতা কহেন তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ সখী কোথা দেখিতেছ মেঘের উদয়।

ধরণী তলেতে মেঘ কভু কি নাময়॥ মেঘ বুদ্ধি করিতেছ তুমিই যাহায়। সেই মেঘ নহে কিন্তু এক নর ভায়॥ বিদ্যুত বলিয়া যারে মানে তব মন। সেই তাহা নহে কিন্তু তাহারি বসন॥ বকপাঁতি বলি বুদ্ধি করিতেছ যায়। সেহ তাহা নহে কিন্তু তারী হার ভায়॥ ইন্দ্র শরাসন বোধ তব যাহে হয়। সে তা নহে কিন্তু চূড়া শিখিপুচ্ছময়॥ সখি মন স্থির করি নিরীক্ষণ কর। জানিবে এখনি মেঘ বটে কিম্বা নর॥ রাধিকা কহেন সখি একি চমৎকার॥ হেন নর আছে কিবা ভুবন মাঝার॥ হেন অঙ্গ জ্যোতি আর এহেন লাবণী। বিধি সৃষ্টে সম্ভাবিত না হয় সজনি। চল চল আগে চল বিলম্ব ত্যজিয়া। নয়ন সফল করি ও রূপ হেরিয়া। এত কহি কহি সবে কিছু আগে যান॥ বিশাখা কহেন তবে হসিত বয়ান॥ সখি সূর্য্য পূজাছলে বিপিনে তোমারে। আনিয়াছি মোরাও উহাই দেখাবারে॥ দেখ দেখ পৌর্ণমাসী পরামর্শ-বল। পথ মাঝে অনায়াসে লভ্য হল ফল॥ যাহারে দেখিতে তুমি আছিলে সতৃষ্ণ॥ আগে দেখ সেই ব্রজ যুবরাজ কৃষ্ণ॥

মল্লঝাঁপ। অপরূপ, কৃষ্ণরূপ, না হয় বর্ণন। হরে মন যেই জন, করয়ে দর্শন। নবঘন, সুচিক্কণ, অঞ্জন সমান। অঙ্গ শোভা, মনলোভা, হরয়ে নয়ান॥ শোভা করে, চূড়া শিরে, শিখণ্ড রচিত। যাহা দেখি, হয় সুখী, রমণীর চিত॥ দেখি কেশে, লজ্জা বেশে, যাবৎ চামরী॥ আছে গিয়া লুকাইয়া বনের ভিতরি॥ শ্রীবদন, দেখি মন, করে অনুমান। পূর্ণিমার, শশী ছার, নহে উপমান॥ শোভে ভাল, কিবা ভাল, যেন অর্দ্ধ ইন্দু। তাহে ভায়, শশি প্রায়, চন্দনের বিন্দু॥ ভুরুদ্বয়, বুঝি হয়, কামের কোদণ্ড। বর্ষে যারা, শর ধারা, কটাক্ষ প্রচণ্ড॥ অতি শ্রেষ্ঠ, নাসা ওষ্ঠ, সুন্দর নয়ন। যাহা হেরি ব্রজনারী, হারাইল মন॥ দরপণ, সুশোভন, শ্রীগণ্ড যুগল। যার তেজে, অতি রাজে, মকর

কুণ্ডল ॥ ভুজদণ্ড, করি-শুণ্ড, সমান গঠন। শোভা পায়, কত তায় তাড়ঙ্ক কঙ্কণ ॥ দুই পাণি, দেখি মানি, মোরা মনে মনে। নাই স্থান উপমান, দিতে ত্রিভুবনে ॥ শোভে তাহে বেণুয়া হে, মোহিত সংসার। যে হরিল, কুলশীল, সব গোপীকার ॥ পরিসর, মনোহর, বুকের বলনী। করে আলা, বনমালা, তাহে ধনি ধনি ॥ সিংহ জিনি মাঝা খানি, ক্ষীণ অতিশয়। পীত ধটী, পরিপাটি, কটিতে শোভয় ॥ কিবা উরু রম্ভা তরু সমান শোভন। বান্ধে নারী মনকরী, যাহাতে মদন ॥ শ্রীচরণ, সুশোভন, শীতল কোমল। দেখি যারে, লাজে মরে, রাতুল কমল ॥ কিবা তায় শোভা পায় সুবর্ণ নুতুর। যার রব, করে সব, মন দুঃখ দূর ॥ দেখ সখি, ভরি আঁখি, শ্রীবংশীমোহন। দেখি যারে, স্থানান্তরে, যাবে না নয়ন ॥

পয়ার। এই বিশাখার বাণী সুধা তরঙ্গিণী। আর কৃষ্ণ অঙ্গ শোভা অমৃত হ্রাদিণী ॥ দুই নদী কর্ণ নেত্র বিবর বাহিয়া। রাধার হৃদয় হ্রদে প্রবেশিল গিয়া। তারা তারে পূর্ণ করি বুঝি উছলিল। ঘর্ম্ম অশ্রু জল ছলে ক্ষরিতে লাগিল ॥ যেই কালে শ্রীরাধিকা দেখিলা মাধবে। শ্রীমাধবো রাধিকারে দেখিলেন তবে ॥ দেখি তিঁহ বিস্ময় সাগরে মগ্ন মন। কহিছেন সুবলের প্রতি এবচন ॥ সখা দেখ দেখ আগে একি চমৎকার। আসিতেছে তিন নারী ভুবনের সার ॥ একি শচী দেবী রম্ভা তিলোত্তমা সনে। এস্যাছেন বিহার করিতে এই বনে ॥ অথবা বিজয়া জয়া দোঁহে সঙ্গে করি। ভ্রমণ করেন বনে শ্রীমতী শঙ্করী ॥ অথবা ভূশক্তি লীলা শক্তি সহকারে। পদ্মালয়া এস্যাছেন এবন মাঝারে ॥ তাহা বিনে এমত সৌন্দর্য্য অন্য ঠাঁই। দেখি নাই নয়নে শ্রবণে শুনি নাই ॥ কিন্তু তাঁরা সকলেই হয়েন অমরী। চরণ দিবেন কেন ভূতল উপরি। অতএব কে বটে ইহারা তিন জন। যদি জান তবে কহ করি বিবরণ ॥ সুবল বলেন দেখ দক্ষিণে যাহায়। ললিতা উহার নাম সর্ব্বলোকে গায় ॥ বিশোক গোপের কন্যা ভৈরবের ভার্য্যা ॥ প্রগলভা চতুরা বাক্য

রচনেতে আর্য্যা ॥ বামে যে আইসে নাম বিশাখা উহার। পাবন গোপের কন্যা বাহীকের দার ॥ যাহারে দেখিতে তব লালসা অধিকা। মধ্যে আসিছেন সেই শ্রীমতী রাধিকা ॥ ইহার সৌন্দর্য্য যেন অদভূত হয়। তাহে যোগ্য বটে যত করিছ সংশয় ॥ সুবলের বাক্যে এই রাধা বলি জানি। প্রেম রসে বিভোর হইলা বেণু-পাণি ॥ পুলকিত হইল সকল কলেবর। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তাহে গলে ঝর ঝর ॥ এক দিঠে রাধারূপ দেখিতে দেখিতে। সুবলের প্রতি তিঁহ লাগিল কহিতে ॥ সখা একি দেখিতেছি অতি চমৎ-কার। সম্ভাবিত নহে যাহা সংসার মাঝার ॥ বিধাতা হয়েন শিল্পে এত বিচক্ষণ। ইহা বলি না জানির কভু মোর মন ॥ যেহেতুক হন তিনি অত্যন্ত তপসী। গঠিবেন কি করিয়া এমন রূপসী কিম্বা বুঝি রসিক-শেখর পঞ্চবাণ ॥ করিয়াছে নিজে এই রমণী নির্ম্মাণ ॥ যে গড়ুক আমি তারে ধন্য বলি মানি। ধন্য ধন্য তার বুদ্ধি ধন্য তার পাণি ॥ আহা মরি যে অঙ্গেতে নয়ন পড়িছে। তাহা উপেখিয়া আর উঠিতে নারিতে ॥

বৃত্ত্যনুপ্রাস্য। কিবা স্বর্ণ বর্ণ জিনি অঙ্গের মাধুরী। করিয়াছে ধরিয়া কি চন্দ্রিকা বিজরী ॥ কেশ জাল কাল সুক্ষ্ম চিকণ শোভয়। পামর চামর তুল্য ইহার কেমন ॥ দিব্য বেশ কেশ দেখি এই মানে মন। বুঝি রতিপতি জাল করেছে পাতন ॥ পড়ি যায় হায় মোর নয়ন খঞ্জন। উঠিবারে নারে আর পাইল বন্ধন ॥ ধনি ধনি মণিকৃত শিখি শোভে তায়। যেন তারা ধারাধর উপরেতে ভায় ॥ যদি শশী ঘসি ঘসি ঘুচায় লাঞ্ছন। হইবারে পারে তবে এ সুখ যেমন ॥ শশী-খণ্ড-চণ্ড মদ-দমন কপাল। তাহে বিন্দু সিন্দূরের সাজে অতি ভাল ॥ কালসর্প-দর্প জয়ি কিবা ভুরুদ্বয়। মন মোর ঘোর কাম-ধনুক মানয় ॥ দেখি মুই দুই আখি করি অনুমান। হবে রতিপতির এ দুই বুঝি বাণ ॥ এই শরে করে বৃষ্টি দৃষ্টে শরগণে। যেন তন্ত্র মন্ত্রপূত শর শরে রণে ॥ নাসিকার কার সনে দিব উপমান। পক্ষিরাজ লাজ

পায় করি যাঁহা ধ্যান॥ তার আগে জাগে কিবা দেখ মুক্তাফল শ্রীপারুল ফুল আগে যেন বিন্দুজল॥ দুই গণ্ড খণ্ড করে দর্পণের দাপ। যার ছটা পটান্তরে করিছে প্রতাপ॥ ওষ্ঠাধরে ধরে শোভা প্রবাল সমান। বিম্বফলে বলে কে ইহার উপমান॥ তাহে মন্দ মন্দ হাসি শশীর প্রকাশ। যাহা হেরি মেরী ধৈর্য্য লজ্জা হ'ল নাশ॥ বাহুদ্বয় হয় বুঝি হেম পদ্ম লাল। মনোহর করপদ্ম আগে শোভে লাল॥ সাজে স্থানে তার কঙ্কণ গুজরী। মণি বালা আলা করে রতন অঙ্গুরী॥ পয়োধরে ধরে শোভা পদ্ম কলিকার। করিকুম্ভে কুম্ভে কিবা উপমা ইহার॥ তাহে ভাল কাল শ্রীকাঁচুলী শোভা করে। নবঘনগণ যেন সুমেরু শিখরে॥ তদুপরি পরিষ্কার হার সুশোভন। বনমালা আলো করে যেন সেই স্থান॥ রোমাবলি ললিত লাবণী বিলোকিয়া। ত্যজি কাল-ব্যাল দর্প গর্ত্তে আছে গিয়া॥ মাঝাখানি মানি মুষ্টি মাঝে ধরা যায়। পঞ্চানন মনে গেছে যা দেখি লজ্জায়॥ কিবা কটি তটি উচ্চ গোল সুগঠন। মানে মনমন্মথের দুন্দুভি কাঞ্চন॥ পরিপাটি শাটি শ্যাম তাহাতে সাজয়। বুঝি কাম তামশাস্ত্র সমুহ যোজয়॥ তদুপরি পরিপাটি কাঞ্চি শোভা করে। যার রব শ্রবণে সারস লাজে মরে॥ উরুদ্বয় হয় রম্ভা তরুর সমান। যুবজন মনে করি বন্ধনে আলান॥ পদ দুটি লুটি লইয়াছে পদ্মকাতি। তাহে ছটা ঘটায় উজ্জল নখপাতি॥ স্বর্ণপাতা রাতা পদ উপরি রাজয়। যম তাতে প্রাতে যেন বিজুয়ী বেড়য়॥ তাহে মল ঝলকায় বাজয়ে ঘুঙ্গুর। যাহা শুনি মুনি মন করে দুর দুর॥ জুড়ি পাণি বাণী ভণে শ্রীরঘুনন্দন। প্রভু যায় পায় মোহ কোথা মুনিগণ॥ এই কথা কহিছেন চাহি রাধা পানে। রাধাও দেখেন তাঁরে সুস্থির নয়নে॥ তবে চারি চক্ষুতেহ দরশন। হয় রণে বাণে বাণে সংযোগ যেমন॥ পরস্পর দরশনে বড় লজ্জা পাই। ফিরাইলা আপনার নয়নেরে রাই॥ কেহ কহে কৃষ্ণনেত্র শর বল ধরে। তেঁই ঠেলি লইয়ে গেল রাধা নেত্র শরে॥ আমি কহি রাধা নেত্রহয় বলবান। টানি লয়ে গেল

কৃষ্ণ নেত্র নিজ স্থানে ॥ যে হেতু কৃষ্ণ নেত্র সেখান হইতে। নিজ স্থানে না পারিল ফিরিয়া আসিতে ॥ নয়ন ফিরাই রাই মুখ নামাইলা বুঝি ভূমি পানে চাহি পুছিতে লাগিলা ॥ কিবা পুণ্য করিয়াছ তুমিহ ধরণি। যাহে ভ্রমিছেন তোহে এ পুরুষমণি ॥ মোরে যদি সেই পুণ্য কহ কৃপা করি। তবে আমি তাহা করি তব দেহ ধরি ॥ তাহা হলে এই দিব্য পুরুষ রতন। আমার উপরি সুখে করেন ভ্রমণ ॥ এই-রূপ শ্রীরাধিকা করেন ভাবন। তার প্রতি বিশাখা হাসি হাসি কন ॥ সখী কেন হইয়া রয়েছ অধোমুখী। নিরখিয়া করহ নয়ন মন সুখী ॥ রাধিকা কহেন কি করিব নিরীক্ষণ। দেয় নাই মোরে বিধি অধিক নয়ন ॥ যদি কোটি আঁখি দিত নিমেষ রহিত। তবে বুঝি দেখি আশা পুরিত কিঞ্চিৎ ॥ একে দুই আঁখি তাহে আছয়ে নিমেষ। পূর্ণ নাহি হয় দেখি লালসার লেশ ॥ অতএব চক্ষু মুদি করি যে ভাবনা ॥ তাহে পূর্ণ হতে পারে মনের বাসনা ॥ ললিতা কহেন এই উত্তম মন্ত্রণ। গৃহে গিয়া বসি বসি করিবে চিন্তন ॥ এখন চলহ সূর্য্য দেবের আলয়। অন্যথা বহিয়া যাবে পূজার সময় ॥ এত কহি শ্রীললিতা হয়ে অগ্রসর। চলিলেন যেখানেতে আছেন ভাস্কর ॥ শ্রীরাধিকা যাইতে যাইতে ক্ষণে ক্ষণে। দেখেন কৃষ্ণের শোভা ফিরায় নয়নে ॥ তাহা দেখি ললিতা কহেন ক্রুদ্ধচিতে। পশ্চাতে চাহিছ কেন যাইতে যাইতে ॥ বাজিবেক পাষাণ কন্টক পদতলে। চঞ্চল স্বভাব রাই বলিবে সকলে ॥ বিশাখা বলেন দোষ নাই রাধিকার। নেত্র আকর্ষক বড় লাবণ্য কালার ॥ ও লাবণ্যে পড়িলে নয়ন একবার। টানিয়া লইতে পারে পুনঃ কেবা আর ॥ এইরূপ কহি কহি তাঁরা তিনজন। মিহির মন্দির কাছে করিলা গমন ॥ ললিতা কহেন সূর্য্য পূজা করাবারে। এক জন বিপ্র চাহি শাস্ত্র অনুসারে ॥ তাহে আছে পৌর্ণমাসী দেবীর শাসন। শ্রীমধুমঙ্গলে লয়ে করিবে পূজন ॥ আছেন কোথায় তিঁহ কি করি জানিব। যাইলে বা কোন স্থানে দেখিতে পাইব ॥ এইরূপ শ্রীললিতা কহিতে কহিতে। শ্রীমধুমঙ্গল আইলেন

আচম্বিতে॥ তাঁরে দেখি ললিতা কহেন হৃষ্ট মন॥ করিতেছিলাম আমি তোহে অন্বেষণ॥ ভাল হল তুমি আসি হলে উপস্থিত। রাধিকারে রবিপূজা করাও উচিত॥ ললিতার বাণী শুনি শ্রীমধুমঙ্গল। কহিছেন তাঁর প্রতি করি কথা চ্ছল॥ শুন বাণী মোর মিত্রে যদি থাকে প্রীত। রাধিকার তবে আমি হব পুরোহিত॥ অন্যথা না করাইব আমিহ পূজন। যদ্যপিও দক্ষিণাতে দাহ বহু ধন॥ ললিতা কহেন মিত্র শব্দ সূর্য্যে কয়। তাহে মোর প্রিয়সখী ভক্তিযুক্ত হয়॥ ভক্তি না থাকিলে কেন এত শ্রম করি। রাজকন্যা আসিবেক বনের ভিতরি॥ আর কিছু থাকে যদি তব অভিপ্রায়। তার সম্ভাবনা নাহি করিহ রাধায়॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা করেন ভাবন সখি সত্য কহিতেছ তুমি এ বচন॥ এমন সৌভাগ্য কিবা আমার হইবে। বটুর মিতার সঙ্গে পিরিতি জন্মিবে॥ বটু বলে ললিতে তুমিহ দুষ্টমতি। অপর কহিতে কর অন্য অবগতি॥ রাধে এস এস তুমি বসহ আপনে। পূজা করাইব আমি তোমারে তপনে॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা আসনে বসিলা। শ্রীমধুমঙ্গল শেষে কহিতে লাগিলা॥ রাধে জলপূর্ণ তাম্রকুণ্ডী করে ধর। মাস পক্ষ তিথি গোত্র নামোল্লেখ কর॥ তার পরে এই বাক্য কর উচ্চারণ। হরি-প্রীতি-কামে করি হরির পূজন॥ বটুর বচন শুনি বিশাখা হাসিয়া। ললিতাকে কহিছেন কানে মুখ দিয়া॥ শুনিলে শুনিলে সখি সঙ্কল্প রচনা। শেষে কহে কৃষ্ণপ্রীতি করিতে কামনা॥ কয়েছেন পৌর্ণমাসী বুঝিয়ে ইহারে। রাধাকৃষ্ণ পরস্পরে প্রীতি ঘটাবারে॥ রাধিকাও তাই অর্থ করিল গ্রহণ। রবি-প্রীতি-কাম অর্থে নাহি দিল মন॥ যেহেতুক দেখিতেছি অঙ্গেতে ইহার। স্বেদ কম্প পুলকাদি প্রেমের বিকার। ললিতা বলেন বটু তুমি ধূর্ত্তমতি। তোমার কপটময় সকল ভারতী। কিন্তু শাস্ত্রমত দেব পূজার সময়। কপট বচন কহা কভু যোগ্য নয়॥ বটু বলে আমি নহি তুমি দুষ্ট মন। সকল বাক্যেই কর সংশয় রচন॥ হরি শব্দ হয় দিনকরের পর্য্যায়। সন্দেহ হইছে

তব কি রূপে ইহায়॥ যে হৌক হয়ে গিয়াছে সংকল্প। এখন তোমার ব্যর্থ এ সব বিকল্প॥ এত কহি দেখাইয়া পঞ্চউপচার। যথাশাস্ত্র করাইলা সমাপ্তি পূজার॥ শ্রীরাধিকা তাহে হয়ে আনন্দিত মন। দক্ষিণার্থে স্বর্ণাঙ্গুরী করিলা অর্পণ॥ বটু কহে আমি নহি ধনের গ্রাহক॥ দক্ষিণার্থে দাও মোরে উত্তম মোদক॥ এত শুনি রাধা চান বিশাখার পানে। কহিছেন তিঁহ তারে হসিত বয়ানে॥ জানি আমি মধুমঙ্গলের অভিপ্রায়। অতএব আনিয়াছি মোদক ডালায়॥ এত কহি নাও বলি বদনকমলে॥ মোদক দিলেন মধু-মঙ্গল অঞ্চলে। তবে তিঁহ সুখেতে চলিলা কৃষ্ণ কাছে। গোপীরাও চলিলেন তাঁর পাছে পাছে॥ বটুরাজ কৃষ্ণ আগে করিয়া গমন॥ কহিলা পূজার কথা করি বিবরণ॥ হেনকালে সেই পথে আইলেন রাই। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ তাহারে শুনাই॥ রমণী সকল হয় বড়ই কৃপণ। করিতে না পারে কভু ধন বিতরণ॥ সূর্য্যপূজা দক্ষিণাতে সুবর্ণ বিহিত। তাহা নাহি দিয়া লাড়ু দিয়াছে কিঞ্চিত॥ ইথে সিদ্ধ নাহি হবে এ পূজার ফল। দক্ষিণা বিহনে ব্যর্থ ধরম সকল॥ এত শুনি কৃষ্ণ পানে করি নিরীক্ষণ। চতুরা ললিতা কহিছেন এ বচন॥ যেই জন ভদ্রকালী দেবীরে পূজয়॥ তারি ফল সিদ্ধি বাঞ্ছা করিবারে হয়॥ যেহেতুক তাহে আছে নিজ প্রয়োজন॥ উদাসীন জন লাগি নিরর্থ চিন্তন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সাধু স্বভাব এ হয়। পরের অহিত দেখি সহিতে নারয়॥ রাধিকা ভাবেন মনে কি করি ইহায়। সুবর্ণ না দিনু কেন আমি দক্ষিণায়। এ পূজার যেই ফল মোর ইষ্ট হয়। তাহা না হইলে আমি মরিব নিশ্চয়। বটু বলে সখা তোর কথা অনুচিত। যেহেতুক এই দক্ষিণাতে মোর প্রীত॥ যাহা পাই তুষ্ট হয় আচার্য্য হৃদয়। সেই দক্ষিণায় পূজকের ফল হয়॥ এই কথা শুনিয়া রাধিকা সুখি মন॥ সখীদের সঙ্গে গৃহে করিল গমন॥ কৃষ্ণ ও সুবল মধুমঙ্গল সহিত।

বলদেব নিকটেতে গেলা সুখি চিত ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন ॥ শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধামাধব প্রথম দর্শনো নাম

তৃতীয় উল্লাসঃ ।

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

সুখরূপোপি যোদুঃখং সম্বিদ্রূপোপি মূঢ়তাং ।
শ্রীরাধায়াশ্চকারোচ্চৈঃ কৃষ্ণপ্রেমাজয়ত্যসৌ ॥

পয়ার । শ্রীরাধিকা ভবে গিয়া নিজ নিকেতনে । ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ রূপ মনে মনে ॥ কারো সঙ্গে না কহেন কোনও বচন । একমনে বিরলেতে করেন ভাবন ॥ সেই অবসরে কাম ধরিয়া কোদণ্ড । ছাড়িতে লাগিল বাণ প্রচণ্ড প্রচণ্ড ॥ বুঝি তাঁর সৌন্দর্য্যে রতির পরাভব । দেখি হইয়াছে তাঁর ক্রোধের উদ্ভব ॥ এই লাগি তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ । বর্ষণ করয়ে এই হয় অনুমান ॥ সেই সব শরাঘাতে হইয়া জর্জ্জর । শ্রীরাধিকা নানা দশা পান নিরন্তর ॥ নির্জ্জনে বসিয়া অধ করিয়া বদন ॥ নখে করি ভূমিতলে করেন লিখন ॥ অধোমুখী হইয়া থাকেন রাধা যবে । মণিপদকেতে মুখ-ছায়া পড়ে তবে ॥ বুঝি মুখে ম্লান দেখি শশী মিতা তার । আসে স্নেহে করিবারে বন্ধু ব্যবহার ॥ কখনো রাখেন গণ্ডস্থল করতলে । দ্বেষ ছাড়ি বুঝি শশী মিলয়ে কমলে ॥ কখনো করেন নখে ধরণী লিখন । তাহে এই অনুমান করে মোর মন ॥ বিরহেতে একক্ষণে কত যুগ যায় । গণনা করেন অঙ্ক পাতিয়া ধরায় ॥ প্রবল নিশ্বাস তাঁর বহে

নিরন্তর। তাহে অনুমান করে আমার অন্তর॥ তাঁর হৃদি রয়েছেন কৃষ্ণ আর কাম। তিনের নিশ্বাস মিলি হয়েছে উদ্দাম॥ নিরবধি উত্তপত তাঁর তনু প্রাণ। তাহে আমাদের হয় এই অনুমান॥ হর নেত্রানলে দগ্ধ মদন অন্তরে॥ প্রবিষ্ট হইয়া আছে তেঁই জ্বালা করে॥ কখনো করেন তিঁহ মনে এই কাম। আর কবে দেখিতে পাইব সেই শ্যাম॥ যদি কহ পুনশ্চ দেখিবে ববিবারে। তত দিন মোর প্রাণ থাকিতে না পারে॥ কেবা করিবেক মোর হেন উপকার॥ দেখা-ইবে সেই কালাচান্দে পুনর্ব্বার॥ অরে মন তুমি আর যে কর লালসা। তাহা সিদ্ধ হয় যাহে না দেখি সে দশা॥ এক মাত্র আছে ইথে কিঞ্চিৎ সাহস। ললিতা কয়েছে তেঁহ বড় কৃপাবশ॥ সেই গুণে যদি মোরে করেন স্বীকার। তবেই পুরিতে পারে লালসা তোমার॥ হেন কি হইবে দিন এ জন্ম ভিতরে। যে পদ ধরিতে পাব উরেব উপরে॥ এইরূপ লালসা করেন কতক্ষণ। কখনো উদ্বেগে অতিশয় ক্ষুব্ধ মন॥ তাহে কভু ঘর্ম্মজল গলে ঝর ঝর। কখনো কম্পেতে তনু করে থর থর॥ দিনে দিনে অঙ্গে হয় কালিমা উদয়। তাহে মোর মন এই বিতর্ক করয়। নির বধি কৃষ্ণরূপ ভাবিতে ভাবিতে। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবর্ণ পারেন হইতে॥ যে যারে ভাবয়ে সেহ তার রূপ পায়। ভৃঙ্গ দৃষ্ট কীটে তার সাক্ষী দেখা যায়॥ দিনে দিনে ক্ষীণ হল তাঁহার মূরতি। গ্রীষ্মকালে হয় যেন ক্ষুদ্র নদী ততি॥ মদন শোষণ বাণ ছাড়ে বার বার। তাহা-তেই সুখাইল বুঝি তনু তাঁর॥ অতএব কঙ্কণাদি করের ভূষণ॥ তুলিতে তুলিতে ভূজে করিল গমন॥ একে ক্ষীণ তনু তাহে হইল মলিন। কুমূদিনী যেন হয় দিনে অতি দীন॥ সে কালে তাঁহার মুখ তেন শোভা পায়। দিবসেতে শশাঙ্কমণ্ডল যেন ভায়॥ মলিন হইল দুই কপোলমণ্ডল। মুখের পবনে দেন মুকুরের তল॥ যে অধর ছিল বান্ধুলীর সমতুল॥ সেহ হল যেন শুষ্ক পলাশের ফুল। আতপে থাকিয়া যেন মৃণাল ম্লান হয়। তার তুল্য হইল আঁখির

বাহুদ্বয় ॥ অশোক পল্লব তপ্ত যে হয় অনলে ॥ তাহার তুলনা হ'ল তাঁর করতলে ॥ কনক কমলকলী শিশির পতনে। যেন ম্লানি পায় তেন হ'ল তাঁর স্তনে ॥ অতিশয় ম্লান হ'ল তাঁর উরুদ্বয়। দাবানল তাপে যেন রামরম্ভা হয় ॥ চরণ যুগল হ'ল অধিক মলিন। নির্জ্জন দেশেতে পড়ি যেমন নলিন ॥ এ সকল দশা তাঁরা করি নিরীক্ষণ। সভয় মনেতে কহিছেন সখীগণ ॥ প্রিয়সখী দেখি দেখি তোমার চরিত। হইতেছি মোরা সবে অতিশয় ভীত ॥ কি ভাবহ একান্তে বসিয়া নিরন্তর। মোরা জিজ্ঞাসিলে কিছু না দাও উত্তর ॥ ভোজন না কর কভু উচিত বেলায়। যেবা খাও অনুরোধে প্রীতি নাহি তায় ॥ তাহে তনু হয়ে গেল অতিশয় ক্ষীণ। সংস্কার অভাবে পুনঃ হয়েছে মলিন ॥ না কর মোদের সনে হাস পরিহাস। ত্যজিয়াছ গান নৃত্য প্রভৃতি বিলাস ॥ এ সকল কর্ম্মের কারণ কিবা হয়। তাহা কহ আমাদিগে প্রকাশি হৃদয় ॥ যাহা দেখিবারে ইচ্ছা হয়েছিল মনে। দেখাইয়া আনিয়াছি তাহাও কাননে ॥ তবে আর কি লাগিয়া সর্ব্বদা দুঃখিত। কহ তাহা আমাদিগে সজনি ত্বরিত ॥ সখীদের কথা শুনি ছাড়িয়া নিশ্বাস। কহিছেন শ্রীরাধিকা গদ গদ ভাষ ॥ কি কহিব তোমাদিগে প্রিয়সখীগণ। চাহিলেও কহিবারে স্ফুরে না বচন ॥ আমার মনের নাহি কিছু বিবেচনা। বিধু পরশিতে করে করে এ বাসনা ॥ এই মাত্র কহি আর কিছু না কহিলা। শ্রীললিতা তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ প্রিয়সখী বশ কর আপনার চিতে। সুধানিধি ধরা যায় কভু কি পাণিতে ॥ বিশাখা কহেন ইহা অভিপ্রায় নহে ॥ এত অবিবেচনা কি রাধিকায় রহে ॥ বিধু শব্দে কৃষ্ণ অর্থ অভীষ্ট ইহার। করে পরশিতে চাহে শ্রীঅঙ্গ তাহার ॥ ললিতা বলেন সখি তাও ভাল নয়। সতী নারী কেবা পরপুরুষে স্পর্শয় ॥ ইহলোকে সব জনে অযশ ঘুষিবে। পরলোকে নানামত ক্লেশ উপজিবে ॥ সেহ হয় মহা শঠ রমণী লম্পট। তার সনে প্রীতি করা না হয় সুঘট ॥ করিলেও প্রীতি না হইবে কভু সুখ। বোধ হয় বহু দুঃখ পাইবে নানা

দুখ ॥ অতএব স্থির কর আপনার মন। উচিত না হয় পরপুরুষ সেবন ॥ ললিতার বাণী শুনি সজল নয়ন। শ্রীরাধিকা তাঁর প্রতি কহেন বচন ॥

ত্রিপদী। সখি যে কহিলে বাণী, সব সত্য আমি জানি, কিন্তু ফিরাইতে নারি মন। এই মহাবলী হয়, নিবারণ না মানয়, নাহি করে কিছু বিবেচন ॥ করী তপ্তদাবানলে, দেখি মহা হ্রদজলে, যেন মগ্ন হইবারে ধায় ॥ তেন কাম হুতাশন, সন্তপ্ত আমার মন, সেই তনু পরশিতে চায় ॥ সেই করী লতাপাশ, ক্ষুদ্রতরু কুশকাশ, বাধা যেন কিছু না মানয় ॥ তেন লজ্জা ধর্ম্ম নীতি, পতি গুরুজন ভীতি, মোর মন কিছু না গণয় ॥ কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব, নিরবধি এই চিন্তা করে। অন্য কিছু না ভাবয়, অন্য কথা না শুনয়, সদা ধ্যান করে সে নাগরে ॥ কহিলে যে আর কথা, তাহারে ভজিলে ব্যথা, হইবেক বিবিধ প্রকার। তাহা আমি নাহি গণি, পদ্মিনী কি দিনমণি, সন্তাপেরে করয়ে বিচার ॥ সেই যুবরাজ মোরে, বসাইয়া নিজ ক্রোড়ে, যদি করে অধিক আদর। কিম্বা করে অনাদর; তবু মোর প্রাণেশ্বর,সেই হয় না হয় অপর ॥ শ্রীরঘুনন্দন কয়, এই কথা সত্য হয়, শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রাণপতি। তুমিহ প্রেয়সী তাঁর, এই কথা বার বার, বলয়ে যাবত মুনি তথি ॥

পয়ার। ললিতা কহেন সখি নহ উতরল। কুলনারী হয় কোথা এমত চঞ্চল ॥ স্বামী তব হয় অতিশয় ক্রোধবান। কিঞ্চিৎ জানিলে করিবেক অপমান ॥ জটিলা কুটিলা দুই অধিক দুরন্ত। করিবেক তোমা প্রতি তর্জ্জন অত্যন্ত। অতএব স্থির কর আপনার চিত ॥ হঠাৎ কোনহ কর্ম্ম করা অনুচিত ॥ রাধিকা কহেন সখি তোর এ বচন। প্রবেশ করিতে নারে আমার শ্রবণ ॥ পূর্ণ হয়ে আছে এহ গুণেতে তাহার। অবকাশ নাহি ইথে অপর কথার ॥ কহিতেছ মন বশ করিতে আমারে। কহ তুমি হইবেক তাহা কি প্রকারে ॥ সুধাকর জিনি সেই সুন্দর বদন। জাগিতেছে হৃদয় মাঝারে অনুক্ষণ ॥ সেই

দুই দিন দিঠী নীলমণিন সমান। মনের মাঝারে সদা হইতেছে ভান॥ সেই ভুরু-ভঙ্গী সে কটাক্ষ অনুপাম। হৃদয়েতে শর বিন্ধিতেছে যেন কাম॥ ললনার লোভা সেই সুরঙ্গ অধর। দেখি স্থির হইতে কি পারয়ে অন্তর॥ তাহে সেই মৃদু হাসি চন্দ্রিকা যেমন। নিরখিয়া স্থির নাহি হয় মোর মন॥ বচন মাধুরী সেই সুধার সমান। হরিয়া লয়েছে মোর মন আর কাণ॥ মত্ত করি শুণ্ডাদণ্ড জয়ি ভূজদ্বয়। ভাবি ভাবি মন আর স্থির নাহি হয়॥ বনমালা বিরাজিত সেই বক্ষঃস্থল। নিরবধি হৃদয়ে করয়ে ঝলমল॥ এ সকল সদা মোর হইয়া স্মরণ। স্থির হৈতে নাহি দেয় মনে এককণ॥ ইহারে করিব বশ আমি কি প্রকারে। বিচার করিয়া তাহা বলহ আমারে॥ যদি বশ করিবারে মনে করি সাধ। অনেক বিপক্ষ তাহে করে নানা বাধ॥ প্রথমে প্রবল রিপু হয় পঞ্চবাণ। বাণে করি বিন্ধি বপু করে খান খান॥ এইত বসন্ত ঋতু তার অনুচর। নিজ শোভা অনল জ্বালয়ে নিরন্তর॥ মলয় পবন প্রজ্বলিত করি তায়। তাহার সন্তাপে মোর শরীর পোড়ায়॥ কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার। হৃদয়ে লাগয়ে যেন বজ্রের প্রহার॥ অপর কি কব শশী স্বভাবে শীতল। সেহ মোর প্রতি লাগে যেন দাবানল॥ এই কথা কহিতে কহিতে সেইক্ষণে। উদয় করিল পূর্ণ শশাঙ্ক গগনে। তারে দেখি শ্রীরাধিকা অতি ভীত মন। কহিতে লাগিলা সখীদিগে এ বচন॥ সখী সব ত্বরিতে নিরোধ কর দ্বার। তপন তাপেতে তনু জ্বলয়ে আমার॥ ইহা শুনি সখীগণ কহেন তাঁহারে। সখি কোথা সূর্য্য দেখ রজনী মাঝারে॥ উদয় হয়েছে কলানিধি সুধাময়। যার রুচি পরশিলে তাপ নাশ হয়॥ এত বাণী শুনি পুনঃ কহেন শ্রীমতী। সখী বুঝি তোরা হইয়াছ ভ্রান্তমতি॥ উহার কিরণ যদি হইত শীতল। তবে ইহা স্পর্শে ম্লান না হ'ত কমল॥ রবির আতপ পদ্ম পারয়ে সহিতে। ইহার আতপ সহ্য পারে না করিতে॥ অতএব মোর এই বিবেচনা হয়। সুধাময় নহে এহ কিন্তু বহ্নিময়॥ কুমুদিনী ইহারো যে সন্তাপ সহয়। সে যেন অনল তাপে স্বাহা না পোড়য়॥ ওরে

শশী তোরে যেই সুধাময় বলে। তাহার কারণ শুন কহি বুদ্ধিবলে॥ সুধাশব্দ দগ্ধ শঙ্খ চূর্ণেরে বলয়। তুমি তাহে কৃত তেঁই সুধাময় কয়॥ এই লাগি দুষ্ট তোর কিরণ স্পর্শনে। জ্বলিছ আমার তনু যেমন দহনে॥ কেহ কেহ কহে তোহে অমৃত কিরণ। আমি অনুমান করি তাহার কারণ॥ অমৃত শব্দেতে জ্ঞানি-সব বিষ ভণে। অমৃত কিরণ তুই বিষের কারণে॥ তুইত গরল তোর কিরণ গরল। তেঁই তোর স্পর্শে জ্বলে শরীর সকল॥ এই লাগি রাহু তোরে বদনে পূরিয়া। গিলিতে না পারে ভয়ে মরিব বলিয়া॥ সুধাপান করি রাহু হয়েছে অমর॥ সেহ তোরে গিলিতে না পারে পাই ডর॥ ইথে বুঝি তোর মত প্রাণ পীড়াকর। আর কেহ নাই এই ভবের ভিতর॥ কিম্বা গিলিলেও রাহু তোর মৃত্যু নাই। আসি'তুই গলরন্ধ্র বাহিয়া পলাই। যদি নাহি কাটিতেন রাহু-কণ্ঠে হরি। মরিতে তুমিহ তার জঠর ভিতরি॥ জগত পালক হরি বলে সবজন। তাঁহার উচিত নহে রাহুর ছেদন॥ যদ্যপি রাহুরকণ্ঠ ছিন্ন না হইত। তবে কি তোমার এত দৌরাত্ম্য রহিত॥ আমি জরা রাক্ষসীরে সেবন করিয়া। রাহুর কবন্ধ দিব যোগ করাইয়া॥ সেহ বিদ্যা য়ানে তাহে তনু জোড়া যায়। জোড় করিয়াছে সেহ জরাসন্ধ কায়॥ রাহু বপু পূর্ণ হৈলে তুমিহ মরিবে। তবে বিরহিণীগণ সুখে ঘুমাইবে॥ যদ্যপি বলহ আমি হই দ্বিজরাজ॥ মোর বধে আয়োজন অনুচিত কাজ॥ তবে কহি দ্বিজরাজ ছিলে সত্য হয়। আপনারি গুণে তাহা করিয়াছ ক্ষয়॥ মলিন হয়েছ বধি বিরহিণীগণ। তব বধে বড় পাপ হবেনা এক্ষণ॥ আর শুন তুমি হইয়াছ আততাই। আততাই বধে দোষ শাস্ত্রে কহে নাই॥ আর শুন তোরে যেই দ্বিজরাজ কহে। বিপ্রের প্রধান তুমি এ লাগিয়া নহে। দ্বিজ শব্দে সর্পে কহে তুমি রাজা তায়। এ লাগিয়া দ্বিজরাজ আখ্যান তোমার॥ দৃষ্টি বিষ সর্প তুমি বিরহীর প্রতি। এই লাগি তোহে কহে সর্পের ভূপতি॥ তুমি সর্পরাজ হও এই সে কারণ। ললাটে ধরেন তোহে ভূজঙ্গভূষণ॥ করিছ কিরণ ছলে গরল উদ্গার।

যাহে বিরহিণীগণ হয় ছার খার। সামান্য গরল হোতে তুমি ঘোরতর॥ তেঁই বুঝি ভয়ে তোরে না ভুঞ্জিলা হর॥ তুই দুষ্ট মহাপাপী গুরু-পত্নী হারী। কি আশ্চর্য্য বধিবি যে বিরহিণী নারী॥ জগৎ জীবন বায়ু অত্যন্ত শীতল। সেই দগ্ধ করে মোর শরীর সকল॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। দক্ষিণ পবন চন্দন বনে। জনম তোমার সকলে ভণে॥ তবে তুমি কেন শরীর মোর। দহিছ দহন সমান ঘোর॥ বুঝি তোর ফণী মলয়বাসী। গিলি উগারিল হইয়া ত্রাসী॥ তাহারি গরল পরশে যেন। হইয়াছ তুমি দাহক হেন॥ অথবা আমারে দিবারে তাপ। তুমি দিয়াছিলে সাগরে ঝাঁপ॥ সেখানে বাড়ব অনলে পুড়ি। আসিয়াছ মোরে দহিতে উড়ি॥ তেঁই না ছুয়েছ নদীর জল। বয়িতে বিয়োগি সকলে খল॥ অনলে বাড়ায় সামান্য বাই। কিন্তু না পারয়ে যোগ না পাই॥ কামানল হৃদি গোপনে থাকে। না ছুয়েও তুমি বাড়াও তাকে॥ এই অদভুত তব বিধান। প্রাণ হয়ে বধ বিরহি প্রাণ॥ আপনারে পারে দিতে যে ব্যথা। পরে ব্যথা দিবে সে কোন কথা॥ শীতল স্বভাব তোরে যে কয়। সেহ বিবেচনা কখনো নয়॥ যারে ল্পই ফণী জারিতে নারে। শীতল বলয়ে জ্ঞানী কি তারে॥ তুমি সত্য বট অনল সখা। তার মত গুণ যাইছে লখা॥ দহিতেছ তুমি বিরহিচয়। তুল্য গুণ বিনে সখ্য কি হয়॥ অনলের সখা তোমার সনে। সখ্য করিয়াছে কাম কেমনে॥ যে হেতুক হয় লোচনানলে। সেহ পুড়িয়াছে সকলে বলে॥ শক্রুর সখার সহিতে প্রীত। করা নাহি হয় কখনো হিত॥ কিম্বা এই দুখ দিবারে মোরে। সখা করিয়াছে মদন তোরে॥ এত কহি ভনে কিশোরী রাণী। মদনের প্রতি কহেন বাণী॥

পয়ার। ওরে কাম তুমি শক্রু মিত্রের সহিতে। সখ্য করিয়াছ বুঝি আমারে বধিতে॥ খলের স্বভাব এই প্রসিদ্ধ আছয়। পরে পীড়া নিজ শক্রুরে সেবয়॥ তুমি হও খল সকলের মহারাজ। অন্য খল হইতে তোমার ক্রূর কাজ॥ অন্য খল স্বজনকে প্রহার না করে।

তুমি স্বজনক মনে বিন্ধিতেছ শরে॥ ধন্য তুই ধনুর্দ্ধর ধন্য তোর বাণ। নিরাকার মনে বিন্ধি কৈলি খান খান॥ পুষ্পবাণ বলি তোরে মিথ্যা লোকে কয়। মোর মনে তোর বাণ হবে বজ্রময়॥ কিন্তু ক্রূর কুজে যেন কহয়ে মঙ্গল। তেন তোরে পুষ্পবাণ বলয়ে সকল॥ কিম্বা পুষ্প হইতে ও মৃদু নারী মন। হতে পারে পুষ্পেতেও ইহার বেধন॥ সে পুষ্পও হইবেক গরল ম্রক্ষিত। এই লাগি তাহে হয় বিরহী মূর্চ্ছিত॥ শরীরে সে শর যদি হইত স্পর্শন। তবে সেইক্ষণেই মরিত সব জন॥ শরীরে এড়াই বেধ করিতেছে মনে। এমন অদ্ভুত বাণ না দেখি ভুবনে॥ মনেতে জনম তোর মন তোর বাপ। কি করিয়া দুষ্ট তুমি তারে দাও তাপ॥ আপন জনকে যেহ পার পীড়া দিতে। সে তোমার কিবা ভয় আমারে পীড়িতে॥ মুনিগণ তোর নাম পঞ্চবাণ কয়! কিন্তু তোর বাণের না দেখি আমি ক্ষয়॥ অতএব বুঝি তোর সেই সব শর। পুনঃ পুনঃ ফিরি যায় তূণের ভিতর॥ সদা শর ছাড় কিন্তু প্রাণ নাহি যায়। এ কেমন ধনুর্বিদ্যা আছয়ে তোমায়॥ অথবা আমিহ হই বড়ই কঠোর। এই লাগি শরে মৃত্যু নাহি হয় মোর॥ কিন্তু করিতেছি আমি এই অনুমান। না রহিবে আর মোর এই দেহে প্রাণ॥ যেহেতুক ঋতুরাজ তোর সেনাপতি। ঘেরিয়াছে সেনা লয়ে আমারে সম্প্রতি॥ এই সব তরু হয় তার সঙ্গি বীর। যাহাদিগে দেখি ভয় পায় মহাবীর॥ শাখাভুজে ধরিয়া পল্লব শরাসন। স্বামী সম পুষ্পশর করয়ে যোজন॥ একি তেজ ধরে ইহাদের এই বাণ। ধনুতে থাকিয়া বিন্ধি করে খান খান॥ কোকিল সকল করে দুন্দুভি বাদন। রণতুরী বাদ্য করে মধুকরগণ॥ এ সকল দেখি শুনি আমি পাই ভয়। তাহাতে মলয়-বায়ু দহন দহয়॥ এ সকল উপদ্রবে আর কতক্ষণ। রহিবেক অবলার দেহেতে জীবন॥ যায় যা'ক প্রাণ তায় কিছু নাই দুখ। যদি দেখি-বারে পাই সেই চান্দ মুখ॥ মদন তুমিহ সব দেবের প্রবর। যেহেতু তোমার বশ সকল অমর॥ তুমিহ করিতে পার সকল সাধন।

এই লাগি করি আমি তোহে নিবেদন ॥ একবার দেখাইয়া সেইত নাগরে। ছাড় তুমি একত্র করিয়া পাঁচ শরে ॥ আমি একবার সেই শ্রীবদন। ত্যজিব তোমার শরে আপন জীবন ॥ এই কথা কহিতেং শ্রীরাধার। হইল উন্মাদ দশা অতি চমৎকার ॥ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি অগ্রেতে হইলা। তাঁরে দেখি তিঁহ তবে কহিতে লাগিলা।

ত্রিপদী। ভাল ভাল মহাশয়, সত্য বট দয়াময়, শুনিয়াছি যেন সখীমুখে। যেহেতুক আগমন, করি দিলে দরশন, জানিয়া আমার এই দুখে ॥ যদি আ'লে এই স্থলে, তবে সেই কৃপাবলে, কিছুকাল থাক দাঁড়াইয়া। তব শোভা একবার, আমি দেখি আপনার, হৃদয়ের লালসা পুরিয়া ॥ যদি মোরে কৃপা করি, আসিয়া পালঙ্কোপরি, বিশ্রাম করহ একবার। তবে সুশীতল জল, দিয়া পদ শতদল, প্রক্ষালন করিয়ে তোমার ॥ কৃপা করি মোর প্রতি, যদি দাও অনুমতি, তবে তাহে লেপিয়া চন্দন। হৃদয়ে ধারণ করি, সব তাপ পরিহরি, আনন্দিত হই কতক্ষণ ॥ যদি কহ তপ্তস্তনে, পদ দিব কি কারণে, তবে শুন শ্রীবংশী-মোহন। হৃদয়ে ধরিয়া মাত্র, শীতল হইবে গাত্র, তাপ না পাইবে একক্ষণ ॥

পয়ার। রাধিকার কথা শুনি হইয়া বিস্মিতা। কহিছেন বিশাখার কণেতে ললিতা ॥ প্রিয়সখি দেখিতেছ উন্মাদ রাধার। করিয়াছে যেই আগে কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ॥ এমত উন্মাদ যদি নিরবধি হয়। তবে প্রিয়সখী কিছু সুস্থ চিত্তে রয় ॥ রাধিকা রটেন কি করিছ কানাকানি। যদ্যপি না কহ তভু তাহা আমি জানি ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে করিতেছি আমি আলাপন। ইহাই দেখিয়া তোরা করিছ নিন্দন ॥ ও নিন্দায় আমি কিছু নাহি করি ডর। চলিলাম এই আমি কৃষ্ণ বরাবর ॥ বসনে ধরিয়া এই ভবনে আনিব। মনের বাসনা পূরি সেবন করিব ॥ এত কহি উঠি তিঁহ কাঁপিতে কাঁপিতে। চলিলা যেখানে পান শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ॥ কিছু দূরগিয়া রাই কৃষ্ণে না দেখিয়া। হাহাকার করিয়া পড়িল মূর্ছিয়া ॥ তাহা দেখি কি হইল

বলি সখীগণ। করিলেন তাঁহার নিকটে আগমন॥ ললিতা আপন কোলে তুলিয়া লইলা॥ বিশাখা শীতল জলে মুখ প্যাখালিলা॥ চিত্রা পদ্মপত্রে করি করেন বীজন॥ চম্পকলতিকা গাত্রে লেপেন চন্দন॥ তুঙ্গবিদ্যা কলেবরে বুলায়েন কর। ইন্দুরেখা পদ্ম দেন বুকের উপর॥ রঙ্গদেবী করিছেন চিকুর বন্ধন। সুদেবী করেন বাস ভুষা সম্বরণ॥ এইমতে সকলে করেন শুশ্রুষণ। তথাপি না হইতেছে রাধার চেতন॥ তাহার কারণ কহি যেন মোর জ্ঞান। সাধু সব শ্রবণ করহ পাতি কান॥ শীতল সলিলে মোহ যায় অন্য ঠাঁই। অনুমান হয় সেথা অঙ্গ তাপ নাই॥ এথা অঙ্গতাপে জল উষ্ণ তার পায়। এই লাগি তার স্পর্শে মোহ নাহি যায়॥ সেই তাপে পদ্মপত্র বায়ু তপ্ত হয়। এই লাগি সেহ মোহ নাশিতে নারয়॥ চন্দনের পঙ্ক শুষ্ক হয় দিতে দিতে। কি করি পারিবে সেহ মোহ ঘুচাইতে॥ বক্ষঃস্থলে দিবা দিবা পদ্ম শুষ্ক হয়। সে করিবে কি করিয়া সে মূর্চ্ছার ক্ষয়॥ এইরূপ আর যত শীতল প্রক্রিয়া। করিলা সে সব গেল নিরর্থ হইয়া তবে সব সখীগণ অত্যন্ত কাতর। কান্দিবারে আরম্ভিলা গদ গদ স্বর॥

ত্রিপদী। একি একি সখি রাই, আমাদের সুখে ছাই, দিয়া করিতেছ একি হায়। ডাকিতেছি পুনঃ পুনঃ, তাহা বুঝি নাহি শুন, উত্তর না দাও কিছু তায়॥ কি হইল এ বিকার, নাহি চাহ একবার, প্রকাশিয়া কমল নয়ন। না নাড়িছ পদকর, দেখিয়া লাগয়ে ডর, নাহি বহে নিশ্বাস পবন॥ হেম শতদল কাঁতি, তেমন বদন ভাতি, হই গেল নিতান্ত মলিন। শুকাইল বিম্বাধর, বিবরণ কলেবর, দিবসেতে যেন শশী দীন। দেখি এই দশা তোর, দুখের নাহিক ওর, বুক যেন বিদরিয়া যায়। কি করিব কোথা যাব, কাহারে পুছিলে পাব, এ দশার নিবৃত্তি উপায়॥ কৃষ্ণে না দেখিতে পাই, বুঝি হইয়াছ রাই, তুমি এই মূর্চ্ছায় পীড়িত। কিশোরি শুনহ কথা, ত্যজহ মনের ব্যথা, আগে দেখ সুবলের মিত॥

পয়ার। কৃষ্ণনাম শুনি রাই প্রবোধ পাইলা। কোথা কৃষ্ণ

কোথা কৃষ্ণ বলিয়া উঠিলা ॥ তাহা দেখি কিছু সুস্থ হৈল সখী-গণ। পুনর্ব্বার তাহাদিগে শ্রীরাধিকা কন ॥ সখী সব কহিলে যে কৃষ্ণ দেখ আগে। সে মোরে প্রবোধ দিতে এই মনে লাগে ॥ অন্যথা দেখিতে কেন নাহি পাই তাঁয়। কেন বৃথা ঘুচাইলে আমার মূর্চ্ছায় ॥ বিশাখা কহেন সখি কথা মিথ্যা নয়। এই দেখ কৃষ্ট যাহে হবে সুখোদয়। এত কহি চিত্রপট আগে আনি দিলা। শ্রীরাধিকা তাহা দেখি করেতে লইলা ॥ অনিমিস নয়নে দেখেন পটখানি। নয়নেতে অবিরল গলে অশ্রুপাণী ॥ দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন বার বার। মাঝে মাঝে করিছেন উৎকট হুঙ্কার ॥ এ সকল দেখি শুনি কহেন ললিতা। সখি স্থিরকর চিত না হও ব্যথিতা ॥ প্রভাত হইলে নিজ বুদ্ধি অনুসারে কামলেখ লিখি দিয় তুমিহ আমারে ॥ আমি তাহা লয়ে গিয়া কৃষ্টে দেখাইব। আপনিও তোর এই দশা শুনাইব ॥ দেখি শুনি যদি তার প্রেম উপজয়। তবে মনোরথ পুর্ণ হইতে পারয় ॥ ললিতার মুখে শুনি এ সকল ভায। শ্রীরাধিকা পাইলেন কিঞ্চিৎ আশ্বাস ॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াঃ পুর্ব্বরাগদশা বর্ণনো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ।

পঞ্চম উল্লাস।

পরস্পরং কামলেখং দৃষ্টাশ্বাসিতমানসৌ।
শ্রীরাধামাধবাবিভবতাং হৃদয়ে মম ॥

পয়ার। তবে সেই রজনী হইল অবসান। করিলা সকলে তারা স্নানাদি বিধান ॥ বিরলে বসিয়া তবে রাধা এক মনে। আরম্ভিলা লিখিবারে অনঙ্গ লেখনে ॥ পদ্মপুষ্পদলে লেখ পত্র বিরচিলা। জবাপুষ্প রসে মসী করিয়া লিখিলা ॥ পয়োধর কুঙ্কুমেতে করিয়া মুদ্রিত। ললিতার করে দিয়া কহেন কিঞ্চিত ॥ লিখিলাম কাম-লেখ আমি যথা জ্ঞান। করিহ যে দোষ আছে তাহা সমাধান ॥ শিখাইব কিম্বা আর আমিহ তোমারে। তাহাই করিবে প্রাণ থাকে যে প্রকারে। এত শুনি তাঁর প্রতি আশ্বাস করিয়া। চলিল ললিতা বিশাখার সঙ্গে নিয়া ॥ এখানে সুবল মধুমঙ্গল সহিতে ভ্রমিছেন কৃষ্ণ বন দেখিতে দেখিতে ॥ রাধিকা লাগিয়া তিঁহ উৎকণ্ঠিত মন। কহিছেন ভাবাবেশে এইত বচন ॥ কিবা সে কামিনী পুষ্প মালায় শোভিত। যাহা দেখি মুগ্ধ মধুসূদনের চিত ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি শ্রীমধুমঙ্গল। কহিতে লাগিলা হাস্য করি খল খল ॥ ও মধুসূদন কোন রমণী তোমার ॥ চিত্তমুগ্ধ কৈল ধরি মাল্য পরিষ্কার ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু তো বড় অজ্ঞান। নাহি পড়িয়াছ তুমি কোনো অভিধান ॥ কামিনী শব্দেতে লতা জাতিভেদে কয়। মধুসূদনের অর্থ মধুকর হয় ॥ সে কামিনী কুসুমসমূহে বিভূষিত। করিয়াছে ভ্রমরের চিত্ত বিমোহিত ॥ তাহাই কহিনু আমি নিরখিয়া বনে। তুমি ইহা শুনিয়া হাসিলে কি কারণে ॥ সুবল বলেন সখা ছাড়হ চাতুরী। জানি রাধা তোর মন করিয়াছে চুরি ॥ ভাবের আবেশে তাহা আপনি কহিয়া। ঢাকিতেছ পুনঃ কেন কপট করিয়া ॥ এত

শুনি বংশীধারী ছাড়িয়া নিশ্বাস। কহিছেন সুবলেরে মৃদু মৃদু ভাষ প্রিয়সখা দেখিয়া অবধি রাধিকারে। নাহি পারি আমি মন স্থির করিবারে॥ সেই মুখ সেই আখি সেই ভ্রুবিলাস। নিরবধি হৃদয়েতে পাইছে প্রকাশ॥ তাহাতে মদন ব্যাধ অতি দুষ্ট মন। মোর মন মৃগবধে করে আয়োজন॥ পাতিয়াছে দুরন্ত বসন্ত কাল জাল। যাহা দেখি মনমৃগ মানে নিজ কাল॥ মলয়পবন রূপ বহ্নি চারিপাশে। জালিয়াছে যাহা দেখি মৃগ মরে ত্রাসে॥ আপনি অলক্ষ্যে থাকি ছাড়িতেছ শর। যেহেতু অনঙ্গ তারে করেছেন হর॥ যদ্যপি তাহার অঙ্গ সকল থাকিত। তবে মোর মনমৃগ দেখিতে পাইত॥ দেখিতে পাইলে তার সম্মুখ ছাড়িয়া। যাইত অপর কোনো দিকে পলাইয়া॥ ব্যাধ অঙ্গহীন অঙ্গহীন অস্ত্র তার। অতএব অলক্ষ্যেতে করয়ে প্রহার॥ সেই অস্ত্র প্রহারে জর্জ্জর মোর মন। ধৈরয ধরিতে না পারয়ে একক্ষণ। নিরবধি ভাবে তারে কি করি দেখিব। কি কবি দেখিব। কি করিবা তার অঙ্গ পরশ পাইব॥ অতএব সখা যদি উপায় থাকয়ে। তাহা করি স্থির কর আমার হৃদয়ে॥ সুবল বলেন সখা সেহ রাজকন্যা। কুলশীল পতিব্রতা-ধর্ম্মে অতি ধন্যা॥ একথা প্রসঙ্গ তার আগে কি প্রকারে। করিব না পাই তাহা ভাবি দেখিবারে॥ একমাত্র উপায় আমার মনে হয়। তাহা শুন যদ্যপি তোমার মনে লয়॥ দাও তুমি কাম-লেখা লিখিয়া আমারে। তারে দেখাইব আমি কোনহ প্রকারে॥ তাহা দেখি যদি অনুরাগ হয় তার। তবে ইষ্ট সিদ্ধি হতে পারয়ে তোমার। সুবলের কাথ শুনি ভাল ভাল বলি। কাম-লেখ লিখিলেন কৃষ্ণ কুতুহলী॥ সেই পত্র সুবলের অঞ্চলেতে দিলা। সেই কালে শ্রীললিতা বিশাখা আইলা॥ তাঁহাদিকে দেখি কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া। কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গলে সম্বোধিয়া॥ বটুরাজ তব দিন আজি শুভ বটে। আসিতেছে যজমানী তোমার নিকট॥ দিয়াছিল বিরস মোদক সে বাসরে। আজি দিবে সরস মোদক তোর করে॥ বটু কন সখা তোর কথা

সত্য নয়॥ সে দিনের মোদক বিরস নাহি হয়॥ ললিতা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া। বিশাখারে কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া॥ চন্দ্রাবলী সুধারস পান যে করয়। সামান্য মোদক তারে ভাল না লাগয়। শ্রীকৃষ্ণ কহেন চন্দ্র এক বহি নাই॥ অদ্যাবধি দুই চন্দ্র শুনিতে না পাই॥ যদি স্বর্গে থাকে থাক বাদ নাহি তায়। কিন্তু তার সুধা পীতে নরে কেবা পায়॥ কৃষ্ণের বচন শুনি শ্রীমধুমঙ্গলে। লক্ষ্য করি ললিতে কহেন কথা ছলে। যদি চন্দ্রাবলী থাকে ধরণী মাঝারে। তবে তার সুধাপান পারে ঘটিবারে॥ বটু বলে ললিতা ছাড়িয়া কথা ছল। মোর মুখে বাক্য শুন যথার্থ নির্ম্মল॥ মোর সখা মনোহরা সুন্দরী বিহনে। আর কিছু নাহি ভাল বাসে কভু মনে॥ এই লাগি দিয়াছিলে যে লাড়ু সে দিন। কহিতেছে সে সকলে এই রস হীন॥ ললিতা কহেন চন্দ্রাবলী বিনে আর। মনোহরা কেবা আছে ব্রজের মাঝার॥ বটু কহে উপেখিয়া মোর অভিপ্রায়। অন্য অর্থ কর তুমি এ বড় অন্যায়॥ কৃষ্ণপ্রিয় মনোহর, মোদক সুন্দর। এই মোর অভিপ্রেত অর্থ মনোহর॥ ললিতা কহেন আমি বাখানিনু যাহা। ব্রজ মণ্ডলেতে সুবিদিত আছে তাহা॥ তুমি তাহা কি করিয়া করিবে গোপন। অতএব ছাড় মিথ্যা বাক্য বিরচন॥ ললিতার বাক্যে বটু হইলা নীরব। কহিতে লাগিলা তবে আপনি মাধব॥ ললিতে জানিনু তুমি বড় বুদ্ধিমতী। কহিতেও পার তুমি অনেক ভারতী॥ ছাড়িয়ে সে সব বাদ বিবাদ এক্ষণ। শুনহ আমার মুখে যথার্থ বচন॥ এক রোগ হয়েছিল চন্দ্রাবলী গায়। মরিতে উদ্যত হয়েছিল সেহ তায়॥ আমি জানি নানা মন্ত্র চকরের যোগ। যাহাতে বিনাশ হয় সেই সেই রোগ॥ তাহা আনি পদ্ম নামে সহচরী তার॥ মোরে জানাইল তার পীড়ার প্রকার॥ ব্রজবাসিদের দুঃখ পারি না সহিতে। এ লাগি গেলাম আমি তাহারে দেখিতে॥ সেহ মোর মন্ত্রবলে নীরোগ হইল। ইহাতেই দুষ্ট লোকে অযশ করিল॥ বস্তুত আমিহ কদাচিতো পরদার। স্পর্শ নাহি করি এই নিয়ম আমার॥ এতেক

কৃষ্ণের কথা করিয়া শ্রবণ। ললিতা বিশাখা সুখে দুঃখেও মগন॥ ব্রজবাসী দুঃখ কৃষ্ণ দেখিতে না পারে। এই ভাবি মগ্ন হয় দুখের পাথারে॥ পরদার স্পর্শ নাহি করেন শুনিয়া। দুঃখের সাগরে যান পুনশ্চ ডুবিয়া॥ কিন্তু সে সকল ভাব সঙ্গোপন করি। কহিতে লাগিল পুনঃ ললিতা সুন্দরী॥ যুবরাজ সত্য বটে তোমার বচন। জান তুমি নানা মত রোগ নিবারণ॥ সেই লাগি মোরা আসিয়াছি তব পাশে॥ শ্রবণ করহ কিছু আমাদের ভাষে॥ আমাদের প্রিয়-সখী শ্রীমতী রাধার। হইয়াছে এক বড় দুর্গা বিকার। আমাদের মুখে তাহা করিয়া শ্রবণ। নীরোগ করহ তারে দিয়া দরশন॥ এতেক বচন শুনি শ্রীবংশীমোহন। মনে মনে করিছেন এইত ভাবন॥

একাবলীচ্ছন্দ। ওরে ওরে ওরে আমার মন। ধৈরয ধরিয়া শুন বচন॥ কহিলা ললিতা যে সবকথা। ইথে বুঝি যায় তোমারব্যথা॥ যদিও না পাও পরশিবারে। পাইবে অবশ্য দেখিতে তারে॥ হেন দিন হবে কিবা তোমার। যাইতে পাইবে নিকটে তার॥ যদি এ ললিতা সহায় হয়। তবেই ঘটিবে অন্যথা নয়॥ এই ভাবি ছেন গোবিন্দ মনে। ললিতা পুনশ্চ তাঁহারে ভণে॥ শুনহ রাধার রোগের কথা। যাহে পাইতেছি আমরা ব্যথা॥ রবি পূজা করি সে দিন ঘরে। যাইয়া অবধি পড়িল জ্বরে। কখনো ঘাময়ে কখনো কাঁপে। সদা দুখ পায় শরীর তাপে॥ দীঘল দীঘল ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ সম্বরিতে নারে অঙ্গের বাস॥ তেমন বরণ হয়েছে ম্লান। নাহি করে কিছু ভোজন পান॥ মেঘ পানে সদা চাহিয়া রহে। জিজ্ঞাসিলে কিছু কথা না কহে। শশধরে দেখি পাইয়া ভয়। আমাদের প্রতি ইহাই কয়॥ সখি দেখিতেছ রবির কাজ। উদয় হয়েছে রজনীমাঝ॥ কোকিলের রব শুনিয়া কহে। বজর নিনাদ প্রাণে না সহে॥ মলয়বাতাস বহিলে রটে। উহু মরি এটা অনল বটে॥ কখনো কহয়ে প্রলাপ বাণী। যাহা শুনি মোরা উন্মাদ মানি॥ কখনো

বিরলে একক বসি। পত্র লয়ে লেখে লয়ে লেখনী মসী॥ তাহা আনিয়াছি যতন করি। শ্রীবংশীমোহন দেখহ ধরি॥

পয়ার। এত কহি পত্র লয়ে যান কৃষ্ণে দিতে। তাহা দেখি বটুরাজ লাগিলা কহিতে॥ দিয়না দিয়না পত্র ললিতে সখায়। পড়া নাহি যাবে পত্র অর্পিলে উহায়॥ অঙ্গ তাপে হয়ে যাবে পত্র সঙ্কুচিত অক্ষর পঠন হইবেক বিপরীত॥ বিশাখা কহেন কি কহিলে বটুবর। কি লাগি ইহার এত তপ্ত কলেবর॥ শ্রীমধুমঙ্গল কন শুনহ বচন। জানিনা ইহার অঙ্গ তাপের কারণ॥ কিন্তু দেখিতেছি আমি দিন পাঁচ সাত। ইহার অঙ্গেতে নাহি দিতে পারি হাত॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু কি কর প্রলাপ॥ কোথা দেখিতেছ তুমি মোর অঙ্গে তাপ॥ এত কহি পত্র লয়ে ললিতার স্থানে। সুবলে দিলেন পড় বলিয়া বয়ানে॥ সুবল পত্রের মুদ্রা করিয়া মোচন। পড়িতে লাগিলা অতি মধুর বচন॥

ত্রিপদী। স্বস্তি কৃপাসুধাকর, কোটি-কাম-মনোহর, নব-মেঘ বিজয়ি-লাবণ্য। ব্রজবাসি-দুঃখ-নাশী, ব্রজসুখ অভিলাষী, নাগর নিকর অগ্রগণ্য॥ তুমি শাস্ত্রে বিচক্ষণ, বিবেচনা নিকেতন, এই কথা কহে সবজন। এ লাগি তোমার পাশে, বিনয় পূর্ব্বক ভাষে, এক কথা করি জিজ্ঞাসন॥ ধরিয়া বিদ্যুৎমালা, অম্বর করিয়া আলা, উদিত হইয়া ধরাধর। গভীর মধুর স্বরে, সদাই গর্জ্জন করে, যাহে আনন্দিত চরাচর॥ তার শোভা নিরখিয়া, চাতকী মোহিত হিয়া, সব বারি করে উপেক্ষণ। তাহারি অমৃতে আশ, ধরিয়া করয়ে বাস, আর কিছু করয়ে প্রার্থন॥ যদি সেই নবঘন, নাহি করে বিতরণ, সেই চাতকীরে বারিকণ। তবে সেই জলধরে, সঞ্চারে কি না সঞ্চরে, দোষ কহ শ্রীবংশী মোহন॥

পয়ার। রাধিকার দশা আর অনঙ্গ-লেখন। শুনি প্রেমে গর গর হৈল জনার্দ্দন॥ তথাপি গোপন করি প্রেমের বিকার। মনে মনে করিছেন এইত বিচার॥ ললিতা কহিলা যেই দশা রাধিকার। তাহে বোধ হয় প্রেম হয়েছে দুর্ব্বার॥ অনঙ্গ লেখ্যেরো যেই হয়

অভিপ্রায়। তাহাতেও প্রেমের উৎকর্ষ বুঝা যায়॥ আমারে জলদ বলি করি নিরূপণ। করিয়াছে শ্রীরাধিকা এপত্র লিখন॥ মোর পটে রূপি-য়াছে বিদ্যুৎ বলিয়া। বেণুনাদে বর্ণিয়াছে গর্জ্জন করিয়া॥ অমৃত শব্দের অর্থ মোর প্রিয়বাণী। অথবা আমার সঙ্গ-রস এই মানি চাতকী করিয়া নিরূপিয়া আপনারে। জানায়েছে মহানিষ্ঠা প্রেমের আমারে॥ তথাপি প্রেমের দার্ঢ্য হইবে জানিতে। যেহেতুক বহুবিঘ্ন আছে এই প্রীতে॥ ধর্ম্মভয় কুলভয় লোক লজ্জা ভয়। এ সকল উপপত্য-সুখে বিঘ্ন হয়॥ অতএব প্রেমের দৃঢ়তা জানিবারে। হইবেক ঔদাস্য প্রকাশ করিবারে॥ এই সব পরামর্শ করি মনে মনে। কহিবারে আরম্ভিলা প্রকাশ বচনে॥ প্রিয়সখা এই পত্র গভীরার্থ হয়। হঠাৎ ইহাতে বুঝি পশিতে নারয়॥ অতএব এক্ষণ রাখহ পটাঞ্চলে। বিচার করিব পরে বসিয়া বিরলে॥ এত শুনি সুবল রাখিলা পত্র-খানি। কৃষ্ণ পুনঃ ললিতারে কহিছেন বাণী॥ ললিতে হয়েছে যেই বিকার রাধার। তার চিকিৎসায় শক্তি না আছেআমার॥ ক্ষুদ্ররোগ জনময়ে যদি কারো গায়। তবেই নাশিতে পারি আমি চিকিৎ-সায়॥ তোমার সখীর রোগ হইয়াছে চিতে। না হবে তাহার নাশ আমায় হইতে॥ অতএব সেখানেতে করিলে গমন। সিদ্ধ না হইবে তোমাদের প্রয়োজন॥ আনিয়াছ তুমি যেই লেখন তাহার। বিচারি কহিব পরে অর্থ যে ইহার॥ আপাতত হইতেছে যেই অর্থ ভান। সম্প্রতি শুনহ তাই করিয়ে ব্যাখ্যান॥ হইতেছে দুই অর্থ এ পত্রে গোচর। বাচ্য এক অর্থ আর ব্যাঙ্গ্যার্থ অপর॥ বাচ্য অর্থ যদি হয় তাঁর মনোগত॥ তাহার উত্তর শুন যেই শাস্ত্রমত॥ মেঘ যদি চাতকীরে নাহি দেয় জল। তবে তারে দোষ ঘটে অবশ্য প্রবল॥ যেহেতুক সে চাতকী তদেক জীবন। তার রক্ষা না করিলে বড়ই দূষণ॥ ব্যঙ্গ অর্থ যদি হয় অভীষ্ট তাঁহার। তবেত করিতে হয় অনেক বিচার॥ অপ্রস্তুত প্রশংসালঙ্কার অনুসারে। শুন কিছু সেই অর্থ কহি যে তোমারে॥ নায়ক উপেখে যদি অনুরাগী নারী। তাহে

দোষ গুণ দুই কহিবারে পারি ॥ যোগ্য কন্যা নায়কেতে অনুরাগী হয়। তারে উপেখিলে দোষ নায়কে ঘটয় ॥ অনুরাগী হয় যদি পরের রমণী। তারে উপেখিলে দোষ আমি নাহি ভণি ॥ যেহেতুক পরদার সেবায় অধর্ম্ম। এই হয় সব শ্রুতি পুরাণের মর্ম্ম॥ এইত কহিনু তাঁর প্রশ্নের উত্তর। শুনিলেও তোরা এবে যাহ নিজ ঘর ॥ এত কহি চাহি সুবলের মুখ প্রতি। কহিছেন পুনঃ কিছু কর্কশ ভারতী ॥ প্রিয়-সখা এই পত্র রাখি নাহি কাজ। রাখিলে পাইতে হবে ইহা হৈতে লাজ ॥ যদি অন্য কোনো সখা ইহা নিরখয়। করিবেক মোর প্রতি অনেক সংশয় ॥ শ্রীদাম যদ্যপি ইহা করে নিরীক্ষণ। করিবেক মোর প্রতি ক্রোধ আচরণ ॥ রাখিয়াও ইহা কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ফিরি দাও ললিতার ঠাঁই ॥ কৃষ্ণ বাণী শুনিয়া সুবল বিচক্ষণ। অঞ্চল হইতে নিলা কৃষ্ণেরি লিখন ॥ ললিতা বিশাখা কৃষ্ণ বচন শুনিয়া। দুঃখের সাগরে যেন গেলেন ডুবিয়া ॥ বাঁচিয়াছি কিম্বা মোরা গিয়াছি মরিয়া। জানিতে নারেন ইয়া কিছুই ভাবিয়া ॥ কহিতে চাহেন মুখে বাক্য না নিস্মরে। কেবল নয়নে জল অবিরল ঝরে। তাহা দেখি যদ্যপি কৃষ্ণের হৈল ব্যথা। তথাপি কহেন কিছু উদাসীন কথা ॥ ললিতে যথার্থ কৈনু প্রশ্নের উত্তর। তাহা শুনি তোরা কেন হইছ কাতর ॥ গোপীরা কহেন তব উত্তর শুনিয়া। নাহি কান্দি সখীরে স্মরিয়া ॥

ললিতাচ্ছন্দ। সেই অভাগিনী, মোদের কাহিনী, কিছু না শুনিয়া কাণে। তোহে নিজ মন, করিল অর্পণ, মজিয়া মুরলী গানে ॥ পুনহি স্বপনে, যেমন নয়নে, তেমন দেখিয়া তোহে। হইল পাগল, ছাড়িল সকল, করম মদন মোহে ॥ পুনঃ চিত্রপট, ভিতরে প্রকট, তোহে করি নিরীক্ষণ। কুলভয় লাজ, মাথে মারি বাজ, তোঁহে ভাবে অনুক্ষণ ॥ পুনঃ সে বাসরে, পূজিতে ভাস্করে, আসিয়া গহন বন। তোমার লাবণী, দেখিয়া সজনী, হয়েছে মোহিত মন ॥ ভোজন শয়ন, স্নান বিহরণ, সকল হইয়া হীন। বিরলে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,

হইয়াছে অতি ক্ষীণ॥ কেবল তোমায়, পাবার আশায়, রহিয়াছে প্রাণ ধরি। তোমার এ কথা, শুনি পাই ব্যথা, কিশোরী যাইবে মরি॥

পয়ার। এত কহি দুই সখী করেন ক্রন্দন। শ্রীমধুমঙ্গল তাঁহা-দিগে কিছু কন॥ ললিতা বিশাখা তোরা সম্বরি রোদন। ঘরে গিয়া কর নিজ সখীর সান্ত্বন॥ মোর সখা হয় অতি বড় ব্রহ্মচারী। স্বপনেও স্পর্শ নাহি করে পরনারী॥ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ ইহারে সেবিতে॥ আসিছিল কিন্তু না পাইল পরশিতে॥ অতএব রাধিকায় তোরা কহ গিয়া। ইহা হৈতে নিজ মন নিতে ফিরাইয়া॥ কিন্তু আছে এক দোষ বড়ই ইহার। মন হরি লইয়া না দেয় পুনর্ব্বার॥ তাহার উপায় কিছু না পাই দেখিতে। এক মাত্র স্মরণ হইল মোর চিতে॥ যদি মোর আর্য্যারে আনিতে পার তোরা। তবে রাধা মন ফিরি দেয় এই চোরা॥ তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কখনো নাহি পারে। অতএব তোরা গিয়া আনহ তাঁহারে॥ ললিতা কহেন যদি নাহি দেন মন। না দেউন নাহি কিছু তাহে প্রয়োজন॥ যদি আমাদের সখী বাঁচিয়া থাকিত॥ তবে তার প্রয়োজন মনেতে হইত॥ ইহার বচন শুনি মোদের বদনে। তখনি মরিবে তার কিবা কাজ মনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু আমার বিচারে। তোর মত মূর্খ কেহ নাহি এ সংসারে॥ অবয়ব সম্বন্ধ রহিত হয় মন। তাহারে হরিতে পারে তবে কোন জন॥ বটু বলে তৃণাবর্ত্ত পবনে সংহার। যে করিল তার মন হরা কোন ভার॥ পুনঃ কৃষ্ণ কন বটু ছাড়ি পরিহাস। ইহাদিগে যাইতে বলহ নিজ বাস॥ বনমাঝে যদি কেহ আসিয়া দেখয়। অখ্যাতি করিবে তবে মোর অতিশয়॥ ললিতা কহেন সখি চলহ ভবনে। কিছু প্রয়োজন নাই অরণ্য রোদনে॥ আমরা থাকিলে হবে অযশ ইহার॥ যোগ্য নহে অবস্থান এথা মোসবার॥ পত্রও লইয়া চল বান্ধিয়া বসনে। অন্যথা হইবে দোষ ইহার ভুবনে॥ এত শুনি শ্রীবিশাখা পাতিলেন পাণি। সুবল দিলেন তাহে

কৃষ্ণ পত্রখানি ॥ বিশাখাও আছেন চিন্তায় অন্য মন। না দেখিয়া অঞ্চলে বান্ধিলা সে লিখন ॥ তবে তাঁরা দুই জন সজল নয়ন। মন্দ মন্দ গমনেতে চলিলা ভবন ॥ মন্দ মন্দ গমনের এইত আশয়। ফিরিয়া যাইব কেহ যদ্যপি ডাকয় ॥ কিন্তু একবার পাছে ফিরি না চাহিলা। যেহেতুক গর্ব্বিণী ব্রজের মহিলা ॥ কিছু দূরে তাঁরা যবে করিলা গমন। উচ্চ গ্রীবা করি কৃষ্ণ করেন দর্শন ॥ তাহা দেখি কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল। সখা কেন হইতেছ তুমিহ চঞ্চল ॥ উদরেতে যার ক্ষুধা মুখে লাজ থাকে। তাহার সমান মানি আমিহ তোমাকে ॥ দেখ দেখ যার লাগি সদা উৎকণ্ঠিত। তার দূতী আসিয়া কহিল যথোচিত ॥ তার বাক্যে না দিলে তখন অনুমতি। এখন চাহিছ শির তুলি তার প্রতি ॥ আর কহি তোরে সবে বলে কৃপাময়। মোর বিবেচনে তুমি বড়ই নির্দ্দয় ॥ যে হেতুক দশা আর লিখন রাধার। শুনি আর্দ্র না হইল হৃদয় তোমার ॥ এত শুনি ছাড়ি উষ্ণ দীঘল নিশ্বাস। কহিছেন কৃষ্ণ তাঁরে গদ গদ ভাষ ॥ সখা সত্য কহিলে যে মোর আচরণ। অন্তরে রাধার ভাব মুখে উপেক্ষণ ॥ রাধিকার ভাবের দৃঢ়তা জানিবারে। কহিলাম উপেক্ষা বচন বারে বারে ॥ কিন্তু ভাবিতেছি এবে অতিশয় মনে। বিপদ ঘটয়ে বুঝি এই উপেক্ষণে ॥ আমার উপেক্ষা বাক্য শুনিয়া শ্রীমতী। ধরিতে নারিবে প্রাণ এই হয় মতি ॥ যেহেতুক প্রেম হইয়াছে বলবান্। ইথে আশা ভঙ্গেতে কি করি রবে প্রাণ ॥ অথবা ধৈরজ ধরি আমায় হইতে। ফিরাইবে কোন মতে আপনার চিতে ॥ অতএব কি করিনু আমিহ অক্রিয়া। হারাইনু চিন্তামণি করেতে পাইয়া ॥ এইত কহেন কৃষ্ণ খেদেতে বিহ্বল। তাঁহাবে সান্ত্বনা করি বলেন সুবল ॥ প্রিয়সখা নাহি হও তুমি খেদান্বিত। করিয়াছি আমিহ উপায় সমুচিত ॥ দিয়াছি তোমারে পত্র বিশাখার করে। তাহা দেখি রাধা আশা ধরিবে অন্তরে ॥ অতএব নাহি কর উৎকট ভাবনা। হইতে পারিবে পরে অভীষ্ট ঘটনা ॥ এত শুনি

কৃষ্ণ কন সখা কি সুনিলে। তাপিত শরীর যেন সুধায় সিঞ্চিলে ॥ আছে কি তোমার স্থানে রাধার লিখন। দাও দাও মোরে করি নয়নে দর্শন ॥ এত শুনি সুবল দিলেন পত্রখানি দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ কহিছেন বাণী। যথা আমি নিরীক্ষণ করিরে লিখনে। কামের আদেশ পত্র বলি মানি মনে ॥ যেহেতুক এই পত্র দেখি মোর চিত। হইতেছে সাধ্বসেতে অধিক কম্পিত ॥ কিবা হয় এই লিখনের অভিপ্রায়। যাহা ভাবি মন মহামোহ পায় ॥ এইরূপ আলাপে রহিলা জনাদ্দন। সখীদের বার্ত্তা এবে করুহ শ্রবণ ॥ যাইতে যাইতে পথে কান্দিতে কান্দিতে। শ্রীললিতা বিশাখারে লাগিলা কহিতে ॥ প্রিয়সখি দেখিতেছ করি বিবেচন। অগ্রে চালাইতে পাছে পড়িছে চরণ ॥ কি করি যাইব মোরা নিকটে রাধার ॥ কহিব বা কি বচন সম্মুখে তাহার। আশায় করিত সনী জীবন ধারণ। মোরাই কহিনু এই অনর্থ ঘটন ॥ বিশাখা বলেন সখি বটুর বচন। শুনিয়া সাহস কিছু করে মোর মন ॥ কহিলেক কৃষ্ণ অঙ্গে দিন পাঁচ সাত। সন্তাপেতে মোরা নাহি দিতে পারি হাত ॥ ইথে অনুমান করি রাধারে সে দিন ॥ দেখি হইয়াছে সেহ কামের অধীন। রাধিকার দশা যবে করিলে বর্ণন। দেখিয়াছি তবে তার ভাব উদ্দীপন ॥ কিন্তু তাহা গোপন করিল কি কারণে। বুঝিতে না পারি তাহা কিছু ভাবি মনে ॥ ললিতা কহেন সখি ইহা সত্য হয়। কিন্তু কোন মতে মোর হয় না প্রত্যয় ॥ যদ্যপি রাধায় তার পিরিতি থাকিবে। তবে কি লাগিয়া কাম-লেখ ফিরি দিবে ॥ অতএব করিতে না পারি কিছু স্থির। কৃষ্ণের আশয় হয় বড়ই গভীর ॥ এইরূপ কহিতে কহিতে দুই জন। শ্রীরাধার নিকটেতে করিলা গমন ॥ তিঁহ তাহাদিগে দেখি বিষণ্ণবদনা। হইলেন অতিশয় শঙ্কাযুক্ত মনা ॥ অতএব না পারেন কিছু জিজ্ঞাসিতে। তাঁহারাও না পারেন কিছুই কহিতে ॥ কিছুকাল পরে তবে রাধা ঠাকুরাণী। নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিছেন এই বাণী ॥ সখী দেখি তোমাদিগে বিষণ্ণ-

বন্দন। বুঝিয়াছি সেখানে যে হয়েছে সাধন॥ প্রয়োজন নাহি কিছু কহিয়া সে কথা। আমারো না আছে আর ইথে কোন ব্যথা॥ আনি দাও নেই চিত্র পট মোর করে। একবার দেখি সেই নবজলধরে॥ দিতেছি তোদিগে আমি আর এক ভার। কৃপা করি তোরা তাহা কর অঙ্গীকার॥ সেই চিত্র পট মোর হৃদয়ে বান্ধিয়া। যমুনাতে মোর তনু দিয় ভাসাইয়া॥ রাধিকার এই কথা করিয়া শ্রবণ। সব সখী ফুকুরিয়া করেন ক্রন্দন॥ হেনকালে বৃন্দার সহিত পৌর্ণমাসী। সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন আসি॥ তাঁহারে দেখিয়া সবে সম্বরি ক্রন্দন। প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন॥ বসিতে বসিতে তিঁহ লাগিলা কহিতে। একি কেন কান্দিতেছ তোরা দুখি চিতে॥ নিরখিয়া তোমাদের সজল নয়ন। আমার হৃদয় যেন হয় বিদারণ॥ এত শুনি ললিতা করেন নিবেদন। ভগবতি কহি শুন রোদন কারণ॥ কৃষ্ণেরে দেখিয়া রাই মদনে মোহিত। তাহারে ভজিতে হইয়াছে উৎকণ্ঠিত॥ সে লাগি ইহার দুঃখ করি নিরীক্ষণ। লেখাইনু ইহারেই অনঙ্গ লেখন॥ তাহা লয়ে কৃষ্ণ কাছে করিয়া গমন। করিলাম রাধিকার দশা নিবেদন॥ কাম-লেখ করপদ্মে দিলাম তাহার। স্থবল পড়িলা তাহা অতি পরিষ্কার॥ এ সকল শুনিয়াও উপেক্ষা করিলা। রাধিকার লেখন খানীও ফিরি দিলা॥ এইত করিনু সংক্ষেপেই নিবেদন। দুঃখকথা বিবরণে নাহি প্রয়োজন॥ কহি নাই ইহা মোরা তবু অনুমানি॥ রাধিকা ত্যজিতে চাহে নিজ তনুখানি॥ অতএব করিতেছি সকলে ক্রন্দন। করহ যাহাতে রাই বাঁচয়ে এখন॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী ভাব বুঝিবারে। কহিবারে আরম্ভিলা আপনি রাধারে॥ রাধে তব পিতা আর শ্বশুরের কুল। দোষ গন্ধ শূন্য হয় ব্রজেতে অতুল॥ স্বামী তব হয় মহা সৌভাগ্য আলয়। শ্বশুর শাশুড়ী করে স্নেহ অতিশয়॥ ব্রজেতে তোমার যশ পরম শোভন। উচিত না হয় ইথে কলঙ্ক ঘটন॥ ধৈর্য্য ধরি স্থির কর আপনার চিত্ত। পরপুরুষের সেবা না হয় উচিত॥ এত

পৌর্ণমাসী বাণী শ্রবণ করিয়া। কহিছেন রাধা তারে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। ভগবতি তুমি কহিলে যাহা। সব সত্য বটে জানিয়ে তাহা ॥ তোমার বচন যেমন তারা। অজ্ঞান তিমির নাশয়ে তারা ॥ কিন্তু মোর মন গগণতলে। করিতে নারিছে ইহারা বলে ॥ যেহেতুক শ্যাম জলদচয়। করিয়া রয়েছে এথা উদয় ॥ সেই করিয়াছে মহান্ধকার। তাহাতে না হয় কিছু বিচার ॥ উচ্চ নীচ সম যতেক ভায়। তাহা দেখিবারে আখি না পায় ॥ কুললাজ রাজহংসের গণে। দুর করিয়াছে সেইত ঘর্নে। গুরুপতি ভয় তপন তাপে। সেই নাশিয়াছে আপন দাপে ॥ তাহারি পরশ রসে না পাই। মররে অভাগী চাতকী রাই ॥ নিতান্ত এ যদি তাহা না পায়। জীবন ত্যজিয়া ত্যজিবে দায় ॥ শ্রীরঘুনন্দন বলয়ে বাণী। আর নাহি ভাব ও ঠাকুরাণি ॥

পয়ার। রাধিকার বদন শুনিয়া ভগবতী। কহিতে লাগিলা কিছু বৃন্দাদেবী প্রতি ॥ বনদেবি শুনিলেত রাধিকার বাণী। ইথে প্রেম দৃঢ় হইয়াছে এই মানি ॥ এরূপ প্রেমের দার্ঢ্য জানিতে শ্রীহরি। করেছেন উপেক্ষণ এই মনে করি ॥ অন্যথা তাহার প্রেমবতী উপেক্ষণ কখনো না ঘটে এই মানে মোর মন ॥ যেহেতুক তিঁহ হন রসিকশেখর করুণা করুণালয় প্রেমের আকর ॥ অতএব আমি মনে এই অনুমানি। ভাল লেখা হয় নাই কাম-লেখ খানি ॥ যদি দেখিতেন দার্ঢ্য প্রেমের লিখনে। তবে উপেক্ষণ করিবেন কি কারণে ॥ ললিতে কোথায় আছে রাধার লেখন। দাও মোরে একবার করি নিরীক্ষণ ॥ এত শুনি শ্রীবিশাখা কাম-লেখ দিলা। পৌর্ণমাসী তাহা লয়ে দেখিতে লাগিলা ॥ কৃষ্ণের লেখন দেখি হয়ে আনন্দিত। কহিছেন ললিতারে কিঞ্চিৎ কুপিত ॥ একি একি ললিতে হইয়া বিচক্ষণ। করিয়াছ কর্ম্ম কেন মূর্খের মতন ॥ এই পত্র কার ইহা না করি বিচার। এইত দুঃখের হেতু হয়েছে রাধার ॥ দেখ সবে এই পত্র পাতিয়া নয়ন। লিখিয়াছে রাধিকারে ইহা জনার্দ্দন ॥ এত শুনি সবে তাঁরা তুলি২ মুখ। পত্রের

অক্ষর দেখি পাইলেন সুখ॥ তবে পড় বলি পৌর্ণমাসী শ্রীবৃন্দারে। পত্র দিলা তিঁহ আরম্ভিলা পড়িবারে॥

ত্রিপদী। স্বস্তি লাবণ্যের ধাম; নেত্র মন অভিরাম, পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রি - কার জয়। তোমার মাধুর্য্য পূর, বচন মনের দূর, অতএব বর্ণন না হয়॥ দেখি তব পরকাশ, পদ্মাভা পাইয়া ত্রাস, হইয়াছে অত্যন্ত মলিন। সখী কুমুদিনীগণ, অতি আনন্দিত মন, প্রফুল্ল হইছে দুঃখ হীন॥ তোমার মাধুর্য্য কণ, সঙ্গ পাই কতক্ষণ, গলিতেছে চন্দ্রকান্ত মণি। তার জলে অভিষেক, পাই পাই অতিরেক, অঙ্কুরিত দুরুবা আপনি॥ অভিনব ঘনাঘন, সমাকুচি নিকেতন, পারাবার হয়ে উচ্ছ- লিত। ছিল যেই উচ্চতর; কূলে মহা ধরাধর, করিয়াছে তারে আচ্ছা- দিত॥ কিশোর চাতক পাখী, সকলে আহার রাখি, তোহে পান করিবারে চায়। কিন্তু মহা বলবাত, তাহে করে অবঘাত, না পাইয়া মরে পিপাসায়॥

পয়ার। ললিতা বলেন পত্র বড়ই গভীর। ইহার আশয় কিছু নাহি হয় স্থির॥ যদি কৃপা করি কিছু করেন ব্যাখ্যান। শ্রবণ করিয়া তবে সুস্থ হয় প্রাণ॥ পৌর্ণমাসী কহেন শুনহ সবজন। করি আমি পত্রের অর্থের বিবরণ॥ ঝলমল করিতেছে এ পত্র মাঝার। অপ্রস্তুত প্রশংসা রূপক অলঙ্কার॥ সেই অনুসারে করি পত্রের ব্যাখ্যান। শ্রবণ করহ সবে হয়ে সাবধান॥ পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকা এ শ্রীমতী রাধিকা। পদ্মা পদে লক্ষ্মী কিম্বা কোনহ গোপিকা॥ চন্দ্রকান্ত মণি হয় কৃষ্ণের নয়ন। দুর্ব্বাপদে উপস্থিত করে রোমগণ॥ পারাবার পদেতে জানহ পঞ্চবাণ। ধরাধর শব্দে করে ধৈর্য্যের আখ্যান॥ কিশোর চাতক পদ শ্রীকৃষ্ণেরে কয়। মহাবল বাতপদে জানহ সংশয়॥ এইত করিনু গূঢ় শব্দার্থ ব্যাখ্যান। আর সব অর্থ রহিয়াছে ভাসমান॥ অতএব তোরা স্থির করহ রাধারে। পাইবেক এহ অতি ত্বরাতেই তারে॥ পূর্ণিমার এত বাক্য করিয়া শ্রবণ। সুবুদ্ধি ললিতা তারে পুনঃ কিছু কন॥ ভগবতি আপনি যে করিলে ব্যাখ্যান। মোর মন

করে ইথে সন্দেহ বিধান ॥ রাধিকার নাম নাই এ পত্র মাঝারে। ইথে অন্য রমণীরো বোধ হৈতে পারে ॥ অতএব শঙ্কা হয় অন্য কারো প্রতি ॥ লিখেছিল এই পত্র সেই ধূর্ত্তমতি ॥ তাহাই রাখিয়াছিল সুবলের স্থানে। ভুলিয়া দিয়াছে সেহ রাই পত্রজ্ঞানে ॥ যদি রাধি-কারে এই পত্র সে লিখিত। তবে ভঙ্গীতেও আমাদিগে জানাইত ॥ কহিল যেহেতু অতি কর্কশ বচন। অতএব প্রত্যয় না করে মোর মন ॥ বৃন্দা বলিছেন সখি না কর সংশয়। আমি ভালমতে জানি তাঁহার হৃদয় ॥ রাধিকার লাগি তিঁহ সদা উৎকণ্ঠিত। হয়েছেন স্নান পান ভোজন রহিত ॥ প্রতি দিন রাধিকারে দেখিবার আশে। ভ্রমণ করেন সূর্য্য গৃহ পাশে২ ॥ পূজাকাল অতীত হইয়া যবে যায়। তখন দুখেতে যান সুহৃৎ-সভায় ॥ অতএব মোর মনে আছয়ে নিশ্চয়। হয়েছে রাধায় রক্ত তাঁহার হৃদয় ॥ পৌর্ণমাসী পুনঃ কন না ভাব ললিতে। চলি-লাম এই আমি বৃন্দার সহিতে ॥ উচিত কহিয়া কৃষ্ণে বিবিধ প্রকার। করাইব অবশ্যই রাধারে স্বীকার ॥ এত শুনি ভাবিছেন রাধা ঠাকু-রাণী। মোর ভাগ্যে সত্য কি হইবে তব বাণী ॥ যদ্যপি আপনি কর করুণা প্রকাশ। তবেই রাধার হয় বাচিবার আশ ॥ এই রূপ ভাবেন রাধিকা মনে মনে। পৌর্ণমাসী প্রস্থান করিলা বৃন্দা-সনে ॥ দূর হৈতে বটুবর তাঁহারে দেখিয়া। কহিছেন কৃষ্ণ প্রতি হাসিয়া২ ॥ সখা অই দেখ আসিছেন মোর আই। বুঝি সে ললিতা গিয়া দিয়াছে পাঠাই ॥ হরিয়া লয়েছ তুমি যেই রাধা মন। করেছেন তাহাই লইতে আগমন ॥ শ্রীকৃষ্ণে কহেন সখা ইহা নাহি বল মিথ্যা ও অশুভ কথা করয়ে বিহ্বল ॥ যদ্যপি মনেরনাহি হয়প্রত্যর্পণ। তথাপি একথা শুনি কাঁপে মোর মন ॥ কহিতে কহিতে বৃন্দাসনে পৌর্ণমাসী ॥ নিকটেতে উপস্থিত হইলেন আসি ॥ কৃষ্ণ তাঁরে বন্দিয়া করেন নিবে-দন। ভগবতি করেছেন কোথা আগমন ॥ পূর্ণিমা কহেন আসিয়াছি তব কাছে। এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা আছে ॥ নদী যদি লঙ্ঘন করিয়া ধরাধরে। উৎকণ্ঠিত হয়ে যায় সেবিতে সাগরে ॥

তাহারে সাগর যদি তরঙ্গ প্রহারে॥ বিমুখ করয়ে তবে কি কহি যে তারে॥ পূর্ণিমার বচনের বুঝি অভিপ্রায়। মৃদু মৃদু হাসি কৃষ্ণ কহেন তাঁহায়॥ ভগবতি সাগরের এক দোষ আছে। হঠাৎ নদীরে না আসিতে দেয় কাছে॥ নদীর কেমন বেগ স্বভাব কেমন। জানিবারে তরঙ্গে করয়ে নিবারণ॥ ইহাতেও কিছু দোষ নাহি আছে তার। যেহেতুক পরীক্ষা লাগিয়া এ আচার॥ বৃন্দা কন শুন নারী-নদী রত্নালয়। রাধিকা-নদীর প্রেম বেগ যেন হয়॥ সেহ সেই বেগে গুরু গৌরব গিরিরে। লঙ্ঘিয়াছে ধর্ম্ম-সেতু কত না অচিরে। সেই বেগে লজ্জা তৃণে দূরে ফেলাইয়া। কৃষ্ণ রত্নাকরে মিলিবারে করে হিয়া॥ তাহাতে কর্কশ বাক্য তরঙ্গ প্রহারে। যোগ্য নহে কদাচ বিমুখ করিবারে॥ পূর্ণিমা কহেন বৃন্দা বলিছে উত্তম। আমারো এ সব কথা যে মনোরম॥ অতএব অদ্যই আমার অনুনয়ে। যাইহ বকুলকুঞ্জে প্রদোষ সময়ে॥ বৃন্দা তুমি রাধিকারে দুই সখীসনে। আনিয়া দেখাবে কৃষ্ণে বকুল কাননে॥ বনের যাবত পথ তাহা তুমি জান। গুপ্তপথে আনিবে হইয়া সবধান॥ এত শুনি শ্রীমধুমঙ্গল সুখি মনে। কহিছেন কিছু কথা হসিত বদনে॥ পিতামহি বড় শুভক্ষণে আসিচিলে। যাহাতে সখার ইষ্ট পূরণ করিলে॥ আজি এই কর্ম্ম যদি তুমি না করিতে। তবে কালি সখারে দেখিতে না পাইতে॥ কহিছিলে সখা আজি না পাইলে রাই। তপস্যা করিব কাম সাগরেতে যাই॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ কহেন মনে মনে। সত্য কহিতেছ সখা এ সব বচনে॥ অদ্য যদি নাই পাইতাম রাধিকারে। নাহি পারিতাম তবে প্রাণ ধরিবারে॥ এত ভাবি বাহিরেতে ক্রোধ প্রকাশিয়া। কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গলে সম্বোধিয়া॥ ওরে বটু ভণ্ডতা ছাড়িয়া স্থির হও। মান্য আগে মিথ্যা কথা কি করিয়া কও॥ পূর্ণিমা হাসিয়া কহিছেন বৃন্দা প্রতি। বৃন্দাদেবি যাই আমি আপন বসতি॥ তুমি রাধিকার কাছে করিয়া গমন। মঙ্গল সম্বাদে তারে কর সুখিমন॥ এত কহি তিঁহ গেলা আপন কুটিরে। বৃন্দাদেবী চলি-

লেন রাধার মন্দিরে ॥ এখানে রাধিকা দেবী ভাবিছেন মনে। এখনো না আল কেনো বার্ত্তা কি কারণে ॥ বুঝি সে নাগর ঘৃণা করি মোর প্রতি। না শুনিলা পৌর্ণমাসী দেবীর ভারতী ॥ অত এব তিঁহ এথা ফিরি না আইলা। বৃন্দাও লজ্জায় আসিবারে না পারিলা ॥ সত্যই নাগর যদি না করে স্বীকার ॥ অদ্যই মরিব করি গরল আহার ॥ এইরূপ শ্রীরাধিকা করেন চিন্তন। হেন-কালে বৃন্দা আসি কহেন বচন ॥ রাধা তুমি মোরে আগে দাও প্রীতি দায়। তবে শুভবার্ত্তা দিব আমিহ তোমায় ॥ বিশাখা বলেন বৃন্দে এত বিপরীত ॥ আগে শুভবার্ত্তা পরে প্রদান উচিত ॥ বৃন্দা কন কিবা কার্য্য অধিক কহিয়া। বকুলকুঞ্জেতে চল রাধায় লইয়া ॥ পৌর্ণমাসী বাক্যে তথা আসিবেন হরি ॥ অতএব চল রাধিকার বেশ করি ॥ বৃন্দার এ সব বাক্য শুনিয়া শ্রীমতী। তাঁর প্রতি কহিছেন হয়ে সুখীমতী ॥ বৃন্দে তুমি যেই বার্ত্তা কহিলে আমারে। ইহার সমান প্রিয় কি আছে সংসারে ॥ অতএব তোহে কিছু দিতে না পারিনু ॥ সুখী হয়ে তব পাশে বিকায়ে রহিনু ॥ এত শুনি বৃন্দা কহিছেন সুখী মন। ধন্য ধন্য আমি ধন্য আমার জনন ॥ মোর পর ভাগ্যবতী কে আছে অঙ্গনা ॥ তুমি যারে সুখী বলি করিলে গণনা। এইরূপ প্রেমালাপ হইতে হইতে। সূর্য্য প্রবেশিতে যান অস্ত শিখরীতে ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘু-নন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধামাধবয়োঃ পরস্পর
মনঙ্গলেখলাভো নাম পঞ্চম উল্লাসঃ।

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

পরস্পরাঙ্গসঙ্গেন সম্যভেংমাদিতমানসৌ।
শ্রীরাধামাধবৌচিত্তে চিন্তয়ামি দিবানিশং॥

পয়ার। সূর্য্য অস্তাচলে যান দেখি সুখী মন। বৃন্দাদেবী সখীদিগে কহেন বচন॥ দেখ দেখ দিবাকর অস্তাচলে যান। মোর মন ইহাতে করয়ে অনুমান॥ সে, দিবসে রাধিকা যে কৈলা আরাধন॥ তাহে তুষ্ট হয়ে শীঘ্র করেন গমন। এই লাগি ক্রোধে করি ঘোটকের প্রতি। হয়েছেন অতিশয় অরুণ মুরতি॥ যেহেতু ইহার অস্ত গমন বিহনে। রাধার গমন নাহি হইবে গহনে॥ সূর্য্য অস্ত গেলা উঠিছেন নিশাকর। বুঝি রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখিতে সত্বর॥ এহ ও বিলম্ব দেখি ঘোটক সভার॥ হয়েছেন রোষে অতি অরুণ আকার॥ সূর্য্য অস্ত দেখি লোকে ঢাকিছিল তম। তারো প্রতি ইহার হয়েছে ক্রোধোদ্গম॥ কৃষ্ণ সেবা লাগি রাধা যাবেন কাননে। পথে অন্ধকার হৈলে বাজিবে চরণে॥ এই ভাবি ক্রোধে ক্ষেপ করিছেন কর। অন্ধকার ধরিবারে করিয়া অন্তর॥ অতএব দেখি শুভকালের উদয়। করহ রাধার বেশ গৌণ যুক্ত নয়॥

ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চীযমকং। তবে শুনি বৃন্দাদেবী যোগ্য কাল দেখি আর। আরম্ভিলা সবে বেশ করিবারে রাধিকার॥ কারশক্তি আছে তাহা কহিবারে সবিশেষে। শেষে সম্ভাষনা নাহি হয় আর কালিকেশে॥ কেশে করিলা সুন্দর বেণী কঞ্চুতিকা ধরি। ধরিত্রীতে তার তুলনা দর্শন নাহি করি॥ করিলেন তাহে কনকের ঝম্পক বন্ধন॥ ধন অনেক যাহার হয় মূল্য নিরূপণ॥ পণ অধিক যাহার হেন সিথী মুকুতার॥ তাঁর

সিথায় বান্ধিলা শোভা যাহার অপার ॥ পারয়ে কে বর্ণিবারে কৈলা তিলক যেমন ॥ মন মজিবে কৃষ্ণের যাহা করি বিলোকন ॥ কনকের কর্ণভূষা কর্ণে দিলা মণিময়। ময় বিশ্বকর্ম্মা যাহা দেখি বিস্ময়ে মজয় ॥ জয় করে যেহ নিজ মাধুরীতে তার কায। কায় শোভা করে হেন মুক্তা দিলা নাসিকায় ॥ কায় বিস্ময় না লাগে যাহা বিলোকন করি। করিকুম্ভ সম কুচে তেন লিখিলাম করী ॥ করিলেন পরে কাঁচুলীবন্ধন পয়োধরে। ধরে যেহ মণিমুক্তা জরী হীরক নিকরে ॥ করে পরাইলা মণিময় বলয় কঙ্কণ। কনকের চূড়ী বাজুবন্ধ অঙ্গদ বিলক্ষণ ॥ ক্ষণ প্রকাশিত দিব্য কুন্দমল্লিকার দাম। দাম-সখার পিরিতে দিলা গলে অভিরাম ॥ রাম অনুজের হৃদয়ে যে করিবে বিহার। হার কণ্ঠে দিলা মধুর মুক্তার আরবার ॥ বারণের দন্ত জিনি শুভ্র অতি মনোনীত। নিত-ম্বেতে পরাইলা পট রসনা সহিত ॥ হিত করিবে যে অভিসার কালে যাথাচিত। চিত্তহরি সে চন্দনে কৈলা অঙ্গ বিলসিত ॥ সিত উত্ত-রীয় পট দিলা কলেবর। বর নূপুর পঞ্চমপাতা চরণ উপর ॥ পরমো-ত্তম যাবক রস লয়ে নিজ করে। করে চরণে লেপন রঘুনন্দন সাদরে ॥

পয়ার। করি এত রাধিকার বেশ বিরচন। বিশাখা আনিয়া দিলা সম্মুখে দর্পণ॥ তাহাতে দেখিয়া রাধা বেশ আপনার। নিমগ্ন হইলা সুখসাগর মাঝার॥ বৃন্দা কন বেশ হইয়াছে মনোহর। দেখি মাত্র যাহা ভুলিবেন দামোদর ॥ ললিতা কহেন বৃন্দে সখী রাধিকার শোভা বাড়াইতে নাহি পারে অলঙ্কার। দেখ দেখ মুক্তা সিথী রাধার সিথায়। ছন্ন হয়ে রহিয়াছে ললাট আভায় ॥ কর্ণের কুণ্ডল বটে মণিতে খচিত। কিন্তু গণ্ড জ্যোতিতে হয়েছে আচ্ছাদিত ॥ নাশার মুকুতা বটে তারার সমান। কিন্তু দন্তজ্যোৎস্নায় না হয় কিছু ভান ॥ নির্ম্মল-মুক্তার হার অতি ভাল বটে। কিন্তু নাহি প্রকাশয়ে মুখের নিকটে। করেতে দিয়াছি যত মণি অলঙ্কার। নখচন্দ্র ছটাতে

প্রকাশ নাই তার ॥ চরণে দিলাম যত মণি আভরণ। তাহা ঢাকি রাখিয়াছে নখের কিরণ॥ আছে এক নিতম্বে বসন আচ্ছাদিত। তাহেই কিঙ্কিণীমাত্র শোভয়ে কিঞ্চিত ॥ এমন কাহার রূপ ত্রিজগতে আছে। চন্দ্রাবলী দাঁড়াইতে নারে যার কাছে॥ রাধিকা কহেন সখি এত স্তুতি কেন। স্তুতি যাহে হয় মোর শোভা নাই তেন ॥ তবে যে চাহিলা কৃষ্ণ দেখিতে আমায়॥ তার হেতু মানি তোমা সবার কৃপায় ॥ এখন করহ সবে ত্বরাতে গমন। কৃষ্ণ দেখাইয়া কর সার্থক জীবন॥ শুভকার্য্যে হয় নানা বিঘ্ন উপস্থিত। অতএব বিলম্ব করিতে অনুচিত ॥ এত শুনি শ্রীললিতা হয়ে সুখী মন। চন্দন কর্পূর নিলা কৃষ্ণের কারণ। বিশাখা বাটায় করি লইলা তাম্বুল। বৃন্দা লইলেন মালা আর নানা ফুল ॥ তবে তারা সকলেই হরি হরি বলি। শুভযাত্রা করিলেন মহা কুতুহলী ॥ পথ দেখাইয়া বৃন্দা যান আগে আগে। ললিতা বিশাখা দোহে দক্ষ বামভাগে॥ দুই সখী মাঝে রাধা করিলা গমন। জয়া বিজয়ার মাঝে পার্ব্বতী যেমন॥

তোটকচ্ছন্দঃ॥ চলিলা বৃষভানুসুতা গহনে। ব্রজভূপতিনন্দন ভাবি মনে॥ অভিসার সুখার্ণব মগ্নমনা। মদমত্ত গজেন্দ্রবধূ গমনা। মুরলী ধর দর্শন আশ সুখে। নাহি জানত পন্থ পয়ান দুখে॥ কুশ-কন্টক লাগত পদ্মপদে। গলর্দ্ধ নহি সোসব প্রেমমেদ॥ চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে। মণিনুপুর নাদ করে সঘনে॥ চুটকী রুণু ঝুনু রুনু গরজে। চটকাবলি যা শুনি লাজ ভজে॥ কটিতে রসনা শুনি নাদ করে। শুনি সে সারস যে ধ্বনি লাজ ধরে॥ ঘন দোলত হার উরজ তটে। কনকাদ্রি শিরে ঘুধুনী কি বটে॥ মনিকুণ্ডল দোলত কর্ণপুটে। নিরখি রজনীকর গর্ব্ব টুটে॥ বরঝম্পক বেণি-মুখে ছুলিছে। জনু কালফনী রতনে গিলিছে॥ অতি মোহন সৌরভ মত্ত মনে। ভ্রমরা ভ্রমরী পড়িছে বদনে॥ তছু বারণ লাগি সরোজ বহুবার ঘুরায়ত যত্ন করি॥ করপঙ্কজ চালয়ে যে সময়ে। তব কঙ্কণ দিব্য ধ্বনি করয়ে। হইছে বচ ভাব প্রকাশ চিতে। নহি পারত

পণ্ডিত তা কহিতে ॥ কভু ভাবই নাগর কাছ গিয়া। দরশাইব আনন কি করিয়া। দিঠি মিলব কি করি লাজ হরি ॥ মুখ দেখিব তার কি রূপ করি ॥ ধরয়ে যদি নাগর মোর করে। ছুয়না কব লাজভরে ॥ কহিলেই কথা সুবলের সখা। করিবেক কি তা নাহি যায় লেখা ॥ করিতে হঠ সে যদি কাম করে। ধরিবো তখনি ললিতার করে ॥ যদি কুঞ্জ ঘরে চলয়ে লইয়া। তবহি কব তার করেতে ধরিয়া ॥ মন মধ্যে ইহা কহিতে কহিতে। রসনা রুষিয়া উঠিলা বলিতে ॥ মরিহে মরি ছাড়হ যাই ঘরে। অবলা প্রতি এহঠ কোন করে ॥ ললিতা কহিছেন শুনি হাসিয়া। সখি ছাড়িয়না শঠকে ডরিয়া ॥ ললিতা বচনে বৃষভানু সুতা। হইলা অধিকাধিক লাজযুতা ॥ চলিলা সকলে সুখমগ্ন মনে। রঘুনন্দন তোটকচ্ছন্দ ভণে ॥

পয়ার। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দেখি প্রদোষ বেলায়। আইলা বকুল-কুঞ্জ মাঝে অসহায় ॥ হয়েছে উৎকণ্ঠা বড় রাধিকা দর্শনে। মানি-ছেন বহুকাল করি একক্ষণে ॥ কুঞ্জ মাঝে কুসুম শয়ন বিরচিয়া। কহিছেন চন্দ্রে দেখি দ্বারেতে বসিয়া ॥ এই চন্দ্র ডুবিয়া ছিলেন রত্না-করে। বুঝি মোরে সুখ দিতে আইলা অম্বরে ॥ কিবা শোভা হয়েছে ইহার ব্যোমতলে। রাজহংস রহে যেন যমুনার জলে। এই চন্দ্র পূর্ব্বে ছিলা আমার অহিত। আজি অনুমান তার বিপরীত ॥ যেহেতু রাধার মোর কাছে অভিসারে। করিছেন এহ দীপিকার ব্যবহারে ॥ এহ নেত্র আহ্লাদক করে তাপ ক্ষয়। অতএব রাধার বদন তুল্য হয় তাহে যেন সে চূর্ণ কুণ্ডল শোভা পায়। ইহাতেও অইত কলঙ্ক কেন ভায় ॥ এহআজি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায়। ভোগকরিতেছে রাধা নাম তার কায় ॥ আমিহ যদ্যপি পাই শ্রীমতী রাধারে। হইব ইহার তুল্য অনেক প্রকারে ॥ প্রদোষ সময় প্রায় অতীত হইল ॥ এখনো প্রেয়সী মোর কেন না আইল ॥ বৃন্দা কি না পারিলেন নিকটে যাইতে কিম্বা কোনমতে তারে নারিলা কহিতে ॥ কিম্বা যাত্রাকালে কিছু হইয়াছে বাধা। এই লাগি না আইল এখানে শ্রীরাধা ॥ কিম্বা অতি

সুকুমারী অতি দূর বনে। আসিতে না পারি ফিরি গিয়াছে ভবনে॥ কিম্বা কুলভয়ে প্রিয়া হইয়া কাতর। ফিরাইল আমা হৈতে আপন অন্তর॥ যদি প্রিয়া এখানে না করে আগমন। কি রূপে রাখিব তবে আপন জীবন॥ এইরূপ ভাবনা করেন জনার্দ্দন॥ এখানে রাধিকা বৃন্দাদেবী প্রতিকন। বনদেবী কত দূরে বকুল নিকুঞ্জ। এখনো না দৃষ্ট হয় শ্যাম জ্যোৎস্নাপুঞ্জ॥ বুঝি তোমরা জান নাই তাঁর অভি-প্রায়। এইলাগি কাননেতেআনিলে আমায়॥ যদি তাঁরইষ্ট হৈত আমার স্বীকার। অবশ্য আসিতা তবে এ কুঞ্জ মাঝার॥ বৃন্দা বলিছেন রাধে স্থির কর মন। এখনো দূরেতে আছে বকুল কানন॥ কহিতে কহিতে কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ বাত। প্রবেশিল রাধার নাসায় অকস্মাৎ॥ তাহাতে উন্মত্ত প্রায় হয়ে ঠাকুরাণী। কহিছেন সখীদিগে এই সব বাণী। একি একি সখী সব একি চমৎকার। কিসের সৌরভ নাশা প্রবেশে আমার॥ চন্দন কর্পূরপদ্ম আর বেনামূল। সকলেও মিলিয়া না হায় তুল। প্রবেশিয়া মাত্র সেই ঘ্রাণে মাতাইল॥ তাঁর সঙ্গে মোর মন উন্মত্ত প্রায় হয়ে ঠাকুরাণী। কহিছেন সখীদিগে এই সব বাণী॥ একি একি সখী সব একি চমৎকার। কিসের সৌরভ নানা প্রবেশে আমার চন্দন কর্পূর পদ্ম আর বেনামূল। সকলেও মিলিয়া না হয় যার তুল॥ প্রবেশিয়া মাত্র এহ ঘ্রাণে মাতাইল। তাঁর সঙ্গে মোর মন উন্মত্ত হইল॥ যদি কৃপা করি এথা আসেন নাগর। কি করি যাইব আমি তাঁহার গোচর॥ যেহেতুক উন্মত্ত হয়েছে মোর মন। কি করিব কি কহিব তাঁহারে বচন॥ বৃন্দা কন রাধে স্থির করহ হৃদয়। এইত সৌরভ কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গের হয়॥ আর শুন আগে আসি নেত্র ভরি। বকুল-কুঞ্জের দ্বারে বসিয়া শ্রীহরি॥ এত শুনি রাধা আগে করিয়া গমন। বৃন্দা প্রতি কহিছেন এইত বচন॥ সখি বুঝি মাতিয়াছ তুমিও সুগন্ধে। তেঁহ কহিতেছ কথা যেন কহে অন্ধে॥ দেখিতেছ সখী তুমি কোথা বংশী-ধরে। স্থূল ইন্দ্রনীলমণি মোর মনে ধরে॥ অই স্থানে আছে বুঝি নীলমণিখনী। উঠিছে তাহাতে মণি ভেদিয়া

ধরণী॥ কিম্বা এই ধরণী হইয়া সুখি মন। ধরিয়াছে বুকে নীলপদ্মক রতন॥ তাহে পুনঃ লাগিমাঝে চন্দ্রের কিরণ। ঝল মল করিতেছে তাহাতেই এমন॥ বৃন্দা বলিছেন সখি কিছু আগে চল! যাহা বটে জানিতে পারিবে অবিকল॥ কৃষ্ণ দেখি ললিতা কহেন শ্রীবৃন্দারে। তুমি রাধা লয়ে থাক একুঞ্জ মাঝারে॥ মোর দুই জন গিয়া শঠের নিকটে। কহিব কিঞ্চিৎ কথা প্রকাশি কপটে॥ দিয়াছে যেমতদুঃখ অত্যন্ত প্রবল। ভুঞ্জাইব কিছু কাল তার যোগ্য ফল॥ এত কহি তাঁহাদিগে রাখি সেই স্থানে। ললিতা বিশাখা যান কৃষ্ণ সন্নিধানে॥ কিছু দূরে কৃষ্ণ তাঁহাদিগে নিরখিয়া। কহিছেন মনে মনে শঙ্কিত হইয়া॥ একি দেখি ললিতা বিশাখ দুই জন। আসিয়েছে কিন্তু নহে রাধার দর্শন॥ ইথে অনুমান করি যে কোন কারণে। রাধিকার আগমন হয় নাই বনে॥ ভাবিতে ভাবিতে তাঁরা নিকটে আসিয়া। দাড়াইলা নিজ মুখ বিনম্র করিয়া॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি সশঙ্কিত মন। জিজ্ঞাসা করেন কিছু গদ্গদ বচন॥ প্রিয় সখি তোরা দোঁহে আইলে এখানে। দেখিতে না পাই কেন আমার পরাণে॥ এত শুনি বিশাখা ললিতা দুই জন॥ তুমি বল তুমি বল পরস্পরে কন॥ তাহা দেখি অতিশয় শঙ্কিত শ্রীহরি। কহিছেন ললিতা তাঁহারে শাঠ্য করি॥ যুবরাজ কি কহিব রাধিকার কথা। কহিতেও হৃদয়েতে হয় বড় ব্যথা॥ বৃন্দা মুখে শুনিয়া তোমার অঙ্গীকারে॥ উদ্যত হইয়াছিল সেহ অভিসারে॥ হেনকালে আসিয়া তাহার দুষ্ট পতি। লয়ে গেল তারে সেহ আপন বসতি॥ যাইবার কালে রাধা কহিল আমায়। এই কথা জানাইও শ্রীকৃষ্ণের পায়॥ পরদাররতি হয় নানাবিঘ্নময়। ইহা হৈতে নিবৃত্ত হইতে যোগ্য হয়॥ তিঁহই জানেন সর্ব্ব ধর্ম্মের বিধান। আমিহ কহিয়া তাঁরে কিবা দিব জ্ঞান॥ এত কহি সেহ গেল শ্বশুর সদনে। তাহাই কহিতে মোরা আইলাম বনে॥ ললিতার মুখে শুনি এসব বচন। শুকাইল শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বদন॥ না পারেন কোনহ বচন কহিবারে। দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস

ছাড়েন বারে বারে ॥ কিছুকাল পরে ছল ছল দুনয়ন। ললিতার প্রতি কহিছেন এ বচন ॥ ললিতে বুঝিনু বিধি বড়ই প্রবল। হইতে না দেয় সিদ্ধ কার ইষ্ট ফল ॥ করিলাম মনোরথ আমিহ যাবত। নষ্ট কৈল অতি খল বিধাতা তাবত ॥ লিখিছিল অনঙ্গ লেখন যেই প্রিয়া। যাবত বাচিব মনে রহিবে জাগিয়া ॥ হায় কেন করিলাম আমি উপেক্ষণ ॥ তাহাতেই হৈল বুঝি এই বিঘটন ॥ অন্যথা কহিবে কেন প্রিয়া হেন বাণী। কর্ত্তন করিছে যেন আমার পরাণী ॥ এত আশা করি যদি হইনু নিরাশ। তবে বুঝি দেহে প্রাণ নাহি করে বাস ॥ এত কহি হুঙ্কার করেন জনার্দ্দন। হাসিতে লাগিলা তবে সখী দুই জন ॥ বিশাখা বলেন স্থির হও বংশীধারী। পোঁছহ আপন নেত্র-কমলের বারি ॥ আসিয়াছে সখীরাই দেখিতে তোমারে ॥ বিলম্ব হইবে শীঘ্র হাঁটিতে না পারে ॥ পূর্ব্বে তুমি দিয়াছিলে তাহারে যে দুঃখ। তার শোধে মোরা দিনু তোমারে অসুখ ॥ স্থির হয়ে কিছু-কাল রহ এই স্থানে। আনি গিয়া তারে মোরা ত্বরিতে এখানে ॥ এত শুনি কৃষ্ণ হইলেন সুখি মন। রাধিকার কাছে গেলা সখী দুই জন ॥ তাঁহাদের মুখে শুনি সকল বৃত্তান্ত॥ শ্রীরাধিকা উৎকণ্ঠিত হইলা নিতান্ত ॥ সখি চল চল গৌণ করা অনুচিত ॥ এত কহি শ্রীরাধিকা চলিল ত্বরিত ॥ তাঁর পাছে পাছে যাব সখী তিন জন। রাধায় পড়িল তবে কৃষ্ণের নয়ন ॥ তবে তিঁহ বিতর্ক করেন এই মনে। একি স্বর্ণ-লতা দুলিতেছেসমীরণে ॥ নবীন পল্লবকরিতেছে ঝলমল। শোভিতেছে অতি মনোহর দুই ফল ॥ রহিয়াছে নানা স্থানে পুষ্প বহুতর। গুঞ্জ-রিছে ঘন ঘন ভ্রমরী ভ্রমর ॥ কোকিলেতে করিতেছে সুমধুর স্বন। যাহা শুনি যুড়াইছে কর্ণ আর মন ॥ অথবা কি করিতেছি আমি এ বিচার। স্বর্ণলতা নহে এই প্রেয়সী আমার ॥ নবীন পল্লব নহে তারি দুই কর। ফল দুই নহে কিন্তু দুই পয়োধর ॥ পুষ্প বৃন্দ নহে কিন্তু এ সব ভূষণ। ভৃঙ্গদান নহে কিন্তু ভূষণের স্বন ॥ কোকিলের নাদ নহে কিন্তু তারি কথা। শ্রবণে প্রবেশি দূর কৈল সব ব্যথা ॥

আহা মরি একি সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনি। বীণার নিনাদে যার কাছে কক্ষ ভণি॥ এই সব কথা কহিছেন বেণুপাণি। দেখিতে পাইলা তারে রাধা ঠাকুরাণী॥ দেখি মাত্র প্রেমরসে হইলা স্তম্ভিত॥ না চলে চরণ আর অগ্রেতে কিঞ্চিত॥ তাহা দেখি শ্রীললিতা কহিছেন তাঁয়। সখি আগে চল কেন দাড়ালে এথায়॥ ললিতার এ বচন শুনিয়া শ্রীমতী। কহিছেন সভয় অন্তরে তাঁর প্রতি॥

লঘু-ত্রিপদী। প্রিয়সখি আর, আগে চলিবার, কিছু নাই প্রয়োজন। অনেক রজনী, হইল সজনী, ফিরি চল নিকেতন॥ যারে নিরখিতে, আশা করি চিতে, আসিয়াছিলাম বনে॥ দেখিলাম তারে, বিবিধ প্রকারে, আর এথা কি কারণে॥ অগ্রেতে যাইতে, এথাও থাকিতে, আমি নাহি পারি আর॥ না চলে চরণ, কাঁপয়ে সঘন, তনু মোর অনিবার॥ বদন হৃদয়, মোর অতিশয়, রস বিবর্জ্জিত ভেল। শরীরেতে ঘাম, পড়ে অবিরাম, তাহে পট ভিজি গেল॥ শরীরে আমার, কোনহ বিকার, জনমিল এই মানি। যাইতে আলয়, বার বার কয়, কিশোরী জুড়িয়া পাণি॥

পয়ার। রাধিকার কথা শুনি হসিত বদন। কহিছেন ললিতা বিশাখা দুই জন॥ প্রিয়সখি এখনি ফিরিয়া যাবে ঘরে। কিন্তু তুমি আশা পূরি দেখহ নাগরে॥ নিকটে না গিয়া করিলেও দরশন। কোন মতে আশা নাহি হইবে পূরণ॥ এলাগি এখনি পুনঃ চাহিবে দেখিতে। পাইব ইহারে মোরা কোথা রজনীতে॥ করিতেছ পীড়ার যে শঙ্কা কলেবরে। হইলেও তার ভয় না কর অন্তরে॥ এই কৃষ্ণ জানে কত তন্ত্র মন্ত্র যোগ। দেখি মাত্র নাশিতে পারয়ে সব রোগ॥ রাধিকা কহেন সখি পূরিয়াছে আশ। আর কভু তোমাদিগে না দিব প্রয়াস॥ করিয়াছিলাম যেই রোগের সংশয়। তাহা বুঝি উঁহারি দর্শনে হৈল ক্ষয়॥ অতএব চল চল তুরিতে ভবনে। রজনীতে স্থিতি সমুচিত নহে বনে॥ বৃন্দাদেবী বলিছেন বনের ভিতর। যত পথ আছে সব আমার গোচর॥ অতএব মোর সঙ্গে কর আগমন। তুরিতে তোমারে

লয়ে যাইব ভবন ॥ এত কহি বৃন্দাদেবী হয়ে অগ্রসর। কৃষ্ণের নিকট দিয়া চলিল সত্বর ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা কহেন সভয়। ওপথে আমার সখি পদ না চলয় ॥ ললিতা কহেন রাই না কর সংশয়। আমি জানি অই পথ বড় ভাল হয় ॥ দেখিতে দেখিতে ঘরে হবে উপস্থিত। আমি কাছে আছি কিছু নাহি কর ভীত ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা পদ দুই তিন ॥ যাইয়া ফিরিয়া পুনঃ কন অতি দীন। প্রিয়-সখি অন্য পথে করহ গমন। এই পথে কোনমতে চলে না চরণ ॥ ললিতা বলেন যদি না পার যাইতে। তবে মোরা লয়ে ধরহ যাই পাণিতে ॥ এইরূপ হইতেছে কথোপকথন। তাহা দেখি কৃষ্ণ তথা কৈলা আগমন ॥ তাঁরে কাছে দেখি রাধা অতি সশঙ্কিত। লুকাইলা ললিতার আড়েতে তুরিত ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন হে ললিতা কি কারণে। রজনীতে দাঁড়ায়ে রয়েছ তোরা বনে ॥ ললিতা কহেন রাধা বনের লাবণ্য। দেখিবারে আসিছিল এইত অরণ্য ॥ এক্ষণ বাসনা করে ভবনে যাইতে। তাহাতেও নাহি পারে বিলম্ব সহিতে ॥ অতএব কোন্ পথে যাইব লইয়া! বিচার করিয়ে মোরা তাই দাঁড়াইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃন্দা থাকিতে নিকটে। তোমাদের এ সংশয় কি করিয়া ঘটে ॥ এহত জানেন সব বনের পদ্ধতি। ইহারেই আগে করি কর গৃহে গতি ॥ আমারো পড়িল এক ঋজু পথ মনে। যাহাতে যাইতে পার তুরিতে ভবনে ॥ আগে দেখিতেছ যেই বকুল কানন। উহাতে যাইলে হবে সে পথ দর্শন ॥ বৃন্দাও জানেন ভাল মতে সেই পথ। ইহারেই লয়ে সিদ্ধ কর মনোরথ ॥ আমিই দিতাম সেই পথ দেখা-ইয়া। কিন্তু ঘরে যাব কিছু কার্য্যের লাগিয়া ॥ এত কহি হাসি কৃষ্ণ করিলা গমন। শ্রীললিতা রাধিকারপ্রতিএইকন ॥ প্রিয়সখি না যাইতে-ছিলে যার ডরে। সেই চলি গেল এবে আপনার ঘরে ॥ অন্য আর কোন ভয় এই পথে নাই। অতএব চলহ তুরিতে ঘর যাই ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা ধীরে ধীরে যান। কিন্তু হৃদয়েতে করিছেন এই ধ্যান ॥ হায় হায় অবোধিনী আমি কি করিনু। সম্মুখে পাইয়া চিন্তামণি

হারাইনু ॥ অতিশয় ভীত দেখি আমারে নাগর। উপেখিয়া বুঝি গেলা আপনার ঘর ॥ ব্রজবাসী সকলের যেহ ভয় হরে। আমি বিনে তাহা হৈতে কেবা ভয় করে ॥ হায় হায় কেন কুঞ্জে নাহি প্রবেশিনু। কেনবা তাঁহারে কাছে দেখি লুকাইনু ॥ কি করি দেখিতে পাব আমি পুন তাঁয়। কে লইয়া যাবে তাঁর নিকটে আমায় ॥ সখীদিগে কহিয়াছি এখনি কুভায। আর কভু তোমাদিগে না দিব প্রয়াস ॥ অতএব ইহাদিগে কব কি প্রকারে। বাচিতেও নাহি পারি না দেখিয়া তাঁরে ॥ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সখী সনে। প্রবেশ করিল গিয়া বকুল কাননে ॥ বিশাখা দেখিয়া কৃষ্ণ কল্পিত শয়ন। রাধিকারে দেখাইয়া কহেন বচন ॥ প্রিয়সখি আমি ধন্য মানি তব ডরে। যার গুণে উপেখিলে পাইয়া নগরে ॥ দেখ দেখ তোর সঙ্গে শুইব বলিয়া। এই শয্যা করিছিল যতন করিয়া ॥ এত আশে নিরাশ করিলে তুমি তারে। না ভজিবে সেহ আর কদাচ তোমারে ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অধিক দুঃখিত। কহিবারে না পারেন বচন কিঞ্চিত ॥ অধোমুখী হয়ে পদে লিখেন ভূতল ॥ নিশ্বাস ছাড়েন আখি করে ছল ছল ॥ হেন কালে বনমালী ফিরিয়া আসিয়া। দাঁড়াইলা নিকুঞ্জের দ্বার আগুলিয়া ॥ তাঁর অঙ্গ তেজে সেই কুঞ্জ প্রকাশিলা ॥ একি বলি শ্রীরাধিকা ফিরিয়া চাহিলা ॥ কৃষ্ণ দেখি এককালে দুই হৈল তাঁর। পরম আনন্দ আর সাধ্বস অপার ॥ সেই দুই ভাবে তিঁহ হইল কম্পিতা ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণেরে কহেন শ্রীললিতা ॥ নাগর ফিরিয়া কেন আইলে এথায়। তোহে দেখি মোর সখী বড় ভয় পায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন পথে কিছু নির-খিয়া। আইলাম তোমাদিগে কহিব বলিয়া ॥ পূর্ণবিধ কুমুদিনী কলিকার অঙ্গে। বুলাইছে নিজ কর প্রেম রস রঙ্গে ॥ তাহে সে সঙ্কোচ না ভজে এক নব। বরঞ্চ করিছে মনে সুখ অনুভব ॥ ললিতা কহেন কোথা দেখিনে এমন। মোরা দেখিবারে পাই করিলে গমন। নাগর কহেন এস কুঞ্জের বাহিরে। দেখিতে পাইবে আগে সরোবর নীরে ॥ তাহা শুনি ললিতা উদ্যত যাইবারে। ধরিলা রাধিকা ভুজে বেড়িয়া

তাঁহারে। ললিতা কহেন বৃন্দে তোরা দেখ যাই। মোর দেখা না হইল ধরি রাখে রাই॥ শুনি বাণী শ্রীবৃন্দা বিশাখা দুই জন॥ নিকুঞ্জের বাহিরেতে করিলা গমন। কৃষ্ণ কন ললিতে যা চাহ দেখিবারে॥ এই স্থানে আমি তাহা দেখাই তোমারে॥ এত শুনি কৃষ্ণ পরশিবা মোরে করে। এই কাঁপিতে লাগিলা রাধা ডরে॥ যেই ডর সঙ্গে ছিল প্রতিকুল। সেই তাহে এখন হইল অনুকুল॥ তাহে তাঁর ভুজবন্ধ শিথিল হইলা। ললিতা ছাড়ায়ে তাহা বাহিরে চলিলা॥ তার পাছে পাছে চলি যাইছেন রাধা। বাহু পসারিয়া কৃষ্ণ পথে কৈল বাধা॥ তাহা দেখি তিঁহ অতি ভয়েতে কাতর। ধরিলেন ভুজে বেড়ি এক তরুবর॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃক্ষ কিবা পুণ্য রাশি। করেছিলে তুমি হয়ে কোন তীর্থবাসী॥ যার ফলে পাইলে প্রিয়ার আলিঙ্গন॥ আমি যাহা নিরবধি করিয়ে প্রার্থন॥ এত কহি কহি কৃষ্ণ রাধিকার করে। ধরিলেন অতিশয় সানন্দ অন্তরে॥ প্রথম পরশে যে আনন্দ দোঁহাকার। হইল সে বোধ গম্য হবে অন্য কার॥ কাঁপিতে লাগিল দোঁহাকার কলেবর॥ ঘর্ম্মজল গলিতে লাগিল ঝর ঝর॥ তবে কৃষ্ণ ধৈর্য্য ধরি কিছুকাল পরে। কহিছেন শ্রীরাধিকা প্রতি সমাদরে॥ প্রিয়ে পথ চলি আসি হইয়াছে শ্রম। শয্যায় বসিয়া কর তার উপশম॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরশি সুখীত ভীত চিতে। রাধিকা কহেন তাঁরে কাঁপিতে কাঁপিতে॥

ত্রিপদী। একি একি যুবরাজ, কে কেমন তব কাজ, প-প পর রমণী স্পর্শন। তো তো তো তো তো-তোমারে, ধ ধ ধরম পালিবারে, যো যো যোগ্য হয় অনুক্ষণ॥ য য যদি কোন জন, ক করে অধর্ম্মে মন তারে তোহে নিবারিতে হয়। তা তা তাহা বহু দূরে, মা মাতি মদনপূরে, নিজে কর অধর্ম্ম আশয়॥ মো মো মোরা সতী নারী, ধ-ধর্ম্ম লজ্ঘিতে নারি, জা জা জান এইত নিশ্চয়। ছা ছাড় নাগর ঠাট দে-দে দেহ মোরে বাট, চ-চ চলি যাই নিজালয়॥ র রমনী শরশিতে, য যদি লালসা চিতে হ হ হয়ে থাকয়ে তোমারে।

ব ব বংশীমোহন, বিঁ বিবাহ আচরণ, কর গিয়া শাস্ত্র অনুসারে ॥

পয়ার। এতেক বচন শুনি রাধিকা বদনে। শ্রীকৃষ্ণ কহেন তাঁরে মধুর বচনে॥ প্রাণপ্রিয়ে আমি হই তোমার কিঙ্কর। আমা হৈতে অনুচিত হয় তব ডর॥ ভয়ঙ্করো যে যাহার অনুগত হয়। তারে দেখি সেহ কভু নাহি করে ভয়॥ তার সাক্ষী দেখহ ধুমোণা যমদার। যমে দেখি কভু ভয় না হয় তাহার॥ আমিত না হই কিছু মাত্র ভয়ঙ্কর। তভু কেন মোরে দেখি পাও তুমি ডর॥ আর শুন অনুমতি বিহনে তোমার। না করিব আমি কদাচিৎ বলাৎকার॥ অতএব ভয় ত্যজি চলহ শয্যায়। প্রিয় আলাপনে সুখী করহ আমায়॥ এত কহি তাঁরে কিছু নির্ভয় করিয়া। শয্যায় লইয়া গেলা কোলেতে তুলিয়া॥ শোভিলেন তাঁরা দোহে কুসুম শয্যায়। রতিকাম যেন পুষ্পময় যানে ভায়॥ তাহা জানি শ্রীললিতা থাকিয়া বাহিরে। কহিছেন অন্য অপদেশে ধীরে ধীরে॥ ভ্রমর রসিক বলে তোমারে সকলে কিন্তু যেন অখ্যাতি না হয় ভূমণ্ডলে॥ স্বর্ণযুথী সুকোমলা অতি ক্ষীণা হয়। তোমার সকলভর সহিতে না রয়। ইহাতে যদ্যপি তুমি দাও সব ভর। অখ্যাতি হইবে তবে ভুবন ভিতর॥ অতএব সব ভর ইহাতে না দিয়া। পুষ্প রস পান কর স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া॥ ললিতার কথা শুনি বাঁকায়ে নয়ন। শ্রীরাধিকা অতি ধীরে ধীরে কিছু কন॥ স্বর্ণযুথী কাঁপিতেছে প্রবল পবনে॥ বাসবেক মধুকর ইহাতে কেমনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে পারে মধুকর। দুলিলেও বসিবারে লতার উপর॥ এই ভ্রমরের গুণ করহ দর্শন। এত বলি করিছেন তাঁহারে চুম্বন॥ চুম্বন সময়ে দুই বদন শোভিল। নীলপদ্মে স্বর্ণপদ্মে যেমন মিলিল॥ চুম্বন করিতে রাধা শীতকার করিলা। কামের মোহন মন্ত্র যেন নিয়োজিলা॥ আছে বড় ভয় মনে এইত লাগিয়া। কহিছেন কৃষ্ণে নিজ মুখ কাড়িয়া॥ যুবরাজ সত্যবাদী তোহে সবে কয়। আমার বিচারে সে

সকল মিথ্যা হয়॥ মোর অনুমতি বিনে করি বলাৎকার। প্রমাণ করিলে অনুমানেরে আমার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে শুন দিয়া মন। মিথ্যা নাহি হয় কভু আমার বচন॥ ললিতা তোমার সখী তোমারি মূরতি। দিয়াছেন মোর প্রতি এই অনুমতি॥ অতএব আমি নিজ বাসনা পুরিব। মদন বাণের সব জ্বালা ঘুচাইব॥ তুমিহ আমার প্রতি বামতা ছাড়িয়া॥ নয়ন শীতল কর মুখ দেখাইয়া॥ নয়ন শীতল কর মুখ দেখাইয়া॥ রস আলাপনে সুখী করহ শ্রবণ। মুখপদ্ম-গন্ধে কর নাসার অর্পণ॥ আলিঙ্গন দিয়া হর অঙ্গের জ্বালায়। অধর অমৃতরসে তোষ রসনায়॥ এত শুনি রাধিকার মনে হয় ত্রাস। কিন্তু তারে ঢাকিতে লাগিল অভিলাষ॥ না ছুইয়াছিল কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গে যাবৎ। প্রবল আছিল ত্রাস হৃদয়ে তাবৎ॥ যে অবধি হইয়াছে সে অঙ্গ পরশ। সে অবধি বাড়িতেছে অভিলাষ রস॥ তাহা জানি শ্রীকৃষ্ণও নিজ অভিলাষ। পূর্ণ করিবারে মনে করিলেন আশ। বাহিরে থাকিয়া তাহা বিশাখা জানিয়া। কহিছেন অন্য অপদেশে সুখী হিয়া॥ স্বর্ণ যুথি তুমি কিছু নাহি কর ডর। বড়ই সুন্দর হয় এই মধুকর॥ না পাইবে কোনে ভয় বিলাসে ইহার। বরঞ্চ পাইবে সুখ হৃদয়ে অপার॥ অতএব অনুকুল হও কতক্ষণ। করুক ভ্রমর নিজ বাসনা পূরণ॥ বিশাখার বচন শ্রবণ করি রাই॥ ধীরে ধীরে কহিছেন শ্রীকৃষ্ণে শুনাই॥ পামরি না জান তুমি অপরের দুখ। ভ্রমরের সুখেই তোমার হয় সুখ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে বিশাখার সনে। রাধার কিছুই ভেদ নাই শাস্ত্রে ভণে॥ অতএব বিশাখা কহিলা যেই বাণী। এ বাণী তোমারি বলি আমি মনে মানি॥ অতএব বচনেতে অনুমতি দিয়া। প্রতিকুল আচরণ কর কি লাগিয়া॥ এত কহি বলে ছলে মধুর বচনে। ভুঞ্জিলা পরম সুখ যেই ছিল মনে॥ পরে মনোরথ পূর্ণ করিয়া নাগর। কহিছেন রাধিকারে গদ গদ স্বর॥ প্রাণাধিক প্রিয়ে তোরে পাইব

বলিয়া প্রত্যাশা না করিত কখনো মোর হিয়া ॥ বিধি অনুকূল হয়ে তাহা ঘটাইল। মনোরথ পথাতীত ফল সাধি দিল ॥ পাইয়া তোমারে আমি মানি যে এক্ষণ। আপনারে লোকাতীত সৌভাগ্য ভাজন ॥ শ্রীরাধা কহেন নাথ করি নিবেদন ॥ এই অনুচিত কথা কহ কি কারণ ॥ তুমি হও সর্ব্বগুণ সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার! কোথাও পুরুষ নাই সমান তোমার ॥ অতএব হেন নারী কে আছে সংসারে। যোগ্য হয় যেহ তব প্রেম করিবারে ॥ দেখ কোথা তুমি সর্ব্ব গুণের আকর। কোথা নারী গুণহীন পরের কুপর ॥ তবে যে করিলে তুমি আমারে স্বীকার। এ কেবল বল [illegible] প্রবল কৃপার ॥ সেই কৃপা যাহাতে থাকয়ে চিরদিন। তাহাই করিবে যেন কভু নহে ক্ষীণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে শুনহ বচন। সত্য সুধাকর হয় তোমার বদন ॥ যে হেতুক বাক্য সুধা করিয়া বর্ষণ। করিল আকার কর্ণ চকোরে তর্পণ ॥ প্রিয়ে কি করিব আমি তব প্রশংসন। অতি অদভুত হয় তব গুণগণ ॥ দেখ দেখ বাক্য অতি মধুর তোমার। কর্ণে প্রবেশিছে যেন অমৃতে ধার ॥ অঙ্গ সমুদায় বুঝি গঢ় নবনীতে। জুড়াইছে অঙ্গ মোর ছুইতে ছুইতে ॥ অঙ্গের সৌন্দর্য্য অনুপম ত্রিভুবনে। দৃষ্টিপাত মাত্রে সুখ দিতেছে নয়নে ॥ অঙ্গের সৌগন্ধ তব অতি মনোহর। মাতাইল মোর নাসিকারে যে নির্ভর ॥ কি কহিব শ্রীঅধর অমৃতের রস। যাহা পান করি জিহ্বা হইল বিবশ ॥ এই মোর পঞ্চেন্দ্রিয় তোমারে পাইয়া ॥ মানিছে আপনাদিগে কৃতার্থ বলিয়া ॥ তোমার প্রেমের বল কি কহিব আমি। যাহে উপেখিলা লোক লজ্জা গুরু স্বামী ॥ এই প্রেমে আমি তব কাছে চিরদিন। হইয়া রহিনু প্রিয়ে নিতান্ত অধীন ॥ সুকোমল পদে রজনীতে ঘোর বনে। আগমন করিলে যে আমার কারণে ॥ তার শোধ আমি কভু করিতে নারিব। তোমার প্রেমেতে বদ্ধ হইয়া রহিব ॥ আজি বহি গিয়াছে অনেক বিভাবরী। অতএব গৃহে যাত্রা করহ সুন্দরী ॥ প্রিয় সখী সক-

লের প্রবল কৃপায়। দেখিতে পাইব পুনঃ আমিহ তোমায়॥ যাবত পর্য্যন্ত পুনঃ না পাই দর্শন। এই কর না হইও মোরে বিস্মরণ॥ শ্রীরাধা কহেন তুমি স্বচ্ছন্দ চরিত। তেই কহিতেছ দাসী প্রতি অনুচিত॥ এত প্রশংসার পাত্র না হয় কমলা। কোথা আমি গোপনারী অতি অকুশলা॥ আমার বনেতে আসি কিছু নাই ক্লেশ। তোহে দেখি পাইয়াছি আনন্দ বিশেষ॥ আমি যে করায়ে তোহে বনে অভিসার। দিলাম উৎকট ক্লেশ বিবিধ প্রকার॥ না পাইলে কিছু সুখ পরশি আমারে। কলিকা ভ্রমরে সুখ দিতে কোথা পারে॥ আমি সুগন্ধিনী ভব কিসে হবে সুখ॥ তাহা নাহি জানি কিন্তু দিনু বহু দুখ॥ এই সব অপ-রাধ কর ক্ষমাপণ। করিয়া কিঙ্করী প্রতি কৃপা প্রকাশন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তোহে দেখি মাত্র॥ হইয়াছি আমিহ সকল সুখ পাত্র॥ অতএব কিছু দুখ না কর ভাবন। চলহ এক্ষণ ঘরে করি যে গমন॥ এত কহি কুঞ্জ হৈতে বাহিরে আসিয়া। রাধি-কারে দিলা সখী সঙ্গে মিলাইয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ আপন গৃহে করিলা গমন। তাঁহারাও অন্য পথে গেলা স্বভবন॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরোচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধামাধব নবসঙ্গম
বর্ণনো নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ।

সপ্তম উল্লাস

অভিসারে রাধিকায়াঃ ক্লেশ মালোচ্য দুঃসহং।
স্বয়ংযযৌযস্তদ্দোহং সোহব্যান্নঃ শ্রীলমাধবঃ॥

পয়ার॥ প্রভাত সময়ে আগে বিশাখা উঠিয়া। কহিছেন শ্রীরাধিকা প্রতি সম্বোধিয়া॥ প্রিয় সখি উঠিতেছে অরুণ গগণে। তুমিহ ত্বরিতে উঠ ত্যজিয়া শয়নে॥ স্নান করি কর নব বেশ বিরচন। অন্যথা দেখিলে শঙ্কা করিবে দুর্জ্জন॥ নাহি তব বেশ ভুষা কিছু কলেবরে। দেখিলে হইবে শঙ্কা সবারি অন্তরে॥ এত কহি তাঁহারে যখন উঠাইলা। তখনি শ্যমলা গোপী তথায় আইলা। তিঁহ হন অতি প্রণয়িনী রাধিকায়। ললিতাদি সখী সকলের তুল্য প্রায়॥ রাধিকার গুণ শুনি হয়েন সুখিত। তাঁর নিন্দকের সনে না করেন প্রীত॥ পূর্ব্বদিনে তাঁরে পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী॥ সন্ধ্যা কালে কহিয়া ছিলেন এইবাণী॥ শ্যামে আজি কৃষ্ণ কাছে যাইতে রাধারে। কহি পাঠায়াছি আমি বৃন্দা দেবী দ্বারে॥ অতএব তুমি প্রাতে রাধাকাছে গিয়া। মঙ্গল সংবাদ দিবে আমরে আনিয়া॥ এই লাগি প্রভাতেই তিঁহ সেথা আসি। রাধিকারে দেখিয়া কহেন হাসি॥ প্রিয়সখি তব স্বামী না আসে এথায়। তবে কেন রতি চিহ্ন দেখি তব গায়॥ বুঝি শ্যাম রস সিন্ধু করি করি নিরক্ষণ। গিয়া ছিনু তার কাছে হয়ে লব্ধ মন। এলাইয়া রহিয়াছে কুণ্ডল সকল। সিন্দুর তিলক হয়ে গিয়াছে বিকল॥ নয়নের কজ্জল গিয়াছে কোন ঠাঁই। কপালেতে পত্রাবলী দেখিতে না পাই॥ নাহি দেখি অধরেতে তাম্বুলের রাগ। দেখিতেছি তাহে পুনঃ দশনের দাগ॥ অঙ্গে নানা স্থানে দেখি নখরের চিত। কঞ্চুলিকা হইয়া রয়েছে ছিন-ভিন॥ এ সকল দেখি মনে লাগে বড় ডর। অযশ করিল বুঝি

গোকুল ভিতর ॥ শ্যামার বচন শুনি অন্তরে সুখিতা। বাহিরে প্রকাশি কোপ কহেন ললিতা ॥ খলমতি নাহি কহ পুনঃ এ কথায়। আপনার মত বুঝি মানহ রাধায়। তুমি যেন কৃষ্ণে পাইবারে আশা করি॥ বনে ফির তেন নহে মোর সহচরী॥ এহ সতী অনুপমা হয় ত্রিভুবনে॥ পর পুরুষের মুখ না দেখে স্বপনে॥ তবে যে দেখিছ তুমি অন্য মত চিন। সে কেবল নয়নের দোষের অধীন॥ কালি করি নাই মোরা বেণী বিরচন॥ এই লাগি আলুলিত আলুলিত আছে কেশগণ॥ তিলক কজ্জ্বল পত্রাবলী গণ্ডস্থলে। লুপ্ত হইয়াছে লুঠি লুঠি শয্যাতলে॥ অধরেতে দন্তাঘাত নখাঘাত গায়। শঙ্কা করিতেছ যেই শুনহ তাহায়॥ ইন্দুর ধরিব বলি একটা মার্জ্জার। লম্ফ দিয়া পড়িছিল উপরি ইহার। তাহারী নখের চিন এ সকল ভায়। সেই করিয়াছে কাচুলীরে ছিন্ন প্রায়॥ ওষ্ঠতার নখাঘাতে কৈল প্রক্ষালন। এ লাগি তাম্বুল রাগ না হয় দর্শন॥ অন্য অন্য বোধ কর তুমি এ সকলে। এই লাগি গণনা করি যে তোহে খলে॥ এত শুনি হাসি হাসি কহেন শ্যামলা॥ ললিতে জানহ তুমি নানামত ছলা॥ কিন্তু তব এ সব কপটময় বাদে॥ মিথ্যা করিতেছে রাধা শ্রীমুখ প্রসাদে॥ বিড়ালে করিত যদি অঙ্গ বিদারণ। মলিত হইত তবে অবশ্য বদন॥ তাহা না হইয়া এহ প্রসন্ন আছয়। ইহাতেই সুখ লাভ অনুমান হয়॥ অত এব চাতুরী না কর মোর আগে। রাক্ষসীর মায়া রাক্ষসীরে নাহি লাগে॥ আর শুন পৌর্ণমাসী দেবী মোর প্রতি। করুণা করিয়া কন সকল ভারতী॥ তাঁর অনুগ্রহে আমি সব বার্ত্তা জানি। প্রকাশ না করি দুষ্ট হৈতে ভয় মানি॥ এখন সংপূর্ণ হৈল মোদের আশায়। আর কোনো লোক হৈতে নাহি করি ভয়॥ স্পষ্ট করি কহ গত রজনীর কথা। কপট করিয়া আর নাহি দাও ব্যথা॥ এত শুনি বৃষভানু নরেন্দ্র নন্দনা। ললিতারে কহিছেন প্রফুল্ল বদনা॥ সখি সব লোক মুখে শুনিয়ে বিস্মৃত। এই শ্যামা সখী হয় মোদের

সুহৃত। অতএব ইহার বঞ্চনা যোগ্য নয়। কর তুমি ইথে যেই অভিমত হয়॥ এত শুনি শ্রীললিতা আনন্দিত চিত। সব কথা কহিলা শ্যামারে বিস্তারিত। তাহা শুনি শ্যামা হয়ে সজল নয়ন। কহিছেন শ্রীরাধারে এইত বচন। প্রিয়সখি এত দিনে এ রূপ যৌবন। সার্থক হইল এই মানে মোর মন॥ শ্রীকৃষ্ণ যাহার অঙ্গে নাহি দিল পাণি। তার রূপ যৌবনেরে আমি ব্যর্থ মানি॥ এই প্রেম চিরদিন রাখিবে যতনে। তবেই আনন্দ হবে আমাদের মনে॥ এখন আমিহ যাই পৌর্ণমাসী স্থানে॥ আছেন চাহিয়া তিঁহ মোর পথপানে॥ এত কহি শ্রীশ্যামলা করিল প্রস্থান। এখানে রাধিকা দেবী করিছেন স্নান। হেনকালে কীর্ত্তিদার একজন দাসী। কহিতে লাগিল তাঁর নিকটেতে আসি॥ রাজপুত্রি তোমার জননী মোর দ্বারে। কুশল পুছিয়া আজ্ঞা করিলা তোমারে॥ আজি হয় শুভদিন ভাস্করের বার। তাঁহারে পূজিতে বনে কর অভিসার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কহেন দাসীরে। কহ গিয়া আমার কুশল জননীরে॥ তাঁর আজ্ঞা অনুসারে করি স্নানদান। করিতেছি পূজিবারে ভাস্করে প্রস্থান॥ এত শুনি দাসী গেল আপনার কাজে। শ্রীরাধিকা কহিছেন সখীর সমাজে॥ সখী সব আমাদের আনন্দ উদয়ে। আজি রবিবার বলি না ছিল হৃদয়ে॥ ভাল করিলেন মাতা হিত আজ্ঞাপন॥ কর সূর্য্য দ্রব্য আয়োজন॥ তবে তারা সকলেই স্নানাদি করিয়া। লইলেন সূর্য্যপূজা দ্রব্য সাজাইয়া॥ যাত্রা করি বাহিরে আইলা যেইক্ষণে॥ তখনী কৃষ্ণের বেণু সেই বেণুরব শুনি কীর্ত্তিদা দুহিতা। হইলেন পুলকিতা সর্ব্বাঙ্গে জড়িতা॥ সখী সব তাঁহারে করেন আশ্বাসন॥ হেনকালে দেখা দিল শ্রীনন্দনন্দন॥ তিঁহও সে দিন প্রিয়া দেখিব বলিয়া। সেই পথে এসেছেন গোধন লইয়া॥ তারে দেখাইয়া সুখে শ্রীরাধিকা প্রতি। কহিছেন শ্রীরাধিকা মধুর ভারতী॥

গীতিকা বিশেষ।

সুন্দরী শুন, দেখহ পুনঃ, নিজ জীবননাথং।
বন্ধুবগণ, নীলবসন, সুন্দর বটু সাথং॥
বারিদমদ, হারিসুখদ, কান্তি মধুরধামং।
শারদশশি, রাশিবিকসি, তুণ্ডবিজিত কামং॥
মন্মথধনু, চামরজনু, সূক্ষ্মকুটিল কেশং।
চন্দ্রক কুলচম্পক ফুলকল্পিতকচবেশং॥
দীর্ঘনয়ন, চারুনটন, মোহিতমধুজালং।
দিব্যগঠন, বক্ষসিঘন, দোলিত বনমালং॥
কুঞ্জরকর, গঞ্জনকর, বাহুযুগলখেলং।
সিংহরুচির, মধ্যগভির, নাভিকনকচেলং॥
বারণপতি মন্থরগতি, পদ্মবিজয়ীপাদং।
কিঙ্করলঘু, নন্দনলঘু, চিত্তহরণনাদং॥

পয়ার। এইরূপ বিশাখা কহেন রাধিকায়। কৃষ্ণও তাহারে দেখি কহেন হিয়ায়॥ একি শুভযাত্রা আজি হয়েছে আমার। আগে দেখিতেছি প্রিয়া বয়স্যা মাঝার। মরি কিবা শোভে প্রিয়া সহচরী মাজে॥ সুধাকর কলা যেন তারকা সমাজে॥ কিবা অঙ্গ কাঁপি মোর প্রিয়ার শোভন॥ যাহা দেখি স্বর্ণ লাজে প্রবেশে দহন॥ আহা কিবা প্রিয়ার বদন অতুলিত। মৃগ না থাকিলে চন্দ্র উপমা হইত॥ স্নান করি বান্ধে নাই প্রিয়া কেশ জাল। বুঝি কাম কৈবর্ত্ত মিলিলা রাখে জাল॥ প্রিয়ার নয়নে আমি মানি কামবাণ। যেহেতু আমারে বিন্ধি করে খান খান। ভুরু তারে হইয়াছে দিব্য শরাসন॥ গুণ নাই তভু বাণ করে বরিষণ॥ করে পূজা পুষ্পপাত্র ধরিয়াছে প্রিয়া। বুঝি মন্মথের তুণ দিছে যোগাইয়া॥ রবিবার আজি তেই রবিপূজিবারে যাইবেক গিয়া সেই রবির আগারে॥ আমারেও সেই স্থানে হইবে যাইতে॥ বটু আর তুই এক বয়স্য সহিতে॥ এত ভাবি নেত্রভঙ্গী

দ্বারা ললিতায়। জানাইলা আপনার সব অভিপ্রায়॥ তাহা দেখি শ্রীমধুমঙ্গল হাসি হাসি। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণের গরব প্রকাশি॥ দেখিতেছ শ্রীরাধিকা সহচরী সনে। সূর্য্য পূজিবারে যাইতেছে সেই বনে॥ আমি যে পাইব আজি সেখানে লড্ডুক। তোমাদিকে নাহি দিব তার একটুক॥ তোরা সব পেট পূরি করহ ভক্ষণ। খাই কর পুনঃ সেই দ্রব্যের নিন্দন॥ অতএব তোমাদিগে কিছু নাহি দিব। যত বারে পারি নিজে সকলি খাইব॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুর্খ পূজা করাবারে। ডাকিবেক গোপীগণ যখন তোমারে॥ এই সব মনোরথ তখনি করিবে। অন্যথা মনেতে রম্ভা ভক্ষণ হইবে॥ বটুরাজ বলেন সে ভয় মোর নাই। আমারেই পুরোহিত করিবেন রাই॥ আমি পূজা করাইলে সদ্য ফল হয়। ইহা জানি করে মোরে শ্রদ্ধা অতিশয়॥ কহিতে কহিতে শ্রীললিতা দাসী দ্বারে। কহি পাঠাইলা তারে পূজা করাবারে॥ তাহা শুনি বাজায়ে বাজায়ে কক্ষতল। নাচি নাচি কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল॥ আমার মহিমা তোরা দেখিলে দেখিলে। আপনা হইতে যজমান আসি মিলে॥ এত কহি নাচি বটুরাজ যান॥ কৃষ্ণও করিলা সখা সহিতে প্রস্থান॥ রাধিকাদি গোপীগণ অন্য পথ দিয়া। চলিলেন ভাস্করের পূজন লাগিয়া॥ তবে তাঁরা করি সূর্য্য মন্দির লেপন। করিছেন কৃষ্ণ আগমন প্রতীক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণও নিজ ধেনু অর্পিয়া শ্রীদামে। আইলা সুবল বটু সঙ্গে সূর্য্য ধামে॥ বটুরাজ বলেন ললিতে শুন কথা। কহিতেছে মোর প্রিয়সখা কৃষ্ণ যথা॥ কহিতেছে আজি এই সূর্য্যের পূজন। আমি করাইব তুমি করহ দর্শন॥ ললিতা কহেন কিবা সৌভাগ্য রাধার। হইবেন তব সখা পুরোহিত যার॥ নারী পট-চোর গোপ-জাতি গো-রক্ষক। পুরোহিত না হইলে পূজা নিরর্থক॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন বটু তুই বড় খল। আপনি কল্পনা করি কহ সে সকল॥ নারী সব স্বভাবে অশুচি অতিশয়। ইহাদিগে যজাইলে হবে পুণ্য ক্ষয়॥ অতএব আসি কেন পূজা করাইব। তোমারেও পূজা করাইতে নাহি দিব॥ যদি তুমি ইহাদিগে পূজা করাইবে। তবে

আর মোরে পরশিতে না পাইবে॥ ললিতা কহেন মাগো মরিলাম লাজে। হেন কথা শুনি নাই গোকুলের মাঝে॥ মোরা যদি করে কবি ছুই কোন জনে। সেহ অতি শুদ্ধ হয় সকল ভুবনে॥ যেহেতুক সূর্য্যরূপ বিষ্ণু আরাধিয়া। হই মোরা পবিত্র সর্ব্বাধিকা॥ আমাদিগে যজাইলে যদি পাপ হবে। স্মৃতিকর্ত্তা মুনি সব ভণ্ড হয় তবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি সূর্য্য আসা করি। তোরা জান তবে বট পবিত্র সুন্দরী॥ যেহেতুক সূর্য্য হন মোর মূর্ত্তি ভেদ। এই কথা কহে যাবদীয় স্মৃতি-বেদ॥ রাধিকা কহেন সখি পুছহ উহাঁরে। সূর্য্য রূপ হইবেন উনি কি প্রকারে॥ সূর্য্য হন নারায়ণ [illegible] এই জানি। ইহাই কহেন যবদীয় মহাজ্ঞানী॥ শ্রীকৃষ্ট কহেন প্রিয়ে আমি নারায়ণ। আর এক কর তন্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ॥ সূর্য্য মণ্ডলেতে মোরে ধ্যান করি চিতে। অর্ঘ্য দিতে বিধি আছে কাম গায়ত্রীতে॥ অতএব মোর পূজা অধিষ্ঠান রবি। অধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতা এক মানে কবি॥ বিশাখা বলেন ভাল যে কোনো প্রকারে। পবিত্র মানিলে তুমি আমা সবাকারে॥ তবে আমাদিগে রবি পূজা করাইতে। বটুরে বারণ কর তুমি কি যুক্তিতে॥ বটুরাজ বলে আমি লড্ডুক পাইলে। কারো কথা নাহি মানি ন্যায্যও হইলে॥ এইত কহিছে অতি অন্যায় বচন। পালন করিব ইহা কিসের কারণ॥ চল চল তোরা সবে মন্দির ভিতরে। পূজা করাইব যথাবিধি দিবাকরে॥ তবে রাধা গৃহে গিয়া বসিলা আসনে। শ্রীমধুমঙ্গল কন মধুর বচনে॥ শ্রীরাধে কমলা-মোদ-কারি-মিত্রে ধ্যান। করি কর গন্ধপুষ্প ধুপাদি প্রদান॥ তবে তিঁহ পূজা কৈলা পঞ্চ উপচারে। তাহা দেখি সুবল কহেন রাধিকারে॥ রাধে কৃষ্ণে পুজিবারে কহিল ব্রাহ্মণ। তাহা না করিয়া কেন পুজিলে তখন॥ এই মোর মিতা লক্ষ্মী আমোদনে পটু। ইহারে পুজহ এই কহিয়াছে বটু॥ পুরোহিত আজ্ঞা লঙ্ঘি অন্যথা করিলে। ইহাতে বড়ই দোষ-ভাগিনী হইলে॥ ললিতা কহেন পদ্ম আমোদী ভাস্কর। ইহারে পুজহ এই কহে বটুবর॥ তুমি কেন অন্য

অর্থ কর অসম্ভব। লক্ষ্মীর প্রতি বা কেন কহ কটু রব॥ নারায়ণ পত্নী তিঁহ সবার ঈশ্বরী। তাঁরে সুখ দিবা এই রাখাল কি করি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা ছাড়িয়া কলহ॥ বটুরেই অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করহ॥ বটু বলে মোর বটে দুই অভিপ্রায়। গ্রহণ করিলা কিবা পুছ রাধিকায়॥ ললিতা কহেন কেন হইবে পুছিতে। কার্য্য দেখি পার নাই তোরা কি বুঝিতে॥ বিশাখা কহেন সখি দেখিয়াও কাজ। সন্দেহ না ছাড়ে মোর হৃদয়ের মাজ॥ এখনি শুনিল রাধা নাগরের স্থান॥ সূর্য্য হন ইহারি পূজার অধিষ্ঠান॥ সেই ভাবে যদি পুজা করি থাকে রাই। ইথে আমি অভিপ্রায় নিশ্চয় না পাই॥ সুবল কহেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে থাকিতে। অনুচিত অধিষ্ঠানে পুজন করিতে॥ বিশাখার সুবলের বচন শুনিয়া। দোহাপ্রতি চান রাধা ভ্রূভঙ্গী করিয়া॥ বিশাখা কহেন মাগো কেন কর ক্রোধ। যথার্থ কহনা কেন ছাড়ি অনুরোধ॥ রাধিকা কহেন বিশাখাকে দুরাচারে। জাননাকি আসিয়াছি পূজিতে যাহারে॥ এখানে থাকিয়া আর নাহি প্রয়োজন। বটুরে দক্ষিণা দাও যাইব ভবন॥ তবে শ্রীবিশাখা দিল লড্ডুক বিস্তর। তাহা পাইয়াও কহিছেন বটুবর॥ এসকল লড্ডুকেতে উদর আমার। এক কোণ পূর্ণ না হইবে দেহ আর। এত শুনি শ্রীললিতা কহেন হাসিয়া॥ বটুবর শুন মোর কথা মন দিয়া॥ রাত্রি অস্তোক শ্রীস্তোক কৃষ্ণে নিয়া। যাইহ রাধার গৃহে তুমি লুকাইয়া॥ তব এই উদরেতে ধরিবে যাবৎ। ভুঞ্জাইব মনোহরা লড্ডুক তাবৎ॥ ইহা শুনি বনমালী কিঞ্চিৎ হাসিলা। দেখি শ্রীরাধিকা সুখী ভবনে চলিলা॥ বটু বলে স্তোক কৃষ্ণ কি ভাগ্য করিল। লইয়া যাইতে যারে ললিতা কহিল॥ সুবল কহেন বটু ভাল তোর মতি। ভাল বুঝিয়াছ তুমি ললিতা ভারতী॥ এত শুনি শ্রীমধুমঙ্গল বিচক্ষণ। প্রকৃতার্থ বুঝি কহিছেন এ বচন॥ তোরা বুঝিয়াছ কি না ইহাই জানিতে। কহিয়াছিলাম আমি বঞ্চকের রীতে॥ বস্তুত তাহার সনে যে আশয় আছে। বুঝিয়াছি তাহা আমি কহিতে কহিতে॥ স্তোক কৃষ্ণ শব্দে স্তোক শব্দ পরিহারে।

যে রহে কহিল তারে লয়ে যাইবারে॥ অতএব যাব আমি প্রদোষ সময়ে। কৃষ্ণেরে সঙ্গেতে লয়ে রাধার আলয়ে॥ এখন চলহ যাই সখাদের কাছে। সবে মিলি খাইব লড্ডুক যত আছে॥ এত কহি তারা সবে করিলা গমন। এখানে রাধিকা আসি পাইলা ভবন॥ ভাবিছেন এই তিঁহ নিরবধি মনে। অস্তাচলে যাইবেন রবি কতক্ষণে॥ ভাবিতে ভাবিতে দিন হৈল অবসান। সখিরা করেন তবে বেশের বিধান॥

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দ। কঙ্কতিকা ধরি আঁচরি কেশে। বেণী রচিলা ছন্দ বিশেষে॥ ঝুঁটি করিয়া সুন্দর ঠামে। বেড়ল ফুল্ল বকুলফুলদামে॥ মুক্তাময় শিথি দেই দেই সিথায়ে। মেঘ উপরি জনু উড়ু ভতি ভায়ে॥ সিন্দুর তিলক করিলি সুকপালে। অরুণ উদিত জনু দিনমুখ কালে॥ চন্দন বিন্দু দিলা তছু পাশে। রবি নিকটে জনু তারক ভাসে॥ মণিময় কুণ্ডল দিল কর্ণতটে। গুরু করি জনু মুখ শশধর নিকটে। মণিকৃত কঙ্কণ চুড়ী বালা কর পঙ্কজ যুগ করিল আলা॥ চন্দন-পঙ্ক-রসে কুচ উপরে। লিখিলা এ বহুবিধ মকরী মকরে॥ দৃঢ় করি কঞ্চুক বান্ধল তাহে। পদক দিলা শশি তুলনা যাহে॥ মুক্তাহার দিলা কুচ উপরে। সুরতটিনী জনু মেরুক শিখরে॥ কুন্দকুসুমিত-রক্তকিনারী। বসন পরাইল অতি মনোহারী॥ মণিময় রসনা দিল কটি দেশে। হরি সুখ হেরিত যছু রবলেশে॥ নূপুর পঞ্চম চুটকী রলয়ে। সজ্জিত করিলা শ্রীপদ উভয়ে॥ ইহ সাজন করি রাইক যতনে। করত সখীগণ সাজন ভবনে॥ ফুল-কৃত চন্দ্রাতপ ফুল ঝালর। তুলি দিল যতনে মন্দির ভিতর॥ আতর চন্দন রস পরিষেকে। করিলা গৃহ সৌরভ অতিরেকে॥ দ্বিরদ-দশন-কৃতবর-পালঙ্কে। তুলি দিলা জনু শশি অকলঙ্কে॥ কুসুম বিছাইল বিবিধ বিলাসে। কোমল বালিশ দিল চহুঁ পাশে॥ তাম্বুল সম্পুট রাখি কাছে। মণি-ময় দীপক জ্বালিল পাছে॥ ধূপ শলাকা শত শত জ্বালি। ছারিহি

রোপল কদলী ভালী ॥ জল পূরিত কলসী ভছু সিকটে। রাখিল শোভিত ফলফুল সুপটে ॥ শ্রীরঘুনন্দন মানস মোদে। অঙ্গন শোভা করত বিনোদে ॥

পয়ার। এইরূপে দেহ গেহ সজ্জিত দেখিয়া। শ্রীরাধা রহিলা কৃষ্ণ পথ নিরখিয়া ॥ এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধু মঙ্গলের সঙ্গে। উদ্যত হইল রাধা অভিসার রঙ্গে ॥ তবে তিঁহ কহিছেন সেই দ্বিজবরে। সখা কি করিয়া যাব রাধিকার ঘরে ॥ যদি কেহ পুছে তবে কি উত্তর দিব। অতএব মনে করি স্ত্রীবেশ ধরিব ॥ শ্যামা গোপী প্রিয়তমা হয় রাধিকার। প্রতি দিন যায় সেহ রাধার আগার ॥ তার বেশ করি যে আমিহ অভিরাম। তুমি তার সখি হও মধুমতী নাম ॥ এত কহি দুইজনে স্ত্রীবেশ ধরিয়া। চলিলা রাধার ঘরে সানন্দ হইয়া ॥ তবে রাধা শ্রীকৃষ্ণেরে নিকটে দেখিয়া। আদর করিল বড় শ্যামলা বলিয়া ॥ বসিবারে দেয়াইলা উত্তম আসন। তাহাতে বসিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥ প্রিয়সখি আজি দেখি তব দিব্য বেশ। গৃহেরো সাজন দেখি বড় সবিশেষ ॥ এ সকল দেখি হয় এই অনুমান। বুঝি আজি কালাচান্দ আসিবে এখান ॥ রাধিকা কহেন সখি তোমার বচন। যথার্থই বটে শুন তার বিবরণ। সূর্য্যপূজা করিবারে দিয়াছিনু বনে। ললিতা সঙ্কেত কৈল তাঁরে সেইক্ষণে ॥ অতএব প্রাণনাথ আসিবেন ঘরে। এই লাগি সখীগণ বেশ ভূষা করে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মধুমতি একবার। বাহিরে বসহ তুমি কথায় আমার ॥ অত্যন্ত রহস্য এক কথা রাধিকায়। জিজ্ঞাসা করিব আমি এই মনে ভায় ॥ তাহা শুনি ভাল বলি সেইত ব্রাহ্মণ। বাহিরেতে গেলা কৃষ্ণ কহেন তখন ॥ প্রিয়সখি সুকুমারি তুমি প্রৌঢ়া নহ। নিত্য তারে কি করি সেবিবে তাহা কহ ॥ নবোঢ়া রমণী সব বড় ভয় পায় নায়ক নিকটে প্রতি দিন নাহি যায় ॥ তবে তুমি সঙ্কেত করালে কি সাহসে। ললিতা বা করিলেন কি ভাবি মানসে ॥ এত শুনি

শ্রীরাধিকা হাসিতে হাসিতে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে বড় সুখিচিতে ॥

লঘু-ত্রিপদী। তুমি সহচরি, নাহি জান হরি, যত মহা গুণ ধরে। সেইত কারণে, এ সন্দেহ মনে, তোমায় উদয় করে ॥ তাহার যেমন, মধুর বচন, যেন রসিকতা হয়। তাহাতে তাহার, নিকটেতে কার, যাইতে উপজে ভয় ॥ প্রথমে আমার, আছিল অপার, ভয় পরশিতে তারে। এ লাগি তাহার, কাছে অভিসার, পারি নাই করিবারে ॥ তাহা জানি মনে, যাই নিকেতনে, বলিয়া কপট করি। সে কুঞ্জ ছাড়িয়া, অন্যত্র চলিয়া গেলা মোর বন্ধু হরি ॥ তবে আমি ভয়, ত্যজি কুঞ্জালয়, মাঝে প্রবেশিনু যাই ॥ তখনি ফিরিয়া দ্বারেতে আসিয়া, দাঁড়াইলা মিলি বাই ॥ নানা ভঙ্গি করি, তিন সহচরী, পাঠাইয়া স্থানান্তরে ॥ মোর কাছে আসি, প্রেমরসে ভাসি, ধরিল আমার করে ॥ তাহার পরশে, যে সুখ মানসে, হইল কি কব তায় ॥ সেই মোর ডরে, আচ্ছাদন করে, তেঁহ সেহ নাহি ভায় ॥ শুনিয়া বচন, হৃদয় শ্রবণ মাতিয়াছে অতিশয়। শ্রীবংশী-মোহন, নিকটে গমন, করিতে কি আর ভয় ॥

পয়ার। এইরূপে কহিতে কহিতে বটু মনি। কহিছেন কৃষ্ণ কাছে আসিয়া আপনি ॥ কালাচান্দ আমি আর এই নারী বেশ। ধরিয়া অহিতে নারি পাইতেছি ক্লেশ ॥ আর এই বেশে মোর কার্য্য করে ক্ষয়। লাড়ু দিবে কেন না পাইলে পরিচয় ॥ ললিতার কথা আছে আনিলে তোমারে। উদর ভরিয়া লাড়ু দিবেক আমারে ॥ এত মধুমঙ্গলের শুনিয়া বচন। রাধিকা লাজেতে অধ করিলা আনন ॥ ললিতা কহেন তবে হাসিয়া২ ॥ সখী সব শ্যামাসখি দেখহ আসিয়া ॥ একজন শীঘ্র গিয়া স্বামীরে শ্যামার। ডাকি আন সে আসি দেখুক নিজদার ॥ এত শুনি শ্রীমধুমঙ্গল ভীত মন। কহিছেন শ্রীমাধবে এইত বচন ॥ এস এস সখা মোরা পলাইয়া যাই। এখানে থাকিয়া আর প্রয়োজন নাই ॥ সত্য ডাকি আনে যদি শ্যামার ভর্ত্তারে। তবেত

অনর্থ বড় পারে ঘটিবারে ॥ ললিতা কহেন বটু তোমার কি ডর। এ বেশ ছাড়িয়া তুমি চল গৃহান্তর ॥ সেখানে তোমারে দিব্য লাড়ু ভুঞ্জাইব। আইলে শ্যামার স্বামী কিছু না কহিব ॥ এত কহি শ্রীললিতা সখীগণ সনে। বটুরে লইয়া গেলা অপর ভবনে ॥ রাধিকাও যাইবারে উদ্যত হইলা। পথরোধ করি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ শশিমুখি ভয় নাই আপনি কহিয়া ॥ পলায়ন করিতেছ কিশের লাগিয়া ॥ চল চল পালঙ্কের উপরি বসিব। রস আলাপনে চিত্ত আমোদ করিব। এত শুনি শ্রীরাধিকা প্রণয় কুপিত। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে বচন কুপিত ॥ কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে বচন কিঞ্চিত ॥ ধূর্ত্ত তোরে জানিতাম সরল বলিয়া ॥ এখন জানিনু অতি কুটিল করিয়া ॥ যেই লাজ হয় রমরণী দিব্য ধন। আমার করিলে তাহা তুমিহ হরণ ॥ কপটেতে সখীসব ধরিয়া আসিয়া। কহাইলে গোপ্য কথা মোর মুখ দিয়া ॥ অতএব হও তুমি বড়ই কুটিল। তব পাশে বাস যোগ্য নহে এক তিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কান্তে ক্রোধ নাহি কর। মোর কিছু নিবেদন শ্রবণেতে ধর ॥ শুনিতে তোমার মুখে রজনী বিলাস। হয়েছিল আমার বড়ই অভিলাষ ॥ অঙ্গসঙ্গে নাহি হয় যত সুখোদয়। প্রিয়ার বদনে শুনি ততোধিক হয় ॥ এই লোভে ধরেছিনু আমি নারী বেশ। ইথে মোর প্রতি তুমি নাহি কর দ্বেষ ॥ যদি ইথে হয়ে থাকে কিছু ক্রোধোদয়। ক্ষমা কর তাহা মোরে হইয়া সদয় ॥ এত শুনি মৃদু মৃদু হাসিলেন রাই। তাঁরে কোলে নিলা কৃষ্ণ পসারিয়া বাহু। শ্রীমুখে শ্রীমুখ দিয়া করিয়া চুম্বন। পালঙ্কে লইয়া গিয়া করিলা শয়ন ॥ শোভিলেন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বক্ষস্থলে ॥ স্বর্ণযুথীমালা যেন যমুনার জলে ॥ তবে তাঁরা কিছুকাল কামকেলি করি। নিমগ্ন হইল সুখ সমুদ্র ভিতরি ॥ পরে রাধিকারে কোলে লইয়া নাগর। নিদ্রা গেলা সেই দিব্য পালঙ্ক উপর ॥ তবে সখীগণ নিশা অবসান জানি। কহিছেন দ্বারেতে আসিয়া এই বাণী ॥ নিদ্রা ত্যজি উঠ উঠ নাগর নাগরী অবসান হইতেছে এই বিভাবরী ॥ চন্দ্রসনে করিতেছে এই বিহরণ।

সূর্য্যের শঙ্কায় করে দূরে পলায়ন॥ কিম্বা তোমাদের নিদ্রা সুখ নিরখিয়া। অস্ত গুহা প্রবেশয়ে নিদ্রার লাগিয়া॥ দেখ হইতেছে এই মৃগাঙ্গ মলিন। বুঝি কমলিনী দুঃখ ভাবি হয়ে দীন॥ চন্দ্রের প্রবাস দুখে ম্লান কুমুদিনী। প্রিয় বিচ্ছেদেতে কোথা প্রেয়সী সুখিনী॥ কুমুদিনী করিতেছে বদন মুদ্রিত। বুঝি চন্দ্র পরিত্যাগ দেখিয়া লজ্জিত॥ কিম্বা কুমুদিনী মুখ মুদ্রণ যে করে। তাহে অনুমান হয় মোদের অন্তরে ভ্রমরে উদ্যত দেখি আপন বর্জ্জনে। হৃদয়ে রাখিব বলি এই করি মনে। কিন্তু পলাইছে অলি ইহারে উপেখি। শ্যামবর্ণ জনে প্রীতি স্থিরতা না দেখি॥ এই কুমুদিনী ছিল প্রফুল্ল যাবৎ। বিলাস করিল অলি ইহাতে তাবৎ॥ এক্ষণ কিঞ্চিত মাত্র মলিন দেখিয়া। যাইছে পদ্মিনী পাশে ইহারে ছাড়িয়া॥ পুনঃ সন্ধ্যাকালে অলি কৈলে আগমন। প্রকাশিবে কুমুদিনী আপন বদন॥ স্ত্রীজাতির স্বভাব কোমল বড় হয়॥ নায়কের দোষ নাহি গ্রহণ করয়॥ অতএব কুমুদিনী পরাগে রঞ্জিত। দেখিয়াও ভ্রমরে নহে পদ্মিনীকুপিত। কিন্তু দেখি করিতেছে পরম আদর। স্ত্রীজাতি বড়ই হয় সরল অন্তর॥ এহত ভ্রমর হয় বড়ই চপল। এক পদ্মিনীর কাছে না রহে নিশ্চল॥ আর দেখ দিনকর উদয়ের আগে। অরুনিমা হইতেছে পূর্ব্ব দিকভাগে॥ বুঝি এই পূর্ব্বদিক ইন্দ্রের গৃহিণী। সূর্য্যকর পরশনে হয়েছে কোপিনী তাহা দেখি কমলিনী রবির অঙ্গনা। হাস্য করিতেছে হয়ে প্রফুল্ল বদনা॥ কোলাহল করিতেছে বিহঙ্গমগণ। বুঝি করাইতেছে তোমা দিগে জাগরণ॥ তার মাঝে কেশ কেও কেও করে কেকি ভতি। তোমা দিগে জানাইতে তস্তের আগতি॥ পক্ষিরাও যদ্যপি হয়েছেন সশঙ্কিত তবে তোমাদের আর নিদ্রা অনুচিত॥ সখি সকলের এত বচন শুনিয়া বসিলেন শ্রীরাধিকা মাধব উঠিয়া॥ তাহা জানি সখী সব আনন্দ হইয়া॥ কাছে গেলা মুখপ্রক্ষালনের জল নিয়া॥ তবে বংশীধারী করি মুখ প্রক্ষালন। কহিছেন ললিতারে হসিত বদন। ললিতে বড়ই শঠ তোমরা সকলে। কহিলে অনেক কথা জাগাবার ছলে॥

ভ্রমরে যে কাল বলি দোষ আরোপিলে। তার ব্যভিচার আছে বিচার করিলে॥ দেখহ তমাল তরু শ্যামবর্ণ হয়। আশ্রিত লতারে সেহ কভু না ছাড়য়॥ লতা যদি হয় পত্র পুষ্প ফল হীন। তভু তারে তমাল না ছাড়ে চিরদিন॥ কহিলে যে স্ত্রী জাতির স্বভাব কোমল। মিথ্যা করিয়াছ তাহা উর্ব্বশী সকল॥ অল্পদোষে পুরুরবা হেন নৃপবরে। ত্যজি চলি গেল সেহ অমর নগরে॥ কহিলে যে সরল অন্তর অবলার। দেবযানী করিয়াছে তার ব্যভিচার॥ অনুমানে শর্ম্মিষ্ঠার সংযোগ জানিয়া। পিতৃ গৃহে গেল যযাতিরে উপেক্ষিয়া ভ্রমরে যে কহিতেছ চপল স্বভাব। বুঝিয়াছি আমি সেই বচনের ভাব॥ এই উপদেশ আমি তখন পালিব। শ্রীমতীরাধার আজ্ঞা যখন পাইব॥ ললিতা কহেন ভাল বুঝিয়াছ ভাব। কিন্তু ইথে মানি নিজে চপল স্বভাব॥ সে চাপল্য প্রকাশিবে অন্য গোপিকায়। আদারের যুথে তার পাত্র নাহি তায়॥ এইরূপ হইতেছে প্রণয় কন্দল। দুরে থাকি কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল। প্রিয়সখা গৌণ নাই রবির উদয়ে। অতএব চল চল এখন আলয়ে। এত শুনি বংশীধারী শঙ্কিত হইয়া। বাহিরে আইলা রাধা অনুমতি নিয়া॥ নিজ বেশ ধরি মধু মঙ্গল সহিতে। প্রস্থান করিলা তবে আপন পুরীতে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধা মাধবোদয়ে করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধা মাধবোদয়ে শ্রীরাধালয়ে শ্রীমাধবাভিসার বর্ণনো নাম সপ্তম উল্লাস।

অষ্টম উল্লাসঃ।

অন্যান্য দর্শনালাভাদত্যন্তোৎকণ্ঠিতান্তরৌ।
শ্রীরাধামাধবৌপূর্ণামুৎকণ্ঠাংকুরুতাং মম॥

পয়ার। এইমতে কভু রাধা কখনো মাধব। অভিসার করিয়া করেন কামোৎসব॥ দিন দিন বাড়িতে লাগিল লীলারস। হেন মতে বহি গেল অনেক দিবস॥ একদিন কৃষ্ণ থাকি রাধার ভবনে। নিশা শেষে গৃহে যান বটুরাজ সনে॥ যাইতে যাইতে তাঁরা পদ্মার সহিতে। পথ মাঝে দর্শন হইল আচম্বিতে। তিঁহ রাধিকার প্রতি মাধবের প্রীত। লোক মুখে শুনি শুনি ছিলা আশঙ্কিত॥ তাহে রাধিকার পিতৃ মন্দির পন্থায়। প্রত্যুষে দেখিয়া কৃষ্ণে ডুবিলা শঙ্কায়॥ সেই শঙ্কা নিবারণ করিবার আশে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে মৃদু মৃদু ভাষে॥ নটবর একি রজনীর অবসানে। গিয়াছিলে সখাসনে তুমি কোন স্থানে। শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি স্নুরভি ঢূঁড়িতে। গিয়াছিনু আমি এই সখার সহিতে॥ পদ্মা পূন কহিছেন সকলি কহিলে। তকার স্থানেতে কেন ভকার পড়িলে॥ যেহেতুক করিতে সুরভি অন্বেষণ। এ সময়ে কোন জন করে না গমন॥ বুঝি মোরে দেখি মনে হইয়াছে ভয়। এই লাগি হইতেছে অক্ষর ব্যত্তয়॥ যাহ যাহ যাহ তুমি নাহি কর ত্রাস। এ কথা না কব আমি চন্দ্রাবলী পাশ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি কালি সন্ধ্যাকালে। একগাভী আসে নাই আপনার পালে॥ সেই সুরভির অন্বেষণ করিবারে। গিয়াছিনু নিশা শেষে গহ-নের ধারে॥ কালি এই পথে গাভী লয়ে গিয়াছিনু। এই লাগি এই পথ দেখিতে আইনু॥ তুমি হে করিছ অন্য আশঙ্কা হৃদয়ে। তব সখী বিনে তাহা কি করি ঘটয়ে॥ তোমারে দেখিয়া

কেন হইবেক ত্রাস॥ অপরাধী নহি তব প্রিয়সখী পাশ॥ বটু বলিছেন পদ্মা তুমি বড় খল॥ মিছাই করিছ এই সন্দেহ সকল॥ তব সখী গুণে বশ এই বংশীধারী। স্বপনেও নাহি নিরখয়ে অন্য নারী॥ দূরেতে রহুক অন্য রমণীরদায়। রাধিকারো পানে এহ কখনো না চাল॥ পদ্মা কহিছেন রাধা মোদের ভগিনী। তাহারে ভজিলে কৃষ্ণ মোরা আহ্লাদিনী॥ তাহা বিনে অন্যে যদি এহ প্রীতি করে। তবেই বাড়য়ে দুখ মোদের অন্তরে॥ বলিছেন পুনঃ বট মিথ্যা এই বাণী॥ স্ত্রী জাতির যেমন স্বভাব তাহা জানি। রোহিণীতে শশাঙ্কের দেখি কিছু প্রীত। অন্য তারা যে করিল সে আছে বিদিত॥ আপন পিতারে তাহা কহি তারা সব। শাপ দেওয়াইল চন্দ্রে অতি অসম্ভব। যে শাপেতে যক্ষ্মারোগ চন্দ্রের জন্মিল। নানা পুণ্য করি সেহ নীরোগ হইল॥ সহোদরা ভগ্নি প্রতি হেন ব্যবহার। যাদের তাদের দূরে রহু ভগ্নী আর॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা এ কথা এক্ষণ। থাকুক করিতে চল গাভী অন্বেষণ॥ এত কহি চলিলেন তাঁরা দুইজন। পদ্মা পথে দাড়াইয়া করেন চিন্তন। নাগর করিলা যে উত্তর মোর প্রতি। আমি মিথ্যা বলি মানি সে সব ভারতী॥ যেহেতু এ বাজাইলে আপনার বেণু। অন্য ঠাঁই রহিতে না পারে কোন ধেনু॥ অতএব মিছা হয় ধেনু অন্বেষণ। গিয়াছিল সত্য এহ রাধার ভবন॥ তাহার সম্ভোগ চিহ্ন প্রকাশের ডরে। থাকিতে থাকিতে ভম পলাইল ঘরে॥ অতএব লোকে যেই করে কানা-কানী॥ তাহা আমি অতিশয় সত্য করি মানি॥ দেখিছি ও গোবর্দ্ধন ধারণ বেলায়। ইহার নয়নভঙ্গী বিশেষ রাধায়॥ কিন্তু করি নাই তাহা অদ্যাপি প্রকাশ। যেহেতু মনেতে ছিল সন্দেহ উল্লাস॥ নিবৃত্ত হইল আজি সে সব সন্দেহ। জানিনু রাধায় রক্ত হইয়াছে এহ॥ এখন কর্ত্তব্য কিবা হয় মোসবার। কি করি ভাঙ্গাব প্রেম কৃষ্ণেতে রাধার॥ অন্যথা মোদের সখী চন্দ্রা-

বলী প্রতি। হইবেক অতি ন্যুন কৃষ্ণের আরতি॥ এত ভাবি গৃহে গিয়া মন্ত্রণা করিয়া। এক শুকে শিখাইল এই পড়াইয়া॥ রাধে কৃষ্ণ নিকটে যাইতে কিবা ডর। এহ তব আজ্ঞাকারী রসিক শেখর॥ এ শ্লোক অভ্যাস হৈল শুকের জানিয়া। এক ব্যাধ রমণীরে আনিল ডাকিয়া॥ কহিল তাহারে সখী এই শুক ছায়। লইয়া যাইয়া তুমি দাও কুটিলায়॥ কহিবে পাইনু এই শুক বৃন্দা-বনে। আকিনু তোমারে দিতে অনেক যতনে॥ আছয়ে অনেক শ্লোক অভ্যাস ইহার॥ শিখিতে পারয়ে শুনি মাত্র একবার॥ এত কহি এই শুক তাহারে অর্পিবে। আমি দিনু ইহা তার আগে না কহিবে॥ লইবে তাহাই সেহ দিবে যেই দাম। আমি ধনে পূরিব তোমার মনস্কাম॥ এত শুনি সেই ব্যাধ-নারী শুক নিয়া। কুটিলার কাছে গেল সানন্দ হইয়া। দিয়াছেন পদ্মা শিখা-ইয়া যে বচন। তাহাই কহিয়া কৈল শুক সমর্পণ॥ সেহ যাহা দিল তাহা লইয়া আইল। পদ্মা বহু ধন দিয়া তাহারে তোষিল॥ প্রকাশ না কর ইহা রাখিহ গোপনে॥ এত কহি বিদায় করিল সেই জনে॥ এখানে কুটিলা মিষ্ট ভল ভুঞ্জাইয়া। পড় পড় বলে শুকে করেতে লইয়া॥ সেহ শিখিয়াছে যাহা পদ্মার বদনে॥ পড়িতে লাগিল তাহা সুস্পষ্ট বচনে॥ রাধে কৃষ্ণ নিকটে যাইতে কিবা ডর॥ এহ তব আজ্ঞাকারী রসিক-শেখর॥ তাহা শুনি কুটিলা সে আশঙ্কিত মতি। পুনর্ব্বার পড় পড় বলে শুক প্রতি। পুনরপি শুক সেই শ্লোক উচ্চারিল। শুনি কুটি-লার মনে কোপ উপজিল॥ স্বভাবে ননান্দা সব ভ্রাতার ভার্য্যায়। দ্বেষ করে ইহা সর্ব্বত্রেই দেখা যায়॥ তাহে শুক মুখে শুনি দোষ রাধিকার। কুটিলার ক্রোধ তাহে নহে চমৎকার॥ সেই ক্রোধে হয়ে সে কম্পিত কলেবর। শুক লয়ে চলি গেল জটি-লার ঘর॥ তার কাছে গিয়া কহে কর্কশ বচনে। শুনহ বধুর শুকের বদনে॥ এত কহি বার বার পড় পড় কয়। সেহ শুক

সেই শ্লোক স্পষ্ট উচ্চারয়॥ তাহা শুনি সে জটিলা কোপেতে মাতিল। শিরে করাঘাত করি কহিতে লাগিল॥ দাসি ডাকি আন মোর অভাগা নন্দনে। শ্রবণ করুক আসি শুকের বচনে॥ কহিতে কহিতে সেহ আইল তথায়। তারে দেখি কুটিলা সে শুকেরে পড়ায়॥ শুকের বচন শুনে অভিমন্যু ভাবে। জটিলা বলয়ে মাতি কোপের প্রভাবে॥

ত্রিপদী। ওরে পুত্র অভাগিয়া, শুনিলেত মন দিয়া, বনচারি শুকের বচন। এই বৃন্দাবনে ছিল, ব্যাধে ধরি আনি দিল, তোর ভগিনীবে এইক্ষণ॥ এহ বধূ সখীমুখে, শুনি শিখিয়াছে সুখে, যাহা তাহা করিছে পঠন॥ শুনিয়া এ দুষ্ট কথা, পাইনু বড়ই ব্যথা, বুঝি ইথে না রহে জীবন॥ তুইত মূর্খ ভারি, তেঁইত যুবতি নারী, রাখিয়াছ পরের আগারে। আনিবারে নাহি চাও, দেখিতেও নাহি যাও, ধিক্ ধিক্ রহুক তোমারে॥ কুল-অকলঙ্ক ছিল, বধু তাহে কালী দিল, ব্রজে মুখ দেখাব কি করি। কি করিব হায় হায়, শুনি তনু পুড়ি যায়, মনস্থির নহে হরি হরি॥ শুনি চন্দ্রাবলী দোষ, করি তার প্রতি রোষ, কহিয়াছি উপহাস বাণী। এখন ত্যজিয়া ত্রাস, করিবেক উপহাস, মোরে তারা বাজাইয়া পাণি॥ হইল অযশ ঘোর, যে ছিল কপালে তোর, কথা শুন এখনো আমার। কিশোরীরে আন ঘরে; চল যাব স্থানান্তরে, না রহিব গোকুলেতে আর॥

পয়ার। জটিলার কথা শুনি কোপে কম্পবান। কহিতেছে অভিমন্যু অরুণ নয়ান॥ জননি চলিনু আমি বৃষভানু পুরে। অদ্যই আনিব ঘরে তোমার বধূরে॥ ঘরে আনি বাহিরে যাইতে নাহি দিব। নিরবধি সাবধান হইয়া রাখিব॥ ইহাতেও যবে তার দেখিব দূষণ। ব্রজছাড়ি অন্য ঠাঁই যাইব তখন॥ এত কহি দুই ভৃত্য সঙ্গেতে লইয়া। বৃষভানু পুরে গেল তখনি চলিয়া॥ বৃষভানু তারে দেখি আদর করিলা। আসনে বসিয়া সেহ কহিতে লাগিলা॥ মহারাজ পাঠাইলা জননী আমারে। লইয়া যাইতে ঘরে তব দুহিতারে॥ চিরদিন কাছে

এই লোক ব্যবহার। স্বামির গৃহেতে বাস সব অবলার॥ পিতৃগৃহে রমণীর বাস চিরকাল। নিষেধ করয়ে যত শ্রুতি স্মৃতি জাল॥ অতএব অদ্যই তোমার দুহিতারে। লইয়া যাইব আমি আপন আগারে॥ এতেক বচন শুনি বৃষভানু রায়॥ কহিছেন প্রীতি করি নিজ জামাতায়॥ বাপ তুমি যে কহিলে সব সত্য হয়। ইহাতে না আছে কিছু আমার সংশয়॥ কন্যারে জামাতা যদি লয়ে যায় ঘরে। তবে বড় সুখ পিতার অন্তরে॥ যদি জামাতার ঘর দূরদেশে হয়। তবে জনকের দুঃখ হইতে পারয়॥ তাহাতে তোমার গৃহ এইত নগরে। এ লাগি কোনহ দুঃখ না আছে অন্তরে॥ অতএব পাঠাইব আমিহ কন্যায়॥ আজিকার দিন তুমি থাকহ এথায়॥ অর্পণ করিব তোহে আমি এক ভার। করিতে হইবে তাহা তোমারে স্বীকার॥ ছাড়ি ললিতাদি অষ্ট সহচরী জন। থাকিতে না পারে মোর কন্যা একক্ষণ॥ অতএব কিছুদিন মোর কন্যা সনে। থাকিবে যাইয়া তারা তোমার ভবনে। পরে স্থির হৈলে মোর তনয়ার মন। পতিগৃহে তারা সবে করিবে গমন॥ এত শুনি অভিমন্যু যে আজ্ঞা বলিয়া। সে দিন রহিল তাঁর ঘরে সুখি হিয়া॥ রাধিকা শুনিয়া এই বৃত্তান্ত সকল। কহিছেন ললিতারে চিন্তায় বিহ্বল॥ সখি একি উপদ্রব ঘটিল আসিয়া। তরিব এ বিপদেতে কি যুক্তি করিয়া॥ যদি কোনো ছল করি না করি গমন॥ অখ্যাতি করিবে তবে পিতার দুর্জ্জন॥ যদি যাই সেথা তবে হব পরবশ। দুর্লভ হইবে প্রাণনাথেরপরশ॥ আরএকব্রতআছে সুদৃঢ় অন্তরে। কৃষ্ণ বিনে না ছুইব পুরুষ অপরে॥ সেই ব্রত কি করিয়া করিব রক্ষণ। কহ সখি যদি কিছু থাবয়ে মন্ত্রণ॥ ললিতা কহেন সখি সর্ব্বদেশাচার। পতি ভবনেতে বাস সব অবলার॥ অতএব অবশ্যই যাইতে হইবে। ইহাতেঅন্যথা বুদ্ধি কভুনা করিবে॥ চিন্তা নাহিকর কৃষ্ণ দর্শনলাগিয়া। ঘটাইব নানা মত উপায় করিয়া॥ ব্রতভঙ্গ হবে বলি নাহি কর ত্রাস। সূর্য্যের কৃপায় তাহা না হইবে নাশ॥ কহিবে করি যে আমি ভাস্করের ব্রত। স্বামি কাছে না যাইব না পূরে যাবত॥ আর আর যত

বিঘ্ন হবে উপস্থিত। পৌর্ণমাসী কৃপা তাহা করিবে চূর্ণিত ॥ ললিতার এত বাণী শুনিয়া শ্রীমতী ॥ চিন্তা ত্যজি হইলেন কিছু সুস্থমতি ॥ তবে সেই দিন রাত্রি সমাপ্তি হইলা। প্রাতে বৃষভানু কন্যা বিদায় করিলা ॥ বস্ত্র অলঙ্কার ধেনু গৃহোপকরণ। কন্যারে দিলেন যত না হয় গণন ॥ তবে দিব্য শকটেতে অষ্টসখী সনে। চড়িয়া রাধিকা গেলা স্বামির ভবনে ॥ জটিলা লইয়া গেল তাঁরে পুত্রঘরে। মনে সুখ নাই মাত্র মৌখিক আদরে ॥ পরে সেহ গেল নিজ ভবন ভিতরি ॥ কুটিলা আইল সেই শুক হস্তে করি ॥ পড় পড় বলি মিষ্ট ফল মুখে দিল। তবে সেই শুকপক্ষী পড়িতে লাগিল ॥ রাধে কৃষ্ণ নিকটে যাইতে কিবা ডর। এহ তব আজ্ঞাকারী রসিক শেখর ॥ শুকবাক্য শুনি রাধা ভাবেন হিয়ায় ॥ এ শুকসাবক এহ পাইল কোথায় ॥ বুঝি এই শুকবাক্য শুনিয়া কুপিয়া ॥ আনাইল মোরে এথা ভাই পাঠাইয়া ॥ এইরূপ ভাবনা করেন রাধা চিতে। আরম্ভিলা কুটিলারে ললিতা কহিতে ॥ কুটিলা হে ভাল শিখায়েছ শুক ছায়। তোমার ভ্রাতার কীর্ত্তি বাড়িবে যাহায় ॥ কুটিলা কহয়েএহবৃন্দাবনচারী। কালি ধরি আনি দিলএকব্যাধ নারী ॥ এহ ইহা কি করি শিখিবে মোর স্থানে। তারি মুখে শিখিয়াছে বুঝি অনুমানে ॥ যেহেতুক তোরা সবে রাধারে লইয়া। ভ্রমণ করহ সদা বৃন্দাবনে গিয়া ॥ শিষ্যবিদ্যা দেখি সুখ হবে তব চিতে। এই ভাবি আনিলাম তোহে দেখাইতে ॥ এত শুনি কেহ কিছু কহিতে নারিলা। তবে ক্রোধে ভরি পুনঃ কহয়ে কুটিলা ॥ ললিতে বুঝিনু আমি তোরাই সকল। কুটনী হইয়া কৈলি বধূরে চপল ॥ যে করিলি সেই ভাল এবে হও স্থির। না কর রাধারে আর কুলের বাহির ॥ এত শুনি ললিতা কহেন ও কুটিলে। শুনিলাম সব কথা তুমি যে কহিলে ॥ যদি স্বাধ্বীধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকয়ে রাধার। যথার্থ বৃত্তান্ত তবে হইবে প্রচার ॥ এখন কহিয়া নাও যেই মনে হয়। খলের সহিত বাদ কর যোগ্য নয় ॥ তবে ভাল বলি গেল কুটিলা স্বস্থানে। শ্রীললিতা সখীদিগে কহেন এখানে ॥ শুনিলে সকল এই শুকের বচন। শিখাইলা

ইহারে এ কথা কোন জন ॥ মোরাত কখনো এই বাক্য কহি নাই। তবে কেবা শিখাইল স্থির নাহি পাই ॥ এই রূপ তাঁরা সবে করেন ভাবন ॥ হেনকালে পৌর্ণমাসী কৈলা আগমন ॥ তিঁহও হঠাত শুনি রাধার আগতি। এসেছেন হয়ে কিছু শ যুক্ত মতি ॥ তাঁহারে দেখিয়া তাঁরা প্রণাম করিলা। ললিতা সকল কথা তাঁহারে কহিলা ॥ সে সকল শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী। কহিতে লাগিলা ললিতারে হাসি হাসি ॥ শুনিয়াছি বটু মুখে কালি পরভাতে। কৃষ্ণের দর্শন হয়েছিল পদ্মা সাথে ॥ অনুমান জানি সেই করিয়া মন্ত্রণা। করিয়াছে এই সব অনর্থ ঘটনা ॥ করুক ইহাতে কিছু না করিবে ভয়। রবির কৃপাতে হবে সব সুখোদয় ॥ কিছু দিন কাহাকেও কিছু না কহিয়া। সাবধানে থাক দুঃখ সহিয়া সহিয়া ॥ এক্ষণ যাইব আমি জটিলার পাশে। সান্তনা করিব তারে সুমধুর ভাষে ॥ এত কহি তিঁহ গেলা জটিলা ভবনে। সেহ তাঁরে প্রণমিয়া বসাল আসনে ॥ পূর্ণিমা কহেন অকস্মাৎ রাধিকারে। কেন আনাইলে তুমি আপন আগারে ॥ জটিলা কহয়ে শুকবাক্যে তার দোষ। জানিয়া হইল বড় অন্তরেতে রোষ ॥ এই লাগি পাঠাইয়া আপন নন্দনে। আনাইনু রাধিকারে আপন ভবনে ॥ পূর্ণিমা কহেন শুকে সেইত বচন। শিখায়েছে তোমাদের কোনো শক্রু-জন ॥ যেহেতুক সেই কথা অতি মিথ্যা হয়। তাহার কারণ শুন ধরিয়া হৃদয় ॥ রাধা করিয়াছে সূর্য্যব্রত সন্ধানে। পুরুষে না ছোঁবে না হইলে উদ্যাপন ॥ আপনার স্বামীকেও স্পর্শ না করিবে। তবে অন্য পুরুষেরে কি করি স্পর্শিবে। রাধারেও যে পুরুষ করিবে স্পর্শন। তাহারো হইবে নানা অশুভ ঘটন ॥ এ লাগি কৃষ্ণও তারে কেন পরশিবে। অতএব তুমি কোনো শঙ্কা না করিবে ॥ পরেতেও দেখি দেখি রাধার চরিত। হইবে আমার বাক্যে সত্যতা প্রতীত ॥ এত কহি পৌর্ণমাসী নিজ স্থানে গেলা। জটিলা তাঁহার বাক্যে কিছু সুস্থ ভেলা ॥ আপনার পুত্রে বধু নিকটে যাইতে। বারণ করিল অমঙ্গল ভাবি চিতে ॥ তাহা শুনি রাধা হৈলা কিছু সুখি মন।

কৃষ্ণগুণ গানে দিন করেন যাপন॥ এইরূপে দুখে পঞ্চ দিবস বহিল। তবে পুনঃ রবিবার উদয় করিল॥ তাহা জানি জটিলা আপন দাসী-দ্বারে। পরভাতে কহি পাঠাইল রাধিকারে॥ প্রতি রবিবারে তুমি পূজহ রবিরে। পূজিবে তেমনি কিন্তু থাকিয়া মন্দিরে॥ বনেতে গমন করা আর না হইবে। ঘটে আবাহন করি ঘরেই পুজিবে॥ শ্রীমধু-মঙ্গল তোরে পূজন করায়। এই দাসী ডাকিয়া আনিয়া দিবে তায়॥ এত শুনি ভাবি পৌর্ণমাসীর ভারতী। তথাস্তু বলিয়া রাধা দিলা অনু-মতি॥ তবে সেই দাসী গিয়া শ্রীমধুমঙ্গলে। পাঠাইয়া দিলা রাধিকার পূজা স্থলে॥ তাঁরে দেখি শ্রীরাধিকা সজলনয়নে। কহিতে লাগিলা কিছু গদ্গদ বচনে॥ বটুরাজ কহ নিজ সখার মঙ্গল। কেমন আছেন তিঁহ বলহ সকল॥

লঘু-ত্রিপদী। বটুরাজ কন, এথা আগমন, তোমার শ্রবণ করি। উদ্বেগসাগরে, উঠু ডুবু করে, কুল নাহি পান হরি॥ সেহ বার বার, ছাড়য়ে হুঙ্কার, দীঘল নিশ্বাস সনে। হাহা প্রিয়ে বলি, করয়ে বিকলী, জলঝরে দুনয়নে॥ যে বকুল বনে, তার তোমাসনে, প্রথমেতে হয় দেখা। তাহার মাঝার, যায় কতবার, নাহি হয় তার লেখা॥ তোমারে দেখিতে, যাব করি চিতে, রবির ভবনে যায়। দেখিতে না পাই, বসি সেই ঠাঁই, তব পথপানে চায়॥ কখনো আমারে, কহয়ে প্রিয়ারে, সখা দেখা একবার। কিশোরী না হেরি, প্রাণ দেহে মোর, রহিতে না পারি আর॥

পয়ার। কৃষ্ণের এ কথা শুনি বটরাজ মুখে। শ্রীরাধিকা ডুবি-লেন অতি ঘোর দুখে॥ অবিরল অশ্রুধারা বহয়ে নয়নে। নিস্মরণ নাহি হয় বচন বদনে॥ কিছুকাল পরে অল্প ধৈরয ধরিয়া। কহিতে লাগিলা তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ বটুরাজ এই সব তোমার বচন। প্রবেশিল হৃদি মোর বজ্জর যেমন॥ একে জ্বলিতেছে প্রাণ তাঁর অদ-র্শনে। তাহে পুনঃ দুখ শুনি বাঁচিব কেমনে॥ ধিক ধিক মোরে ধিক জীবনে আমার। যার লাগি দুখ পায় ব্রজেন্দ্র কুমার॥ কহিবে

তাঁহারে তুমি মোর দিব্য দিয়া। চিন্তা না করেন যেন আমার লাগিয়া॥ আছে এই নগরেতে অনেক অঙ্গনা। তাহে ক্রীড়া করি মনে করেন সান্তনা॥ আমি যদি কভু মুক্ত হই এ বিপদে। দর্শন করিব তবে পুনঃ তাঁর পদে॥ বটু কন আজ্ঞি করি ইহাই কামনা। কর তুমি ভক্তিভাবে সূর্য্য আরাধনা॥ তাঁর কৃপা হইলে সকল বিঘ্ন যাবে। পুনরপি শ্রীকৃষ্ণের দরশন পাবে॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা সেই কামনায়। সূর্য্যপূজা করিলেন ভকতি শ্রদ্ধায়॥ বটুরে দক্ষিণা দিলা যেই ইষ্ট তাঁর। শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া দিলা নানা উপহার॥ সেই সব দ্রব্য লয়ে শ্রীমধুমঙ্গল। কৃষ্ণ কাছে গিয়া বার্ত্তা কহিলা সকল॥ তাঁর মুখে শুনিয়া রাধার দুঃখ কথা। পাইলেন কৃষ্ণ বড় হৃদয়েতে ব্যথা॥ আনন্দও পাইলেন তিঁহ কিছু মনে। রাধিকা প্রেরিত উপহার দরশনে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াঃ শ্বশুরগৃহ প্রস্থান বর্ণন নাম অষ্টম উল্লাস॥ ৮॥

নবম উল্লাস।

পৌর্ণমাস্যুপদেশেন ধৃত্বাস্ত্রীবেশমদ্ভুতং।
যোঽচ্ছিনদ্রাধিকা দুঃখং সোঽস্মান শ্রীমাধবোঽবতু॥

পয়ার। শ্রীরাধা কৃষ্ণের দুখ জানি পরদিনে। পৌর্ণমাসী গেলা কৃষ্ণ নিকটে বিপিনে॥ নির্জ্জনেতে তাঁরে এক মন্ত্রণা কহিয়া। আপন কুটীরে পুনঃ গেলেন ফিরিয়া॥ তাঁর স্থানে পাইয়া রহস্য উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ করিলা তবে দিব্য নারী বেশ॥ প্রকাশ করিলা অঙ্গে হেন কান্তিচয়। দেখি মাত্র যাহা দেবী বলি বুদ্ধি হয়॥ পরে তিঁহ জটি-লার দ্বারেতে যাইয়া। ডাকিছেন পুনঃ পুনঃ জটিলা বলিয়া॥ জটিলা শুনিয়া তাঁর সুমধুর স্বর। নিকটে আইলা হয়ে সানন্দ অন্তর॥

সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁর বিস্ময় পাইয়া। কহিতেছে নিজ করযুগল যুড়িয়া॥ কে বট আপনি হও কাহার দুহিতা। কোন দেশে ঘর বট কাহার বনিতা॥ কি লাগিয়া করিতেছ মোর অন্বেষণ। কৃপা করি কর এ সকল আজ্ঞাপন॥ তোমার সৌন্দর্য্য দেখি মোর বুদ্ধি হয়। হইবে আপনি কোনো দেবতা নিশ্চয়॥ জটিলার এত বাণী করিয়া শ্রবণ। কহিছেন ভঙ্গী করি তাঁরে জনার্দ্দন॥ জটিলে তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। বটি আমি উত্তম দেবতা অসংশয়॥ দ্রোণ বসু মোর পিতা ধরা মাতা হয়। সুমতি বলিয়া মোরে সকলে ডাকয়॥ বিবাহেতে মোর [illegible] না হয় অন্তরে। এই লাগি পিতা তার চেষ্টা নাহি করে॥ সূর্য্যসুতা যমুনা আমার সহচরী। তাহারি নিকটে আমি সদা বাস করি॥ আজি আসি সূর্য্য মোর সহচরী পাশে। কহিলেন মোর প্রতি সুমধুর ভাষে॥ সে সকল কথা হবে কহিতে তোমারে। ডাক তুমি আপনার বান্ধব সভারে॥ তাহাতে কেবল নারী সকলে ডাকিবে। পুরুষ আসিতে এথা কেহ না পাইবে॥ বড় ভাগ্যবান হয় তোমার নন্দন। এক মাত্র তারেই করিবে আনয়ন॥ তোমার বধুরে ডাকি আনহ এস্থানে॥ আর তার সখী যে যে আছয়ে এখানে॥ পৌর্ণমাসী আর বৃন্দা দেবী দুই জনে। আনয়ন করহ ডাকিয়া এ ভবনে॥ হইবে তোমার আজি বড় শুভোদয়। অতএব ইহাতে বিলম্ব যোগ্য নয়॥ এত শুনি জটিলা বড়ই সুখি-চিত্ত। তাঁহারে আসন দিয়া চলিলা তুরিত॥ কহি কহি এই সব কথা সব জনে। ডাকি ডাকি আনিলেক সকলে ভবনে॥ পৌর্ণমাসী আগমন করিলা দেখিয়া। শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম কৈলা তাঁহারে উঠিয়া॥ তিঁহ আশী-র্ব্বাদ করি পুছেন তাঁহারে। সুমতি বলহ নিজ মঙ্গল আমারে॥ জনক জননী তব আছয়ে কুশলে। বিজয়া ভগিনী তব আছেন মঙ্গলে॥ কেমন আছেন তব প্রিয়া সহচরী। তপ করে যেই কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করি॥ অত্যন্ত দুর্লভ হয় তব দরশন। কি লাগিয়া এখানে করিলে আগমন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি যাদের কুশল। আপনি পুছিলে তারা

কুশলী সকল ॥ যে লাগিয়া আমি এথা কৈনু আগমন। তাহা কহি শুনহ সকলে এক মন ॥ আজি সূর্য্য আসি মোর সহচরী পাশে। মোর প্রতি কহিলেন সুমধুর ভাষে ॥ সুমতি এখনি তুমি আমার বচনে। গোকুলে গমন কর জটিলা ভবনে ॥ সেখানে যাইয়া তার বন্ধুগণে আনি। কহিবে সকলে আমি কহি যেই বাণী ॥

ত্রিপদী। ও জটিলে শ্রীরাধিকা, তব বধূ গুণাধিকা, সতী পতিব্রতা শুদ্ধমতি। সেহ মোর করে সেবা, তেঁই যত দেবী দেবা, সবে কহে ধন্য দিনপতি ॥ পতিব্রতা যে অঙ্গনা, তার পদধূলী কণা, মোরা (নিয়) করি মস্তকে ধারণ। রাধা পতিব্রতাবরা, সেহ মোর পূজাপরা, এই মোর ধন্যতা কারণ ॥ কিন্তু কল্য দিনে মোর, করিয়াছ তুমি ঘোর, তেমন সম্মান বিনাশন। সাক্ষাৎ থাকিতে মুই, পূজা করিয়াছ তুই, কলসে করয়ে আবাহন ॥ যে সন্দেহ করি তারে, গহনেতে যাইবারে, দাও নাই মিথ্যা সেই সব। তোমাদের শত্রুজন, করিয়াছে এ ঘটন, পরে তাহা হবে অনুভব ॥ কহি তোহে এইক্ষণে, পুত্র কন্যা ধন ধনে, যদি কিছু তব স্নেহ থাকে ॥ তবে প্রতি রবিবারে, গহনেতে যাইবারে, বারণ না করিবে রাধাকে ॥ পুত্রের অশুভ নাশ, ভূপতি ভবনে বাস, ভূপাদর যদি ইষ্ট হয়। তবে প্রতিদিন তারে, মোর পূজা করিবারে, পাঠাইবে গহনে নির্ভয় ॥ মোর ব্রত যেই ধরে, সে নারীকে স্পর্শ করে, যেইত পুরুষ কদাচিত। তার নানা বিঘ্ন হয়, আর সর্ব্ব শুভক্ষয়, অতএব নাহি হও ভীত ॥ কৃষ্ণ ব্রজরাজসুত, তেঁই তারে পুরুহুত, গোকুলে দিয়াছে রাজ্যভার। তব বধূ রাজসুতা, সর্ব্বলক্ষ্মী গুণযুতা, বৃন্দাবনে রাজ্য হবে তার ॥ মোর বাক্য পরমাণ, রাধিকারে রাজ্যস্নান, করাইবে শ্রীমতী সুমতি। অভিষেকে যে লাগিবে, তোরা তাহা আনি দিবে, সুমতির শুনিয়া ভারতী। রাধিকার সুমঙ্গল, অভিষেকে হবে ফল, যেই তাহা করহ শ্রবণ ॥ স্বামী চিরজীবি হবে, যশ ব্যাপিবেক ভবে, ভাণ্ডাগারে পূর্ণ হবে ধন ॥ এই কর্ম্ম করিবারে,

আপনার দুহিতারে, করিতাম আমিহ প্রেরণ। সে বংশীমোহন পতি, পাইবারে করি মতি, করিতেছে তপ আচরণ॥

পয়ার। এইত কহিনু আমি সূর্য্যের আদেশ। আমারো মুখেতে কিছু শুনহ বিশেষ॥ দেখিতেছি তোমার বধূর যে লক্ষণ। ইহাতে ঘটিতে নারে কখনো দূষণ॥ বড় ভাগ্যবান হয় সন্তান তোমার। যার বলে পাইয়াছে হেন দিব্য দার॥ রাধারে দেখিয়া হয় মনেতে বাসনা। পদধূলী লয়ে করি মস্তকে ধারণা॥ পতিব্রতা পদধূলী শিরে যে ধরয়। তার পাপ নাশ আর শুভোদয় হয়॥ দেবতা হইয়া কাজ ভাল করি নাই। দিবে না চরণধূলী শঙ্কা করি রাই॥ তোমা-দিগে করি আমি হিত উপদেশ। না করিহ ইহা প্রতি কেহ কভু দ্বেষ॥ যে করিবে ইহার মনের কোনো দুখ। না হইবে তার ইহ পরলোকে সুখ॥ শঙ্কা কর যেই শুনি শুকের বচন। তাহা যোগ্য নহে কহি তাহার কারণ॥ তোমাদের শত্রু কেহ শুকে শিখাইয়া। পাঠাইয়াছিল সেই ব্যাধ নারী দিয়া॥ সেই শুকে আনি তার ঘুচাও বন্ধন। দেখিতে পাইবে কোথা করয়ে গমন॥ বনচারী হয় তবে যাইবেক বনে। পালিত হইলে যাবে পালক ভবনে॥ এত শুনি জটিলা সে শুক আনিবারে। কহিল কটাক্ষ ভঙ্গী করি কুটিলারে॥ সেহ আনি শুকের বন্ধন ঘুচাইল। শুক উড়ি নগরের মাঝেই রহিল॥ কৃষ্ণ কন দেখ সবে শুকেরে চাহিয়া। জানাইল এহ নিজে পালিত বলিয়া॥ বৃন্দাবন-চারী এহ যদ্যপি হইত। তবে বৃন্দাবন পথে গমন করিত॥ অতএব শিক্ষিত শুকের শুনি কথা। মনে নাহি কর কেহ কোনমতে ব্যথা॥ এত শুনি জটিলার সুখ আর ভয়। এককালে হইতেছে উভয় উদয়॥ বধূর সৌভাগ্য শুনি সুখের প্রকাশ। তাঁহারে উদ্বেগ দিয়া হইতেছে ত্রাস॥ তবে সেহ সেই দুই ভাবাক্রান্ত মতি। কৃতাঞ্জলি হয়ে কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ সুমতি সূর্য্যের আর তোমার বচন। শুনিয়াই প্রায় শঙ্কা ত্যজিছিল মন॥ শুকের গমন পুনঃ দেখিয়া নগরে। নষ্ট হৈল শঙ্কা শেষে যে ছিল অন্তরে॥ এখন বধূর অভিষেকে যা যা চাই।

আজ্ঞা কর আহরণ করি তাই তাই॥ সুমতি কহেন স্বর্ণপীঠ এক খানি। সুবর্ণ কলস আন যমুনার পানি। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত কুসুম চন্দন। সর্ব্বৌষধি বহু-ছিদ্র-কলস নূতন॥ নবীন বসন আর নবীন ভূষণ। এই সব দ্রব্য শীঘ্রকর আহরণ॥ অভিমন্যু তুমি শীঘ্র যমুনা যাইয়া। মস্তকে করিয়া জল আনহ বহিয়া॥ এত শুনি অভিমন্যু মহাসুখী ভেল। কটিতে বসন বান্ধি কুম্ভ লয়ে গেল॥ এখানে জটিলা সব দ্রব্য আহরিল। হেনকালে জল লয়ে আয়ান আইল॥ পুষ্প মাঝে যত ছিল কুরু বক কুন্দ। তাহা বাছি দূরে ফেলি দিলেন মুকুন্দ॥ তাহা দেখি পূর্ণিমা করেন জিজ্ঞাসন। সুমতি এ পুষ্প দূরে ফেল কি কারণ॥ কৃষ্ণ কন যার নামে কু অক্ষর আছে। রহিতে না পারে সেহ এ কর্ম্মের কাছে॥ এত শুনিয়াও যবে না গেল কুটিলা। অভিমন্যু তবে কোপে কহিতে লাগিলা॥ কুটিলে বুঝিনু তুমি হও বড় খল। দেখিতে না পার তুমি মোদের মঙ্গল॥ তেঁই শুভ অভিষেকে বিঘ্ন করিবারে। এখনো রয়েছ তুমি এ গৃহ মাঝারে॥ এত শুনি কান্দি কান্দি চলয়ে কুটিলা। তার প্রতি বংশীধারী কহিতে লাগিলা॥ কুটিলে করিয়াছিলে রাধার বিগান। সেই লাগি পাইলে এতেক অপমান॥ আর কভু না করিহ সতীর নিন্দন। দূরে থাকি কর অভিষেক নিরীক্ষণ॥ এত কহি হাসি হাসি অভিমন্যু প্রতি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর ভারতী॥ শুন তুমি আমার বচন ভাগ্যবান॥ এথা আর যোগ্য নহে তব অবস্থান॥ অভিষেক কালে যদি পুরুষ থাকয়। তবে রমণীর বড় লাজ উপজয়॥ অতএব তুমি বসি থাক গিয়া দ্বারে। এথা কোনো পুরুষে না দিও আসিবারে॥ তবে অভিমন্যু গেল যে আজ্ঞা বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাধিকারে সম্বোধিয়া॥ পতিব্রতে একবার বৈসহ আসনে। রাজ্য অভিষেক করি তোহে বৃন্দাবনে॥ তাহা শুনি রাধা কৃষ্ণ বিয়োগে কাতর। বসিবারে নাহি যান আসন উপর॥ পূর্ণিমা কহেন রাধা বৈসহ আসনে। হইবে কুশল বড় এ অভি-

ষেচনে ॥ পৌর্ণমাসী আজ্ঞা শুনি ললিতা সুন্দরী। বসাইলা আসনে রাধারে করে ধরি ॥ তবে কৃষ্ণ পঞ্চগব্য প্রভৃতি যতেক। দ্রব্য দিয়া সাজাইল কলস অনেক ॥ তার পর কহিতে লাগিলা পূর্ণিমায়। আগে অভিষেক কর আপনি রাধায় ॥

ষোড়শাক্ষরী মল্লঝাঁপ। তবে পৌর্ণমাসী, সুখরাসি, নিমগ্ন মানস। উঠি অতি তুর্ণ, জল পূর্ণ, লইয়া কলস ॥ তবে নানামত, বাদ্য যত, রমণী বাজায়। উলু উলু রব, অবস্তব, দশদিক ছায় ॥ পৌর্ণমাসী পরে, রাই শিরে, ঢালিলা জীবন। তবে নিজে হরি, কুম্ভ ধরি, করেন সেচন ॥ সেই অভিষেক, অতিরেক, শোভিত হইল। যেন শ্রীলক্ষ্মীর, সিন্ধুতীর স্থলে হয়ে ছিল ॥ সেথা দিক করি, শুণ্ডে ধরি, কনক গাগরী। ঢালি ছিল নীর, শ্রীদেবীর, মস্তক উপরি ॥ এথা কৃষ্ণ ভুজ, মহাগজ-শুণ্ডা সম হয় ॥ আর শ্রীরাধার, কমলার, তুল্যতা ঘটয় ॥ যমুনার বারি, কেশোপরি, তেন শোভা করে। যেন মেঘ লেখা, দেয় দেখা, অন্য মেঘোপরে ॥ পরে সুখে আসি, জল রাশি, পীতবর্ণ হয়। অতি তেজস্বির, সঙ্গে নীর, তেনই ভাসয় ॥ পরে কুচ শির, কাঁচুলীর, উপরি সে জল। পরি পুনর্ব্বার, আপনার, বর্ণে ঝলমল ॥ ছাড়ি কুচগিরি, উরুপরি, সে বারি পড়য়। তাহা নিরখিয়া, কৃষ্ণ হিয়া, বড় সুখী হয় ॥ একি চমৎকার, রাধিকার, অঙ্গে পরে জল। কিন্তু পরিপাটী, কৃষ্ট শাটী, ভিজিল সকল ॥ অদভুত আর, শ্রীরাধার, হইতেছে স্নান। কিন্তু দামোদর, কলেবর, হয় কম্পমান ॥ পরে শ্রীবৃন্দায়, নটবায়, কৈলা আজ্ঞাপন। তিঁহ প্রীতি করি, কুম্ভ ধরি, করিলা সেচন ॥ তবে সুখী মন, সখীগণ, প্রত্যেক প্রত্যেক। তারা কীর্ত্তিদার, দুহিতার কৈলা অভিষেক ॥ পুনঃ নিজে হরি, কুম্ভ ধরি, সে সহস্র ধার। কৈলা অভিষেক, অতিরেক, সুখে রাধিকার ॥ পরে এই ক্রিয়া, সমাপিয়া, শ্রীবংশীমোহন। সেই জটিলারে, কহিবারে, কৈলা আরম্ভণ।

পয়ার। এই শুভ অভিষেক রাধার হইল। বৃন্দাবনে শ্বরী নাম ইহার রহিল॥ এই নাম বলি যেহ ইঁহারে ডাকিবে। তার সর্ব্ব মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে। এক্ষণ তোমারা যত প্রামাণিক জন। নিজ নিজ স্থানে করহ গমন॥ সখী সব নিজগৃহে লইয়া রাধারে। ভূষিত করুক নব বস্ত্র অলঙ্কারে॥ আজিকার রজনীতে সখীগণ সনে। রহিতে হইবে রাধিকারে জাগরণে॥ দ্বারেতে কপাট দিয়া ইহারা রহিবে। অন্য কেহ এখানে আসিতে না পাইবে॥ আমিহ এক্ষণ সূর্য্য নিকটে যাইব। সব কথা কহি তাঁরে সখীরে মিলিব॥ এত শুনি নিজ কর যুগল জুড়িয়া। জটিলা কহেন কৃষ্ণে বিনয় করিয়া॥ দেবকন্যে আজিকার দিবস রজনী। কৃপা করি এই স্থানে থাকহ আপনি॥ করিতে হইবে যে যে মঙ্গল আচার। করাইবে সে সকল শাস্ত্র অনুসার॥ আর এক কথা পুছি আমিহ তোমারে। আজি রাধা যাবে কিনা সূর্য্য পূজিবারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি যাইব এক্ষণ সন্ধ্যাকালে পুনশ্চ করিব আগমন॥ আজি শ্রীরাধিকা সূর্য্য পূজন করিতে। কোনোমতে না পারেন গহনে যাইতে॥ এ কথা করিব আমি সূর্য্যে নিবেদন। তার লাগি তুমি নাহি করিবে চিন্তন॥ এত কহি পূর্ণিমারে অগ্রেতে করিয়া। বাহির হইলা কৃষ্ণ সকলে লইয়া॥ অভিমন্যু তাঁহারে করিলা পরণাম। কহিতে লাগিলা তার প্রতি ঘন-শ্যাম॥ ভাগ্যবানঅভিষেক হইল রাধার। এক্ষণ যাইব আমি কার্য্যেআপনার তুমি সাবধান হয়ে বসি রহ দ্বারে। কাহাকেও না দিয় বাটীতে যাইবারে॥ আমি সন্ধ্যাকালে পুনঃ এখানে আসিব। আছে যে মঙ্গলা-চার সে সব করিব॥ এত কহি চলিলেন পৌর্ণমাসী সনে। আর সব জন গেল স্ব স্ব নিকেতনে॥ কৃষ্ণ কিছু দূরে গিয়া সে সব ছাড়িয়া আপন ভবনে গেলা স্ববেশ ধরিয়া॥ রজনীতে ধরি পুন সেই নারী বেশ। জটিলার বাটিতে করিল পরবেশ॥ অভিমন্যু বসি আছে আপন দুয়ারে। তাহারে কহিয়া গেলা বাটীর মাঝারে॥ দূর হৈতে তাঁরে দেখি ভকতি করিয়া। দাঁড়াইলা সখীসনে রাধিকা উঠিয়া॥ বসি-

বারে উত্তম আসন দেয়াইলা। তাহে বসি তিঁহ কহিবারে আরম্ভিলা বৃন্দাবনেশ্বরি তুমি হও মহাসতী। মোর প্রতি না করিবে এমত ভকতি আপন সখীর তুল্য করিবে প্রণয়। তবেই আমার হবে বড় সুখোদয়॥ রাধিকা কহেন যদি হলে সহচরী। তবে তোহে এক কথা আমি প্রশ্ন করি॥ দেখিতেছি হইয়াছে তোমার যৌবন। বিবাহ না কর তভু কিসের কারণ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি এ বড় রহস্য। কিন্তু তোমা সকলেরে কহিব অবশ্য॥ সুন্দর পুরুষ আছে যত ত্রিভুবনে। তার মধ্যে কেহ নাহি লাগে মোর মনে॥ এক মাত্র নন্দপুত্র মোর ইষ্ট বর। সেহ মোর প্রতি নাহি করয়ে আদর॥ তব রূপ গুণ প্রেমে সেহ বিমোহিত। অন্য নারী প্রতি তার নাহি ধায় চিত॥ এত শুনি রাধিকা হইলা সুখী মতি। বিশাখা হাসিয়া কন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুমতী করিলে যদি সখী মোসবারে॥ তব যোগ্য হয় সব কথা কহিকহ রাধিকার অভিষেক কালে তব। হয়েছিল কেন স্বেদ কম্প অসম্ভব॥ আর কহ রাধিকার চরিত্র জানিয়া। পতিব্রতা কহিলে ইহারে কি করিয়া॥ সূর্য্য বা রাধার গুণ দেখিয়া নয়নে। পতিব্রতা কহিলেন ইহারে কেমনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি শুনহ বচন। আমার হইল স্বেদ কম্প যে কারণ॥ আদ্রপটে আচ্ছাদিত রাধিকার স্তন। দেখি হৈল কৃষ্ণ কর সৌভাগ্য স্মরণ॥ এই স্তনোপরি তার কর শোভা হয়। ইহাই ভাবিয়া হৈল স্বেদ কম্পোদয়॥ আর যে পুছিলে শুন উত্তর তাহার। গোপীদের সত্যপতি শ্রীনন্দ কুমার॥ যেহেতুক তাহা বিনে ইহাদের মন। নিজ নিজ পতি প্রতি করে না গমন॥ তবে যে অন্যের সঙ্গে হইয়াছে বিয়া। সে কেবল ঔপপত্য রসের লাগিয়া॥ অতএব মোর আর সূর্য্যের বচন। মিথ্যা বলি না করিহ কদাচ ভাবন॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বড় সুখী মন। কহিছেন তাঁর প্রতি হসিত বদন॥ সখি হৃদয়ের কথা করিয়া প্রকাশ। করিলে বড়ই তুমি আনন্দ উল্লাস॥ অতএব মোর কাছে কর আগমন করিব তোমার সনে প্রেম আলিঙ্গন॥ এত কহি শ্রীরাধিকা বাহু

পসারিয়া। শ্রীকৃষ্ণেরে কোলে নিলা রমণী বলিয়া॥ অঙ্গ পরশিয়া নিজ নাথ বলি জানি। আনন্দেতে জড়িতা হইলা ঠাকুরাণী॥ তবে তিঁহ মনে মনে করেন ভাবনা। একি হয় অনুকুল বিধির ঘটনা॥ যার লাগি হয়েছিনু অত্যন্ত কাতর। একি এই সেই বন্ধ রসিক শেখর কিবা অদভুত গুণ ভাস্কর পূজার। অতি শীঘ্র প্রকাশ হই ফল যার কিন্তু নিজে করিলাম কৃষ্ণে আলিঙ্গন। জানিলে হাসিবে এই সব সখীজন॥ অতএব এক ছল প্রকাশ করিব। ইহা সকলেও নাথে কোল দেয়াইব॥ আমারো আছয়ে মনে এ বিষয়ে রঙ্গ। সখী সক লেরে করাইব কৃষ্ণ সঙ্গ॥ এইরূপ শ্রীরাধিকা করেন ভাবন। তাঁহারে জড়িত দেখি শ্রীললিতা কন॥ রাই কেন রহিয়াছ নিশ্চেষ্ট হইয়া। বুঝি সুমতির অঙ্গ পরশ পাইয়া॥ রাধিকা কহেন তোর কথা মিছা নয়। দেবতার অঙ্গ সঙ্গ বড় সুখ হয়॥ তোরাও সকলে দেখ করি আলিঙ্গন। জানিতে পারিবে যেন ইহার স্পর্শন॥ এত কহি তিঁহ বাহু ঘুচাইয়া নিলা। তবে শ্রীললিতা দেবী কৃষ্টে কোল দিলা॥ হরি আলিঙ্গনে সুখ তাঁর যোগ্য নয়। অতএব দেবী ভ্রম নিবৃত্তি না হয়॥ এইরূপে আর আর সখী সাত জন। করিলেন শ্রীকৃষ্ণেরে ক্রমে আলিঙ্গন॥ তবে শ্রীরাধিকা কন সহচরী-গণে। করিতেছি আমি এক পরামর্শ মনে॥ সুমতির কর বেশ তোমরা নূতন॥ নিরখিয়া যমুনা হবেন সুখী মন॥ তবে তাঁরা আনি দিব্য বনন ভূষণ। কৃষ্ণের করিতে চান বেশ বিরচন॥ শ্রীহরি কহেন মোর আছে দিব্য বেশ। আর কেন ইহা লাগি তোরা পাবে ক্লেশ॥ বরঞ্চ রাধার কর বেশ পরিষ্কার। হউক দেখিয়া সুখী নয়ন সবার॥ রাধিকা কহেন যদি মোর সুখ চাও। সখী সব তবে তোরা ইহারে সাজাও॥ এত শুনি সখী সব বেড়ি দামোদরে। বেশ করিবার লাগি ঘুচাল অম্বরে॥ করিলা যখন তারা কঞ্চুক কর্ষন। পড়িল কল্পিত স্তন ভূতলে তখন॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হাসিতে লাগিলা। হরি বলি সখী সব তখন জানিলা॥ কহিছেন তাঁরা সবে

প্রণয় কুপিত। রাই জানিলাম মোরা তোমার চরিত ॥ তুমি হও শঠমতি অতি দুরাচার। বিনাশিলে পতিব্রতা ধর্ম্ম মোসবার ॥ বুঝি আমাদিগে নিজ সমান করিতে। করেছিলে এই যুক্তি ইহার সহিতে। পূর্ণ হৈল মনোরথ যে ছিল তোমার। মোরা ঘরে যাই এথা না রহিব আর ॥ এই ছল করি তাঁরা গেলেন বাহিরে। শ্রীরাধা কহেন তবে কৃষ্ণে ধীরে২ ॥ প্রাণনাথ পুনঃ দেখা পাইব তোমার। ইহা বলি মনে আশা ছিল না আমার ॥ তুমি হও রসিক-শেখর দয়াময়। তেঁই দেখা দিলে আসি আমার আলয় ॥ তোমারে পাইয়া গেল বিরহ-বেদন। হইতেছে আর দুখ আমার এখন ॥ চাহিলে যে মোর পদ-ধূলী লইবারে। সেই কথা এবে দুখ দিতেছে আমারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এইত মন্ত্রণ। করিছিলা পৌর্ণমাসী মোরে আজ্ঞাপন ॥ তাঁর করুণায় আমি পাইনু তোমায়। অতএব বিক্রীত হয়েছি তার পায় ॥ চাহিছিনু তব পদধুলী যে লইতে। তাহাতে তুমিহ দুখ নাহি কর চিতে ॥ সে কেবল হয় শুদ্ধ প্রেমের বিকার। শিব যেন বুকে পদ ধরেন শ্যামার ॥ রাধিকা কহেন বন্ধু অমার লাগিয়া। পাইলা যন্ত্রণা কত স্ত্রীবেশ ধরিয়া ॥ ধন্য ধন্য ধন্য তব বেশ বিরচন। যাহা দেখি লখিতে নারিল কোনো জন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি তোহে পাই প্রিয়ে। তবে আমি দুঃখ সুখ বলিয়া মানিয়ে ॥ দেখিতে না পাই যদি তব এই মুখ। তবে মানি মহাসুখেরেও মহাদুখ ॥ এত কহি বার বার করেন চুম্বন। দুই বাহু পসারিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ তবে কামকেলি অভিলাষ করি মনে ॥ শয়ন করিলা দোহে বিচিত্র শয়নে ॥ সেই মহানন্দে সেই রজনী বহিল। সখী সব কাছে আসি কহিতে লাগিল ॥ রাই ভাল হইয়াছে নিশা জাগরণ। বাহিরেতে আগমন করহ এক্ষণ ॥ সুমতিরে নিজস্থানে করহ বিদায়। অরুণ উদয়ে পূর্ব্বদিক শোভা পায় ॥ এত শুনি রাধা কৃষ্ণ বাহিরে আইলা। তবে কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ স্ত্রীবেশ করিলা ॥ দ্বারেতে যাইয়া কন অভিমন্যু প্রতি। ভাগ্যবান্ যাহ নিজ কর্ম্মেতে সংপ্রতি ॥ পূর্ণ হৈল ছিল যেই মঙ্গল

আচার। এখন ছাড়িয়া দেহ সব জনে দ্বার॥ আমিহ যাইব এবে সহচরী স্থান॥ করিবেন ভব শুভ সূর্য্য ভগবান॥ অভিমন্যু কহে দেবি কৃপা করি মনে। মধ্যে মধ্যে আসিবেন আমার ভবনে॥ এত শুনি বংশীধারী সুখিত অন্তরে। তথাস্তু বলিয়া গেলা আপনার ঘরে। শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়া বৃন্দাবন-রাজ্যাভিষেক বর্ণনো নাম নবম উল্লাসঃ।

দশম উল্লাস।

চন্দ্রাবলীশুকোক্তেন শ্লোকেন রুষিতামুনা।
প্রসাদিতা কপটতো যেন তং মাধবং ভজে॥

পয়ার। পৌর্ণমাসী মন্ত্রণায় উদ্বেগ বিহীন। সূর্য্য পূজিবারে রাধা যান প্রতিদিন॥ সেখানে কৃষ্ণের সনে হাস পরিহাস॥ প্রতিদিন মনসুখে করেন বিলাস॥ আর এক কথা শুন সর্ব্ব সাধুজন। রাধার মহিমা যাহে হবে প্রকাশন॥ সেই শুকে কুটিলা যখন ছাড়ি দিল। সেহ উড়ি যাই পদ্মা গৃহ প্রবেশিল॥ সেই সেই শুকে রাখি স্বর্ণপিঞ্জরায়। চন্দ্রাবলী কাছে গেল করে লয়ে তায়॥ চন্দ্রাবলী শুক দেখি পুছেন পদ্মায়। প্রিয়সখি এই শুকে পাইলে কোথায়॥ পদ্মা কন শুন আগে ইহার পঠন। পরেতে করিব সব কথা বিবরণ॥ এত শুনি পিঁজরা হইয়া চন্দ্রাবলী। পড় পড় বলিছেন মহা কুতুহলী সেহ শুক করিয়াছে যে শ্লোক অভ্যাস। পড়িতে লাগিল তাহা করিয়া

প্রকাশ॥ রাধে কৃষ্ণ নিকটে যাইতে কিবা ডর। এই তব আজ্ঞাকরী রসিকশেখর॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী হয়ে দুখী মন। করিতে লাগিলা পদ্মা প্রতি জিজ্ঞাসন॥ প্রিয়সখি এই সুক পাখি যাহা রটে। মোর দিব্য তোরে কহ একি সত্য বটে॥ সত্য বলি বোধ করে হৃদয় আমার। যেহেতুক প্রেমের নূন্যতা দেখি তার॥ দেখ আগে প্রায় নিতি হইত দর্শন। হইয়াছে তাহা বড় দুর্লভ এখন॥ পদ্মা কহিছেন সখি ইহা মিথ্যা নহে। প্রায় ব্রজে অনেক লোকেই ইহা কহে। তথাপি নিশ্চয় না পারিয়া জানিবারে। কহি নাই কোন কথা আমরা তোমারে। এক দিন রাধা গৃহে থাকিয়া নাগর। নিশাশেষে গমন করয়ে নিজঘর॥ হেনকালে মোর সনে হইল দর্শন। পূছিলাম হয়েছিল কোথায় গমন॥ কহিল আমারে সেহ গিয়াছিনু বনে। হারায়েছে এক গাভী তার অন্বেষণে॥ তাহা শুনি না হইল আমার প্রত্যয়। গাভী অন্বেষণ কাল যেহেতু সে নয়॥ আর অতি ত্বরাতেই করিল গমন। এই লাগি বিতর্ক করিল মোর মন॥ রাধিকার উপভোগ চিহ্ন ঢাকিবারে। পলাইল এই তম থাকিতে আগারে॥ অতএব তার প্রেম জানি রাধিকায়। করিনু মন্ত্রণা এক শৈবায় আমায়॥ এই শুকে এই শ্লোক শিক্ষা করাইয়া। কুটিলার কাছে দিয়াছিনু পাঠাইয়া সেহ ইহা সুনাইয়া আপনমাতারে॥ আনায়েছে রাধিকায় ভ্রাতার আগারে॥ সুনিয়াছি নাহি দেয় বাহিরে যাইতে। পাইবে ইহার পরে কৃষ্ণেরে দেখিতে॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে তোমার মন্ত্রণা। ব্যর্থ হইয়াছে বুঝি তুমি তা জাননা॥ বরঞ্চ হয়েছে তাহা রাধিকার হিত। যাহে নিত্য দেখা হবে কৃষ্ণের সহিত॥ পদ্মা পুনঃ কন সেহ আইলে এখানে। না চহিও প্রসন্ন নয়নে তার পানে॥ না কহিহ তার সনে প্রিয় আলাপন। জানিতে হইবে তার হৃদয় কেমন॥ এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিশা আরম্ভ সময়॥ বটুরে কহেন কিছু উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ সখা কয়দিন চন্দ্রাবলী না দেখিয়া। উৎকণ্ঠিত হইতেছে বড় মোর হিয়া॥ অতএব চল আজি যাব তার ঘরে। তাহার লাগিয়া মন ধৈরজ না

ধরে ॥ শ্রীমধুমঙ্গল কন জানি তব মন। রাধারে পাইলে অন্যে না করে গমন ॥ তবে কেন আজি চন্দ্রাবলীরে দেখিতে ॥ অধিক উৎকণ্ঠা তব হইয়েছে চিতে ॥ শ্রীকৃষ্ট কহেন সখা ইহা সত্য হয়। রাধিকার প্রেমে আমি বশ অতিশয় ॥ তভু প্রেমবতী নারী উপেক্ষা করিতে। কখনো বাসনা মোর নাহি হয় চিতে ॥ সেহ চন্দ্রাবলী হয় বড় প্রেম-বতী। অতএব যাব আজি তাহার বসতি ॥ এত কহি সেই বটুরাজে সঙ্গে করি। চন্দ্রাবলী গৃহে অভিশার কৈলা হরি ॥ তাঁরে দেখি চন্দ্রা-বলী আসন ছাড়িয়া। দাঁড়াইলা কিছু দূরদেশেতে যাইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ট কহেন প্রিয়ে বৈসহ আসনে। একা বসিবারে ইচ্ছা নহে মোরমনে। সোমাভা কহেন আমি আছি আজি ব্রতে। না ছুইব কোনহ পুরুষে কোনমতে ॥ অতএব একা তুমি বৈসহ আসনে। দূরে থাকি আমি শোভা দেখি যে নয়নে ॥ এত শুনি তাঁহারে মানিনী বলি জানি। কহিতে লাগিলা বংশীধারী কিছু বাণী ॥ প্রাণপ্রিয়ে যদি তুমি ব্রতিনী হইতে। তবে চন্দ্রবদনে তাম্বুলনাহি দিতে ॥ পদ্মা কনযারা করে সূর্য্য আরাধন ॥ তাহারাই নাহি করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥ ভদ্রকালী আজ্ঞা দিয়াছেন মোস-বারে। আপনার প্রসাদ তাম্বুল খাইবারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কালী কৃপ্যাময়ী হন। ব্রতের বৈগুণ্য নাহি করেন গ্রহণ ॥ অতএব মোর সঙ্গে বসিলে আসনে। না হইবে কিছুমাত্র ক্রোধ তাঁর মনে ॥ চন্দ্রাবলী কন আমি নিকটে তোমার। বসিলে কি বৃদ্ধি হবে তোমার সোভার ॥ যাহারা বসিলে কাছে লাবণ্য বাড়য়। তাদিগেই একা সনে বসাইতে হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তুমি চন্দ্রাবলী। তব সঙ্গে শোভা কেন না হইবে বলি ॥ গণ্ডচন্দ্র মুখচন্দ্র নখচন্দ্র মালা। সত্য চন্দ্রাবলী তুমি লোকে কর আলা ॥ একচন্দ্র সঙ্গে শোভে সকলসংসার। চন্দ্রাবলী সঙ্গে শোভা বাড়িবেআমার ॥ কহিলে আমার নিকটে ॥ যেআরকথা সে আশ্চর্য্য বটে। তোমরা সকলে এস বুঝিলাম এথা আসি নাই দিন কয়। এই লাগি হইয়াছে তোমার সংশয় ॥ সে সংশয় মিথ্যা বলি মানি। যেহেতুক তোমা বিনা আমিনাহি জানি ॥

এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের বয়ানে। চন্দ্রাবলী চাহিতে লাগিল পদ্মা-পানে॥ তিঁহ সেই শুকেরে কহেন বল বল। পড়িতে লাগিল সেহ শ্লোক অবিকল॥ রাধে কৃষ্ণ নিকটে যাইতে কিবা ডর। এহ তব আজ্ঞাকারী রসিক-শেখর॥ রাধানাম শুনি পুলকিত হৈলা হরি। সখীরে দেখান পদ্মা নেত্র ভঙ্গী করি॥ তাহা দেখি চন্দ্রাবলী বড় দুখি মন। নিশ্বাস ছাড়িয়া অধ করিলা বদন॥ কহিতে নারেন কিছু শ্রীকৃষ্ণ লজ্জায়। তাহা দেখি কহিতে লাগিলা বটু রায়॥ চন্দ্রাবলি সখারে দেখিয়া পুলকিত। নহও ইহার প্রতি তুমিহ কুপিত॥ শুকের অভ্যাস শক্তি করি নিরীক্ষণ। হইয়াছে এহ বড় সবিস্ময় মন॥ শিখা-য়েছে পদ্মা যাহা শিখায়াছে তাই। ইহাই দেখিয়া পুলকিত মোর ভাই॥ সেইত বিস্ময়ে রোধ হইয়াছে বাণী। তেঁই কিছু কহিতে না পারে বেণুপাতি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা বুঝিলাম আমি। তুমিহ সর্ব্বজ্ঞ বট যেন অন্তর্য্যামী॥ অন্যথা ভবানা করি আমি যাহা মনে। জানিতে পারিলে তাহা তুমিহ কেমনে॥ বটুবাক্য শুনিয়া ভাবেন চন্দ্রাবলী। ইহারে এ সব কথা দিল কেবা বলি॥ বটুরে কহেন পদ্মা কর্কশ বচনে। আমি শিখাইনু তুমি জানিসে কেমন॥ রাধার সখীরা সঙ্গে করয়ে কৌতুক॥ তাহাদেরি স্থানে শিখিয়াছে এই শুক॥ এত শুনি বটুরাজ বলেন বচন। শুন শুন পদ্মা তুমি তার বিবরণ॥

ত্রিপদী॥ এই শুক পাখিছায়, দিয়াছিল কুটিলায়, ব্যাধজাতি নারী এক জন। সেহ শুনি শুক কথা, পাইয়া মনেতে ব্যথা, জটিলারে করালে শ্রবণ॥ সেহ শুনি এই শ্লোক, পাঠাইয়া নিজ লোক, ডাকি আনাইয়া স্বকুমারে। এই শ্লোক শুনাইয়া নানামত গালি দিয়া, পাঠাইল আনিত রাধারে॥ ঘরে আনি রাধিকায় রোধকরি ছিল প্রায়, নাহি দিত বাহির হইতে। পুজিবারে দিনকরে, গহনে তাঁহার ঘরে, রবিবারে না দিত যাইতে॥ তবে ক্রুদ্ধ শ্রীতপন, পাঠাইলা এক জন, দেবনারী সুমতি আখ্যান। সে কহিলেক আসি, শুক নহে বন বাসী, কাহারো পালিত এহ জান॥ শুনিয়া ইহার কথা, রাধিকারে

দাও ব্যথা, এত বড় অনুচিত হয়। রাধাসতী পতিব্রতা, সূর্য্যের পুজনে রতা, কোনো দোষ ইহাতে না রয়। বন্ধন খুলিয়া দাও সবে শুক প্যানে চাও, কোনদিকে করয়ে গমন। বনবাসী যদি হয়, বনে যাবে অসংশয়, ইতরথা পালক ভবন॥ এত কহি ছাড়ি দিল, সে আসি প্রবেশিল তোমাদের বসতি মাঝার॥ সেই শুক এই হয়; তোমার করেতে রয়, তেঁই কহি শিক্ষিত তোমার॥ কিশোরীর অপকার করি বারে এই ছার, কর্ম্ম তুমি বিরচিয়া ছিলে॥ তাহে ভাল হৈল তার, বৃন্দাবনে রাজ্য ভার, প্যাইয়াছে জানিবে শুনিলে॥

পয়ার। এতশুনি পদ্মারোষে অরুণ নয়ন। কহিছেন বটু প্রতি কর্কশ বচন॥ মূর্খ বুঝি পাইয়াছ তাহাদের ঠাঁই। নানা মত খাদ্য যাহা কভু দেখ নাই॥ সেই লাগি কহিতেছ এই কটু বাণী। তোমার স্বভাব যেন তাহা আমি জানি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন পদ্মে নাহি কর রোষ থাকিবেকইহাতে তোমারো কিছু দোষ॥ শুকপাখী না শুনিলে কাহারো বদনে॥ অভ্যাস করিবে এই শ্লোকেরে কেকনে॥ অন্য মুখে স্নুনিবার নয়। যেহেতুক এই কথা অতি মিথ্যা হয়॥ তোমারো কলহে কিছু পিরিতি আছয়॥ অতএব তোমাতেই সম্ভাবনা হয়॥ যা হৌক বিচারে তার নাহি প্রয়োজন। বলহ প্রিয়ারে ক্রোধ করিতে বর্জ্জন॥ আমি হই তোমার সখীর অনুগত। ইথে কদাচিতো নাহি জান অন্য মত॥ তোমার সখীরে যবে না পাই দেখিতে। রাধা বিনে তবে মোর নাহি ভায় চিতে॥ এতেক পর্য্যন্ত কহি সংভ্রান্ত হইয়া। কহি- ছেন পুনর্ব্বার বিনয় করিয়া॥ রাধা নহে রাধা নহে কহিয়াছি ভ্রমে। বাধা জান বাধা জান সখি প্রিয়তমে॥ তোমার সখীর যবে অদর্শন হয়। পীড়া বিনে অন্য মনে না করে উদয়॥ পদ্মা কন চন্দ্রাবলি বুঝি ঘুমায়েছ। হেন বাণী শুনিয়া যে স্থির হয়ে আছ॥ সোমাভা কহেন সখি নিদ্রা নাহি হয়। কিন্তু সুখে জড়িত হয়েছে অঙ্গচয়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কেমন এ কাল। যাহাতে হইল ভ্রম তোমারে বিশাল॥ দুঃখ উচ্চারিতে সুখেউচ্চারিলে যায়। মোর পীড়া শুনি সুখ ভায় কি

তোমায় ॥ অতএব মোর যেন হইয়াছে ভ্রম। তোমারো হইল তেন কি কাল বিভ্রম ॥ সোমাভা কহেন মোর ভ্রম কি দেখিলে। কার সুখ নাহি হয় সুবর্ণ পাইলে ॥ দুই সুকর্ণেতে মোর পুরাইলে কাল। ইথে না হইবে কেন আনন্দের ভাল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে সুবর্ণ এ নয়। অতএব দুঃখবাচী এই বর্ণদ্বয় ॥ ইহা শুনি হবে কেন তব সুখোদয়। ভ্রমেতেই কহিয়াছ এইত নিশ্চয় ॥ পদ্মাকন তব এই বচন তেমন। সূর্য্য ঢাকিবারে যেন কর প্রসারণ ॥ সত্য কথা কহি দিয়াছেন সবস্বতী। তুমি কেন কহ আর তাহে অন্য গতি ॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী নিকটে যাইয়া ॥ কহিছেন তারে কৃষ্ণ বিনয় করিয়া ॥ প্রাণপ্রিয়ে তুমি সত্য চন্দ্রাবলী বট। শীতল স্বভাব তাপ কর নট ॥ আজি যেন মোর প্রতি হৈলে বিপরীত। করিতে না পারি তাহা ভাবিয়া নিশ্চিত ॥ যে হৌক সে আমি বড় যতন করিয়া ॥ আনিয়াছি এই পুষ্প মালিকা গাথিয়া ॥ সাধ আছে পরাইব তোমার গলায়। দিতে নাহি পারি অনুমতি অপেক্ষায় ॥ সোমাভা কহেন পূর্ব্বে কহিয়াছি তোহে। আজি ব্রতে আছি মালা নাহি দাও মোহে ॥ আর শুন এই মালা তোমার গ্রন্থিত। ইহা দিতে আমি নহি পাত্র সমুচিত ॥ বটু কন চন্দ্রাবলি পদ্মার শিক্ষায়। কালাচান্দে উপেক্ষা করিতে না যুয়ায় ॥ যা বিনে না বাঁচি সেহ করিলেও দোষ উচিত না হয় তারে করিবারে রোষ ॥ অগ্নি যদি কভু করে নগর দহন। তাহারে উপেক্ষা করে তভু কোন জন ॥ সোমাভা কহেন বটু তব এই বাণী। অতি সমুচিত বলি আমি মনে মানি ॥ শীতাদি পীড়িত যেহ সেই অগ্নি চায়। পিত্ত দগ্ধ জনের কি কার্য্য রাছে তায় ॥ তেন মোরা নিজ দুখে পীড়িত নিতান্ত। কি হইবে ইহারে সেবিলে তাহা শান্ত ॥ তবে সোমাভার মানে দৃঢ় করি জনি। শ্রীমধুমঙ্গলে কহিছেন বেণুপাণি ॥ সখে শৈব্যা করুণা করেন মোর প্রতি। চল তাঁরে ডাকিয়া আনিব শীঘ্রগতি ॥ তিঁহ আসি বুঝাইয়া নিজ বয়স্যায়। করাইবা অবশ্যই করুণা আমায় ॥ এত কহি বটু সনে যাইয়া বাহিরে

কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে ॥ সখা আমি শৈব্যার সমান বেশ ধরি। চন্দ্রাবলী নিকটেতে পুনঃ যাত্রা করি ॥ তুমি শৈব্যা নিকটেতে করহ গমন। মোর অন্বেষণ ছল করি প্রকাশন ॥ যদি চন্দ্রাবলী গৃহে সে আসিতে চায়। কোনো ভঙ্গী করি না আসিতে দিবে তায় ॥ এত কহি বিদায় করিয়া দ্বিজবরে। শৈব্যা বেশে নিজে গেলা চন্দ্রাবলী ঘরে॥ নিকটে যাইয়া কৃষ্ণ পুছেন তাঁহারে। বিরস বদন কেন দেখিয়ে তোমারে॥ দেখিয়া তোমারে মোর হেন হয় বোধ। করিয়াছ তুমি কার প্রতি ক্রোধ॥ চন্দ্রাবলী কহিছেন তাই সত্য বটে। আসিছিল কালাচান্দ তোমার নিকটে॥ শুকপক্ষি মুখেতে শুনিয়া তার দোষ। হইয়াছে তার প্রতি মোর বড় রোষ॥ বসি নাই আমি তার সঙ্গে একাসনে। করি নাই প্রিয়সম্ভাষণ তার সনে॥ সেহ সেই লাগি তোরে গিয়াছে ডাকিতে। মোর মান ভাঙ্গাইয়া মিলাইয়া দিতে॥ যদি তার সনে না হয়েছে দরশন। নাহি জানি তবে কোথা করিল গমন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি শশধরমুখি। এ কথা শুনিয়া হইলাম বড় দুখী॥ কেবল শুকের মুখে দুর্ব্বচন শুনি। তাহাতে এতেক মান ভাল নাহি গুণি॥ যেহেতুক আমরাই কোনহ কৌতুকে। সেই শ্লোক শিখাইয়া ছিনু সেই শুকে॥ অতএব নিশ্চয় না করি তার দোষ। অনুচিত হইয়াছে এত বড় রোষ চন্দ্রাবলী কন আরো কারণ আছয়। কেবল শুকের কথা মানে হেতু নয়॥ মোর মান ভাঙ্গাইতে পদ্মাসখী প্রতি। কহিল বচন এক যেন বজ্রাহতি॥ তোমার সখীরে যবে না পাই দেখিতে। রাধা বিনে অন্য তবে নাহি তায় চিতে॥ বটুও কহিল পরে যেই এক বাণী। তাহাতেও তার দোষ লইয়াছেমানি॥ অগ্নিযদি কভু করেনগর দহন। তাহারেউপেক্ষা করে তভু কোন জন॥ এই সব কথা শুনি বাড়ি গেল মান। অতএব না হেরিনু তাহার বয়ান॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি এহ সত্য নয়। ভ্রমে কহিয়াছে এই মোর বোধ হয়॥ অন্যথা তোমার মান ভঞ্জন করিতে। পারে কি এমত কথা কখনো কহিতে॥ মোর মনে হয় বাধা বলিতে

চাহিয়া। রাধা বলিয়াছে ভ্রমে আবিষ্ট হইয়া॥ বটু যেই কহিয়াছে সে নহে দূষণ। যদি পদ আছে তাহে সন্দেহ ভঞ্জন॥ অতএব তার প্রতি ত্যজ তুমি মান। আমি জানি সেহ তোহে বড় প্রীতিমান॥ আর শুন আমারে যে কহিল কুটিলা। সূর্য্য যাহা জটিলারে আজ্ঞা করিছিলা॥ রাধা হয় পতিব্রতা ভকত আমার। পরশিতে ইহারে শকতি আছে কার॥ যে পুরুষ ইহারে করিবে পরশন। হইবে তাহার নানা অশুভ ঘটন॥ অতএব কৃষ্ণ কেন পরশিবে তায়। এ লাগি তাহাতে মান করা না যুয়ায়॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী সজল নয়নে। চাহিছেন পদ্মামুখ পানে ঘনে ঘনে॥ পদ্মা কন শৈব্যে যদি তুমি ইহা জান। তবে যাই মাধবেরে ফিরাইয়া আন॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া জনার্দ্দন। সে বাটীর বাহিরেতে করিলা গমন॥ এখানেতে চন্দ্রাবলী উৎকণ্ঠিত মতি। কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাসখী প্রতি॥ সখি শৈব্যা গিয়াছে হইল বহুক্ষণ। এখনো না কৈল কেন ফিরি আগমন॥ বুঝি পায় নাই প্রাণনাথে দেখিবারে। এই লাগি না পারিছে এথা আসিবারে॥ কহিতে কহিতে কৃষ্ণ ফিরিয়া আইলা। তাঁরে দেখি চন্দ্রাবলী পুছিতে লাগিলা॥ কহ২ সত্য করি প্রাণসই। একা আলি তুই মোর প্রাণনাথ কই॥ কৃষ্ণ কন দেখিলাম সখি বহু দেশ। না পাইনু কিন্তু তাঁর কোথাও উদ্দেশ॥ অতএব অনুমান করি মনে মনে। যাইয়া থাকিবে সেহ আপন ভবনে॥ সেখানে কি রূপে আমি যাইব এখন। অতএব করিনু ফিরিয়া আগমন॥ আজিকার রাত্রি থাক ধৈরজ ধরিয়া। কালি দিবসেই আমি দিব মিলাইয়া॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী বড় দুখি মন। কহিতে লাগিলা কিছু সজল নয়ন॥

একাবলীছন্দ। সখি যদি নাহি পাইলে তাঁয়। তবে কি করিব বল আমায়॥ দেখিব এখনি সে কালশশী। এই আশা করি রয়েছি বসি॥ ইথে যদি নাহি পাইনু তায়। কেমন করিয়া বাঁচিব হায়॥ সে চান্দবদন সে মৃদু হাস। দেখিবারে মন করয়ে আশ॥ কহি গেল যত মধুর কথা। সে সকল এবে দিতেছে ব্যথা॥ সে সকল

কথা শুনিয়া মোর। কেন বাহি গেল এ মান ঘোর॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহিল হিত। নাহি ডুবাইনু তাহাতে চিত॥ কেন হেন হৈল আমার মতি। যাহে কৈনু রোষ নাথের প্রতি॥ তিঁহ হন সব ব্রজের নাথ। করিবেন প্রেম সবারি সাথ॥ তাহে তাঁর প্রতি এতেক ক্রোধ। করিলাম কেন আমি অবোধ॥ সেই ক্রোধ দোখ বিরক্ত হয়ে। ছল করি গেল বটুরে লয়ে॥ এখন কে তাঁরে আনিয়া দিবে। বিনা মূলে মোরে কে কিনি নিবে॥ কালি মিলাইব কহিছ তুই। তদবধি নাহি বাচিব মুই॥ ভাবি ভাবি তার বিনয় কথা। পাইতেছি এবে বড়ই ব্যথা॥ এত কহি কহি শ্রীচন্দ্রাবলী। কান্দিতে লাগিলা করি বিকলী॥ তাহা নিরখিয়া শ্রীবংশীধারী। হইলেন মনে দুখিত ভারি॥ কহিছেন সখি না কান্দ আর। চলিলাম আমি নিকটে তার॥ যেখানে পাইব দেখিতে তারে। ধরিয়া আনিব তোমার দ্বারে॥ আনি করাইব তোমারে স্তব। দেখিবেক এই সজনী সব॥ কি ভাবে কহিলা কৃষ্ণ এ বাণী। শ্রীরঘুনন্দন ভণে না জানি॥

পয়ার। কৃষ্ণের আশ্বাস শুনি কিছু সুস্থ মন। কহিছেন চন্দ্রাবলী তাঁহারে বচন॥ প্রিয়সখি শৈব্যে তোর বচন শুনিয়া। প্রত্যাশা হইল মোর বাঁচিব বলিয়া॥ আয় আয় কাছে আয় প্রিয়সহচরী। তোরে কোলে লয়ে অঙ্গ সুশীতল করি॥ এই সুখে আমি বাঁচি রহিব তাবত। তুমি তারে লইয়া না আসিবে যাবত॥ এত শুনি কৃষ্ণ আগে করিলা গমন। চন্দ্রাবলী কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ পরশেতে জানি তাঁরে প্রাণনাথ বলি। প্রেমানন্দে স্তম্ভিত হইলা চন্দ্রাবলী॥ কৃষ্ণও তাঁহার অঙ্গ পরশ পাইয়া। আনন্দেতে রয়েছেন জড়িত হইয়া॥ পদ্মা দুই জনে স্তব্ধ দেখিয়া শঙ্কায়। একি একি বলি হাত দিলা দুহ গায়॥ তিঁহও পরশে জানি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। ভাল ভাল বলি গেল অন্যত্র হাসিয়া॥ তবে কৃষ্ণ ধৈর্য্য পাই দেখিয়া নির্জ্জন। করিতে লাগিলা চন্দ্রাবলীরে চুম্বন॥ তবে চন্দ্রাবলী দেবী করেন রোদন। তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা জনার্দ্দন॥ প্রাণ-

প্রিয়ে রোদন করিছ কেন আর। আসিয়াছি এই আমি কিঙ্কর তোমার॥ তব মান দৃঢ় দেখি যুক্তি করি চিতে। ধরিয়াছি শৈব্যা-বেশ তাহা ভাঙ্গাইতে॥ এখন সার্থক হৈল এ বেশ ধারণ। যাহে পাইলাম তব প্রেম আলিঙ্গন॥ সোমাভা কহেন তুমি রসিকরতন। তেঁই মান ভাঙ্গাইতে কৈলে এ যতন॥ আমি বিবেচনাহীন মদে মাতোয়ার। তেঁই মান করিছিনু উপরি তোমার॥ যদি তুমি অন্য নারী সঙ্গে কর প্রীত। তথাপি তোমাতে মান করা অনুচিত॥ যেহেতুক তুমি হও ব্রজের নাগর। করিবারে হয় তোহে সবেই আদর॥ আমি তাহা না বুঝিয়া করিছিনু রোষ। কৃপা করি না লইবে তুমি এই দোষ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এ নহে দূষণ। প্রেমের স্বভাব এহ নারীর ভূষণ॥ মান বিনে প্রেম কভু দৃঢ়তা না পায়। অতএব কিছু দুখ নাহি মোর তায়॥ কেবল হয়েছে দুখ মালা অস্বী-কারে। তাহাও ঘুচাই তাহা পরায়ে তোমারে॥ এত কহি নিজ গলা হইতে লইয়া। চন্দ্রাবলী গলে মালা দিলা সুখি হিয়া॥ সেই ছলে পরশিয়া তাঁর পয়োধর। হইলেন মদনেতে মোহিত নাগর॥ তবে তাঁরা নানা মত করিয়া বিলাশ। পূর্ণ করিলেন নিজ নিজ মন আশ॥ হেনকালে শ্রীশৈব্যার ভবন হইতে॥ বটুরাজ আইলেন সেইত বাটীতে সখা এথা আছ বলি ডাকেন যখন। তাহা শুনি বংশীধারী সোমাভারে কন॥ প্রিয়ে শুন বটুরাজ ডাকিছে আমায়। অতএব আজ্ঞি দাও আমারে বিদায়॥ সোমাভা কহেন নাথ এ কেমন কথা। অই তিন অক্ষর শুনিলে হয় ব্যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কিছু নাই ডর। তোমার প্রেমেতে বান্ধা আছি নিরন্তর॥ কালি দিনে যাবে যবে পার্ব্বতী পূজিতে। মিলিব সেখানে আমি তোমার সহিতে॥ এত কহি কৃষ্ণ তাঁরে সান্ত্বনা করিয়া। নিজ গৃহে গেলা সঙ্গে বটুরে লইয়া॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীচন্দ্রাবলী মানভঞ্জনো বর্ণনো নাম দশম উল্লাসঃ।

একাদশ উল্লাস

রাধায়াঃ প্রথমং মানং নাতিগাঢ়ং প্রিয়োক্তিভিঃ।
যো বভঞ্জসমামব্যান্মাধবোভবদাবতঃ ॥

পয়ার। পরদ্দিনে চন্দ্রাবলী কহেন পদ্মায়। সখী এই শুকে নাহি রাখহ এথায় ॥ এহ পড়িবেক নিরবধি সেই কথা। মিথ্যা কথা শুনিলেও মন্দ হবে ব্যথা ॥ অতএব খুলি দাও ইহার বন্ধন। যেখানেতে ইচ্ছা সেথা করুক গমন ॥ এত শুনি পদ্মা তারে মুক্ত করি দিলা। সেহ ঘুরি ঘুরি রাধা গৃহে উতরিলা ॥ তারে দেখি ললিতা কহেন প্রিয়সই। দেখ দেখ সেই শুক আসিয়াছে অই ॥ কিবা শিখায়েছে পদ্মা স্বপর ইহারে। হইবেক পূর্ব্বেতেই তাহা জানিবারে ॥ অন্যথা না জানি কি অনর্থ ঘটাইবে। অতএব যত্ন করি ধরিতে হইবে ॥ এত কহি সুপক্ক দাড়িম দেখাইয়া। ধরিলেন শ্রীললিতা শুকে ভুলাইয়া ॥ পিঞ্জরে রাখিয়া তারে ফল ভুঞ্জাইয়া। পড়াইতে আরম্ভিলা যতন করিয়া ॥ সেহ গত নিশি যাহা কৃষ্ণের বদনে। শিখিয়াছে তাহাই পড়য়ে ঘনে ঘনে ॥ কালি দিনে যাবে যবে পার্ব্বতী পুজিতে। মিলিব সেখানে আমি তোমার সহিতে ॥ তাহা শুনি সকল সখীরে শুনাইয়া। কহেন ললিতা কিছু কুপিত হইয়া ॥ চল চল শীঘ্র করি ভাস্কর পূজিতে। অই ছলে কালী গৃহে হইবে যাইতে ॥ দেখিতে হইবে সেথা কি বিলাস হয়। দেখিয়া করিব মনে যে হবে উদয় ॥ এত কহি সূর্য্যপূজা দ্রব্য [illegible] করি। চলিলা ললিতা লয়ে রাধাসহচরী ॥ তবে তাঁরা সকলে যাইয়া সূর্য্য ঘরে। দেখিতে না পান সেথা রসিকনাগরে ॥ আছেন একাকী মধুমঙ্গল বসিয়া। পুছিতে লাগিলা তাঁরে ললিতা হাসিয়া ॥ একা বসি রহিয়াছ গৃহের মাঝার। দেখিতে না পাই কেন সখারে তোমার ॥ কৃষ্ণ শিক্ষা অনুসারে কন

বটুরাজ। গিয়াছে সে গাভী অন্বেষিতে বনমাজ॥ ফিরিয়া আসিতে তার বিলম্ব হইবে। বুঝি আজি তোরা তার দেখা না পাইবে॥ ললিতা বলেন চন্দ্রাবলী কহিয়াছে। কালী পূজা দেখিতে যাইতে তার কাছে॥ অতএব যাব আমি বিশাখা সহিত। তুমি রাধিকারে পূজা করাও বিহিত॥ বটু কন চন্দ্রাবলী প্রায় পরভাতে। আসিছিল কালিকা পূজিতে সখী সাথে॥ এতক্ষণ সেহ ঘরে যাইয়া থাকিবে। বৃথা যাবে সেথা তার দেখা না পাইবে॥ ললিতা কহেন যদি দেখা নাহি হয়। তথাপি যাইব মোরা অম্বিকা আলয়॥ অম্বিকার চরণেতে প্রণাম করিব। পূজিয়াছে সখী যেন তাহাও দেখিব॥ বটু কন চন্দ্রাবলী তোদের বিপক্ষ। তারে সখী কহ কোন গুণে করি লক্ষ॥ যাইতে বা চাহ কেন তাহার নিকটে। বিচার করিলে যাহা কভু নাহি ঘটে॥ আমাদের শত্রুতা করয়ে যেই জন। কখনো না দেখি মোরা তাহার বদন॥ ললিতা কহেন তারা বড় হিতকারি। এই লাগি তাহাদিগে কহি সহচরী॥ দেখ দেখ রবিবার মাত্রে দিনকরে। পূজিতে পাইত রাই ছয় দিনান্তরে॥ তাহাদের গুণে এবে নিত্য পুজা করে। অতএব সখী ভাব কাঁর যে অন্তরে॥ এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন। চলিলেন যেই স্থানে ভবানীভবন॥ এখানেতে চন্দ্রাবলী সহিত মিলিতে। এসেছেন বংশীধারী আনন্দিত চিতে॥ তাঁরে দেখি শৈব্যা দেবী কহেন হাসিয়া। কালিকার বেশ কেন আইলে ছাড়িয়া॥ পাই নাই কালি আমি সে বেশ দেখিতে। সে বেশে আইলে বড় সুখ হৈত চিতে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কালি দেখি সেই বেশ। দিয়াছিলা তব সখী সামগ্রী বিশেষ॥ যদি তাহা দেয়াইতে পার পুনর্ব্বার। তবে আমি সেই বেশ করি আবিষ্কার॥ শ্রীশৈব্যা কহেন সখী মোর বশ হয়। যে কহিবে দেয়াইব তাহাই নিশ্চয়॥ এত শুনি কহিতে উদ্যত হৈলা হরি। চন্দ্রাবলী চাহিছেন চক্ষু বক্র করি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শৈব্যে নারিনু কহিতে। তব সখী আঁখি দেখি ভয় হয় চিতে॥ শ্রীশৈব্যা কহেন সখি নাহি মজ ক্রোধে।

কহিবারে কহ কৃষ্ণে মোর অনুরোধে॥ কিম্বা নিজমুখেই বলহ স্পষ্ট করি। তবে পাই সে বেশ দেখিতে নেত্র ভরি॥ সোমাভা কহেন আমি কব যাহা সই। তাহা যদি দাও তুমি তবে আমি কই॥ শ্রীশৈব্যা কহেন সখি তোমা স্থানে চাই। মোর স্থানে নিবে কেন নাগর কানাই॥ সোমাভা কহেন সখি তোমায় আমায়। কিছু ভেদ নাই এই সব লোকে গায়॥ অতএব তুমি দিলে মোর দেয়া হবে। কি লাগিয়া এ নাগর তাহা নাহি লবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তুমি দিয়া নিলে যাহা। শ্রীশৈব্যাও সমর্পিলে আমি নিব তাহা॥ পদ্মা কন চন্দ্রাবলি তবে কহি দাও। সেই বস্তু দিয়া বেশ দেখুক শৈব্যাও॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী কহেন শৈব্যায়। শুন আমি দিয়াছিনু যে বস্তু ইহায়॥ ফলিতরু সঙ্গেযোগ পরিহার করি। দিয়াছিনু কোলিতরুফল সহচরি॥ তোমারো যদ্যপি সেই বেশ দেখিবারে। ইচ্ছা হয় তবে দাও তাহাই ইহাঁরে॥ এত শুন শৈব্যা তুলি কোলিতরুফল। কৃষ্ণ হস্তে দিতে যান করি কুতুহল॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শৈব্যা হয়ে বুদ্ধিমতী। বুঝিতে নারিলে কেন প্রিয়ার ভারতী। কোলিতরুফলে ফলি তরু পরিহার। যে থাকয়ে তা দিতে কহিলা সহচরী॥ তুমি তাহা নাহি দিয়া কোলি দিতে চাও। ইহাতে কি সেই বেশ দেখিবারে পাও॥ শৈব্যা কন ভেদ নাই আমার ইহার। ইহার দর্শনে দেখা হয়েছে আমার॥ দেখিতে না চাহি আমি সেই বেশ আর। দেখাইবে ইহারেই তুমি বার বার॥ এইরূপ নানা পরিহাস রসরঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ আছেন সেই প্রিয়াগণ সঙ্গে॥ হেনকালে ললিতা বিশাখা দুইজন। কিঞ্চিত দূরেতে আসি দিলা দরশন॥ তাহাদিগে দেখি কৃষ্ণ হইলা শঙ্কিত। অন্য কুঞ্জে যাইয়া হইলা লুক্কায়িত॥ ললিতা বিশাখা তবে নিকটে আসিয়া। পদ্মারে পুছেন কিছু প্রণয় করিয়া॥ সখি পদ্মে কহ কহ মোদিগে ত্বরিতে॥ আসে নাই বটু এথা পূজা করাইতে॥ তাহর অপেক্ষা করি বসি আছে রাই। খুজিয়া বেড়াই তারে দেখিতে না পাই॥ পদ্মা।

কন প্রিয়সখি মোরাও এথায়। বসি আছি কেবল তাহারি অপেক্ষায়॥ শুনিতে শুনিতে এই পদ্মার ভারতী। শ্রীললিতা চাহিলেন চন্দ্রাবলী প্রতি॥ তাঁর গলে দেখিলেন সেই পুষ্পদামে। যাহা নিজে গাঁথি রাধা দিয়াছিলা শ্যামে॥ সেই দাম গত রজনীতে সোমাভায়। দিয়াছিলা প্রীতি করি নিজে শ্যামরায়॥ সেই মালা দেখি মাত্র ললিতা চিনিয়া। দেখাইলা বিশাখারে আঁখি ঘুরাইয়া॥ আর দেখিলেন কৃষ্ণ পদচিহ্ন তাঁহা। গন্ধে মাতি অলিগণ পড়িতেছে যাঁহা॥ সেই দুই দেখি ক্রোধ উপজিল চিতে। আরম্ভিলা তবে কিছু পদ্মারে কহিতে॥ সখি পদ্মে জান তুমি ইহার কারণ॥ এই পদচিহ্নে কেন পড়ে অলিগণ॥ পদ্মা কহিছেন কালী ভ্রমেণ এ বনে॥ তাঁরি পদচিহ্ন হবে এই মানি মনে॥ ললিতা কহেন ভাব বুঝিনু তোমার। গোপন করিলে কেন মিছাই আকার॥ এ আকার গোপনে হইল কিবা ফল। অন্য আকারেতে ব্যক্ত করিছে সকল॥ ললিতার এত বাণী করিয়া শ্রবণ। পদ্মার না নিঃসরিল অপর বচন॥ ললিতা বিশাখা তবে চলিলা ফিরিয়া। কৃষ্ণও সেখানে গেলা অন্য পথ দিয়া॥ যবে সুর্য্যগৃহে দুই গোপিকা আইলা। সেইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণও আসিয়া মিলিলা॥ তাঁরে দেখি ললিতা কহেন ক্রুদ্ধ মন। শঠরাজ হয়েছিল কোথায় গমন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বনে ধবলা খুজিতে। গিয়াছিনু আমি সখা সুবল সহিতে॥ ধবলা না পাই তারে করিয়া বিদায়। পূজা দেখিবার লাগি আইনু এথায়॥ ললিতা কহেন যদি সকলি কহিলে। অকার পড়িতে কেন ধকার পড়িলে॥ অমার প্রথম বর্ণ তাহা উপেখিয়া। দূরেতে ধাবন কর কিসের লাগিয়া॥ পাইয়াও তাহাদিগে সুখি করি মনে। পাই নাই বলি মিথ্যা কহ কি কারণে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি তুমি যে কহিলে। সুর্য্যগৃহে না আইলে তাহা নাহি মিলে॥ তার লাগি অন্যত্রেও যাইতে না হয়। এথা আইলেই তাহা অবশ্যক মিলয়॥ ললিতা

কহেন যারা পূজয়ে পার্ব্বতী। তারা বুঝি অবলা না হয় শঠমতি॥ বিশাখা কহেন সখি তাহারা প্রবলা। তুমি তাহাদিগে কহ কি রূপে অবলা॥ দেখ দেখ নারী যদি প্রিয়জন সঙ্গে। নির্জ্জনে থাকয়ে হাস পরিহাস রঙ্গে॥ সেইকালে যদ্যপি আইসে কোন জন। রমণীই তবে গিয়া করে লুকায়ন॥ তাহারা মোদিগে দেখি নিজে না লুকাই। প্রিয় জনে লুকায়ে রাখিল অন্যঠাঁই॥ অতএব পরমপ্রবলা তারা হয়। অবলা বলিতে যোগ্য কদাচিতো নয়॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অরুণ নয়ন। করিছেন বংশীধারী প্রতি নিরীক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ কহেন এই ব্রজের ভিতরে। বটুরাজ জান কেবা কালীপূজা করে॥ বলিছেন বটু সখা এ কথা আমার। প্রবিষ্ট না হইয়াছে শ্রবণ মাঝার॥ ইহারা সকল হয় চপল অন্তর। দেখিয়া থাকিবে বুঝি গন্ধর্ব্বনগর। অন্যথা রাধার মালা পাইবে কি করি॥ কালি রাধা যেই মালা কৃষ্ণে দিয়াছিল॥ সেই মালা কি করিয়া তাহারা পাইল॥ অত-এব গন্ধর্ব্বনগর দরশন। সত্য বটে বুঝিলাম আমিহ এক্ষণ॥ এত শুনি হৃদয়ে ভাবেন বেণুপাণি। সত্য বটে ললিতার এই সব বাণী॥ দেখিয়াছি চন্দ্রাবলী হৃদয় মাঝারে। কালি দিয়াছিনু আমি যেই মালা তারে॥ রাধিকা কহেন সখি হয়েছে পূজন। এখন করিব চল ভবনে গমন॥ এত শুনি জানি তাঁর ক্রোধের উদয়। শ্রীকৃষ্ণ কহেন তাঁরে উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ প্রাণপ্রিয়ে ছাড়িয়া সুরভি অন্বেষণ। আইলাম তোমা সনে বিলাস কারণ॥ তুমি মোর সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া। ভবনে যাইতে ইচ্ছা কর কি লাগিয়া॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিছু না কহিলা। ললিতারে চল চল কহিতে লাগিলা॥ ললিতাও অতিশয় কুপিত হইয়া। ভবনে চলিয়া গেল সকলে লইয়া॥ যাইতে যাইতে রাধা পথের মাঝার। না চাহিলা কৃষ্ণপানে ফিরি একবার॥ তাহা দেখি তাঁর মান হয়েছে জানিয়া। কহিছেন বটুরে নাগর সম্বোধিয়া॥ কহ কহ প্রিয় সখা কি হবে উপায়। কি করিয়া প্রসন্ন করিব রাধিকায়॥ গিয়া-

ছিনু আমি চন্দ্রাবলী দেখিবারে। একথা জানিল এ ললিতা কি প্রকারে॥ মনে করি কারো মুখে শ্রবণ করিয়া। দুর্গা গৃহে উপস্থিত হয়ে ছিল গিয়া॥ দূরে দেখি আমিহ ছিলাম লুকাইয়া। জানিল চরণ চিহ্ন আমার দেখিয়া॥ কালি দিয়াছিনু যেই মালা সোমাভায়। সেই মালা রহিয়াছে তাহার গলায়॥ সেই পুষ্পমালা রাধিকারি গাঁথা হয়। দেখি মাত্র ললিতা পাইল পরিচয়॥ এই সব শুনি প্রিয়া মানিনী হইয়া। ঘরে চলি গেল কোনো কথা না কহিয়া॥ এক্ষণ করিব আমি কহ কি উপায়। কি করি যাইব সেই প্রিয়ার সভায়॥ বটু কন তুমি সেই সুমতির বেশ। ধরি কর গিয়া রাধাধা ভবনে প্রবেশ॥ নানামত প্রিয় কথা তাহারে কহিবে। তবেই তাহার মান নিবৃত্তি হইবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা কহিলে শোভন। কিন্তু আমি একা নাহি করিব গমন॥ কি জানি ললিতা রাখে দ্বাররুদ্ধ কর। যাখতে নারিব তবে ভবন ভিতর॥ সুমতি ডাকিছে বলি তুমিহ আয়ানে। একবার ডাকিয়া আনহ এই স্থানে॥ তাহারি সঙ্গেতে আমি করিব গমন। তাহা হৈলে শঙ্কা না করিবে কোনো জন॥ তবে বটু আয়ানেরে ডাকিতে চলিলা। কৃষ্ণ পূর্ব্ব দিন মতে বেশ বিরচিলা॥ তবে অভিমন্যু আসি তাঁহায়ে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু প্রণাম করিয়া॥ কহিলাম বার বার আমিহ তোমারে। আমার ভবনে মাঝে মাঝে আসিবারে॥ কিছু এক দিনো নাহি কৈলে আগমন। কহ কহ কৃপা করি ইহার কারণ॥ যদি কোনো অপ-রাধ হইয়া থাকয়। কহ তাই করি যাহে তাহা হয় ক্ষয়॥ এত শুনি নট বর কপট করিয়া। কহিতে লাগিলা যেন মহাদুখি হিয়া॥

ত্রিপদী। শুন শুন গুণধাম, গোকুল বিখ্যাত নাম, অভিমন্যু জটিলা নন্দন॥ নাহি যাই তব ঘরে, আমি যেই দুঃখ ভরে, তাহা কহি করহ শ্রবণ॥ তোমার বধুরে সতী, জানি আমি সুখি মতি, সখ্য করিয়াছি তার সনে॥ কিন্তু সে উচিত তার,

না করয়ে ব্যবহার, সেই লাগি দুঃখ মোর মনে॥ আমারে দেখিয়া মান, করি করে অভ্যুত্থান, নাহি দেয় প্রেম আলিঙ্গন। নাহি বৈসে একাসনে, গৌরব করিয়া মনে করে পরিহাস্য বিবর্জ্জন॥ সেই দুঃখে আমি তার, নিকটে না যাই আর, না যাইব পরে কদাচিত। সখী ভাব যে না জানে, যাইতে তাহার স্থানে, অভিলাষ নাহি করে চিত॥ আজি সেই রাধিকারে, এক হার অর্পিবারে দিয়াছেন দিবাকর মোহে। মোর মনে দুঃখ আছে, নাহি যাব তার কাছে, তেঁই ডাকি আনাইনু তোহে॥ তুমি এই হার নিয়া শ্রীরাধারে দাও গিয়া, আমার বচন অনুসারে। আমিহ অযোধ্যানাম, শ্রীরঘুনন্দন ধাম, প্রস্থান করিব দেখিবারে॥

পয়ার। এতেক বচন শুনি অভিমন্যু কয়। তব কথা শুনি মোর ব্যথিল হৃদয়॥ মোর প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা করি মনে। আজিকার মত চল আমার ভবনে॥ বুঝাইব আমি তারে বিবিধ প্রকার। যাহে করে তোমা সনে সখ্য ব্যবহার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বড় ভাল বাসি তোহে। তোমার বচন বড় ভার হয় মোহে॥ অতএব চল তবে সঙ্গেতে যাইব। আজিঅনাদর হৈলেআর না আসিব॥ এত কহি আয়ানেরে অগ্রেতে করিয়া। চলিলেন নটবর কিছু সুখি হিয়া॥ এখানেতে শ্রীললিতা আসিয়া মন্দিরে। কহিতে লাগিলা কিছু আপন সখীরে॥ রাধেশুনিলেতসব কৃষ্ণেরচরিত। দিতে হবেফল তারে ইহার উচিত॥ এখনি আসিবে সেই শঠ তব আগে। আইলে না চাবে তার প্রতি অনুরাগে॥ না কহিবে কাহারেও দিবারে আসন। তুমি-হও না করিবে প্রিয় সম্ভাষণ॥ বরঞ্চ কহিবে তারে কর্কশ বচন। করিবে উচিত মতে অনেক ভৎসন॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা মানেতে বিমুখী। মনে মনে ভাবিছেন হয়ে কিছু দুখী॥ না জানি চাতুরি কিছু আমি মুগ্ধমতি। কি করি চাহিব বক্র দিঠে তাঁর প্রতি॥ নিকটে আইলে বসি রহিব কি করি। কি রূপে রহিব সম্ভাষণে মৌন ধরি॥ এইরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিলা। কিন্তু সখী বাক্যে

অনুমতি নাহি দিলা ॥ বরঞ্চ করিয়া অধ্য বদন কমলে। নখে করি লিখিতে লাগিলা ভূমিতলে ॥ তাহা দেখি মানেতে বিমুখী জানি তারে ॥ ললিতা কহেন কানে কানে বিশাখারে ॥ বুঝিয়াছ সখি রাধিকার অভিপ্রায় । করিতে নারিবে এহ দৃঢ় মান তায় ॥ কিন্তু সেহ ইহা যেন না পারে জানিতে। মনিতে। মানিনী হয়েছে এই হবে জানাইতে ॥ করিয়াছে মালা যেন অপমান। করিতে হইবে তারে তার ফলদান ॥ অতএব দ্বাররোধ করিয়া রাখিব। জানাইয়া কিছু কাল পরে খুলি দিব ॥ এত শুনি বিশাখা দিলেন অনুমতি। কহিলা ললিতা তবে ইন্দুরেখা প্রতি ॥ ইন্দুরেখা তুমি যাহ বাহিরের দ্বারে। রোধ কর যেন কৃষ্ণ আসিতে না পারে ॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে সুচতুর হরি। তাঁর বুদ্ধি চলিবেক তোমারো উপরি ॥ আসিবেন তিঁহ হেন করিয়া সহায়। আপনা হইতে দ্বার খুলি দিবে যায় ॥ তবে ইন্দুরেখা দ্বার রুধিয়া আইলা। তাহা দেখি রাধা মনে কহিতে লাগিলা ॥ সখীদের মানে দেখি বড়ই আগ্রহ। অতএব মন তুমি উতরল নহ ॥ আমিও শুনিয়া তার সে সব অক্রিয়া। কভু কভু ইচ্ছাকরি মানের লাগিয়া ॥ অতএব যদি এথা আইসেন হরি। রহিব কিঞ্চিত তবে তুমি ধৈর্য্য ধরি ॥ এইরূপ রাধিকা কহেন নিজ মনে। তখনি আইলা কৃষ্ণ অভিমন্যু সনে ॥ দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া আয়ান ঘন ডাকে। ললিতে হে দ্বারখুলি দেয়াও আমাকে ॥ তার শব্দ শুনি রাধা করেন ভাবনা। উপস্থিত হল আসি এ কোন যন্ত্রণা ॥ ভাবিতে ভাবিতে অন্য অন্য উপস্থিত। একি অদভূত হয় বিধি বিঘটিত ॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে না কর চিন্তন। হইবে তোমারি ইথে অভীষ্ট পূরণ ॥ তাব এক দাসী গিয়া দ্বার খুলি দিলা। অভিমন্যু কৃষ্ণে লয়ে আসি প্রবেশিলা ॥ পূর্ব্ববেশে করেছেন কৃষ্ণ আগমন। দেখি ঠারা ঠারী করি হাসে সখীগণ ॥ আয়ানেরে দেখি রাধা গৃহে প্রবেশিলা। সেই ছলে বুঝি হরি মান জানাইলা ॥ তবে এক দাসী দিল দুখানি

আসন। তাহা দেখি বংশীধারী আয়ানেরে কন॥ ভাগ্যবান্ দেখিলেত নেত্রে আপনার। মিথ্যা কিম্বা সত্য বটে বচন আমার॥ এখন বৈসহ তুমি আমি স্বর্গে যাই। এখানে থাকিয়া আর কিছু ফল নাই॥ অভিমন্যু কহে তুমি বৈসহ পীড়ায়। জিজ্ঞাসা করিয়ে আমি ইহা ললিতায়॥ ললিতে সুমতি তব সহচরী সনে। সখ্যভাব করেছেন সতী মানি মনে॥ কিন্তু তব সখী তার যোগ্য ব্যবহার। না করেন কি লাগিয়া সঙ্গেতে ইহার॥ না দেন ইহারে কভু প্রেম আলিঙ্গন। না বৈসেন একাসনে কভু একক্ষণ॥ এই লাগি দুঃখিত আছেন শ্রীসুমতি। অতএব না আসেন আমার বসতি॥ আজি এক হার তব সখীরে দিবারে। পাঠাইয়াছেন সূর্য্য ইহারি ত দ্বারে॥ এই সেই হার দিতে ছিলেন আমারে। আমি তাহা না লইয়া আনিনু ইঁহারে॥ তোমার সখীরে কহ লইতে সেহার। করিতেও কহ সখ্য উচিত আচার॥ এহ করেছেন রাজ্যপদে অভিষেক। ইহার করিতে হয় সুখ অতিরেক॥ ললিতা কহেন শুন কহি যে তোমায়। আমার সখীর যেই হয় অভিপ্রায়॥ নারীর বিবাহ হয় প্রধান সংস্কার। তাহা না হইলে দেহ শুদ্ধ নহে তার॥ এই সুমতির বিবা অদ্যাপি না হয়। এই লাগি সখী নাহি ইহারে স্পর্শয়॥ ভার্য্যা-সখী ভার্য্যা তুল্য সব শাস্ত্রে গায়। তুমি বিবা কর তবে সব দোষ যায়॥ কৃষ্ণ কন ভাল দিন পায়াছ ললিতে। কহিলাও যতেক উদয় হয় চিতে॥ অভিমন্যু কহে ইহা সমুচিত নহে। দেবনারী সকলে সদাই শুদ্ধ কহে॥ দেখ পিতৃলোককন্যা বয়ুনাধারিণী। বিবাহ না করিয়াছে পরম যোগিনী॥ কিন্তু সেই দোঁহাকার দর্শন স্পর্শনে। শুদ্ধ হয় সবলোক এই শাস্ত্রে ভণে॥ এলাগি ইহাতে নাই অশুদ্ধির কণ॥ বিবাহের কথা তুমি কহ কি কারণ॥ অতএব ইহাতে সন্দেহ নাহি করি। করেন ইহায় প্রীতি যেন গৃহেশ্বরী॥ আমি হই বধূরে আনিয়া এ আসনে। বসাইয়া যাইতাম সুমতির সনে॥ কিন্তু সেহ ধরিয়াছে ভাস্করের ব্রত।

তাহার স্পর্শন করা না হয় সম্মত॥ অতএব আমি তাহা নারিনু করিতে। তোরা বসাইবে তারে ইহার সহিতে॥ আজিকার নিশা রাখি ইহারে এথায়। সুখিত করিয়া কাল করিবে বিদায়॥ আর যেন শুনিতে না হয় এই কথা। জানিবে ইহার দুখে মোর বড় ব্যথা॥ চলিলাম আমিহ এক্ষণ গোসদনে। সুমতিরে লয়ে তোরা যাও নিকেতনে॥ এত কহি অভিমন্যু গেল গোশালায়॥ বংশীধারী কহিতে লাগিলা ললিতায়॥ ললিতে নারীর পতি মহাগুরু হয়। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মক্ষয়॥ অতএব ডাকি আন নিজ বয়স্যায়। প্রেম আলিঙ্গন দান করাও আমায়॥ বসাও আনিয়া তারে আমার সহিতে। কহি দাও মোর সনে কৌতুক করিতে॥ আমার স্থানেতে আছে সূর্য্যদত্ত হার। কহ তাহা ভক্তিভাবে করিতে স্বীকার॥ ললিতা কহেন যাহ ভবানী ভবনে। পরিপূর্ণ হবে যত আশা আছে মনে॥ আলিঙ্গন পাইবে বসিবে একাসনে। পরিহাসামৃত পান করিবে শ্রবণে॥ হার দিতে ইচ্ছা হয় তাহারেই দিবে। যার গলে দিব্য মালা দেখিতে পাইবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি এবড় অন্যায়। কালী ঘরে যাইতে যে কহিছ আমায়॥ কালী হন মান্যতম আমা সবাকার। তাঁর সনে হবে কেন সখ্য ব্যবহার॥ সূর্য্য দিয়াছেন হার সমর্পিতে যারে। তারে ছাড়ি অন্যে তাহা দিব কি প্রকারে॥ বিশাখা কহেন তুমি সেইত সুমতি। বৃথা কেন কর আর কপট সংপ্রতি॥ না শুনিবে কপটে মোদের সহচরী। কাষ্ঠপদ্মে কতবার পড়য়ে ভ্রমরী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি বয়স্যা তোমার। মানিনী হইলা দেখি কি দোষ আমার॥ যদি কারো কণ্ঠে দেখি থাক কোন মালা। তাহাতে উচিত নহে মোরে দিতে জ্বালা॥ যেহেতুক এই ব্রজে সকল নাগরী। প্রতিদিন গাঁথে মালা নানামত করি॥ এতেক বচন যবে নাগর কহিলা। তবে রাধা সেই শুকে লইয়া আইলা। তারে দেখি শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন মনে মনে। কালি ছিল এই শুক সোমাভা ভবনে॥ এই বুঝি হবে এই মানের কারণ। কহিয়া থাকিবে কিছু

আমার বচন ॥ এইরূপ ভাবনা করেন গিরিধর। ললিতা লইলা নিজে শুকের পিঞ্জর ॥ পড়িবারে কহেন তাহারে বার বার। পড়িতে লাগিল সেহ অতি পরিষ্কার ॥ কালি দিনে যাবে যবে পার্ব্বতী পূজিতে। মিলিব আমিহ তবে তোমার সহিতে ॥ এত শুনি হাসিয়া কহেন নটরায়। ললিতে বুঝিনু আমি তব অভিপ্রায় ॥ শুনি এই শুক মুখে এইত বচন। করিয়াছ বয়স্যারে এ মান শিক্ষণ ॥ কিন্তু এই কথা আমি কহিয়াছি তারে। এ নির্ণয় হইল তোমার কি প্রকারে ॥ যেহেতুক এই ব্রজে কত নর নারী। অম্বিকা পূজক আছে গণিতে না পারি ॥ অতএব এই কথা নারীতে নারীতে। পুরুষে পুরুষে তথা পারয়ে হইতে ॥ ইহা শুনি মান শিখাইয়া বয়-স্যায়। উচিত না হয় দুঃখ দিবারে আমায় ॥ ললিতা কহেন যদি অম্বিকার ঘর। না যাইতে তবেই সাজিত এ উত্তর ॥ সেখানে চরণ চিহ্নে গমন তোমার। প্রকাশি দিয়াছে ইথে সন্দেহ কি আর ॥ মান দেখি এখন হয়েছে মনে দুখ। কিন্তু নাহি জান তুমি পরের অসুখ। এই অবোধিনী ভাল মন্দ নাহি জানে। সঁপিয়াছে তোমাতে আপন মন প্রাণে ॥ দুখ দাও ইহারে করিয়া দুরাচার। অতি অনুচিত তব এই ব্যবহার ॥ এহ যদি অন্যমত অধীরা হইত। তর্জ্জন তাড়না তবে তোমারে করিত ॥ এই মুগধিনী তাহা কিছু নাহি জানে। কান্দিছে কেবল দেখ ঢাকিয়া বয়ানে ॥ এত শুনি দেখিয়াও রাধার রোদন। নাগর হইলা দুখে বড় ম্লানমন ॥ তবে রাধিকার কাছে যাইয়া বসিয়া। কহিতে লাগিলা কর যুগল জুড়িয়া ॥

লঘুত্রিপদী। বৃন্দাবনেশ্বরি, নিবেদন করি, তোমার চরণে যাহা। করুণা করিয়া, কান মন দিয়া, শ্রবণ করহ তাহা ॥ তুমি মোর প্রাণ, পুতলী সমান, হও অতিশয় প্রিয়া। তোমার বদন, বিরস দর্শন, করিলে জ্বলয়ে হিয়া। তুমি ক্রোধ করি, আমার উপরি, যখন আইলে ঘরে। সে কালে আমার, পানে একবার, না চাহিলে মানভরে ॥

তাহাই ভাবিয়া, তুখিত হইয়া, ধৈরয ধরিতে নারি। আয়ানে সহায়, করিয়া এথায়, আইলাম সুকুমারি। এখানে আসিয়া, তোমার দেখিয়া, নয়নযুগলে বারি। কি করিছে মন, তাহা নিরূপণ, করিবারে নাহি পারি॥ অনুগত জন, দোষ আচরণ করে কদাচিত। তথাপি তাহারে, ত্যাগ করিবারে, নাহি হয় সমুচিত॥ দেখ তার স্থান, অলি মধু পান, করে কত লতাগণে। তভু কমলিনী, না হয় মানিনী, তার প্রতি কভু মনে॥ আমিত দূষণ; কিছু আচরণ, করি নাই ও চরণে। তবে মোরে কেন, তুখ দাও হেন, যাহা সহেনা জীবনে॥ যদি মোর প্রতি, সকরুণ মতি, নিতান্ত না হবে তুমি। তবে এই-ক্ষণে, যাইব কাননে, ত্যজি এই ব্রজভূমি॥ গমন বেলায়, না যাব তোমায়, সজল নয়ন হেরি॥ পুছিব সকল, নয়নের জল, কিশোরি দোহাই তেরি॥

পয়ার। এত কহি আপনিও সজল নয়ন। পোঁছেন অঞ্চলে করি রাধার বদন॥ তাহাতেও রাধা যবে নাহি নিষেধিলা। সখী সব তবে মান নিবৃত্তি জানিলা॥ তবে তাঁরা সবে হয়ে আনন্দিত মন। দ্বাররোধ করি কৈলা অন্যত্র গমন॥ তবে কৃষ্ণ শ্রীরাধারে কোলেতে লইয়া। বসিলেন পালঙ্কের উপরি যাইয়া॥ আপনার কণ্ঠ হৈতে লয়ে মুক্তাহার। দিলেন প্রণয় করি কণ্ঠেতে তাঁহার॥ তবে রাধা গোবিন্দের বদন হেরিয়া॥ কহিতে লাগিলা কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া॥ প্রাণনাথ কুলধর্ম্ম লাজ উপেখিয়া। ভজিনু তোমারে প্রেম সুখের লাগিয়া॥ ইথে যদি হেনমতে তুমি দাও ক্লেশ। বাঁচিব কি করি তবে কর উপদেশ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে করি নাই দোষ। কেবল শুকের বাক্যে করিয়াছ রোষ॥ অই শুক দুঃখ দিল তোহে তুইবার। না রাখিব উহারে এখানে আমি আর॥ বৃন্দাবনে লয়ে গিয়া অর্পিব বৃন্দায়। শিখাইবে সেহ শ্লোক উত্তম উহায়॥ এখনো যদ্যপি দোষ-বুদ্ধি থাকে মনে। ক্ষমা কর তাহা আমি ধরি যে চরণে॥ এত কহি কৃষ্ণ যান চরণ ধরিতে

হাসি করে ধরি রাধা লাগিলা কহিতে॥ আমার চরণ হয় বড়ই কোমল। অধিক কঠিন হয় তব করতল॥ ইহাতে না কর মোর চরণ স্পর্শন। কোমলে কঠিনে কেবা করয়ে যোজন॥ শ্রীহরি কহেন প্রিয়ে বুঝিনু আশয়। করিব তাহাই যাহা তব ইষ্ট হয়॥ কঠীনে কঠীন যোগ অভীষ্ট তোমার। সেই শর্ব্বশাস্ত্র মত লোকেরো আচার॥ এত কহি তাঁর দুই পীনপয়োধরে। সমর্পণ করিলা আপন দুই করে॥ শোভিল তখন কিবা হরি করতল। হেম কুম্ভোপরি যেন রক্ত শতদল॥ এ কেমন অন্যায় করহ বলি রাই। বন্ধন করিলা তাঁরে পসারিয়া বাই॥ এ দোষের সমুচিত দণ্ড এই মানি। এত কহি চুম্বন করে বেণুপাণি॥ তবে তারা দোঁহে কাম সমরে মাতিয়া। যাপন করিল সব রজনী জাগিয়া॥ রাত্রি শেষ জানি করি কেলি সম্বরণ। রাধিকার প্রতি কহিছেন জনার্দ্দন॥ প্রিয়ে বড় শোভা হইয়াছে বৃন্দাবনে। সেথা বিহরিতে বড় ইচ্ছা হয় মনে। অতএব কালি দিনে সখীদিগে নিয়া। সেখানে যাইবে পুষ্প তুলিব বলিয়া॥ এত কহি বিদায় হইয়া তাঁর পাশে। শুকে নিয়া বংশীধারী গেলা নিজ বাসে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরোচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াঃ প্রথম মানভঞ্জনো নাম একাদশ উল্লাসঃ।

দ্বাদশ উল্লাস

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রীত্যর্থং তদাদেশেন যোবলাৎ।
বুভুজে তদ্বয়োস্তদ্বে সোঽব্যাদ্বঃ শ্রীলমাধবঃ॥

পয়ার। কৃষ্ণেরে বিদায় করি কীর্ত্তিদা নন্দনা। মনে মনে করিছেন এইত ভাবনা॥ এই সব সখী মোর প্রাণাধিক প্রিয়া। মোর সুখ লাগি করে নানামত ক্রিয়া॥ ইহাদের নিজ সুখে অভিলাষ লব। না হইল অদ্যাপি আমার অনুভব॥ তবু ইহা সবাকার সুখ হয় যায়। অবশ্য করিতে হয় তাহাত আমায়॥ ইহা না করি সখ্যভাব না শোভয়। যেহেতু তাহার হয় উভয় আশ্রয়॥ অতএব আমি এই প্রিয়সখীগণে। ভুঞ্জাইব ক্রমে ক্রমে ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥ ইহারা ত সর্ব্বমতে সমান আমার। ইহাদের সঙ্গে সুখ হইবে তাহার॥ যাহাতে তাঁহার সুখ অধিক হইবে। তাহাই সর্ব্বদা মোরে করিতে হইবে॥ অনুমানে জানি তারো ইচ্ছা আছে চিতে। মোর প্রিয়সখীগণে বিলাস করিতে॥ যেহেতুক দ্বিতীয়-সঙ্গম-নিশা শেষে। কহিছিলা ললিতারে এই বাক্য শ্লেষে॥ ভ্রমরে যে কহিতেছ চপল স্বভাব। বুঝিয়াছি আমি সেই বচনের ভাব॥ এই উপদেশ আমি তখন পালিব। শ্রীমতী রাধার আজ্ঞা যখন পাইব॥ অতএব জানি তার আছে অভিলাষ। করিতে হইবে পূর্ণ মোরে সেই আশ॥ এই লাগি সখীগণ শ্রেষ্ঠ ললিতায়। পাঠাইব আজি প্রাণনাথের সেবায়॥ কিন্তু তাহা কহিলে সে কভু না যাইবে। অতএব ছল করি পাঠাতে হইবে॥ এত ভাবি সখীদের নিকটে যাইয়া। কহিতে লাগিলা ললিতারে সম্বোধিয়া॥ প্রিয়সখী দেখ আজি মোর উপবনে। পুষ্প হইয়াছে পীত ঝিণ্টীতরুগণে॥ ইহা তুলি আসি করি মালা বিরচন। তুমি গিয়া প্রাণনাথে করিবে অর্পণ॥ মোর আজি সমুদায় রাত্রি জাগরণে। অলস হয়েছে বড় নাহি যাব বনে॥ এত শুনি শ্রীললিতা

অনুমতি দিলা। তবে রাধা পুষ্প তুলি মালা বিরচিলা॥ মালা দেখি শ্রীললিতা বড় সুখী ভেলা। গমন উচিত বেশ করিবারে গেলা॥ এখানে রাধিকা এক শ্লোক মনোহর। লিখিলেন এক পদ্মদলের উপর॥ সেই পত্র রাখি এক পুটক উপরি। তদুপরি ঝিণ্টীমালা দিলা যত্ন করি॥ পদ্মপত্রে করি সেই পুটক ঢাকিয়া। ললিতারে দিলা তাঁর নিকটে যাইয়া॥ তিঁহ সেই মাল্যপাত্র লইয়া যতনে। চলিলেন শ্রীকৃষ্ণেরে দিতে বৃন্দাবনে॥ এখানেতে কৃষ্ণ সখা-সঙ্গ পরিহরি। একাকী আছেন এক নিকুঞ্জ ভিতরি॥ ভাবিছেন সেথা বসি তিঁহ মনে মনে। কেন না আইলা প্রিয়া এখনো এবনে॥ বুঝি কালি সমুদায় রজনী জাগিয়া॥ অলসেতে প্রিয়া আছে এখনো সুতিয়া॥ যদ্যপি সে বৃন্দাবনে আসিতে নারিত। তবেত অবশ্য মোরে তাহা জানাইত॥ এইরূপ পরামর্শ করিতে করিতে। কিছু দূরে ললিতারে পাইলা দেখিতে॥ তাঁহারে দেখিয়া পুনঃ করেন ভাবন। একাই ললিতা কেন করে আগমন॥ যে হৌক ইহার স্থানে পাইব শুনিতে॥ না পারিল প্রিয়া মোর কি লাগি আসিতে॥ ভাবিতে ভাবিতে কাছে ললিতা আইলা। তাঁর প্রতি বংশীধারী পুছিতে লাগিলা॥ প্রিয়সখি একাকিনী দেখি কি কারণ॥ প্রিয়া মোর না করিলা কেন আগমন॥ ললিতা কহেন সেহ সুকুমারী হয়। তুমি মহাবলবান তাহাতে নির্দ্দয়॥ দিয়াছ তাহারে ক্লেশ সকল রজনী॥ সেই লাগি আসিতে না পারিল সজনী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেননিজে আসিতেনা পারি। পাঠাইলাপ্রতিনিধি তোহে বুঝিপ্যারী॥ ললিতা কহেন ইহা কভু না ভাবিবে। স্বপনেও আমারে ছুইতে না পাইবে॥ গোবিন্দ কহেন তুমি কহিয়াছ কালি। ভার্য্যসখীভার্য্যা তুল্য কহে জ্ঞানশালী॥ তুমিহ প্রিয়ার সখী প্রিয়ার সমান। করহ আমারে প্রেম আলিঙ্গনদান॥ এত শুনি ললিতা কহেন ক্রুদ্ধ মন। একি আজি কামেতে হয়েছে অচেতন॥ থাক থাক কিছুকাল বেদনা সহিয়া। চন্দ্রাবলী সখীরে দিবগা পাঠাইয়া॥ এক পুষ্পমালা

রাই দিয়াছে তোমায়। তাহা লয়ে শীঘ্র মোরে করহ বিদায়॥ আমি যাবামাত্র আসিবেক চন্দ্রাবলী॥ তারে লয়ে করিবে এখনি কামকেলি॥ এত কহি পুষ্পমালা পাত্র কাছে দিলা। শ্রীকৃষ্ণ সে মালা লয়ে গলায় পরিলা॥ মালিক তুলিতে পত্র হইল দর্শন। তাহা লয়ে মনে মনে করেন পঠন॥ আকালিমা সহচরী মালিকা পাঠাই। ধরিবে বুকেতে আমি যাহে সুখ পাই॥ শ্লোক দেখি পুনঃ মনে করেন বিচার। কেন লিখিলেক ইহা প্রেয়সী আমার॥ আর কিছু গূঢ় অর্থ ইহায় থাকিবে। অন্যথা কি লাগি ইহা প্রেয়সী লিখিবে॥ বুঝিনু বুঝিনু আমি তার অভিপ্রায়। মোরে ভুঞ্জাইতে পাঠায়েছে ললিতায়॥ কালিমা এ তিন বর্ণ ঘুচালে যে রবে। সহচরী মালিকাতে তারে বুকে লবে॥ হেন যদি রাধিকার হৈল আজ্ঞাপনা। তবে ললিতায় আজি পূরিব বাসনা॥ এতেক ভাবিয়া হর্ষে করিয়া গোপন॥ কহিছেন ললিতারে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ সহচরি যদি কিছু অনুচিত ভার। অর্পণ করেন প্রিয়া উপরি আমার॥ তাহা যদি আমি রক্ষা করিতে না পারি। তবে কি করিবা ক্রোধ মোরে সুকুমারী॥ ললিতা কহেন প্রিয়া যে ভার অর্পয়। অনুচিত হইলেও তাহা কার্য্য হয়॥ দেখ ঐই রামচন্দ্র সীতার বচনে। গিয়াছিলা স্বর্ণমৃগ মারণ কারণে॥ যদ্যপি জানিলা মৃগে রাক্ষস বলিয়া। তভু গিয়াছিলা সীতা সুখের লাগিয়া॥ যদি তুমি তার আজ্ঞা না কর পালন। করিবেক তবে তোহে মান আচরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তাঁর আজ্ঞা সুপ্রমান। তুমিও করিছ তাহে অনুজ্ঞা বিধান॥ এলাগি অবশ্য ইহা হইল করিতে। প্রিয়া দিয়াছেন যেই আজ্ঞা এ পত্রীতে॥ এত কহি দুই ভুজ-ভুজগ পসারি। ললিতারে কোলে নিলা বলে বংশীধারী॥ তাহা দেখি তাঁর বাহু-বন্ধ ছাড়াবারে। ললিতা করিলা যত্ন বিবিধ প্রকারে॥ কিন্তু কোন

মতে ছাড়াইতে না পারিলা। কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিলা॥

একাবলীচ্ছন্দ। শুন শুন শুন ও যুবারাজ। একি একি একি কর কি কাজ একা মোরে পাই কানন মাজে। হেন অকরণ তোহে না সাজে॥ মোরা সব হই কুলের নারী। ধরম ছাড়িতে কভু না পারি॥ ইথে তুমি কর আমায় বল। দিব আমি তোহে ইহার ফল॥ তোমার মাতার নিকটে গিয়া। কহিব তোমার এ সব ক্রিয়া॥ এখনো তোমারে কহি যে হিত। ছাড়ি দাও মোরে ভাবিয়া ভীত॥ হরি কন শুন ও সহচরি। তোমার কথায় ভয় না করি। প্রিয়া দিয়াছেন যে আজ্ঞা মোহে। তাহাই করিব ভুঞ্জিব তোহে। তুমিও অনুজ্ঞা দিয়াছ তায়। এবে কেন তাহে ভাবিছ দায়॥ ললিতা কহেন লিখনে রাই। কিবা লিখিয়াছে দেখাহ ভাই॥ দেখিয়া তাহার লিখন আগে। করিব তাহাই মনে যে লাগে॥ শ্রীরঘুনন্দন বলয়ে পায়ে। লেখন দেখিলে পড়িবে দায়ে॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল এই কথা মানি। দেখ দেখ আপন সখীর পত্রখানি॥ এত কহি তারে ধরি থাকি এক করে। দেখান রাধার সেই লিখন অপরে॥ ললিতা কহেন এই লিখিয়াছে সখী। এই ঝিণ্টী মালিকায় কালিমা না লখি॥ সে মালা পরিলে তার আজ্ঞা অনুসার। মোর প্রতি কর কেন অন্যায় আচার॥ কৃষ্ণ কন ললিতে শ্লোকের অভিপ্রায়। বুঝিয়াছ কভু কেন ছাড়না আন্যায়। সহচরী মালিকায় শেষ বর্ণ ত্রয়। ঘুচাইলে অবশিষ্ট যেই বস্তু রয়॥ তাহাই ধরিতে বুকে রাধিকা আমারে। আজ্ঞা দিয়াছেন এই লিখনের দ্বারে॥ আমিহও করিতেছি তাহাতে উদ্যম। তুমি তাহা নিবারিতে কেন কর শ্রম॥ ললিতা কহেন ইথে দুই অর্থ ভায়। জানিব কি করি তার কিসে অভিপ্রায়॥ অতএব তার মুখে অর্থ বোধ করি।

তাহাই করিব যাহা কবে সহচরী। এখন আমারে তুমি কর উপেক্ষণ। করিব আমিহ শীঘ্র ভবনে গমন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন উপস্থিত পরিত্যাগ। নিন্দা করে যাবদীয় মুনি মহাভাগ॥ অতএব আমি তাহা কভু না করিব। প্রিয়া আজ্ঞা পালি নিজবাসনা পূরিব। পরে তুমি আপন সখীরে জিজ্ঞাসিবে। কহিবেন তিঁহ যাহা তাহাই হইবে॥ ইহা অভিপ্রায় নহে তিঁহ যদি কন। ফিরি দিব তবে তব চুম্বনালিঙ্গন॥ ললিতা কহেন তুমি বড় সাধু জানি। কিন্তু শুন তুমি কহি আমি যেই বাণী॥ কহিতেছ তুমি যেই পত্রের আশয়। তাহাই যদ্যপি তার অভিপ্রায় হয়॥ তাহেও হয়েছে সিদ্ধ সে আজ্ঞা পালন। আর মোরে নাহি দাও অধিক পীড়ন॥ নাগর কহেন সখি কহিলে শোভন। কিন্তু না হয়েছে ইথে আজ্ঞার পালন॥ যেহেতুক কঞ্চুলিকা পুষ্পমালা হার। মধ্যে ব্যবধান আছে তোমার আমার॥ এত শুনি শ্রীললিতা কিঞ্চিত হাসিলা। তবে কৃষ্ণ তাঁরে লয়ে কুঞ্জে প্রবেশিলা কুসুমের শয্যা করি কুঞ্জের ভিতর। আরম্ভিল তাঁর সনে অনঙ্গ সমর॥

ত্রিপদী। এখানেতে শ্রীরাধিকা, কহিছেন বিশাখিকা, সখী প্রতি করি সম্বোধন। ললিতা গিয়াছে বন, হইল অনেক ক্ষণ, ফিরি না আইল কি কারণ॥ কি জানি পদ্মার সনে দেখা হইাছে বনে, করিতেছে তার সঙ্গে কলি। কিম্বা সেই নটবরে পাই নাই বনান্তরে, তেঁই কোন স্থানে গেল চলি॥ অতএব মোর চিত, হয় বড় উৎকণ্ঠিত স্থির নাহি হয় একক্ষণ। চল শীঘ্র বৃন্দাবন, করিবগা অন্বেষণ, ছল করি কুসুম চয়ন॥ এত কহি তাঁরে লয়ে,পুষ্পপাত্রহস্তে নয়ে, বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলা। কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষিতে, তাঁর নাসা আচম্বিতে, কৃষ্ণ অঙ্গ—গন্ধ প্রবেশিলা॥ তবে নেত্রভঙ্গী দ্বারে নিষেধিয়া বিশাখারে করি ব্যারে বাক্য উচ্চারণ। তাহার করেতে ধরি ধীরে পদন্যাস করিলা এমন॥

পয়ার। কুঞ্জের নিকটে গিয়া তরু পাশে। বসিলেন তাঁরা দোঁহে

অঙ্গ ঢাকি বাসে। কুঞ্জের ভিতরে কাম-কেলি অবসানে। কহিছেন শ্রীললিতা কমল নয়ানে॥ রাই সঙ্গে না করিয়া এই রস রঙ্গে॥ কি সুখ হইল তব মোর অঙ্গ সঙ্গে॥ মোরত অধিক সুখ না হৈল ইহায়। কেবল তোমার সুখ লাগি দিনু কায়॥ রাই সনে দেখি তব এ সব বিলাস। হয় যেন আমাদের আনন্দ উল্লাস॥ তার কোটি অংশের যে কোন এক অংশ। তারো তুল্য নহে ইহা রসিকাবতংস। অতএব আজি যে করিলে সেই ভাল॥ আর কভু না করিহ এমত জঞ্জাল॥ আর যদি কভু দেখি ইথে অভিলাষ। তবে না আসিব কদাচিতো তব পাশ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তব এই বাণী। শুনি-লাম আমি কিন্তু ভাল নাহি মানি॥ প্রিয়ার মনের সুখ যাহাতে হইবে। তোরেও মেরেও তাহা করিতে হইবে॥ যেহেতুক সকলেরি সে হ হয় প্রিয়া। করিতে হইবে যাহে সুখী তার হিয়া॥ এত কহি তাঁরা যবে দ্বারেতে আইলা। রাধাও বিশাখা সনে তবে দেখা দিলা॥ তাঁরে দেখি ললিতা হইলা অধোমুখী। কৃষ্ণে কহিছেন রাধা মনে বড় সুখী॥ বন্ধু আমি অকালিমা ম্লানতা রহিত। মালা পাঠাইয়াছিনু স্বহস্ত গ্রথিত॥ সেই মালা দেখিতেছি তোমার গলায়। কিন্তু ম্লানি কালিমা কে করিল ইহার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা মোর জ্ঞাত নয়। ললিতারে জিজ্ঞাসহ পাইবে নিশ্চয়॥ রাধিকা কহেন সখি কহ সত্য বাণী। মালায় কালিমা কেন দেখি আরম্লানি॥ এত শুনি ললিতা চাহেন বক্রদিঠী। বিশাখা কহেন রাধিকারে মিঠিং॥ বুঝি মালা কারো কুচ-কস্তুরী স্পর্শনে। কাল হইয়াছে আর ম্লান আলিঙ্গনে॥ এত শুনি ললিতা চাহেন পলাইতে। বস্ত্রে ধরি রাধা তাঁরে লাগিলা কহিতে॥ সখি তোরে জানিতাম আমি সতী বলি। এমন অকার্য তুই কিরূপে করিলি॥ দাম দিতে আসি কাম-রসেতে মাতিয়া। লাজ খাই এই কাজ কৈলি কি করিয়া॥ এত শুনি দশনেতে অধর দংশিয়া। ললিতা কহেন তবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ রাই নাহি ছিল

ইহা মোদের গোচর ॥ কুট্টনি কর্ম্মেতে যেই হয়েছে তৎপর ॥ বুঝি লাম সবে নিজ সমান করিতে। এই পরামর্শ তুমি করিয়াছ চিতে ॥ কিম্বা এই লম্পটের সহিত মন্ত্রনা। করিয়াছ মোসবারে দিতে এ যন্ত্রণা ॥ অতএব আজি এক কপট প্রকাশি। পাঠাইয়াছিলে মোরে নিজে নাহি আসি ॥ চল চল ঘরে গিয়া স্বামীরে তোমার ॥ কহিব এ সব গুণ জটিলারে আর ॥ কৃষ্ণ কন মোব প্রতি কর বৃথা ক্রোধ। ভার হৈল মোরে রাধিকার অনুরোধ ॥ ইহার পত্রীর আজ্ঞা অনু- সারে যাহা। করিয়াছি আমি মোর দোষ নাহি তাহা ॥ শ্রীরাধা কহেন আমি যতন করিয়া। মালা গাথি দিয়াছিনু উঁতারে পাঠাইয়া ॥ সেই মালা পরিধান করিতে তোমায়। প্রার্থনা করিয়াছিনু পত্রের দ্বারায় ॥ তাহে তোরা দুই জনে কি অর্থ বাখানি। করিয়াছ এই কাজ তাহা নাহি জানি ॥ কৃষ্ণ কন ললিতে শুনিলে সব কথা ॥ শুনিয়া আমার মনে হৈল বড় ব্যথা ॥ মোর ইষ্টঅর্থ ইষ্ট না হয় ইহার। ফিরি দিতে হৈল চুম্ব আশ্লেষ তোমার ॥ কি করিব প্রতিশ্রুত হই- য়াছি আগে। এস এস ফিরি দিব যাহা যত লাগে ॥ বিশাখা কহেন রাই নিজ অভিপ্রায়। সত্য কহি নাগরের নাশহ এ দায় ॥ রাধিকা কহেন সখি মোর যে আশয়। পুর্ব্বে তাহা কহিয়াছি অন্য কিছু নয় ॥ বিশাখা কহেন সখি ললিতে আমার ॥ কথা শুনি নাগরে দায়েতে কর পার ॥ দিয়াছ যে সব বস্তু তুমিহ ইহারে। না পারেন এহ তাহা সব শোধিবারে ॥ অতএব আপন সাধুতা প্রকাশিয়া। ইহারে খালাস কর কিছু কিছু নিয়া ॥ ললিতা কহেন শুন ও বংশীমোহন। মোর প্রণাধিক হয় এই দুই জন ॥ অতএব মোর প্রাপ্য আছে যাহা যাহা। এই দুই যনে তুমি দাও তাহা তাহা ॥ এত শুনি কৃষ্ণ দুই বাহু পসারিয়া। রাধা বিশাখার কণ্ঠে ধরিলা বেড়িয়া ॥ শোভিলেন কিবা তবে শ্রীনন্দ নন্দন। দুই স্বর্ণলতা মাঝে তমাল যেমন ॥ রাধিকা কহেন রাধা বিশাখা অভেদ। এই কথা কহে যাবতীয় জ্যোতির্ব্বেদ ॥ আমাদের একজনে যাহা যাহা দিবে। দুজনেরি

তাহা তাহা সম্প্রাপ্ত হইবে॥ তাহে আমি আজি আছি কিছু ক্ষীণ কায়। না পারিব সে সকল করিতে আদায়॥ বিশাখা পারিবে সে সকল বুঝি নিতে। এহ পারে দায়দায় সকল বুঝিতে॥ অতএব আমারে করিয়া উপেক্ষণ। বিশাখারি কাছে দায় করহ শোধন। ললিতা কহেন ভাল কহিলে শ্রীমতী। ইহাতেইআমায়ো জানহ অনুমতি এত শুনি রাধিকার কণ্ঠ ছাড়ি দিয়া। কুঞ্জে প্রবেশিলা কৃষ্ণ বিশাখা লইয়া॥ বিশাখা কহেন আমি অতি মুগ্ধ মতি। এমত দৌরাত্ম্য কেন কর মোর প্রতি॥ আর শুন ভেদ নাই তোমায় আমায়। সিদ্ধ হইয়াছে মোর বিলাস রাধায়॥ অতএব আমি তোর ধরিয়ে চরণ। ছাড়ি দাও আমারে করি যে পলায়ন॥ কৃষ্ণ কন সখি সত্য কহিতেছ বাণী। কিন্তু রাধিকার আজ্ঞা আমি তার মানি॥ অতএব তাহা আমি লঙ্ঘিতে নারিব। তাঁর যাহে সুখ হয় তাহাই করিব॥ এত কহি তাঁহারেও লইয়া শয্যায়। ভুঞ্জিয়া পূরিলা কৃষ্ণ নিজ অভিপ্রায়॥ পরে কৃষ্ণ করিলেন বাহিরে গমন। বিশাখা রহিল তথা লজ্জায় মগন॥ তবে শ্রীরাধিকা গিয়া কুঞ্জের ভিতরে। বাহিরে আনিলা তারে ধরি নিজ করে॥ ললিতা কহেন কহ বিশাখা সুন্দরী বুঝি লইয়াছ সব বস্তু লেখা করি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি বিশাখার গুণ॥ কি কহিব এহ বড় লেখায় নিপুণ॥ আমিহ না জানি কিছু গণনা করিতে। ভুলাইয়া নিল কত পারি না কহিতে॥ এত শুনি বিশাখা দূরেতে পলাইল। তবে শ্রীললিতা কৃষ্ণে কহিতে লাগিল॥ তোমাদের যাহা সুখ করিলে তাহাই। মোরাও আপন সুখ এবে কিছু চাই॥ এই কুঞ্জে রজনীতে তোরা দুই জনে। তুষিলে বিলাস করি আমাদের মনে॥ এত কহি সকলেই নিজ নিজ স্থান। সানন্দ হৃদয়ে তাঁরা করিলা পয়ান॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীমাধবস্য ললিতাবিশাখা লাভ বর্ণনো নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ॥

ত্রয়োদশ উল্লাস।

চন্দ্রাবলীমপিশ্রেষ্ঠামন্যগোপবধূততেঃ।
উপেক্ষ্যরাধিকাং ভেজে যঃ সমাং মাধবোঽবতাত ॥

পয়ার। অন্ত্যাদিযমক। সূর্য্যঅস্ত গেল দেখি বিশাখা চাহিয়া। হিয়াসুখে কন ললিতারে সম্বোধিয়া ॥ সখি সূর্য্য অস্তগিরি করিলা গমন ॥ মনমানে বুঝি রাধা সুখের কারণ ॥ অন্ধকার ঢাকিতেছে সকল অম্বর। বরমান যেন ঢাকে নারীর অন্তর ॥ এই অন্ধকার দেখি অনুমান করি। করিগণ কামের নামিছে ধরোপরি ॥ যেহেতুক এইত নিবিড় অন্ধকার ॥ কার না নাশিবে কুল ধরম আচার ॥ কিম্বা এহ কাম কাল কাণ্ডাত বসন। সনয়ন জন দৃষ্টি করে আবরণ। ইহাতে আচ্ছন্ন হয়ে কামাতুর মন। রমণ নিকটে রমণীরগণ ॥ অত-এব এই কাল অভিসারোচিত। চিত্তসুখে রাইবেশ কর সমুচিত ॥ ভবে ভাল বলি আনন্দ আবেশে। বেশে মন দিলা সবে আনন্দ আবেশে। বেশে মন দিলা সবে রাধার বিশেষে ॥ গজদন্ত কঙ্কতিকা ধরি নিজ করে। করেন বিশাখা বেণী চিকুর নিকরে ॥ নীলমণি ময় ঝাপা বান্ধিল তাহায়। হায় হায় করে ভুজঙ্গিনী দেখি যায় ॥ বান্ধিলেন শিথী নীলমণিতে বিহিত ॥ হিত করে কৃষ্ণাভিসারেতে যে উচিত ॥ শোভিল সে নীলসিঁথী রাধা মুখোপরি। পরিপাটি স্বর্ণপদ্মে যেমন ভ্রমরী ॥ কপোলেতে অগুরু চন্দন পঙ্কে করি। করি-লেন পত্রাবলী ললিতাসুন্দরী ॥ নাসায় তিলক কৈলা দিয়া মৃগমদ। মদনমোহন মনে জন্মাবে যে মদ ॥ ইন্দ্রনীলমণি দিলা অগ্রে নাসিকার। কার সনে উপমান করিব তাহার ॥ তুলী ধরি চিত্রা দিলা নয়নে কাজর। জর জর হবে যাহা দেখিয়া নাগর ॥ নীল-শুন্দী ফুল দিলা শ্রবণ যুগলে। গলে মধু বিন্দু বিন্দু যাহে অবি-

রলে ॥ মৃগমদে করি কুচে লিখিলা মকরী। করিবেন্ কর সমর্পণ যাহে হরি ॥ তদুপরি বান্ধিলা কাঁচুলী মনোহর। হরণ করিবে যেহ কৃষ্ণের অন্তর ॥ সাজিল কুচেতে কাল কাঁচুলী চিকণ। কনকাদ্রি শিরে যেন জলদ নূতন ॥ নীলমণি মালা দিলা কুচের উপর। পরশিবে যেহ কৃষ্ণ বুক পরিসর ॥ করে দিলা নীলমণি বলয় কঙ্কণ। কণ কণ করে করে করিতে চালন ॥ কটিতটে পরাইলা নীল পট্টবাস। বাস যার করিবেক কৃষ্ণের উল্লাস ॥ বান্ধিলেন তাহে নীলমণির কিঙ্কিণী। কিণী কিণী রব করে সারসে যে জিনি ॥ নূপুর পঞ্চমপাতা দিলা রাঙ্গাপায়। পায় যাহা দেখি দুখ সেই নটরায় ॥ যাবকের রস লয়ে করি আগমন। মনসুখে পদে দিল শ্রীরঘুনন্দন ॥

লঘু-ত্রিপদী। তবে সখীকুল, কর্পূর তাম্বুল, লবঙ্গ এলাচি দিয়া। অতি চমৎকার, তাম্বুল আধার, লইলেন সাজাইয়া ॥ কেহ বা কর্পূর, কুঙ্কুম অগুরু, চন্দন ঘসিয়া নিলা। কেহ নানা ফুল, আনিয়া অতুল, মালা গাঁথি লয়েছিলা ॥ সুবাসিত বারি, কনকের ঝারি, পুরি নিলা কেহ করে। অতি মনোহর, ব্যজন চামর, কেহ নিলা সমাদরে ॥ তবে সবে তাঁরা, নবমেঘ পারা, বসনে ঢাকিয়া অঙ্গে। রাধা মাঝে করি, বলি হরি হরি, গহনে চলিলা রঙ্গে ॥ মনের উল্লাসে, হাস পরিহাসে, কিশোরীরে সুখী করি। কিশোরীমোহন, দেখিতে গমন, করিলা আনন্দে ভরি ॥

পয়ার। ললিতা কহেন রাই শুনহ বচন। বসনে ঢাকহ তুমি আপন বদন ॥ অন্যথা দেখিলে ইহা যত মধুকর। পড়িবে কমল ভ্রমে ইহার উপর ॥ চকোর সকল আজি ক্ষুধাতুর আছে। চন্দ্র বলি তাহারাও আসিবেক কাছে ॥ ভ্রমরে চকোরে হবে বিবাদ বিশেষ। উহারা কহিবে পদ্ম ইহারা নিশেশ ॥ সেই বাদে বাধা হবে মোদের গমনে। অতএব চল মুখ ঝাঁপিয়া বসনে ॥ আর শুন ইহার, ছটায় তম হরে। না ঢাকিলে দেখিতে পাইবে সব

নরে॥ কথাও ন কবে তুমি গমন সময়ে। দশন কিরণে হরে অন্ধকারচয়ে॥ বিশাখা কহেন মুখ ঢাকিলে কি হবে॥ সূক্ষ্মবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে একি রবে॥ শরদের পরিপূর্ণ শশীরে নীহারে। আচ্ছাদিত করিবারে কখনো কি পারে॥ রাধিকা কহেন সখি মোরা কতক্ষণ। অভিসার করিয়াছি না হয় স্মরণ॥ তত্ত্ব নাহি পাইনু এখনো বৃন্দাবন॥ কেন সখি কহ শুনি ইহার কারণ॥ ললিতা কহেন বহুকাল নাহি যায়। কেবল উৎকণ্ঠা লাগি তোরে তেন ভায়॥ চলিতেও না পারিছ তুমিহ সত্বরে। আকুল হয়েছ স্তন নিতম্বের ভরে॥ এইরূপ কহিতে কহিতে বৃন্দাবনে। প্রবিষ্ট হইয়া তারা আনন্দিত মনে॥ নানা জাতি পুষ্প তুলি নিকুঞ্জমাঝারে। আরম্ভিলা তাঁরা সবে শয্যা রচিবারে॥ এখানে শ্রীকৃষ্ণ পথে আসিতে আসিতে। সাক্ষাৎ হইল মধুমঙ্গল সহিতে॥ বটু কহি-ছেন সখা দিব্য বেশ ধরি। কোথা যাইতেছ তুমি কিবা মনে করি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা শঙ্কেত আছয়॥ বৃন্দাবনে আসিবেন রাধিকা সদয়॥ অতএব করিতেছি আমিহ গমন। তাঁর সনে পরিহাস বিলাস কারণ॥ বটু কন সেখানে যাইতে না পাইবে। চন্দ্রাবলী ঘরে আজি যাইতে হইবে॥ গিয়াছিনু এখনি আমিহ ঘরে তার। করিলেক অভিমান অনেক প্রকার॥ যাও নাই তুমি কয়দিন তার ঘরে। এ লাগিয়া দুঃখিত আছয়ে সে অন্তরে॥ আমি তারে কহি আসিয়াছি এই কথা। এখনি আনিব কৃষ্ণে ত্যজ তুমি ব্যথা॥ অতএব তুমি যাও ভবনে তাহার। আমি বাধ করি গিয়া যাত্রায় রাধার॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া কতক্ষণ। কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি এ বচন॥ সখা যাহা কহিতেছ তাহা ন্যায্য বটে। কিন্তু আজি সেথা মোর গমন না ঘটে॥ সঙ্কেত করিয়া আসি রাধিকার সনে। কেমন করিয়া যাব অন্যের ভবনে॥ সেহ মোর প্রাণাধিকা আমি বশ তার। চকোর যেমন বশ হয় চন্দ্রিকার॥ অতএব আজি সেথা যাইতে নারিব। কালি দিবসেই তার সহিত

মিলিব ॥ এখন চলহ সখা তুমি মোর সনে। তুরিতেই যাইতে হইবে বৃন্দাবনে ॥ এতক্ষণ রাধা আসি থাকিবে তথায়। অতএব বিলম্ব করিতে না যুয়ায় ॥ কিন্তু সেথা করিতে বিবিধ পরিহাস। করি যাব দুই জনে বেশ বিপর্য্যাস ॥ আমি পদ্মা বেশ ধরি তুমি শৈব্যা বেশ। হইবে অনেক ইথে কৌতুক বিশেষ ॥ এত কহি দোঁহে সেই সেই বেশ ধরি। চলিলেন কুতুহলে কানন ভিতরি ॥

ত্রিপদী। এথা বৃষভানুসুতা, হইয়া উৎকণ্ঠাযুতা, কহিতে লাগিলা ললিতায়। তিমিরে ঢাকিল দিশা, হইল অনেক নিশা, কেননা আইল নটরায় ॥ আমি এই অনুমানি, তোমার সঙ্কেত বাণী, পশে নাই তাহার শ্রবণ। কিম্বা বহু নারীগণ, সম্ভোগেতে লুব্ধ মন, শুনিয়াও না কৈল গ্রহণ ॥ কিম্বা আজি ব্রজরাজ, করিয়া সভার সাজ, শুনিছেন দিব্য বাদ্য গান। তাহা বসি সখা সাথ, শুনিছেন প্রাণনাথ, তেঁই এথা আসিতে না পান ॥ কিম্বা রাণী যশোমতী, স্নেহ পরবশমতি, আপনার ভবন মাঝারে। শোয়াইয়া রাখিয়াছে, নিজে বসিয়াছে কাছে, তেঁই বন্ধু আসিতে না পান ॥ কিম্বা আসিবার কালে, পথে পাই সে গোপালে, পদ্মা লয়ে গল সখীপাশ। তেঁই এথা না আইল, মোর ভাগ্যে না হইল, কিশোরীমোহন মনে হাস ॥

পয়ার। ললিতা কহেন সখি স্থির কর মন। এখনি করিবে বন্ধু এথা আগমন ॥ যে সকল বিঘ্ন তুমি করিছ ভাবন। ইহাতে করিতে নারে তারে নিবারণ ॥ সেহ হয় সুবিদগ্ধ চাতুর্য্য আশ্রয়। ভঙ্গীক্রমে সব কর্ম্ম সাধিতে পারয়। তোমা সনে সঙ্কেত করিয়া নটবর। যাইতে পারে কি কভু অপরের ঘর ॥ অতএব নাহি হও উদ্বিগ্ন অন্তর। এখনি আসিবে তোর কাছে নটবর ॥ এই রূপ কহিছেন ললিতা সুন্দরী। নিকটে আসিয়া তাহা শুনিলেন হরি ॥ তবে তিঁহ পরিহাস করিব বলিয়া। কহিতে লাগিলা

বটুরাজে সম্বোধিয়া॥ শৈব্যে সখি এই কুঞ্জে আছে বুঝি রাই। অই শুন রমণীর কণ্ঠধ্বনি পাই॥ আর দেখ তিমিরেও থাকি এই কুঞ্জ। উদ্গার করেছে যেন চন্দ্রিকার পুঞ্জ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি আসিয়া বাহিরে। ললিতা দেখিলা যেন দুই রমণীরে॥ পরে পদ্মা শৈব্যা বলি জানি কুঞ্জে গিয়া॥ কহিছেন রাধিকারে দুখিত হইয়া॥ সখি কৃষ্ণ আগমন ভাবিতে ভাবিতে। পদ্মা শৈব্যা উপস্থিত হইল আচম্বিতে॥ চাহিতে চাহিতে যেন চাতকীরা জল। ধুলী আনি মুখে দেয় পবন প্রবল॥ রাধিকা কহেন সখি তবে কি হইবে। কি করিয়া এই লজ্জা জলধি তরিবে॥ এই কথা রাধিকা কহেন ললিতারে। হেনকালে কৃষ্ণ বটু আইলেন দ্বারে॥ দেখিয়া তাদিগে যেন না পাই দেখিতে। শ্রীরাধারে শ্রীললিতা লাগিলা কহিতে॥ সখি যদি সুমতি গেলেন নিজ ঘরে। আমরাও যাই চল নগর ভিতরে॥ দিয়াছেন যেই আজ্ঞা দেবদিনপতি। কালি দিনে কহিব সে সব বৃন্দা প্রতি॥ বিশাখা কহেন সখি ফিরি দেখ পাছে। পদ্মা শৈব্যা দুই প্রিয়সখী আসিয়াছে॥ ফিরি দেখি ললিতা কহেন সমাদরে। একি কেন রাত্রিতে এসেছ বনান্তরে॥ মোদিগে ত কালিন্দীর সখী শ্রীসুমতি। ডাকি পাঠাইয়াছিলা কার্য্যার্থে সংপ্রতি॥ সেই লাগি আসিয়াছিলাম এথা মোরা। কহ কি কারণে এথা আসিয়াছ তোরা॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি কি কার্য্য লাগিয়া। সুমতি পাঠাইয়াছিলা তোদিগে ডাকিয়া॥ কহ কহ আগে তাহা করিব শ্রবণ। পরে কব নিজ আগমন প্রয়োজন॥ ললিতা কহেন সখি শুন মন দিয়া। পাঠাইয়াছেন সূর্য্য আদেশ করিয়া॥ বৃন্দাবনে রাজ্য আমি দিয়াছি রাধায়। অধিকার হইয়াছে তাহার তাহায়॥ এখানে যে নর নারী পুষ্পাদি তুলিবে। তাহাদের স্থানে কর রাধিকা পাইবে॥ সেই আজ্ঞা কহিতে সুমতি মোসাবারে। ডাকাইয়া আনিছিলা কানন মাঝারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এই চাতুরি তোমার। ভুলাইতে না

পারিবে বুদ্ধিরে আমার। শুনিয়াছি সুমতী রাধার ঘরে যান। করিবেন তিঁহ কেন বনেতে আহ্বান॥ অতএব কুটিলা কহিল যেই কথা। তাহাই যথার্থ বটে না হয় অন্যথা॥ তাহাতেও মোদের বড়ই সুখ আছে॥ তবে কেন ঢাকিতেছ আমাদের কাছে॥ রাখিয়াছ কোন্ কুঞ্জে কৃষ্ণে লুকাইয়া। আন তারে একবার এখানে ডাকিয়া॥ আনিয়া বসাও রাধাসনে একাসনে। দেখি যাই মোরা সেই মাধুরী নয়নে॥ এই লাগি আসিয়াছি এতদূর বন। মোদের না হয় ব্যর্থ যেন আগমন॥ ললিতা কহেন সখি চন্দ্রাবলী যেন। কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গে লুব্ধ রাধা নহে তেন॥ কত দূতী পাঠাল মাধব বার বার। তথাপি এ অয়োধিনী না কৈল স্বীকার॥ অতএব কৃষ্ণ কন কাননে আসিবে। আইলে বা আমাদিগে কেন দেখা দিবে॥ তোদিগে সঙ্কেত করি যদি আসি থাকে। মোর ঘরে গেলে দেখা দিবে তোমবাকে॥ কুটিলা যদ্যপি কিছু কয়েছে তোমায়। মিথ্যা না হইবে তাহা এই মনে ভায়॥ গুপ্তভাবে করি নাই মোরা আগমন। কুটিলা করিয়া থাকিবেক দরশন॥ না জানে সে ইথে যে এ গুপ্ত কথা আছে। কহিয়া থাকিবে রাধা গেল কৃষ্ণ কাছে॥ তাই শুনি তোরা জানিয়াছ সত্য-ব্রত। যেহেতুক আত্মবতমন্তেতে জগত॥ সুমতী যে যন নাই রাধি-কার ঘর। বুঝিবারে পারিকে তাহা কোনো নর। দেবতা সকল হয় স্বতন্ত্র চরিত। তাহাই করি যে যাহা হয় মনোনীত॥ বিশাখা কহেন সখি এথা মোসবার। সমুচিত নাহি হয় অবস্থিতি আর॥ যাবত করিব মোরা এখানে নিবাস তাবৎ না পূর্ণ হবে ইহাদের আশ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি যাইবে ভবনে। এক কথা কহি যাও মোরে শুদ্ধ মনে॥ শুনিয়াছি মোরা মধুমঙ্গল বদনে। সুমতি আসিয়াছিলা রাধার ভবনে। সেহ অভিষেক করি পুরুষ হইয়া। গিয়াছে তোম-বারে আলিঙ্গন দিয়া॥ একথা কিসত্য বটেকিম্বা মিথ্যা হয়। তাহা সত্য করি তোষ মোদের হৃদয়॥ যে কোন রূপেতে হৌক দেবতালিঙ্গন পাই য়াছ তোরা ভাগ্য তোদের শোভন॥ এত শুনি ললিতা ভাবেন মনে২।

সে রহস্য কথা এহ জানিল কেমনে ॥ কৃষ্ণ আর মোরা বিনে কেহ না জানয় । অতএব মনে বড় করয়ে সংশয় ॥ যে হৌক জানিব বাক্য ভঙ্গী প্রকাশনে । এত ভাবি কহিছেন হসিত বদনে ॥ সখি রাধিকার রাজ্য অভিষেক কালে । পুরুষ না ছিল কেহ সেই চতুঃশালে ॥ তবে বটু সে কথা জানিবে কি প্রকারে । মিথ্যা করি কহিয়াছে তোমা সবাকারে ॥ যদি সেহ তোমাদিগে ইহা কহি থাকে । তবে আর সূর্য্যপূজা না করাব তাকে ॥ এত শুনি শ্রীমধুমঙ্গল ভীতহিয়া ॥ কহিছেন ললিতাহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ ললিতে আমিহ ইহ কিছু নাহি জানি না জানিয়া কি করি কহিব এই বণী ॥ বিপ্রজাতি মিথ্যা কথা কভুনাহি কয় । তাহা জান তবে কেন করিছ সংশয় ॥ তাহে আমি পুরোহিত তোরা যজমান । কি করিতে পারি তোদের বিগান ॥ ললিতা কহেন যদি তুমি বটু বট ! তবে কেন এবেশ ধরিলে সত্য রট ॥ বটু কহেসত্য কহি আমিহ তোমায়এবেশ ধরেছি'আমিইহারি কথায় ॥ ললিতা কহেন পদ্মে কহ সবিশেষ । কি কারণে ইহারে ধরালে শৈব্যাবেশ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন একা আসিতে না পারি । করিলাম আমিহ ইহারে সহচরী ॥ তাহে পুরুষের সঙ্গে কৈলে আগমন । দেখিলে অখ্যাতি করিবেক সবজন ॥ এই লাগি ধরাইয়াছিনু সখীবেশ । আর কিছু নাহি ইথে কারণ বিশেষ ॥ ললিতা কহে সখি বুঝিনু আশয় । তোমাদের কিছু মাত্র নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥ যেহেতুক তুমি একাকিনী পুরুষ সহিতে । আসিয়াছ কানন ভিতরে রজনীতে ॥ এত শুনি বটুরাজ ধীরে২ কন । সত্য নারী হৈলে ইহা হইত দূষণ ॥ বটুর বচন শুনি হাসেন সকলে । কহিছেন কৃষ্ণ তবে শ্রীমধুমঙ্গলে ॥ বটু তুমি সাবধান হয়ে কহ কথা । ললিতার ভয়েতে কি কহিছ অন্যথা ॥ বটু রটে সত্য কহি কারে মোরে ডর । তুমি পদ্মা পরমস্তি সত্যই অমর ॥ এত শুনি ললিতা বলেন হাসি হাসি । সত্য কহিয়াও তুমি হৈলে মিথ্যা-ভাষী ॥ যেহেতুক পদ্মা লক্ষ্মী সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে । তার পতি গোপ-জাতি কাদাচিত নহে । বিশাখা কহেন সখি নই বিস্মরণ । পদ্মা

গোপি কার পতিকহিল ব্রাহ্মণ ॥ এত শুনি সকলেই হাসিতে লাগিল। তবে রাধা নিজে কহি বারে অরম্ভিল।

ত্রিপদী। শুন শুন সখীগণ, মোরে এই বৃন্দাবন, রাজ্য দিয়াছেন বিরোচন। ইথে শাস্ত্র অনুসারে, হবে মোরে করি বারে, ধর্ম্ম রক্ষা অধর্ম্ম হরণ ॥ তাহা যদি নাহি করি, আমি করদণ্ড হরি, তবে মোর অধর্ম্ম জন্মিবে। সূর্য্যের হইবে ক্রোধ, অতএব উপরোধ, কার ইথে মানা না হইবে ॥ তাহে যত অধর্ম্মিষ্ঠ, আছে অতি দুষ্ট নিষ্ঠ, তার মধ্যে বঞ্চক প্রধান। বঞ্চনা সমান পাপ নাহি এই শুক্র বাপ, কহেন সাক্ষাৎ ভগবান ॥ এলাগি এ দুই জনে, বান্ধি রাখ বৃন্দাবনে, লতা পাশে কুঞ্জ কারাগারে। পরিয়াছে যে যে সাড়ী, তাহা তাহা নাও কাড়ি, আর মণি স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥ যেহেতুক নারীবেশ, ধরি এই দোঁহে দেশ, ভুলাইয়া হরে পরধন। কিশোরীর আজ্ঞা বাণী, প্রমাণ করিয়া জানি, এ বিষয়ে করো আয়োজন ॥

পয়ার। রাধিকার কথা শুনি ভয়ে থর থর। কহিতে কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে তবে বটুবর ॥ সখা পরিহাস-রস-আশা মনে করি। বড় সুখ বাড়াইলে নারী-বেশ ধরি ॥ কারাগারে বন্ধ বস্ত্র ভূষা অপচয়। প্রাণ লয়ে টানাটানি শেষে বুঝি হয় ॥ তুমি রাজপুত্র বট পুনশ্চ পাইবে। দরিদ্র বিপ্রের গেলে আর না হইবে ॥ অতএব আমি আর এথা রব নাই। যা ইচ্ছা তোমার কর আমিহ পলাই ॥ এত কহি বটুরাজ দূরে পলাইলা। তাঁরে ধরিবার ছলে সখীরা চলিলা ॥ তবেত নির্জ্জন দেখি রাই কাছে হরি। বসিলেন তাহা দেখি কহেন সুন্দরী। না আসিহ মোর কাছে তুমি শঠরাজ। জানিলাম আমি আজি তব সব কাজ ॥ যারে ভাল বাস বেশ ধরিয়াছ তার। তাহারি মন্দিরে তুমি কর অভিসার ॥ সেহ এই বেশ দেখি সন্তোষ পাইবে। তব যেই অভিলাষ তাহাও পূরিবে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এই বেশ যার। যদি সুখ হৈতে পারে ইহা দেখি তার ॥ তবে এই বেশের করিলে অপমান। তব সুখ হবে এই হয় অনুমান ॥ অতএব করি ভুজ-লতায়

বন্ধন। দশন নখরে অঙ্গ করহ খণ্ডন॥ অথবা করহ পদাঘাত বার বার। যাহাতে আনন্দ হয় হৃদয়ে তোমার॥ রাধিকা কহেন যার যে অধীন হয়। সেই তার দণ্ড করিবারে শক্ত হয়॥ অনধীন লোকে যেহ চাহে দণ্ডিবারে। তারে উপহাস করে সকল সংসারে॥ এই রূপ শ্রীরাধিকা কহিতে কহিতে। নিকটেই এক সিংহ লাগিল ডাকিতে॥ সেই শব্দ শুনি রাই ত্রাসিত হইয়া। ধরিলা কৃষ্ণের কণ্ঠে বাহু পসারিয়া॥ তবে তাঁরে সান্ত্বনা করেন নটবর। প্রিয়ে মোর কাছে থাকি কারে কর ডর॥ কোটি সিংহ যদ্যপি আইসে একবারে। তথাপি তোমার কাছে আসিতে না পারে॥ কিন্তু এই সিংহে আমি মানি বন্ধু বলি। আশীর্ব্বাদ করি হোক চিরজীবি বলি॥ যেহেতুক কাদাচিতো পাই নাই যাহা। স্বয়ং গ্রহ আলিঙ্গন দেয়াইল তাহা॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিত হাসিল। তাহে মান উপশম গোবিন্দ জানিল॥ তবে তাঁরা দোঁহে পুষ্প শয্যায় যাইয়া। মনোরথ পূর্ণ কৈল বিলাস করিয়া॥ সে বিলাস শেষ জানি প্রিয়সখীগণ। নিকটে আইল লয়ে সেবোপকরণ॥ কেহ কেহ মন্দ মন্দ চামর ঢুলায়। কেহ কেহ চন্দন লেপয়ে দুহুঁ গায়॥ কেহ দেয় পুষ্পমালা দোঁহাকার গলে। কর্পূর তাম্বুল কেহ বদনকমলে॥ তবে করি নানামত হাস পরিহাস। সুখি মনে গেলা সবে নিজ নিজ বাস॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরোচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াঃ কৃষ্ণাভিসার বর্ণনো নাম
ত্রয়োদশ উল্লাসঃ।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

শ্রীরাধামগ্নচিত্তোপি দাক্ষিণ্যং ব্যঞ্জয়ন্নিজং।
চন্দ্রাবলী মুপাগতো যুষ্মানবতু মাধবঃ॥

পয়ার। পর দিন বনে গিয়া কৃষ্ণ কুতূহলে। কহিতে লাগিলা কিছু শ্রীমধুমঙ্গলে॥ সখা তুমি কালি চন্দ্রাবলীরে আশ্বাস। দিয়াছিলে মোর সঙ্গে কর্ণ্যতে বিলাস॥ কালি রাধা লাগি তাহা হয় নাই পূর্ণ। আজি সিদ্ধ কর সখা তাহা অতি তূর্ণ॥ যাহ তুমি একবার শৈব্যার সদনে। কহিবে তাহারে অতি মধুর বচনে॥ চন্দ্রাবলী প্রেয়সীরে সঙ্গেতে লইয়া। গৌরী তীর্থে আসে যেন ত্বরিত হইয়া॥ এত শুনি বলিতে লাগিলা বটুরাজ। আমা হৈতে সিদ্ধ না হইবে এই কাজ॥ কালি মিথ্যা হইয়াছে আমার আশ্বাস। এ লাগি কথায় নাহি করিবে বিশ্বাস॥ যদি বা থাকয়ে সেহ অন্য জন পাশে। কি করি করিব তার সহিত সম্ভাসে॥ এ সব বটুর বাণী করিয়া শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণ তাহারে পুনঃ কহেন বচন॥ সখা আমি এক পত্র দিতেছি লিখিয়া। শৈব্যার নিকটে যাহ ইহাই লইয়া॥ গুরু জন নিকটেও যদি সেহ রয়। তথাপি তাহারে দিবে ত্যজিয়া সংশয়। সে ইহার অর্থ বুঝি প্রিয়ারে আনিবে। অন্য কেহ দেখিলেও বুঝিতে নারিবে॥ এত কহি এক পত্র করি বিরচন। মধুমঙ্গলের করে করিলা অর্পন॥ তাহা লয়ে গেলা তিঁহ শৈব্যার ভবনে। তারে দেখি শৈব্যা কন ইঙ্গিত বচনে॥ বুঝিয়াছি বটু তব বাণী সত্য বটে। কালি আনিছিলে কৃষ্ণে সখীর নিকটে॥ বটু কন কালি সখা পিতৃ সন্নিধানে। বসিয়া শুনিতেছিল গায়কের গানে॥ তেঁই পারি নাই কিছু তাহারে কহিতে। অতএব পারি নাই তাহারে আনিতে॥ আজি মোর মুখে সেই কথা শুনি কৃষ্ণ। চন্দ্রা-

ধলী সঙ্গমেতে হয়েছে সতৃষ্ণ ॥ এই দেখ লিখিয়াছে তোমারে লিখন অতি শীঘ্র গৌরী তীর্থে করহ গমন ॥ এত কহি যবে পত্র দিলেন শৈব্যায়। সেই কালে আইলেন করালা তথায় ॥ মধুমঙ্গলেরে দেখি তিঁহ সশঙ্কিত। কহিতে লাগিলা তাঁরে বচন কিঞ্চিত ॥ বটু তুমি কি লাগিয়া এসেছ এথায়। কিবা পত্র সমর্পিলে কার বা শৈব্যায় ॥ বটু কন সূর্য্যাতপে হইয়া তাপিত। কৃষ্ণ মোরে করিয়াছে এখানে প্রেরিত ॥ মধ্যে মধ্যে শৈব্যা তারে দেয় পদ্মমালা। যাহাতে নিবৃত্ত হয় তাঁর অঙ্গজ্বালা ॥ সেই লাগি লিখিয়াছে ইহারে লেখন। পাঠ করি তাহা তুমি করহ শ্রবণ ॥ এত কহি শৈব্যা হস্ত হইতে লইয়া। পড়িতে লাগিল সেই পত্র প্রকাশিয়া ॥ অধিক অধিক তনু-তাপে পাই দুখ। বরহিত পদ্মাবলী আনি দাও সুখ ॥ এত শুনি করালা কহেন আনন্দিত। এ কর্ম্ম অবশ্য বটে করিতে উচিত ॥ একে রাজপুত্র তাহে সর্ব্ব হিতকর। তার কথা নাহি পালে হেন কেবা নর ॥ অতএব পদ্মমালা উত্তম গাথিয়া। ব্রজরাজ পুত্রের নিটে দাও গিয়া ॥ এত কহি করালা চলিলা স্বভবনে। পথে দেখা হৈল তার ললিতার সনে ॥ তাঁরে দেখি শ্রীললিতা প্রণাম করিলা করালা তাহার প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ললিতে জানহ তুমি শৈব্যা কার স্থানে। শিখিয়াছে পদ্মমালা গ্রন্থন বিধানে ॥ যার মালা দেখি শিল্পি-চূড়ামণি কৃষ্ণ। হইয়াছে ধরিবারে কণ্ঠেতে সতৃষ্ণ ॥ অতএব পত্রলিখি শ্রীমধুমঙ্গলে। পাঠায়েছে শৈব্যার নিকটে কুতুহলে ॥ ললিতা কহেন লিখিয়াছে কি লিখন। দামোদর তাহা কহ করিব শ্রবণ ॥ এত শুনি করালা কহেন সুখি-চিত্ত। শুন বাছা কহি পত্র কৃষ্ণের লিখিত ॥ অধিক অধিক-তনু তাপে পাই দুখ। বরহিত পদ্মাবলী আনি দাও সুখ ॥ ললিতা কহেন মাগো তোমরা সরল। বুঝিবারে পার নাই লিখনের ফল ॥ যদি তাহা জানিবারে ইচ্ছা হয় মনে। গৌরী তীর্থে গিয়া তবে দেখিবে নয়নে করালা কহেন বাছা মোর দিব্য তোরে ; পত্রের আশয় বাখানিয়া

কহ মোরে ॥ ললিতা বলেন থিক পদ ঘুচাইলে ॥ যে বস্তু অধিক-তনু-তাপ পদে মিলে ॥ তাহাতেই অর্থাৎ মদন তাপে ক্লেশ। পাই-তেছি পূর্ব্ব অর্দ্ধে এই অর্থ শ্লেষ ॥ পদ্মাবলী এই শব্দে ঘুচালে বকার। পদ্মালী রহিল শুন যেই অর্থ সার ॥ পদ্মাগোপিকার আলী সখী যেই হয়। তারে আনি দাও এই শেষার্থ নিশ্চয় ॥ এত শুনি কহ্নালা অঙ্গুলী মুখে দিয়া। কহিছেন ললিতারে কুপিত হইয়া ॥ বাছা লোক মুখে শুনি বধুর অযশ। প্রত্যয় করিত নাই আমার মানস ॥ আজি তোর মুখে শুনি এ সব বচন ॥ জানি-লাম যথার্থ বধুর অকরণ ॥ অতএব গৌরীতীর্থে যাব লুকাইয়া। দেখিব কি করে বধু কৃষ্ণ কাছে গিয়া ॥ এত কহি তিঁহ গেলা আপ-নার ঘরে। ললিতাও গৃহে গেলা সুখিত অন্তরে ॥ এখানে কহেন শৈব্যা বটুরাজ প্রতি। আগে চল তুমি যেথা গোপী-প্রাণপতি ॥ আমি পদ্মাসনে চন্দ্রাবলীরে লইয়া। ত্বরাতে গৌরী তীর্থে মিলিব যাইয়া ॥ এক কহি বিদায় করিয়া বটুবরে। সুখি মনে শৈব্যা গেলা চন্দ্রাবলী ঘরে ॥ সেখানে যাইয়া সব বৃত্তান্ত কহিলা। কৃষ্ণের লিখিত পত্র খুলি দেখাইলা। দেখিয়া সে পত্র শুনি সে সব বৃত্তান্ত। সকলেই আনন্দিত হইলা নিতান্ত ॥ তবে পদ্মা শৈবা বেশ করি সোমা-ভার। তাঁরে লয়ে গৌরীতীর্থে কৈলা অভিসার ॥ এখানেতে কৃষ্ণ শুনি বটুর বচন। নিজে বিপ্রবেশ হৈলা কৌতুক কারণ ॥ বটুরে কহিলা সখা মোরে কতক্ষণ। গোপীদের আগে না করিহ প্রকা-শন ॥ পরিচয় জিজ্ঞাসিলে করিহ উত্তর। আমার পিতার শিষ্য নাম দামোদর ॥ এথা চন্দ্রাবলী গৌরী-তীর্থেতে আসিয়া। কহি-ছেন শৈব্যা প্রতি কৃষ্ণে না চিনিয়া। সখিরে বিশ্বাস করি বটুর বচনে। ভাল কার্য্য হয় নাই আসিয়া কাননে ॥ অই দেখ বটু রহিয়াছে গৌরী বাসে। আর এক বিপ্র দেখিতেছি তার পাশে। কিন্তু এথা প্রাণনাথে না পাই দেখিতে। অতিশয় শঙ্কা হইতেছে মোর চিতে ॥ শৈব্যা কন সখি কিছু চিন্তা না করিবে।

এই স্থানে কোন ঠাই নাগর থাকিবে॥ এইরূপ কহি কহি নিকটে যাইয়া। বটুরে পুছেন শৈব্যা হাসিয়া হাসিয়া॥ সত্য-বাদী বটু বল এহ কোন জন॥ কোথা বাস কিবা নাম এথা কি কারণ॥ বটু কহ ইহার অবন্তিপুরে ঘর। আমার পিতার ছাত্র নাম দামোদর॥ আসিয়াছে ব্রজে মোর কুশল জানিতে। বনে আল তোমাদের পূজা নিরখিতে॥ পদ্মা কন এহ যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তবে অদ্য করাউন এহই পূজন॥ কৃষ্ণ কন না জানিলে কুল কুলাচার। পূজা করাইব তোমাদিগে কি প্রকার॥ বটু কন ইহারা সকল বৈশ্যজাতি। পতিব্রতা বলি আছে ইহাদের খ্যাতি॥ অতএব ইহাদিগে করহ যাজন। নাহি হইবেক ইথে কোনহ দূষণ। শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা এই ব্রজধামে। এক গোপ-নারী আছে চন্দ্রা-বলী নামে॥ শুনি তার প্রীতি তার কৃষ্ণের সহিতে। সে হইলে না পারিব আমি যজাইতে॥ দামোদর মুখে শুনি এতেক বচন। চন্দ্রাবলী অধ কৈল আপন বদন॥ তাহা শুনি পদ্মা শৈব্যা অতি ক্রুদ্ধ মন। কহিছেন মধুমঙ্গলেরে এ বচন॥ বটু এই তব পিতৃ শিষ্য বড় গুণী। কোন গুণে শিষ্য কৈলা ইহারে সে মুনি॥ যাহা কভু শুনি নাই জনম ভিতরি। তাহাও কহ যে এহ কি সাহস করি॥ পূর্ব্বে যদি পারিতাম এ গুণ জানিতে। তবে নাহি কহিতাম পূজা করাইতে॥ যেহেতুক সতী নিন্দা করে যেই জন। সেহ যোগ্য নাহি হয় করিতে যাজন॥ ইহার এখান হৈতে বলহ যাইতে। পূজা সিদ্ধ না হইবে এলোক থাকিতে॥ তুমিহ বলাও মন্ত্র প্রিয়বয়স্যায়। পূজন করুক এহ সর্ব্বমঙ্গায়॥ দামো-দর কহিছেন শুন বটু ভাই। অখ্যাতি পাইবে চন্দ্রাবলীরে যজাই॥ গুরু যদি এই কথা করেন শ্রবণ। করিবেন তবে তোহে তর্জ্জন তাড়ন॥ বটু কন ভ্রাতা মোর হয় এই বোধ। কদাচিতো পিতা ইথে না করিবে ক্রোধ॥ যেহেতুক গোপীদের কৃষ্ণের সহিত। মিলনেতে পিতামহী আছেন চেষ্টিত॥ যদ্যপি ইহাতে কিছু থাকিত

অধর্ম্ম। তবে পিতামহী না করিত এই কর্ম্ম॥ শ্রীপদ্মা কহেন বটু তব এ বচন। শর্করা ব্রক্ষিত সর্প গরল যেমন॥ যেহেতুক তব এই রহস্য সিদ্ধান্ত। তোমারি ভ্রাতার ইষ্ট সাধক নিতান্ত॥ গোপীকা সকল যদি কৃষ্ণেরে ভজিত। তবে তব এ সিদ্ধান্ত উচিত হইত॥ গোবিন্দ কহেন গোপী তব এই বাণী। চন্দ্র আচ্ছাদন করা যেন দিয়া পাণি॥ আমি হই জ্যোতির্ব্বেদে পরম বিদ্বান। জানিতে পারি যে ভূত ভাবি বর্ত্তমান॥ তোমাদিগে দিব কিছু পরিচয় তার। কহি কৃষ্ণ সনে চন্দ্রাবলী ব্যবহার॥ এত শুনি বটু কন কৃষ্ণ-কর ধরি। ভ্রাতা ভিক্ষা দাও ইহা মোরে কৃপা করি॥ তুমি জ্ঞান যাহার যেমত ব্যবহার। কিন্তু যোগ্য নাহি হয় কথন তাহার॥ পদ্মা কন তবে জানি তোমারে বিদ্বান। যদি করিবারে পার প্রশ্নের ব্যাখান॥ রাধাসনে শ্রীকৃষ্ণের পিরীতি কেমন। কহ তাহা করিয়া সুন্দর বিবরণ॥ এত শুনি দামোদর ভাবেন হিয়ায়॥ ফেলিল চতুর পদ্মা শঙ্কটে আমায়॥ যদ্যপি যথার্থ করি উত্তর ইহার। পরেতে জানিলে মান হবে সমাভার। যদ্যপি যথার্থ কথা না করি প্রচার। তবেত প্রকাশ হবে কপট আমার॥ যে হৌক যথার্থ কথা কহা না হইবে। কহিলে ইহারা দুঃখ বড়ই পাইবে॥ এত ভাবি কহিছেন শ্রীপদ্মার প্রতি। জানিলাম তুমি বট বড় বক্রমতি॥ কৃষ্ণের পিরীতি যেন চন্দ্রাবলী সনে। কহিতে না দিলে তাহা লজ্জার কারণে॥ দ্বেষ কর তোরা সবে বুঝি রাধিকারে॥ কহিতেছ তেঁই তার কথা কহিবারে॥ ইহা মিথ্যা শুন শুন কারণ তাহার। সেহ সতী পতিব্রতা অতি শুদ্ধাচার। অন্য পুরুষের পানে নাহি চাহে সেহ॥ কৃষ্ণ সনে তার কেন হইবেক লেহ॥ এত শুনি পদ্মা শৈব্যা আর চন্দ্রাবলী। হাসিতে লাগিল সব জ্যোতির্ব্বিদ বলি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মন হয়েছে বিহ্বল। এই লাগি মিলিল না এ গণনা ফল॥ তোমাদের জন্মা-ইতে মনের বিশ্বাস॥ গণি চন্দ্রাবলী সনে কৃষ্ণের বিলাস॥ এতক

শুনিয়া চন্দ্রাবলী লজ্জাভরে ॥ কহিতে লাগিলা নিজে দেব দামোদরে জানিয়াছি মোরা তুমি জ্যোতিষে পণ্ডিত। আর কিছু করিতে না হইবে গণিত॥ এক কথা কহ তুমি সত্য মোসবারে। তব মন বিহ্বল হইল কি প্রকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন সুন্দরি বচন। তব রূপ দেখিয়া বিহ্বল মোর মন॥ করিতেছি নানা যত্ন বশ করিবারে। কিন্তু বশ নাহি হয় কোনহ প্রকারে॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী অতি ক্রুদ্ধ মন॥ এ কেমন বিপ্র বলি ফিরাল বদন॥ পদ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে কহিছেন হাসি হাসি। তুমি ব্রহ্মচারী বট গুরুকুলবাসী॥ পরনারী রূপ দেখি যে হয় চঞ্চল। গুরুকুলে বাস করি তার কিবা ফল॥ গুরুর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিয় তাঁরে। প্রায়শ্চিত্ত কর গিয়া শাস্ত্র অনুসারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর নাম উচ্চারণে। সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় সব শাস্ত্রে ভণে॥ অতএব মোর কোনো পাপ না সম্ভবে। কি কারণে প্রায়শ্চিত্ত করিবারে হবে॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী পদ্মা কানে কন। সখি শুনিতেছ এই বটুর বচন॥ ইহা শুনি অনুমান করে মোর মন। এই বেশে আসিয়াছে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ আর দেখ শুনিয়া ইহার কটু কথা। আমার হৃদয়ে কিছু না হইছে ব্যথা॥ কিন্তু পরিহাস বুদ্ধি করিছে হৃদয়। ইথে অনুমান করি প্রাণবন্ধু হয়। পদ্মা ধীরে ধীরে কন চন্দ্রাবলী প্রতি। সখি বোধ করয়ে আমারো এই মতি॥ কিন্তু ইহা ইহারি বদনে কহাইতে॥ পারিলে মোদের জয় পারয়ে হইতে॥ এত কহি পদ্মা তবে প্রকাশ বচনে। কহিতেলাগিলা হাসি শ্রীনন্দনন্দনে॥ বিপ্রশুন তব নাম হরিনাম হয়। নামাভাসে হইতে পারয়ে পাপক্ষয়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর যত নাম চয়। আভাস না হয় তারা স্বতঃ সিদ্ধ হয়॥ পদ্মা কন অন্য বেশ ধরি যেই জন। ঢাকিতে না পারে সেহ ধরে কি কারণ॥ ফল কিছু নাহি হয় কেবল প্রয়াস। প্রকাশ পাইলে সবে করে উপ-হাস॥ এইরূপ পরিহাস হইতে হইতে। করালা আইলা সেই স্থানে আচম্বিতে॥ দূরে থাকি সেহ দেখি শ্রীমধুমঙ্গলে। আপনার

মনে মনে এই কথা বলে ॥ বটু বসি রহিয়াছে গৌরীর ভবনে। কৃষ্ণও থাকিবে তবে এই হয় মনে ॥ অতএব সত্য বটে ললিতার কথা। নাহি আছে ইথে কোনো প্রকারে অন্যথা ॥ এত কহি গৌরী গৃহ মাঝে প্রবেশিয়া। ইতস্তত চাহিতেছে কৃষ্ণে না চিনিয়া ॥ তাহা দেখি শ্রীমধুমঙ্গল তারে কন। গোবর্দ্ধন মাতা কি করিছ নিরীক্ষণ ॥ যে শঙ্কা করিয়া তুমি চাহ চারিপানে। আসে নাই সেহ মোর সখাকত এখানে ॥ করালা কহেন যেই রহে তব পাশ। এহ কেবা কিবা নাম কোথায় নিবাস ॥ বটু কন ইহার অবন্তীপুরে ঘর। আমার পিতার শিষ্য নাম দামোদর ॥ এহ ইহাদের গৌরী পূজা দেখিবারে ॥ আইল আমার সঙ্গে কানন মাঝারে ॥ করালা কহেন এত বড় ভাগ্যোদয়। আজি পূজা করাউন এই মহাশয় ॥ তাহা শুনি দামোদর অনুমতি দিলা। তবে চন্দ্রাবলী পূজা করিতে বসিলা শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাগ্যবতি চন্দ্রাবলি। ইষ্ট দেবতারে পূজ এই মন্ত্র বলি ॥ শিবপ্রিয়া জলদ শ্যামল দেবতারে। আমি গন্ধ দান করি ইষ্ট সাধিবারে ॥ এইরূপে পুষ্প ধূপ দীপ উপহার। সমর্পন করি কর প্রণতি বিস্তার ॥ আমারে দক্ষিণা দাও দিব্য নাগ রঙ্গ। যে হয় নাগ রহিত সুখি করে অঙ্গ ॥ পদ্মা কন যে দক্ষিণা তুমিহ চাহিলে। কানন মাঝারে তাহা এবে নাহি মিলে ॥ অতএব যাবে তুমি সখীর ভবন। অভীষ্টদক্ষিণা সখী করিবে অর্পণ ॥ করালা কহেন বেলা হয়েছে অতীত। অতএব চল সবে ভবনে তুরিত ॥ এত কহি চন্দ্রাবলী পদ্মা শৈব্যা নিয়া। চলিলা ভবনে এই ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ বুঝিলাম কৃষ্ণের পত্রের অভিপ্রায়। বুঝিবারে পাই নাই ললিতা হিয়ায় ॥ অথবা বধুর প্রতি দ্বেষ জন্মাইতে। কহিছিল সেই কথা খলজনরীতে ॥ যে হৌক হঠাৎ কোনো কথা না কহিয়া। ভাল করিয়াছি আমি ধৈর্য্য ধরিয়া ॥ এইরূপ ভাবি ভাবি কারলা চলিলা। চন্দ্রাবলী মনে মনে ভাবিতে লাগিলা ॥

ত্রিপদী। হায় হায় কি হইল, বিধি বাদ কি সাধিল আইল কি লাগি এ জরতী। উপস্থিত কৃষ্ণ সঙ্গ করিলেক আসি ভঙ্গ, হায় হায় এই খল মতি॥ আগে ধরি অন্য বেশ ছিল সেই জীবিতেশ; তাহাতে সঙ্কোচ ছিল মনে। হাস পরিহাস সব, হয় নাই অসাধ্বস, অঙ্গ সঙ্গ হইবে কেমনে॥ বন্ধু বলি যেই ক্ষণে, জানিলাম আমি মনে, তেঁই মাত্র জরতীআইল। না হইল কোন কথা,হৃদয়েরহিল ব্যথা,কেন বিধি এমন করিল॥ বন্ধু পূজা করাইতে কহিলেক শ্লেষ রীতেপূজা করিবারে আপনায়। তাহার উত্তর দিতে না পারিনু ভীত চিতে,তাহে খেদ রহিল হিয়ায়॥ যে হৌক ব্রাহ্মণ বেস আসি বন্ধু এ প্রবেশ করিছিল বড়ই কল্যাণ। শ্রীবংশীমোহন বলি, জানিলে কোপেতে জ্বলি জরতী করিত অপমান॥

পয়ার। এত ভাবি তাঁরা গেলেন আগারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কন আপন সখারে॥ সখা বড় দুঃখ দিল করালা আসিয়া। উপস্থিত চন্দ্রাবলী সঙ্গে বাধ দিয়া॥ পদ্মারে কহিয়া গেল সঙ্কেত বচন। সেই মাত্র দেখি সঙ্গে উপায় এখন॥ অতএব রজনীতে যাব তার ঘরে। এখন চলহ সখাদের বরাবরে॥ এত কহি বিপ্র বেশ পরি-ত্যাগ করি। বটু সনে সখাদের কাছে গেলা হরি॥ তাহাদের সঙ্গে করি নানামত লীলা। দিন অবসানে ব্রজনগরে চলিলা॥ এখানেতে শ্রীরাধিকা ললিতার প্রতি। কহিছেন অতিশয় উৎকণ্ঠিত মতি॥ সখি দেখ দিবস হইল অবসান। এখনো না ফিরিল কি লাগি ব্রজ প্রাণ॥ বুঝি আজি বন্ধু এই পথে না আইল। মোর ভাগ্যে বুঝি আজি দেখা না ঘটিল॥ ললিতা কহেন সখি না কর চিন্তন। এই পথে অবশ্য আসিবে জনার্দ্দন॥ অই শুন প্রাবন্ধু বাজাইছে বেণু॥ অই দেখ গগণেতে গোখুরের রেণু॥ কহিতে কহিতে কৃষ্ণ নিকটে আইল। তারে দেখিবারে রাধা বাহির হইল॥ তবে কৃষ্ণ দেখাইয়া নিজে প্রেমে ভরি। কহিছেন রাধিকারে বিশাখা সুন্দরী॥

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দ। শশধরমুখি সখি দেখহ কৃষ্ণং। তব বদনাম্বুজ

দর্শন তৃষ্ণং ॥ শ্রমজলকণিকা শোভিত ভালং। চূড়া বেষ্টিত গুঞ্জা-মালং ॥ গোখুর ধূলি বিরাজিত কেশং। কুন্দ কুসুম কল্পিত কচ বেশং ॥ মঞ্জুলপঙ্ক বিহিত বর-তিলকং। কর্ণধৃতোত্তমলীন-কুসুমকং ॥ মালতি-মালা-মণ্ডিত বক্ষং। কানন বেশজিত স্মরলক্ষং ॥ লজ্জালোপি নয়ন দিঠি কর্ম্মং। স্মিত সুসমা নাশিত কুলধর্ম্মং ॥ স্মর-শরবর্ষণ-কর গুরু চাপং। বদন বিধু-দ্যুতি-কৃতনু-তাপং ॥ বংমোহন-বাদন-শীলং। মত্তমতঙ্গজ -জয়ি-গতি-লীলং ॥

পয়ার। কৃষ্ণ রূপ দেখি রাই অবশ শরীর। নয়নেতে অবিরল গলে অশ্রুনীর ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকারে, করি নিরীক্ষণ। হইলেন তাঁর অঙ্গ সঙ্গে লুব্ধ মন ॥ অতএব পদ্মার সঙ্কেত বিস্মারিয়া। কহি-ছেন বৃষনাম গোপে সম্বোধিয়া ॥ বৃষভানুজার কুঞ্জে আসিব নিশায়। এই কথা কহি আস তুমি ললিতায় ॥ তাহা শুনি বৃষ গিয়া ললিতার পাশে ॥ কহিতে লাগিলা তাঁরে সুমধুর ভাষে ॥ ললিতে তোমার কাছে মোরে নটবর। পাঠাইল এই কথা কহিয়া সাদর ॥ বৃষভানু-জার কুঞ্জে আসিব নিশায়। এই কথা কহি আস তুমি ললিতায় ॥ অতএব তোরা সবের শ্রীমতি রাধার। কর বেশ ভূষা আর সাজাহ আগার। এত কহি তিঁহ গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান। তবে তাঁরা সবে গেল নিজ নিজ স্থান ॥ রজনী আরম্ভ দেখি সুখিত অন্তরে। কহিতে লাগিলা বংশীধারী বটুবরে ॥ সখা মোর সঙ্গে তুমি কর আগমন। যাইতে হইবে মোরে রাধার ভবন ॥ তার রূপ দেখিয়া অত্যন্ত লুব্ধ মন। কহি আসিয়াছি আমি সঙ্কেত বচন ॥ বটু কহ সখা তোর এ কেমন রীত। মোর প্রতি বুঝি তোর কিছু নহে প্রিত ॥ কালি-মোর প্রতিজ্ঞারে করিলি অন্যথা। কহিতে হইল তোমা লাগি মিথ্যা কথা ॥ অদ্যও না যাও যদি সোমাভা সদনে। তবে তারে কি করিয়া দেখাব বদনে ॥ আর না করিবে সেহ আমাতে বিশ্বাস। তোমাতেও তাহার পারিতি পাবে হ্রাস ॥ অতএব চল এবে চন্দ্রাবলী বাসে। কিছু কাল থাকি যাবে রাধিকার পাশে ॥ এত শুনি সেই ভাল বলি নটবর ॥

তারে সঙ্গে লয়ে গেলা সোমাভার ঘর ॥ চন্দ্রাবলী নিজ নাথে করি নিরীক্ষণ ॥ আদর করিয়া দিলে বসিতে আসন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন পদ্মা কই বয়স্যারে। দিবসের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দিবারে ॥ তবে চন্দ্রাবলী পক্ক নাগরঙ্গ ফল। কৃষ্ণ আগে সমর্পণ কৈলা অবিকল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে বলে সব জন। অলঙ্কার শাস্ত্রে তুমি হও বিচক্ষণ ॥ তবে কেন কর অজ্ঞ সমান আচার। রসিকে কি শোভা পায় হেন ব্যবহার ॥ মোর বাক্যে দুই অলঙ্কার বর্ত্তমান। চ্যুতাক্ষরা অতিশয় উক্তি অভিধান ॥ প্রথমে দক্ষিণা হয় দিব্য রঙ্গ দান। দ্বিতীয়ে নারঙ্গ ফলে যার উপমান ॥ তাহা নাহি দিয়া তুমি দিতেছ এ ফল। ইহাতে হইবে কেন পূজন সকল ॥ পদ্মা কন মুখ্য অর্থ করি উপেক্ষণ ॥ অনুচিত হয় গৌণ অর্থের কল্পন ॥ যদি বা তোমার হয় সেই অভিপ্রায়। তথাপি কহিতে যোগ্য নহে সোমাভায় ॥ যেহেতুক এই হয় সদা ধৃত-ব্রতা ভবানীর ভজনেতে নিরবধি রতা ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা নাহি লয় চিতে। যেহেতুক ভক্তি চিহ্ন না পাই দেখিতে ॥ যেজন যে দেবতার ভজন করয়। সে তাহার বেশভূষা সর্ব্বদা ধরয় ॥ তাহে দেবী ভবানী হয়েন দিগম্বরী। বস্ত্র পরি থাকেন তোমার সহচরী ॥ ইথে হইবেন শিবা-ভক্ত কি প্রকারে। বুঝিতে না পারি তাহা আমরা বিচারে ॥ অতএব যে দক্ষিণা অভীষ্ট আমার। তাহা দিতে হবে এই শাস্ত্রের নিদ্ধার ॥ বটু কন সখা তব ভাল নহে মন। হয় যেহ আপন কর্ম্মেতে বিস্মরণ ॥ কেবল দক্ষিণা লাগি কলহ করিছ। পূজার লাগিয়া কেন কিছু না কহিছ ॥ তুমি যেই করায়েছ মন্ত্র উচ্চারণ। তাহাতে করিতে হয় তোমারি পূজন ॥ তাহা না করিয়া এহ পূজিল শ্যামারে। অতএব কহ তোহে পূজা করিবারে ॥ লভ্য হবে চারি উপকরণ তোমার। শেষ উপকরণে আমার অধিকার ॥ যেহেতুক করাইনু আমিহ স্মরণ। এ লাগি না দিব তাহা করিব গ্রহণ। পদ্মা কন বটু বল আপ-

ন্নার মিতে। পুজা দ্রব্য নিতে করপুট পসারিতে॥ তুমি হও ক্ষরিবারে নৈবেদ্য গ্রহণ। বসন পাতহ কিম্বা মিলহ বদন॥ বটু কন যদি পুজা দ্রব্য নাহি দিবে। তবে তব সখী ফল কি করি পাইবে॥ আমিহ ইহার করে করিয়া ধারণ। করিব অপর স্থানে লইয়া গমন॥ পদ্মা কন ঘুস দিয়া পাইতে নাগরে। রাধা হেন মোর সখী কামনা না করে॥ বটু কন যদি মোরে ঘুস নাহি দিবে। তবে কৃষ্ণে লয়ে যাই তোরা না পাইবে॥ এত কহি টানিছেন ধরি কৃষ্ণ-করে। কিন্তু নড়াইতে না পারেন বিশ্বম্ভরে॥ তবে কহিছেন যেন কুপিত হইয়া। বুঝিলাম সখা আমি তোর যেন হিয়া॥ ইহাদের ভঙ্গী রঙ্গী দেখিয়া ভুলিলে। সেই লাগি আমার সঙ্গেতে না আইলে॥ ভাল ভাল থাকহ তুমিহ এই ঠাই। আমি তোর মাতার নিকটে চলি যাই॥ এত কহি বাহিরেতে করিলা গমন। তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা সখীগণ॥ বটু ক্রোধ নাহি কর চল অই ঘরে। ভুঞ্জাইব তোমারে মোদক ক্ষীর সরে॥ এত কহি তাঁহারাও বাহিরে আসিয়া। অপর ভবনে গেলা বটুরে লইয়া॥ এখানে শ্রীকৃষ্ণ কন প্রিয়ে চন্দ্রমুখী। মোর পুজা করিয়া করহ মোরে সুখি॥ দৃঢ় আলিঙ্গন কর তুমিহ আদায়। তব অঙ্গ চন্দন লাগিবে মোর গায়॥ তাহাতেই হই-বেক গন্ধ বিতরণ। পুষ্পমালা সংযোগেতে পুষ্পেরো অর্পণ। ধুপ ধুনা শিখা সম তব রোমাবলী। তাহাতেই ধুপ কার্য্য কর কুতুহলী॥ তব অঙ্গ জ্যোতে হয় দীপের সমান। তাহাতেই করহ সুন্দরী দীপ দান॥ অধর অমৃতময় পক্ক বিম্বফল। তাহাতেই করহ নৈবেদ্য অবিকল॥ এইরূপ পুজা করি উক্ত দক্ষিণায়॥ সন্তুষ্ট করহ প্রিয়ে আমার হিয়ায়॥ এত শুনি চন্দ্রাবলী হাসিতে লাগিলা। কৃষ্ণও সে সব লইবারে আরম্ভিলা। এই মত ক্রীড়া রসে অতি শ্রান্ত হয়ে॥ নিদ্রা গেলা কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী কোলে লয়ে॥ শ্রীমধুমঙ্গল করি বিবিধ আহার॥ নিদ্রা গেলা সুখে অন্য ভবন

মাঝার ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরোচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে পুনশ্চন্দ্রাবলী সঙ্গোনাম চতুর্দ্দশ উল্লাসঃ।

পঞ্চদশ উল্লাস

কৃষ্ণাভিসারপ্রত্যাশা নন্দয়ামাস যাং ভৃশং।
তদ্ভঙ্গোদ্দুঃখয়ামাস পুনস্তাং রাধিকাং ভজে ॥

পয়ার। এখানে রাধিকা কৃষ্ণ সঙ্কেত জানিয়া। হইলেন অতিশয় আনন্দিত হিয়া ॥ দেখি তিঁহ অস্তাচলে সূর্য্যের গমন। কহিছেন ললিতারে এইত বচন ॥

ছেকানুপ্রাস। পিয়সখি পদ্মিনীর প্রমোদ সহিত। অর্কদেব অস্ত গেলা অম্বুজিনী হিত ॥ যেন প্রেয়সীর প্রীতি সহযোগে পতি। প্রবাসে প্রস্থান করে পরিম্লান মতি ॥ তরুণ তিমিরে আচ্ছাদয়ে ত্রিভুবন। বর্ষাকালে বারি বহে বলয়ে যেমন ॥ মেঘমত তিমিরে মানয়ে মোর মন ॥ রজনী রামার নীলী রঞ্জিত বসন ॥ এই অন্ধকারে দেখি অতি চমৎকার। দীপ কর্ম্ম করে এই অভিসারিকার ॥ যেহেতুক এ তিমিরে করিয়া সহায়। প্রিয়পাশে পরম প্রমোদে তারা যায় ॥ তিমিরেতে তারা ততি ঝলমল করে। কণকালঙ্কার যেন কালী কলেবরে ॥ তামসী ত্রিযামা নহে তোষের কারণ। কিন্তু আজি করে সেহ সন্তোষ সাধন ॥ প্রাণনাথ প্রাপ্তি হবে

প্রভাবে যাহার ॥ তেন তোষ হেতু আছে ত্রিলোকে কি আর ॥ বিশাখা বলেন সখি বৈস বরাসনে। বনাব তোমার বেশ যত আছে মনে ॥ কৃষ্ণ কাছে কর তুমি অভিসার যবে। ভারভয়ে ভূষণ না দিই মোরা তবে॥ আজি আছে আশা যত আমাদের মনে। পূরিব তা পরাইয়া প্রচুর ভূষণে ॥ যাহা দেখি দামোদর প্রমোদ পাইবে। মো সবারে মনে২ মাননা করিবে ॥ এত কহি সঙ্গে লয়ে সব সহচরী ॥ বনান রাধার বেশ বিশাখা সুন্দরী ॥ প্রথমেতে পরিপাটী পট ধরি করে। তুছিলা পরম প্রণয়েতে কলেবরে ॥ চিকণ চিকুর চিকণীতে আঁচরিয়া। বান্ধিলা বিচিত্র বেণী ব্যালীরে নিন্দিয়া তাহে দিলা দিব্য দিব্য ইন্দীবরদাম। দেখি দামোদর হৃদি দীপ্তি পাবে কাম ॥ সিথায় সুবর্ণ সিথী সুন্দর বান্ধিল। বারিবাহ বৃন্দে যেন বিজুরী বসিল ॥ তার তলে সিন্দুরের বিন্দু সমুচিত। চিকণ চন্দনবিন্দু চয়েতে খচিত ॥ মধুর মর্দ্দিত মৃগমদ রসে করি। ললিত তিলক কৈলা নাসার উপরি ॥ মণিময় মুক্তার ঝালরে মনোহর। তাহে দিলা বহুমূল্য বিচিত্র বেশর ॥ উজ্জ্বল কজ্জল দিলা লোচনযুগলে। মধুকর মালা যেন মজিল কমলে ॥ লিখিলেন পত্রাবলী কপোল মণ্ডবে। কর্ণে অলঙ্কৃত কৈলা কণককুণ্ডলে॥ কস্তুরীতে করিকুচে লিখিলা মকরী। কসিয়া কাঁচুলীবন্ধ কৈলা তদুপরি ॥ মুক্তামণিময় মালা মাঝে মাঝে দিলা। পরিষ্কৃত পাদ[illegible] পরেতে পরাইলা ॥ মল্লিকা মালতী মালা মতি মোহকর। পিন্ধাইলা পীনপয়োধরের উপর। বান্ধিলেন বাজুবন্ধ বাহুর উপরি। হেরি যাহা হরষিত হইবেন হরি ॥ কাঞ্চন কঙ্কণ করে করিলা অর্পণ। যার নাদে আনন্দিত নন্দের নন্দন ॥ চামীকর চারুচুড়ী খচিত রতনে। পরাইলা পাণিপদ্মে পরম যতনে ॥ আর আর যত আছে কর আভরণ নবীন নবীন তাহা কৈলা নিয়োজন ॥ অনামিকা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী অর্পিলা। যার জ্যোতি যামি নীরে উজোর করিলা ॥ বিশঙ্কট কটিতটে পট্টসূত্র শাটী। পরাইলা পয়োধ প্রকাশ পরিপাটী ॥ কাঞ্চনের

কাঞ্চী কৈলা কটিতে বন্ধন। যার শব্দ শুনিয়া সুখিত শ্যাম মন॥ পাদপদ্মে পাশুলি পঞ্চমপাতা দিলা। মণিময় মঞ্জীরেতে মণ্ডিত করিলা॥ শ্রীরঘুনন্দন লয়ে নবীন যাবক। রাঙ্গাইল শ্রীচরণে রাধা আরাধক॥ রাধার এতেক বেশ বিশাখা করিয়া। দেখিতে দর্পণ দিলা সম্মুখে আনিয়া॥ ললিতা কহেন সখি রাধিকার বেশ। বাড়াইতে নাহি পারে মাধুরী বিশেষ॥ যেহেতুক শোভা হেতু হয় আভরণ। ইহার জ্যোতিতে করে তাদিগে গোপন॥ বিশাখা কহেন সখি ইহা সত্য হয়। বেশে রাধিকার শোভা বড়াতে নারয়॥ তভু নিজ কৌশল কৃষ্ণেরে দেখাবারে। করিলাম বেশ ভুষা বিবিধ প্রকারে। রাধিকা কহেন সখি বন্ধু যত বেশ॥ বনাইতে পারে এহ নহে তার লেশ॥ ইহা দেখি তার কেন হইবে বিস্ময়। অতএব মোর মনে এহ ব্যর্থ হয়॥ যে হৌক সে কথা এবে মঙ্গল কারণ। কর সবে গৃহদ্বার অঙ্গন সাজন॥

লঘু-ত্রিপদী। রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ, যাবদীয় সখীগণ। আনন্দিত মন, সাজান অঙ্গন, দ্বারদেশ নিকেতন॥ কেহ সংমার্জ্জনা ধরিয়া ধরণী, করিলেন পরিষ্কার। কেহ বা চন্দন, জলেতে সেচন, করিছেন বার বার॥ অঙ্গন উপরি, নানা ভঙ্গী করি, বিছাইলা পুষ্পগণ। বিচিত্র আসন, বলি হয় মন, যাহা করি দরশন॥ দ্বারের দুভিতে, পুরিয়া বারিতে, কণক কলসী দিলা। নিকটে তাহার, সফল রম্ভার, তরু আনি আরোপিলা॥ ভবন ভিতর; অতি মনোহর, পালঙ্ক পাতন করি। শশাঙ্ক ধবল, অতি সুকোমল, তুলী দিলা তদুপরি॥ তাহে উপধান, করিয়া নিধান, চারিদিকে সুকোমল। তুলীর উপরে, রাধা নিজ করে, পাতিলা ফুলেরি দল॥ ফুলের ঝালর, ধারী মনোহর, চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইলা। করিয়া সজ্জিত, তাম্বুল পুরিত, বাটা দুই পাশে দিলা॥ অগুরু চন্দন, কর্পূর যতন, করিয়া ঘর্ষণ করি। কণকের বাটি পূরি, দিলা দুই পাশে ধরি॥ নানা ফুল দলে, গাথিয়া কৌশলে, মালা অতি মনোহর। থালীতে রাখিয়া, দিলেন ধরিয়া, দুই-

পাশে থরেথর ॥ সুবাসিত বারি, পূরি হেমঝারী, রাখিলা শয্যার পাশে। দীপ অগণিত, করিলা জ্বলিত, যাহে গৃহ পরকাশে ॥ এ সব সাজন, করি নিরীক্ষণ, শ্রীমতী কিশোরি মন। আনন্দসাগরে, বিহরণ করে, কি করিব বিবরণ ॥

পয়ার। নিজ দেহে গেহ শোভা করি নিরীক্ষণ। শ্রীরাধিকা মনে মনে করেন ভাবন ॥ আজি কিবা শুভদিন হইল আমার। যাহে বন্ধু এখানে করিবে অভিসার ॥ যার লাগি যাইবারে হয় ঘোর বনে ॥ একি সুখ তাহারে পাইবে নিকেতনে ॥ আমার নিকটে বন্ধু আসিবে যখন। অধোমুখী হয়ে আমি রহিব তখন ॥ তাহা দেখি বন্ধু মোরে মামিনী মানিয়া। সাধিবেক নানা মত বিনয় করিয়া ॥ তথাপি আমিহ কথা না কহিব যবে। পদ পরশিতে পাণি পসারিবে তবে। তাহা দেখি আমি হাসি চাব পলাইতে বন্ধু কোলে বসাইবে ধরিয়া পাণিতে ॥ তবে প্রিয়সখী সব দূরে পলাইবে। মোরে লয়ে বন্ধু পরে পালঙ্কে বসিবে ॥ উদ্যম করিবে যবে করিতে চুম্বন। বসনে ঝাপিব আমি তখন বদন ॥ তাহে প্রাণবন্ধু হয়ে বড় উৎকণ্ঠিত। প্রকাশ করিবে বল কিঞ্চিতং ॥ তবে আমি তার মনে যত অভিলাষ। পূরিব সে সব করি বিবিধ বিলাস ॥ এইরূপ রাধিকা ভাবেন মনে মনে। বিশাখা কহেন তাঁরে হসিতবদনে ॥ প্রিয়সখি সুখের সময় কি ভাবন। করিতেছ তুমি ত্যজি প্রেম আলাপন ॥ বিশাখার বাণী শুনি কিছু লজ্জা পাই। তাহা না কহিয়া অন্য কহিছেন রাই। সখি ভাবিতেছি আমি রজনী হইল। এখনো পরাণ বন্ধু কেন না আইল ॥ আরো ভাবি হয়েছে নিবিড় অন্ধকার। ইথে বন্ধু কি করি করিবে অভিষার ॥ বিশাখা বলেন সখি এ ভাবনা নয়। উদ্বেগে মুখের প্রফুল্লতা নাহি রয় ॥ নাহি কহ কিন্তু যাহা করিছ ভাবন। বুদ্ধি বলে কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ নাগরের সঙ্গে যে যে করিবে বিহার। তাহাই ভাবিছ তুমি মনে আপনার ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা হাসিতে লাগিলা। এই সুখে কিছু কাল গমন

করিলা॥ রজনী অধিক হৈল না আইলা হরি। উৎকণ্ঠিতা দশা তবে পাইলা সুন্দরী॥ বিলম্ব দেখিয়া তিঁহ কৃষ্ণ আগমনে। শতযুগ মানিছেন এক এক ক্ষণে॥ ভবন বাহিরে কভু করিয়া গমন। কৃষ্ণ আগমন পথ করেন দর্শন॥ দেখিতে না পাই তাঁরে ভাবেন অন্তরে। যাত্রা ভাল হয় নাই পুনঃ যাই ঘরে। এত ভাবি যান পুনঃ ভবন মাঝার। হেন গতায়াত করিছেন বার বার॥ অন্ধকারে অন্য কারো পদ শব্দ পাই। কৃষ্ণ আইলেন বলি ব্যস্ত হন রাই॥ যখন সে জন কাছে উপস্থিত হয়। তারে দেখিনিশ্বাস ছাড়েন অতিশয়॥ কভু কোনো দাসীরেকরেন আজ্ঞাপন। বাহিরে যাইয়া করপথনিরীক্ষণ॥ তাহা শুনি সেহযবে বাহিরেতে যায়। তার পথপানে ধনী এক দিঠে চায়॥ সেহ যবে একাকিনী আইসে ফিরিয়া। অত্যন্ত দুখিত হন কৃষ্ণে না দেখিয়া॥ পুনঃ অন্য কিঙ্করীরে করিলা প্রেরণ। সেহ একাকিনী ফিরি কৈল আগমন। সেহ যদি না পারিল কৃষ্ণেরে আনিতে। শ্বাস ছাড়ি রাধা তবে বসিলা ভূমিতে॥ তাহা দেখি ললিতা বিশাখা দুইজন। কহিছেন তাঁর প্রতি সান্ত্বনা বচন॥ প্রিয়সখি স্থির কর আপনার চিত্ত। হইতেছ অকারণে কেন উৎকণ্ঠিত॥ অধিক না হইয়াছে এখনো রজনী। এখনি আসিবে তোর কাছে গুণমণি॥ এতেক বচন শুনি সখীদের মুখে। কহিতে লাগিল রাধা কান্দি কান্দি দুখে॥

একাবলীচ্ছন্দ। সখি কহিতেছ যে সব বাণী। ইথে স্থির নহে আমার প্রাণী॥ দেখ দেখ ভেল অনেক রাতি। তভু না আইল পুতনারাতি॥ জানি সে মিছা কথা না কয়। কিন্তু ইথে মোর বিতর্ক হয়॥ বুঝি সেহ ব্রজরাজের কাছে। সভামাঝে আজি বসিয়া আছে॥ অথবা তাহার কোনহ মিত। পাশা খেলিতেছে তার সহিত॥ এ লাগিয়া সেই মুরলীধর। আসিতে না পারে আমার ঘর॥ অথবা আসিতে আসিতে নাথ। দেখা

হইয়াছে পদ্মার সাথ॥ সেহ ভুলাইয়া মধুর ভাষে। লইয়া গিয়াছে সোমাভা পাশে॥ এ লাগি না এল ব্রজকিশোর। এখন বলহ কি হবে মোর॥ তাহারে না পাই আমার মন। জানি না পারি করে কেমন॥ কি করিয়া সখি পাইব তায়। যদি জান তবে বল উপায়॥ ললিতা কহেন শুন সজনি। এখনো অধিক নহে রজনী॥ ইথে তুমি কেন বিকলি কর। কিছু কাল মনে ধৈর্য্য ধর॥ যেখানে থাকুক সে নটবর। এখনি আসিবে তোমার ঘর॥ অতএব মোর শুনহ কথা। কিশোরি না কর হৃদয়ে ব্যথা॥

পয়ার। এইরূপ করিতে করিতে আলাপন। পূর্ব্বদিকে প্রকাশিল শশীর কিরণ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা অধিক কাতর। কহিছেন ললিতারে গদ গদ স্বর॥ সখি আর কি করিছ আমারে সান্তন। উঠিল চণ্ডাল শশী কর দরশন॥ প্রকাশিল দিক সব ইহার কিরণে। আসিবে এখানে আর নাগর কেমনে॥ বঞ্চিত হইনু আজি আমিহ নিশ্চয়। অতএব পরাণ রাখিতে যোগ্য নয়॥ প্রাণনাথ যাহারে করিলে উপেক্ষণ। জীবন রাখিয়া তার কিবা প্রয়োজন॥ ললিতা কহেন সখী স্থির কর মন। এমত কাতর হইতেছ কি কারণ॥ যদি কোন, বিঘ্নে বন্ধু নারিল আসিতে তভু যোগ্য নহে এত কাতর হইতে। রাত্রি পোহা-ইলে রবি পূজিতে যাইয়া। বিহরিবে তার সনে কুঞ্জেতে মিলিয়া। রাত্রিও অধিক নাই এই বোধ হয়। অতএব স্থির কর আপন হৃদয়। এত শুনি শ্রীরাধিকা কান্দিতে কান্দিতে। আরম্ভ করিলা পুনঃ তাঁহারে কহিতে॥

ত্রিপদী। প্রিয়সখি তোর বাণী, আমি সব মিথ্যা মানি, শুন শুন কারণ তাহার। মন স্থির করিবারে, কহিতেছে বারে বারে, সাধ্য হয় তাহা কি আমার॥ সখা বৃষে পাঠাইয়া, মোর পানে নিরখিয়া, হাসিল যে নেত্রভঙ্গী করি। তাহাই হৃদয়ে জাগে,

অন্য মনে নাহি লাগে, কহ তাহা কি করি পাসরি॥ ত্যজিয়া সকল কাজ; তোরা সবে মোর সাজ, করিলে অনেক যতনে॥ তাহা বন্ধু না দেখিল, তোদিগে না প্রশংসিল, এই দুঃখ ভুলিব কেমনে॥ করিলাম ক্ষণে ক্ষণে, যত মনোরথ মনে, তাহা কিছু সিদ্ধ না হইল। সেই দুঃখ অতি ঘোর, জ্বলিছে হৃদয়ে মোর, সখি কি হইতে কি হইল॥ একে এই দুখে মরি, তাহে কাম ধনু ধরি, বিন্ধিতেছে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে। ইথে কি করিয়া মন, স্থির হবে এক ক্ষণ, কহ তাহা আমার গোচরে॥ কহিতেছ কালি প্রাতে, বিহরিবে তাঁর সাতে, এই কথা অতি মিথ্যা হয়। ততক্ষণ কিশোরীর,রহিবে যে এ শরীর; হেন আশা না ধরে হৃদয়॥

পয়ার। এইরূপ শ্রীরাধিকা কহিতে কহিতে। পড়িলেন মুর্চ্ছিত হইয়া পৃথিবীতে॥ তাহা দেখি হায় হায় করে সখীগণ। ঘেরিলেন চারিদিকে অতি দুখি মন॥ কেহ কোলে নিলা কেহ মুখে দেন জল। বীজন করেন কেহ ধরি পদ্মদল॥ অঙ্গেতে করেন কেহ চন্দন লেপন॥ রাই রাই বলিয়া ডাকেন কোন জন॥ এ সকল ক্রিয়াতেও না হৈল চেতন। তবে সখী সব দুখে করেন ক্রন্দন॥ একি কর একি কর প্রিয়সখি রাই। দাও কেন সখী সকলের মুখে ছাই॥ না নাড়িছ হস্ত আদি কোন অবয়ব। চক্ষু মিলি নাহি চাহিতেছ একলব॥ একবার চাহ সখি নয়ন মিলিয়া। তোরে হেন দেখি বুক যায় বিদরিয়া॥ হায় হায় হায় একি দুর্দ্দৈব ঘটিল। এতেক দুর্দ্দশা কৃষ্ণ মোদের করিল॥ যেই মাত্র কহিলেন এইত বচন। কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা মিলিয়া নয়ন॥ তাহা দেখি আশ্বাসিত বয়স্যা সকল। আছে আছে বলিয়া করেন কোলাহল॥ তবে রাধা শুয়ে থাকি ললিতার কোলে। কহিছেন এই কথা গদ গদ বোলে। প্রিয়-সখি নানামত করিয়া যতন॥ কেন করাইলি তোরা আমারে চেতন॥ এক মাত্র দুঃখ ছিল আমার মুর্চ্ছায়। দেখিতে যে

পাই নাই বন্ধুরে তাহায়॥ ভাঙ্গিলেও মুর্চ্ছা সেই দুঃখ নাহি গেল। আর আর দুঃখ পুনঃ উপস্থিত ভেল॥ দেখ দেখ মদনের সখা অই শশী। কিরণ-শরেতে মোরে বিন্ধে কসি কসি॥ এহ পূর্ব্বে ছিল যবে ক্ষীরোদ সাগরে। তবে বিষে ডুবাইয়া ছিল কর-শরে॥ সেই লাগি ইহার কিরণ-শরঘায়। অতিশয় ব্যথিত হইছে মোর কায়॥ চন্দ্রেরে অনেকে কহে শীতল কিরণ। মোর মনে হয় তারা নহে বিচক্ষণ॥ ইহার কিরণ যদি শীতল হইত। তবে ইহা পরশিয়া তনু না জ্বলিত॥ কিম্বা এই চন্দ্র বটে যথার্থ শীতল। কিন্তু মোহে হইয়াছে দাহক প্রবল॥ যেহেতুক কৃষ্ণ মোরে হইলা বিমুখ। সে বিমুখ যারে তারে কে না দেয় দুখ॥ সেই লাগি মলয় পবন মোর প্রতি। হইয়াছে দাবানল সমান সম্প্রতি॥ জন্মিয়াছে এহ দেখ চন্দন কাননে। অধিক শীতল পুন কাবেরী স্পর্শনে॥ এহ দহিতেছে মোর শরীর সকল। এ হয় কেবল কৃষ্ণ বৈমুখের ফল॥ কোকিলের শব্দ শুনি যুড়ায় শ্রবণ। সেহ মোরে লাগিতেছে বজর যেমন॥ অপর কি কব কাম সর্ব্ব সুখ দায়ী। সেহ মোর প্রতি হইয়াছে আততায়ী॥ কামের কুসুম বাণ তাহে বিন্ধে যারে। সেহ মগ্ন হয় কাম সুখের পাথারে॥ সেহ বাণ মোর প্রতি হয়েছে বজর। তাহার প্রহারে তনু হৈল জর জর॥ ধিক ধিক মোরে ধিক জীবনে আমার। [illegible]র প্রতি প্রতিকুল হইল সংসার॥ ঘুচাও ঘুচাও সখি মোর আভরণ। কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহে সাজে না ভূষণ॥ করিয়াছ ভবনের যতেক সাজন। তারে দূর কর দেখি জ্বলিছে নয়ন॥ অন্য কেহ যদি আসি দেখে এই সাজ॥ পাইতে হইবে তবে অতি-শয় লাজ॥ আমিহ এ মুখ লোকে দেখাতে নারিব। অতএব ছার প্রাণ আর না রাখিব॥ তোমা সকলেরে কহি আমি এক কথা। পালিহ তোমরা ইহা না কর অন্যথা॥ তার লাগি গাথিয়াছি আমি যেই হার। একবার তাহা দিবে গলায় তাহার॥

তোরাও যে করিয়াছ তাম্বুল চন্দন। তাহা ভুঞ্জাইবে অঙ্গে করিবে লেপন॥ এই শাজে যদি তারে পার শোয়াইত। তবে পারে মোর শ্রম সফল হইতে॥ এতেক বচন শুনি রাধার বদনে। ললিতা কহেন তাঁরে কিছু ক্রুদ্ধ মনে॥ রাই বুঝি হইয়াছে তোমার উন্মাদ। এই লাগি কহিতেছ এ সব দুর্ব্বাদ॥ কেন না আইল সেহ তাহা আগে জান। দোষ জানি ত্যজিতে চাহিয় নিজ প্রাণ॥ যদি কোন বিঘ্নে বন্ধু নারিল আসিতে। তবেত উচিত নহে নির্ব্বেদ করিতে॥ যদি সেহ গিয়া থাকেন অন্যনারী ঘরে। করিতে হইবে তবে মান তদুপরে॥ উপেখিয়া থাকে যদিএ তুই বিহনে। তবে খেদকরিতে উচিতহয় মনে॥ অতএব আগে জান তার ব্যবহার॥ জানিয়া করিবে যেই উচিত তাহার॥ এক্ষণ আসনে বৈস তুমি ধৈর্য্য ধরি। মোরা তার তত্ত্ব জানি অন্বেষণ করি॥ এত শুনি রাধা ধৈর্য্য ধরিয়া কিঞ্চিত। উঠিয়ে বসিলা কিন্তু হৃদয়ে ব্যথিত॥ সেই কালে অবসান হইল রজনী। পক্ষিগণ করিতে লাগিল নানা ধ্বনি॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে বাসক সজ্জোৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা বর্ণনো নাম পঞ্চদশ উল্লাসঃ।

ষোড়শ উল্লাস

বিধীশ শেষবন্দ্যোপি ববন্দে যাং বকীহরঃ।
শ্রীবার্ষভানবী বন্দ্যতমাসৌ বন্দ্যতে ময়া॥

পায়র। পক্ষির নিনাদ শুনি জাগি জনার্দ্দন। ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন ত্যজিয়া শয়ন॥ চন্দ্রালী রতিশ্রমে অছেন নিদ্রিত। তারে না উঠাই কৃষ্ণ চলিলা ত্বরিত॥ সেইকালে নিদ্রা ত্যজি সান্দীপতি-সুত। কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিল আসিয়া অতি দ্রুত॥ তারে দেখি কহিছেল শ্রীনন্দ-নন্দন। প্রিয়সখা হইল বড়ই বিঘটন॥ আপনি সঙ্কেত করি শ্রীমতী রাধারে। যাইতে না পারিলাম তাহার আগারে॥ মোরে না পাইয়া কালি সমস্ত রজনী। নাহি জানি কত দুঃখে গোঁয়াইল ধনী॥ এত দুঃখ দিয়া তার নিকটে যাইতে। বড় লজ্জা ভয় হইতেছে মোর চিতে॥ কি করিয়া তার আগে মুখ দেখাইব। কোথা ছিলে জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব॥ ইথে যদি জান কিছু তুমিহ উপায়। তবে কহ লজ্জা তরিবারে পারি যায়॥ বটু কন সখা মিথ্যা বচন বিহনে। আর কি উপায় না দেখি ত্রিভুবনে॥ যে হোক এখন চল কুঞ্জেতে তাহার। অন্যথা অধিক দোষ হইবে তোমার॥ এত শুনি ইহাতেই অনুমতি দিয়া। শ্রীকৃষ্ণ চলিল তাঁরে সঙ্গেতে লইয়া। এখানেতে পদ্মা আসি না দেখি নাগরে। ভাবিতে লাগিলা এই আপন অন্তরে॥ আমারে না কহিয়া গিয়াছে নটরাজ। ইথে মানি থাকিবে কোনহ গুপ্তকাজ॥ বুঝি কালি করিছিল সঙ্কেত রাধারে। যাইয়া থাকিবে তেঁই তাহার আগারে। অতএব আমি জটিলার কাছে গিয়া। জানাইব এই কথা প্রকার করিয়া॥ তাহা শুনি যান যদি তিঁহ রাই ঘরে। দেখিতে পাবেন তবে অবশ্য নাগরে॥ তবে করিবেন তিঁহ রাধারে নিরোধ। হইবে মোদের সুখ এই হয় বোধ। এত ভাবি জটিলার

কাছে শীঘ্র গিয়া ॥ কহিতে লাগিলা তারে কপট করিয়া ॥ মাতা আজি এখানেতে নন্দের নন্দন। করে নাই বটুরাজ সনে আগমন। আমাদের এক গাভী দোহা নাহি যায়। এই লাগি অন্বেষণ করি যে তাহায় ॥ শুনিয়াছি লোক মুখে সেহ গুণ ধরে। দুর্দ্দান্ত গাভীরে যাহে করি বশ করে ॥ জটিলা কহেন এথা আসে নাই সেহ। প্রয়োজন থাকে দেখ গিয়া তার গেহ ॥ এত শুনি পদ্মা গেলা আপন আগারে। কৃষ্ণ বটু সনে আলা রাধিকার দ্বারে ॥ তাঁর অঙ্গে রতি চিহ্ন দেখিয়া ললিতা। কহিছেন রাধিকারে কোপেতে কম্পিতা ॥

লঘু-ত্রিপদী। দেখ দেখ রাই, মুখ তুলি চাই, নাগর আসিছে ঘরে। দেখিলে নয়ন, আর তনু মন, মজিবেক সুখভরে ॥ আহা মরি মরি, জাগি বিভাবরী, অলসে অবশ তনু। কোথা পদ দিছে, কোথায় পড়িছে, না জানে মাতাল জনু ॥ তাহারি সমান, অরুণ নয়ান, ঢুলু ঢুলু করি ঘুরে। পরিধান পট, করে লটপট, তাহা মনে নাহি স্ফুরে ॥ জগতে দুর্ল্লভ, অঙ্গের সৌরভ, সকল দিকেতে ধায়। বুকে বিরাজিত, মালিকা মর্দ্দিত, কুঙ্কুম শোভিছে তায় ॥ শ্যাম কলেবরে, কিবা শোভা করে, নানা দাগ নানা স্থানে। শ্রীরঘুনন্দন, যেন করি রণ, হয়েছিলা খরবাণে ॥

পয়ার। কহিতে কহিতে কাছে আইলেন হরি। রাধিকা কহিলা তাঁরে নিরীক্ষণ করি ॥ তাহাতে অরুণ হৈল তাঁহার বদন। উদয় কালেতে যেন রোহিণীরমণ ॥ অরুণ নয়নে গলিতেছে অশ্রুধার। কোকনদ হৈতে যেন প্রভাতে নীহার ॥ সেই জল মুখ বাহি পড়ে পয়োধরে। তাহাতে আমার মন অনুমান করে ॥ মুখশশী দেখি হৃদয়েতে তাপ ভরি। তাহা নিবারিতে ঢালিছেন বুঝি বারি ॥ তবে তিঁহ অল্প অল্প কম্পিত অধর। কহিছেন ললিতারে গদ গদ স্বর ॥ সখি তুমি ঘটাইতে ইহাতে দূষণ। ভঙ্গী করি যে কহিলে মিথ্যা এ বচন ॥ যেহেতুক এহ হন পরম ধর্ম্মিষ্ঠ। সম্ভবেনা ইথে কভু করণ লঘিষ্ঠ ॥ এই দশা ইহার হয়েছে যে লাগিয়া। তাহার যাথার্থ কহি

শুন মন দিয়া ॥ গোরক্ষণ লাগি এহ জাগি গো সদনে। ছিল তেঁই নিদ্রাবেশ আছয়ে নয়নে ॥ সেই লাগি স্থির হয়ে পড়ে না চরণ। নয়ন অরুণ তেঁই খসিছে বসন ॥ সহজেই অঙ্গগন্ধ উত্তম ইহার ইহাতে অপর শঙ্কা অযোগ্য তোমার ॥ দেখিতেছ মালতীর মালা যে মর্দ্দিত ॥ তাহে এই অনুমান করে মোর চিত ॥ সন্ধ্যাকালে কোনো প্রিয়ে বয়-স্তের সনে। করিছিল প্রেম আলিঙ্গন সুখি মনে ॥ তাহাতেই এই মালা ম্লান হইয়াছে। কুঙ্কুম না হয় বীর মাটী লাগিয়াছে ॥ অঙ্গেতে দেখিছ যেই নানামত চিন। সে কেবল তোমার নেত্রের দোষাধীন ॥ যে অঙ্গ কালীয় দন্তে নারিল কাটীতে। তাহা কি রমণী নখে পারে বিদারিতে ॥ অতএব মিথ্যা অন্য শঙ্কা করি মনে। কলঙ্ক দিবার যোগ্য নহে সাধুজনে ॥ বসিতে আসন দাও আদর করিয়া। জিজ্ঞাসহ এথা আগমন কি লাগিয়া ॥ এত শুনি ললিতা আসন দেয়াইলা। কৃষ্ণ তাহে নাহি বসি ভাবিতে লাগিলা ॥ রতিচিহ্ন ঢাকিবারে যে সব উপায়। নিশ্চয় করিয়াছিনু ভাবিয়া হিয়ায় ॥ ভঙ্গী করি কহিলেন প্রিয়া সে সকল। পুনরুক্তি তাহাদের হইবে নিষ্ফল ॥ অন্য অন্য উপায় ভাবিতে হৈল মনে। এত ভাবি কহিছেন মধুর বচনে ॥ ললিতে প্রিয়ার বাক্যে হয় অনুমান। করেছেন মোর প্রতি এহ বড় মান ॥ যেহেতুক আপান আসনে বসিবারে। না কহি কহিলা অন্য আসন দিবারে ॥ বাক্যের ভঙ্গীতে আমি করিতেছি বোধ। নিশ্চয় করিয়া-ছেন মোর প্রতি ক্রোধ ॥ কিন্তু না দেখিতে পাই তাহার কারণ। যদি জান তবে কহ করি বিবরণ ॥ এত শুনি ললিতা কহেন ক্রুদ্ধ চিতে। লজ্জা নাহি হয় তব এ কথা কহিতে ॥ কালি এথা আসি-বারে সঙ্কেত করিয়া। প্রাতে আসি দেখাদিলে রাত্রি পোহাইয়া। তাহে যদি অন্য উপযুক্ত না হইতে। তবে সখী মান নাহি পারিত করিতে ॥ আপনি করিয়া মহা দোষ আচরণ। কহিতেছ সাধু মত বচন এখন ॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ কহেন পুনঃ তাঁরে। ললিতে বিধির বল কে বুঝিতে পারে ॥ করিছিনু আমি মান করিতে আশয় ॥ তাহা

নাহি হইয়া হইল বিপর্য্যয় ॥ রাধিকা কহেন সখি বলহ উহারে। মান করি এখান হইতে যাইবারে ॥ মোরা করিয়াছি অপরাধ অতিশয়। এলাগি মোদের কাছে থাকা যোগ্যনয় ॥ ললিতা কহেন ধূর্ত্ত তুমি কিবা দোষ। দেখি ইচ্ছা করিছিলে করিবারে রোষ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন তাহা মন দিয়া। মান করিবারে ইচ্ছা ছিল যে লাগিয়া ॥ আসিব ভানুজা কুঞ্জে করিয়া সঙ্কেত। সেখানে গেলাম আমি এ সখা সমেত সমুদায় রজনী জাগিয়া পোহাইনু ॥ তথাপি প্রিয়াঁর দরশন না পাইনু ॥ সেই হেতু মান করিারে ইচ্ছা ছিল। তাহা না হইয়া প্রিয় মানিনী হইল ॥ ললিতা কহেন ভাল শঠতা তোমার। এক কথা কহি এবে কহিতেছ আর ॥ বটু কন সখা আমি এই মাগি মনে। ঘটিয়াছে এই দোষ বৃষের দূষণে ॥ তুমি কহিছিলেন বৃষ বলি সাম্বাধিয়া। সেহ অন্য কহিয়াছে ভাবনা বুঝিয়া ॥ ললিতা কহেন বুঝিলাম দুই জনে ॥ এই পরামশ্র করি আসিয়াছ মনে ॥ এ বাক্য ব্যখ্যায় হবে কিবা দোষ নাশ। অঙ্গ শোভা করিতেছে সকল প্রকাশ ॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ কহেন সাবিনয়। ললিতে শুনহ ইহা কিঞ্চিত সদয় ॥ যমুনার কুঞ্জে প্রিয়া পথ নিরখিয়া। গোয়াইনু সমুদয় রজনী জাগিয়া ॥ সেইলাগি নিদ্রাবেশ আছয়ে আঁখিতে ॥ তেঁই অন্য ঠাঁই পড়ে চরণ চলিতে ॥ সেই লাগি হইয়াছে অরুণ নয়ন। লট পট করিতেছে অঙ্গের বসন ॥ নানাজাতি পুষ্পগন্ধে বাসতি পবন। লাগি হইয়াছে গায়ে সৌরভ ঘটন ॥ ভাবি ভাবি প্রিয়ারে উন্মাদ হয়েছিল। তাহেই তরুতে প্রিয়া বলিয়া স্ফুরিল ॥ তারেই করিয়াছিনু দৃঢ় আলিঙ্গন। হইয়াছে তাহে এই মালার মর্দ্দন ॥ সেই বৃক্ষে লাগি ছিল পুষ্পের পরাগ। তাই লাগিয়াছে যেন কুঙ্কুমের রাগ ॥ সে গাছে কন্টক ছিল তাহা লগি গায়। ক্ষত হইয়াছে শঙ্কা না কর ইহায় ॥ রাধিকা কহেন সখি এব বচনে। ঢাকিতে না পারে কোনমতে এ দুষণে ॥ দেখ দেখ কঙ্কণের দাগ কণ্ঠ তটে। তরু আলিঙ্গনে ইহা কভু নাহি ঘটে ॥ আর দেখ ললাটেতে ললিত সিন্দুর।

প্রভাতের ভানু হেন শোভিছে প্রচুর ॥ নয়ন উপরি দেখ তাম্বুলের রাগ। অধরে কজ্জলে আর দশনের দাগ ॥ এই সব ভূষণ করিছে ঝলমল ॥ কি করিয়া গোপন হইবে এ সকল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে করি নিবেদন। ইহাদের যে যে হেতু করহ শ্রবন ॥ বৃক্ষে তোমা বলি মানি ধরিতে যাইতে। শ্যামলতা লাগি ছিল গলে আচম্বিতে ॥ ছাড়াইয়া দিল তাহ এই মিত্রবর। তারি দাগ আছে গলে না হয় অপর ॥ সিন্দুর বলিয়া যারে করিছ মনন। তাহার কারণ কহি শুন দিয়া মন। চন্দ্রের উদয়ে আমি উদযোগ দেখিয়া। নিবেদন করিলাম গলে বস্ত্র দিয়া ॥ চন্দ্র তুমি ক্ষণেক উদয় না করিবে। উদয় করিলে প্রিয়া আসিতে নারিবে ॥ ইহা না শুনিয়া প্রকাশিল শশধর। তবে ক্রোধ করি আমি দংশিনু অধর ॥ সেই দশনের দাগ অধরে আছয়। তুমি যে আশঙ্ক কর তাহা নহি হয় ॥ বহুবার ঘসিনু মুছিতে অশ্রু জল। তেঁই রাঙ্গা হইয়াছে নয়ন যুগল ॥ অতএব সকল নিরীক্ষণ করি। মোর প্রতি কোপ নাহি কর প্রাণেশ্বরি ॥ রাধিকা কহেন ইহা দেখি নহে রোষ। বরঞ্চ এ বেশ দেখি হইছে সন্তোষ ॥ কহিতেছ প্রিয়া প্রাণেশ্বরী যে আমায় ॥ ক্রোধ হইতেছে মোর সেইত লজ্জায় ॥ যারে লয়ে করিয়াছ নিশি জাগরণ। তাহাতেই যোগ্য এ সকল সম্বোধন ॥ আর এক হৈল মোর ক্রোধের নিদান। তাহা কহি শুনহ করিয়া অবধান ॥ অপলাপ কৈলে তুমি সকল দূষণ। অধরের কজ্জলের না কৈলে গোপন ॥ ইহাতে সখীরা শঙ্কা করিবে অন্তরে। এই লাগি ক্রোধ হয় তোমার উপরে ॥ ললিতা কহেন সখি ঢাকিয়া সকল। না ঢাকিল এহ যেই ওষ্ঠের কজ্জল ॥ তাহার কারণ এই মোর মনে ভায়। আপনার দোষ কেহ দেখিতে না পায় ॥ কণ্ঠে দাগ ললাটেতে সিন্দুরের রাগ। নয়নে তাম্বুল রাগ ওষ্ঠে দন্তদাগ ॥ এই চারি দোষ করিছিল প্রিয়জন। এই লাগি তাহে দেখি করিল গোপন ॥ লাগায়েছে অধরেতে কজ্জল আপনি। তেঁই নাহি দেখিতে পাইল এই গণি। এত শুনি কৃষ্ণ বড়

হইল লজ্জিত। বদনেতে নাহি স্ফুরে বচন কিঞ্চিত॥ কি আশ্চর্য্য সরস্বতী-পতি যেহ হয়। সেহ গোপী বচনে পাইলা পরাজয়॥ তাহা দেখি সখী সব হাসিতে লাগিল। তবে মধুমঙ্গল কহিতে আরম্ভিল॥ ধূর্ত্ত গোপী তোরা সবে আমার সখায়। কথা ছলে ফেলিতেছ মিথ্যা এ লজ্জায়॥ সখারো মনেতে কিছু না হয় স্মরণ। অধরে কালীর কথা করহ শ্রবণ॥ চন্দ্র প্রতি ক্রোধ করি দংশিল অধর। ক্ষরিত লাগিল তাহে রক্ত ঝর ঝর॥ তাহা দেখি আমি দিনু কালি লাগাইয়া। কজ্জ্বল কহিছ তোরা তাহাই দেখিয়া॥ রাধিকার রোষে এহ পাইয়াছে ভয়। এলাগি এসব কথা স্মরণ না হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা আয় কোলে করি॥ ভাল কথা কহিয়াছ সময়ে সোঙরি॥ এত কহি শ্রীমধুমঙ্গলে কোল দিলা। তাহা দেখি শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিলা॥ বুঝিলাম বটু তুমি বড় ভাগ্যবান। অন্য দিনে কালী তুমি পাইলে সম্মান॥ কহ এই আলিঙ্গন তাহারে দিবারে। সাজায়েছে কালী দিয়া যে জন ইহারে॥ বটু কন রাধে কেন অকারণে রোষ। করিয়া দিতেছ তুমি কৃষ্ণে অসন্তোষ॥ আমি জানি এহ তব মহাবশ হয়॥ অন্য পানে নাহি চাহে করিয়া প্রণয়॥ রাধা কন বটু হই৷ হয়েছে প্রকাশ। করিবায় কার্ত্তিক মাসাতে মহারাস॥ আছিল তাহাতে যেই কিছু অবশেষ। হইল প্রকাশ আজি তাহা সবিশেষ॥ দেখ দেখ মোর প্রতি সঙ্কেত করিয়া। রহিলেন তব সখা অন্য কাছে গিয়া অতএব অবস্থান এখানে ইহার। শোভা নাহি পায় এই আমার বিচার॥

একাবলী ছন্দঃ। এতেক শুনিয়া রাধার বাণী। কহেন তাহারে মুরলীপাণি॥ প্রিয়ে কহিতেছ এথা হইতে। পুনঃ পুনঃ তুমি মোরে যাইতে॥ আমিহ ছাড়িয়া তোমার পাশ। যাইব বলহ কাহার বাস॥ তুমি হও মোর আঁখির তারা। না দেখিলে হই অন্ধের পারা॥ তুমি মোর প্রাণ অধিক প্রিয়া। তোমা বিনে স্থির হয় না হিয়া॥ তুমি যদি মোরে হবে বিমুখী। তবে আমি হব

কোথায় সুখী ॥ দেখিয়া তোমার অরুণ আঁখি। বিকল আমার পরাণ পাখি ॥ অনন্যগতিক জনেতে রোষ। না ত্যজিলে লোকে ঘুষিবে দোষ ॥ যদি করে আশ্রিত জনে তভু সাধু লোক তাহা না গণে ॥ বিনাদোষে যদি ত্যজিবে মোরে। নিন্দা করিবেক সকলে তোরে ॥ তুমি উপেখিলে আমিহ প্রাণ। না রাখিব দেহে নিশ্চয় জান ॥ অতএব মোরে করুণা কর। শুভ দিঠে হেরি যাতনা হর ॥ সখি সব কহ কিশোরী প্রতি। হউন আমারে প্রসন্ন মতি ॥

পয়ার। এতেক বচন শুনি রাধাঠাকুরাণী। কহিছেন কৃষ্ণ প্রতি পুনঃ কটু বাণী ॥ শঠরাজ কহিতেছ তুমি যে বচন। প্রবেশ না করে তাহা আমার শ্রবণ ॥ যেহেতুক এসব কেবল শাঠ্যময়। ঈদৃষ বচনে কার প্রত্যয় জন্ময় ॥ যদি কহ শাঠ্যময় জানিলে কি করি। শ্রবণ করহ তবে কহি যে বিবরি ॥ করণের সহিত মিলয় যে বচন। তাহারেই যথার্থ বলয়ে সব জন ॥ করণের সঙ্গে যদি তাহা না মিলয়। তাহারেই অযথার্থ সকলেই কয় ॥ তুমি মুখে কহিতেছ অতি প্রিয়কথা। করিয়াছ আচরণ তাহার অন্যথা ॥ অতএব এ কথা শুনিতে যোগ্য নয়। উত্তরো ইহার কিছু দিতেনাহি হয় ॥ কিন্তু কহিলে যে আমি যাব কোন স্থানে। তাহার উত্তর শুন আমার বয়ানে ॥ অয়ে গোবর্দ্ধন রমণীয় কুঞ্জঘরে। সুতিয়া থাকহ গিয়া শয্যার উপরে ॥ বটু কন সখা ভাল কহিলেন রাই। চল মোরা গোবর্দ্ধন রম্যকুঞ্জে যাই ॥ সেই স্থানে করিবেন রাধা অভিসার। পাইবে সেখানে তুমি দর্শন ইহার ॥ কৃষ্ণ কন পার পাই বুঝিতে আশয়। ঋজু অর্থে অভিপ্রায় প্রিয়ার না হয় ॥ গোবর্দ্ধন রমণীয় কুঞ্জতে য়কার। ঘুচাইলে যেই থাকে সে ইষ্ট প্রিয়ার ॥ একে দুঃখে মরি তাহে প্রিয়া বাক্যবাণে। বিন্ধিছেন কেবা মোর রাখিবেক প্রাণে ॥ এক মাত্র রক্ষণ আছেন সখীগণ। কিন্তু না কহেন কিছু ইহারা বচন ॥ ললিতা কহেন যে কহিলে মোসবারে। তাহার উত্তর শুন যে কহি তোমারে ॥ রাধার অঙ্গের বেশ গৃহের সাজন। করিলাম মোরা করি অনেক যতন ॥ সে সকল

ব্যর্থ দেখি হৃদয় জ্বলিছে। তাহে তব হিত কথা মুখে না স্ফুরিছে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি তোরাও নির্দ্দয়। হইলে বুঝিনু তবে জীবন সংশয়॥ যে আছে আমার ভাগ্যে হইবে তাহাই। এক কথা তোরা কহ প্রিয়ারে বুঝাই॥ এই যে দেখিছ মোর গলে দিব্য হার। আনিছিনু পরাইতে কণ্ঠেতে প্রিয়ার॥ দৈবযোগে তাহাতে হইল বিঘটন। বলহ প্রিয়ারে ইহা করিতে গ্রহণ॥ এত কহি গলায় হইতে লয়ে হার। সমর্পণ করিলেন চরণে রাধার॥ তিঁহ তাহা দূরে ফেলি চরণ চালনে। কহিতে লাগিলা পুনঃ শ্রীবংশীমোহনে॥ জানি তুমি দাতার প্রধান একমাত্র। কিন্তু আমি নাহি হই এ হারের পাত্র॥ যার কুচ কুঙ্কুমে এ হয়েছে রঞ্জিত। সেই হয় এ হারের পাত্র সমুচিত॥ বটু কন রাধিকে করহ বিবেচন। তোমারেই এ হার দিতে শ্রীকৃষ্ণের মন॥ অন্যে দিতে ইচ্ছা যদি হইত ইহার। তবে কেন এখানে আনিবে এই হার॥ রাধিকা কহেন সখি করিলে শ্রবণ। বটুবাক্যে প্রকাশিল সকল কারণ॥ বিহারেতে তুষ্ট করি আপন প্রিয়ারে। হারে তুষ্ট করিবারে আইলা আমারে॥ এই হারে দেখিতেছি অদ্ভুত কর্ম্ম। কহি তাহা বুঝ মোর বচনের মর্ম্ম॥ বিয়োগ বিহনে দিল এ তারে বিহার। সংযোগ বিহনে মোরে দিতেছে সংহার॥ অতএব ফেলাও ইহারে তুলি দূরে। মোর নেত্রপথে যেন এহ নাহি স্ফুরে॥ এত শুনি বিশাখা লইয়া সেই হার। অন্য ঠাঁই রাখিয়া আইলা পুনর্ব্বার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে হইল স্মরণ। প্রণাম বিহনে গ্রাহ্য নহে দত্ত-ধন॥ আমিহ ভুলিয়াছিনু প্রণাম করিতে। অতএব যোগ্য নহে এ হার লইতে॥ এক্ষণ হইতেছেন করিয়ে প্রণতি। গ্রহণ করহ ইহা হয়্যা তুষ্টমতি॥ এত কহি করি গলে বস্ত্র সমর্পণ। পড়িলা রাধার পায় কিশোরীমোহন॥ যাহার চরণ যোগী ধ্যানে নাহি পায়। বন্দন করেন বিধি শিব শেষ যায়। হেন প্রভু পড়িলেন চরণে যাহার। তাঁহার মহিমা জানিবারে শক্তি কার॥ দুই করপদ্মে দুই চরণ ধরিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ কাকুতি করিয়া॥

ত্রিপদী। প্রিয়ে দিয়া কর্ণ মন, করি কৃপা প্রকাশন, শুন কিছু আমার বচন। আমি হই তব দাস নিরবধি করি আশ, সেবিবারে তোমার চরণ॥ তাহে যদি দৈববলে, ও চরণ শতদলে হইয়াছে কোন অপরাধ। তাহার উচিত দণ্ড, করি অপরাধ খণ্ড করিয়া পূরহ মোর সাধ॥ যদি দোষ করে ভৃত্য, তাহার উচিত কৃত্য, তার প্রতি দণ্ড আচরণ। তাহা না করিয়া কেন, অভিমান কর হেন, যাহে দুঃখ পাই মোর মন॥ ভুজলতা দিয়া গলে, বান্ধিয়া আমারে বলে; খণ্ডন করহ দন্তঘায়। প্রহারিয়া নখশর,কর মোরে জর২আর বা যাহাতে মন যায়। যদি দণ্ড না করিবে, প্রসন্নও না হইবে, কিশোরি তুমিহ মোর প্রতি। তবে আজ্ঞা দাও মোরে, যাইয়া কানন ঘোরে, এই প্রাণ তেজিব সংপ্রতি॥

পয়ার। কৃষ্ণের বচন শুনি বদন ফিরাই। কোপভরে কহিতে লাগিলা তাঁরে রাই॥ পুড়িতেছি আপনার হৃদয়ের তাপে। পুন দগ্ধ কর কেন তুমি অপলাপে॥ ব্রজমণ্ডলেতে খ্যাত তব যেই প্রিয়া। এই সব স্তুতি কর তারি কাছে গিয়া॥ স্তুতিযোগ্য যেই নহে তার কৈলে স্তব। উপহাস হয় এই কহে লোক সব॥ দণ্ড করিবারে যেই করিছ প্রার্থন। তাহার উত্তর কহি করহ শ্রবণ॥ যার যে অধীন করে দণ্ড সেই তার। উদাসীন জন দণ্ড করে কেবা কার॥ আগমন করি তুমি মোর এই বাসে। অপরাধী হইলে আপনি প্রিয়া-পাশে। অতএব তার কাছে তুরিতে যাইয়া। এই সব স্তুতি কর প্রণত হইয়া॥ এই দণ্ড তাহারেই করগে প্রার্থন। করিবেক সেই তব অভীষ্ট পূরণ॥ এ সকল দেখি শুনি বিশাখা সুন্দরী। কহিতে লাগিলা অন্যরূপ দেব করি॥ পদ্মিনি স্বভাবে হয় চপল ভ্রমর। সকল লতার রস আস্বাদে তৎপর॥ তাহা জানি প্রীতি করি আছ ইহা সনে॥ এখন ইহারে ক্রোধ কেন কর মনে॥ যদি কুমুদিনী পাশে ছিল এ নিশায়। তথাপি ইহার ত্যাগ করা না যুযায়॥ মাধবী মালতী আদি কত লতা আছে। যাইবেক এহ চলি তাহাদেরি

কাছে ॥ ইহার না হবে কিছু ইথে অপচয়। তোমারি অবশ্য হবে মাধুর্য্যের ক্ষয় ॥ অতএব তুমি নিজ দল আন্দোলনে। বিমুখ না কর আর এ মধুসূদনে ॥ বিশাখার বাণী শুনি অরুণ নয়ন। শ্রীরাধিকা তাঁর প্রতি চাহি কিছু কন ॥ পাপিনিবুঝিনু ঘুস পাইবার আশে। কহিতেছ তুমি এই সব কূটভাষে ॥ বলহ ভ্রমরে তুমি কবিতে গমন। পদ্মিনীর মাধুর্য্যেতেনাহি প্রয়োজন ॥ এই প্রেমকলহেতে গোবিন্দ আছিলা এখানে আপন ঘরে ভাবেন জটিলা ॥ একি প্রাতে করিবারে কৃষ্ণ অন্বেষণ। পদ্মা কেন মোরঘরে কৈলআগমন ॥ বুঝি শুনি থাকিবেককাহার বদনে ॥ তার আগমন কথা আমার ভবনে ॥ অনুমান করি মোর পুত্র নাই ঘরে। আসিয়া থাকিবে সেহ রাই বরাবরে ॥ অতএব একবার রাধার ভবনে। যাইতে হইল মোরে সত্বর গমনে ॥ এত ভাবি রাধাগৃহে চলিলা জটিলা। তারে দেখি সকলেই ত্রাসিত হইলা ॥ শ্রীরাধিকা তারে দেখি অতি ভীতমন ॥ কাঁপিতে লাগিলা বাতে কদলী যেমন ॥ সেহ কৃষ্ণে দেখি রাধা-চরণে পতিত। রোষের আবেশে যেন হইল মূর্চ্ছিত ॥ কাঁপিতে কাঁপিতে তবে নিকটে যাইয়া। কহিতে লাগিল রক্ত নয়নে চাহিয়া ॥ ওরে নন্দসুত গোপ নারীধর্ম্মহর। কি লাগিয়া আসিয়াছ তুমি মোর ঘর ॥ তাহে পুন করে ধরি রাধার চরণে। সত্য করি কহ পড়ি ছিলে কি কারণে ॥ মোর পুত্র মথুরায় আছে এই জানি। চাপল্য করিতে আসিয়াছ আমি মানি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আর্য্যে করহ শ্রবণ। যে লাগিয়া পড়ি ছিনু করি নিবেদন। কালি এক দৈবজ্ঞ কহিল মোর প্রতি। দেখি বড় অমঙ্গল তোমার সংপ্রতি। হইবেক যাতে তব জীবন সংশয়। অথবা অবশ্য হবে কোন রোগভয় ॥ তাহা শুনি আমি তারে কৈনু জিজ্ঞাসন ॥ কি করিলে এ অশুভ হয় নিবারণ ॥ তিঁহ ভাবি কহিলেন পতিব্রতা পায়। প্রভাতে প্রণাম কৈলে এ অশুভ যায় ॥ সেহ পতিব্রতা হবে পতিসঙ্গ হীন। তারেই বন্দিলে হবে এ অশুভ ক্ষীণ ॥ তব পুত্র সংপ্রতি আছেন মথুরায়। শুনিয়া আইনু আমি

বন্দিতে রাধায় ॥ জটিলা বলয়ে শুনি তোর এই কথা। না হইল মোর মনে বিশ্বাস সর্ব্বথা ॥ যে হৌক বন্দন করা হয়েছে রাধারে। এখন চলিয়া যাও আপন আগারে ॥ এত শুনি কৃষ্ণ মধুমঙ্গলে লইয়া ছুঃখিত হৃদয়ে গেলা স্বগৃহে চলিয়া ॥ এখানেতে জটিলা কহেন রাধিকায়। কুলকলঙ্কিনি আমি কি কব তোমায় ॥ করিলি নির্ম্মল কুলে তুই অপযশ। ব্রজে মুখ দেখাইতে জন্ময়ে সাধ্বস ॥ এত কহি কোপেতে কহেন ললিতারে। বুঝিলাম আনিছিলি তোরাই ইহারে ॥ ফিরিয়া আইলে ঘরে আমার নন্দন। কহিব তোদের এই সব আচরণ। ললিতা কহেন মাগো আমাদের প্রতি। অকারণে হইতেছ তুমি ক্রুদ্ধমতি ॥ নাহি জানি মোরা কিছু স্বরস ইহার। হঠাৎ আইলা কৃষ্ণ বটু সহকার ॥ যাইতেছিলাম ইহা তোমারে কহিতে। ইতো-মধ্যে আপনি আইলে আচম্বিতে ॥ জটিলা কহিল আমি জানিনু সকল। তোমার কপটে আর হবে কিবা ফল ॥ বসিয়া রহিনু আমি এই বহি-দ্বারে। কি করি আনিবে আর তোমারা তাহারে ॥ এত কহি দ্বারে গিয়া বসিলা জটিলা। শ্রীরাধা মানিনী হয়ে ভবনে রহিলা ॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াং খণ্ডিতাবস্থা
বর্ণনোনাম ষোড়শ উল্লাসঃ।

সপ্তদশ উল্লাস

কৃষ্ণবাগপিয়চ্ছান্তিং বিধান্ত ন শশাকতং।
শময়ন রাধিকামানং কৃষ্ণবেণুর্জয়ত্যসৌ॥

পয়ার। এখানেতে কৃষ্ণ বনে গিয়া গোচারণে। বলিছেন বটুবরে বসিয়া বিজনে॥ প্রিয়সখা কি করিতে গিয়া কি হইল। মণির লোভেতে চিন্তামণি হারাইল॥ চন্দ্রাবলী অঙ্গসঙ্গ সুখে লোভ করি। হায় যায় হারাইনু আমি প্রাণেশ্বরী॥ এত কহি নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন। তাঁর মন বুঝিবারে বটুরাজ কন॥ প্রিয়সখা এত গুণ কি আছে রাধায়। যার লাগি এত খেদ করিছ হিয়ায়॥ সেই মানে মাতি কত কুকথা কহিল। চরণে ধরিলে তবু মান না ছাড়িল॥ এমন রমণী সনে পিরীতে কি সুখ। বরঞ্চ পাইবে নিরবধি নানা দুঃখ॥ এই ব্রজে আছে কত পরমসুন্দরী। যারে বল তাহারেই আনয়ন করি॥ তাহারেই লয়ে এই কুঞ্জেতে বিহর। রাধিকার লাগি আর উৎকণ্ঠা না কর॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা ইহা সাধ্য নয়॥ রাধিকার রূপ গুণ বিস্মৃত কি হয়॥ সে লাবনী সে মুখ সে ভুরু সে নয়ন। ভুলিতে না পারি কদাচিত একক্ষণ॥ অন্য রমণীরো কাছে লাগি যবে রহি। তখনো রাধারে আমি বিস্মরণ নহি। তাহে পুন আজি মান করিয়া সে প্রিয়া। চাহিল যে মোর প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া॥ কম্পিত অধর হয়ে কহিল যে কথা। সে সকল হৃদয়েতে জাগিছে সর্ব্বথা॥ তাহার কর্কশ বাক্যে যত সুখ হয়। অপরের প্রিয়বচনেও তাহা নয়॥ যত সুখ হয় তার চরণ ধরিলে। তাহা নাহি হয় অন্যে চরণ সেবিলে॥ রাধা বিনে মন স্থির নহে একক্ষণ। কহ কি করিয়া পাব তার দরশন॥ এইরূপ কথা হয় বটুতে গোপালে। সেই স্থানে সুবল আইলা সেই কালে॥

শ্রীকৃষ্ণে উদ্বিগ্ন দেখি পুছিলা সুবল। সখা কেন দেখিতেছি তোমারে বিকল॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা কহিব তোরে। শ্রীমতী রাধিকা আজি উপেখিলা মোরে॥ কালি তার কুঞ্জে যাব সঙ্কেত করিয়া। চন্দ্রাবলী ঘরে ছিনু তাহা বিস্মরিয়া॥ আজি প্রাতে গিয়াছিনু তার সন্নিধান। কোন মতে না পারিনু ভাঙ্গাইতে মান॥ সাম দান ভেদ নতি আর উপেক্ষণ॥ ব্যর্থ হইয়াছে পাঁচ উপায় রচন॥ এক্ষণ এ মান তার ভাঙ্গে কি প্রকারে। তাহার উপায় কিছু বলহ আমারে॥ এতবাণী শুনিয়া সুবল মহামতি। কিছুকাল ভাবিয়া কহেন কৃষ্ণ প্রতি॥ সখা রহিয়াছে ইথে উত্তম উপায়। পাও নাই কি লাগিয়া দেখিতে তাহায়॥ আপনার মুরলী বাজাও একবার। পালাবে এখনি সেই মান রাধিকার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা নিজে করি স্তব। ঘুচাইতে পারি নাই যার এক লব॥ হেন গাঢ় মান এই শুষ্ক কাষ্ঠ রবে। বুঝিতে না পারি কি করিয়া শান্ত হবে॥ সুবল কহেন সখা তোর মুরলীতে। যে গুণ আছয়ে তুমি পার না জানিতে॥ এহ রমণীর মান অনলনির্ব্বাণ। করিবারে হয় জলধর বলবান॥ বামেতে কন্টকলতা ছেদনে কুঠার। রোষজ্বর বিনাশনে রসায়ন সার॥ অতএব সকল সন্দেহ উপেখিয়া। একবার মুরলী বাজাও মুখে দিয়া॥ এতেক বচন শুনি শ্রীবংশীমোহন। বদনে মুরলী দিয়া করেন বাদন॥ পদ্মিনি ভ্রমর মরে মহাপিপাসায়। ক্রোধ ছাড়ি অঙ্গীকার করহ ইহায়॥ সেই বংশীনাদ শুনি কহেন বিশাখা। রাই কর্ণ ঢাক যদি হয় মান রাখা। অই কৃষ্ণ বেণু বনে গর্জ্জন করয়। প্রবেশিলে কানে মানে করিবেক লয়॥ কিম্বা প্রবেশিয়া বেণুনাদ তব কানে। না পারিবে বিনাশিতে তব এই মানে॥ তেমন কৃষ্ণের বাণী ব্যর্থ হৈল যায়॥ শুষ্ক কাষ্ঠ নিনাদে কি করিবে তাহায়॥ এত কথা শুনি রাধা কিছু না কহিলা। কিন্তু সেই বেণুনাদ শুনিতে লাগিলা॥ সেই বেণুনাদামৃত তরঙ্গিনী ধার। প্রবেশ করিল গিয়া হৃদয়ে রাধার॥ সেহ মান অনলেরে করিয়া নির্ব্বাণ। ঘর্ম্মছলে বাহিরেতে করিল

পয়ান ॥ মানাইল নিবাইল ভারি বাষ্পজল। বুঝি নয়নেতে গলে ধরি অশ্রু ছল॥ কৃষ্ণে ছাড়ি মান লয়ে ছিলেন শ্রীমতী। তারেও হারায়ে হৈল বড় দুঃখি মতি॥ তবে তিঁহ নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘনেঘন। অধোমুখী হয়ে মনে করেন ভাবন॥ ওরে বিধি তুমি হও বড় দুরাশয়। তোমার চরিত্র বুদ্ধি বেদ্য নাই হয়॥ প্রথমেতে করাইয়া মান ঘোরতর। উপেক্ষণ করাইলে তেন প্রাণেশ্বর॥ সেই মানে এখন করায়ে উপেক্ষণ। প্রাণ ছাড়াইতে করিতেছ আয়োজন॥ এইরূপ ভাবনা করেন শ্রীরাধিকা। তাহা দেখি জিজ্ঞাসা করেন বিশাখিকা॥ প্রিয়সখি অধোমুখী হইয়া বসিয়া। কি ভাবনা করিতেছ দুঃখিত হইয়া॥ সূর্য্যপূজা কাল,আসি হৈল উপস্থিত। অতএব স্নান ক্রিয়া করহ ত্বরিত॥ যাইতে না পারে আজি কোনমতে বনে। অতএব সূর্য্যপূজা করহ ভবনে॥ পোহায়েছ সমুদায় রজনী জাগিয়া। এলাগি শয়ন কর ভোজন করিয়া॥ বিশাখার কথা শুনি কান্দিতে কান্দিতে। শ্রীরাধিকা আরম্ভিলা তাহারে কহিতে॥

ত্রিপদী। সখি কর্ণ ঢাকিবারে, কহিতেছ যে আমারে, তাহা অতি সমুচিত বটে। আমার যেমন মন, যেন হয় আচরণ তাহাতে আমায় ইহা ঘটে॥ দেখিতেন প্রাণনাথ, যুড়িয়া যুগল হাত, করিলেক কত স্তুত স্তব। আমি মত্ত হয়ে মানে, তাহা প্রবেশিতে কানে, না দিলাম সখি এক লব॥ অমুল্য রতন হার, কণ্ঠ হৈতে আপনার, লয়ে দিল বন্ধু মোর পায়। আমি ক্রোধে হয়ে অন্ধ, ত্যজি প্রেম অনুবন্ধ, পদে করি ফেলিনু তাহায়॥ সুকোমল দুই করে, মোর পদে সমাদরে, ধরি বন্ধু রহিল পড়িয়া। ধিক ধিক ধিক মোরে না লইনু তারে ক্রোড়ে, প্রীতি করি ভুজ পসারিয়া॥ যার পদ স্পর্শ আশে, ত্যজি কুল গৃহ বাসে, গোপীগণ ভ্রময়ে কাননে। সেহ মোর পায়ে পড়ি, দিল কত গড়াগড়ি, তভু না চাহিনু সুনয়নে॥ ভাবি ভাবি সে সকল, হৃদয়েতে দুঃখানল, জ্বলি-

ভেছে এক্ষণ আমার। রবি পূজা অন্নপান, কিছু নাহি হয় ভান, কিশোরীর বাচা হৈল ভার॥

পয়ার। ললিতা কহেন সখি স্থির কর মন। আর কেন কৃষ্ণ লাগি করিছ চিন্তন॥ করে ছিল যেন কুকর্ম্ম বিপরীত। করিয়াছ অপমান তাহার উচিত॥ তাহে যদি গেল সেহ অন্য ঠাই চলি। যোগ্য নহে তার লাগি করিতে বিকলি॥ এই লাগি তার সনে প্রীতি করিবারে। নিষেধিয়া ছিনু মোরা পূর্ব্বেই তোমারে॥ তাহা না শুনিয়া তায় প্রেম করি ছিলে॥ তার প্রেমে যত সুখ এখন দেখিলে॥ ভাঙ্গিল সে প্রেম যদি বিধির ঘটনে। ভাল হৈল খেদ নাহি কর মনে॥ কুলের কলঙ্ক যাবে অযশ তোমার। পতির তর্জ্জন ইথে পাইবে সংহার॥ অতএব বশ করি আপনার মনে। সুস্থ হয়ে বসি থাক এখন ভবনে॥ ললিতার মুখে শুনি এ সব বচন। রাধিকা হুঙ্কার ছাড়ি কান্দি তাঁরে কন॥ সখি মোর ভাগ্য হইয়াছে বড় দুষ্ট। তেঁই তোরা সকলেই হইতেছ রুষ্ট॥ যে হেতুক কহিতেছ ভুলি যেই বাণী। এ সব মোর প্রতি ক্রোধে এই মানি॥ ক্রোধ না হইলে পার কভু কি কহিতে। জীবন বল্লভ শ্যামে পীরিতি ভাঙ্গিতে॥ দেখ দেখ যাঁর লাগি গেল ধর্ম্ম ভয়। কুলের গৌরব আর লাজ হৈল ক্ষয়॥ যার পদে দিয়াছি এ তনু মন প্রাণ। যাহা বিনে একক্ষণে হয় কল্প ভান॥ তাহে প্রেম ত্যজিলে কি জীবন থাকয়। জল বিনে মীন কোথা পরাণ ধরয়॥ এখন থাকয়ে যাহে অভাগীর প্রাণ। কহ তাহার প্রতি উপায় বিধান॥ দেখিতে না পাই তার সে চান্দ বদন। ক্ষণ কাল স্থির নাহি হয় মোর মন॥ তাহে তার সেই সব সুধা সম বাণী॥ হৃদয়ে জাগিয়া ধৈর্য্যে করে খানি খানি॥ আর যে করিল বন্ধু অনুচিত ক্রিয়া। তাহা ভাবি বুক যেন যায় বিদরিয়া॥ তাহে পুনঃ মদন বিন্ধিছে বহু শর। যাহাতে হইল মোর তনু জর জর। অতএব কি করি দেখিতে পাব তারে। তাহার উপায় শীঘ্র বলহ আমারে॥

কুলের কলঙ্ক আর অযশ আমার। যে হয়েছে নিবৃত্তি না হবে কভু তার॥ যদি বা তাহাই হয় তভূ প্রাণেশ্বরে। প্রেম ভাঙ্গিবার কথা সহে না অন্তরে॥ দেখ দেখ অঙ্গার লাগিয়া কোনজন। হস্তে পাই চিন্তামণি করে উপেক্ষণ॥ তাহে পুন যাহা বিনে প্রাণ নাহি রয়। তাহে প্রেম ভঙ্গ কথা কেমনে ঘটয়॥ অতএব যদি চাহ আমার জীবন। তবে কোন মতে তারে করাও দর্শন॥ না দেখিতে পাইলে সে শ্রীমুখ তাহার॥ কোন মতে মন স্থির হবে না আমার॥ বিশাখা কহেন সখি সে বহু বল্লভ। করিলেও আদর না হয় সে সুলভ॥ তাহে তুমি করিয়াছ বড় অনাদর। কি করি দেখিতে পাবে পুন সে নাগর। চলি গেল কোথা সেহ করি অভিমান। দেখিতে পাইব তারে গেলে কোন স্থান॥ যদি বা দেখিতে পাই তবু না আসিবে। অভিমানে আমাদের কথা না শুনিবে॥ অত এব তার প্রতি উৎকণ্ঠা ছাড়িয়া। ভবনে বসিয়া থাক নিশ্চিন্ত হইয়া॥ বিশাখার এত বাণী করিয়া শ্রবণ। কহেন রাধিকা তাঁরে সজল নয়ন॥

একাবলীচ্ছন্দ। সখি যদি তোরা আমার প্রতি। হইলে সকলে নিদয় মতি॥ তবে বুঝি প্রাণ বন্ধুরে আর। দেখিতে না পাব আমিহ ছার॥ যদি নাই পাই দেখিতে তায়। তবে কিবা ফল রাখিয়া কায়॥ সে যাহার প্রতি বিমুখ হয়। তাহারে বাচিতে উচিত নয়॥ অতএব দেহ গরল আনি। খাইয়া ত্যজিব এ ছার প্রাণী॥ যদি তোরা বিষ আনি দেহ॥ তবে হ্রদে ডুবি ত্যজিব দেহ॥ একমাত্র খেদ রহিল চিতে। নাহি পাইলাম তারে দেখিতে সেই চিত্রপট আনিয়া দেহ। হৃদয়ে ধরিয়া ত্যজিব দেহ॥ ইহাতেও গৌণ না কর আর। এ দুঃখ সহন হয়েছে ফার॥ এতেক কহিয়া কান্দেন রাই। দুই সখী কন বেদনা পাই॥ সখি কি কহিলি কালিন্দী দহে! ডুবিয়া মরিবি ইহা না সহে॥ মোরা হই তোর আদেশ কারী। আনি মিলাইব মুরলী-ধারী॥ তবে যে কহিনু বিরস

বাণী। সে করিতে তোর মানের হানি॥ এখন জানিনু গিয়াছে মান। করিব এখন হিত বিধান॥ কিন্তু কিছু কাল ধৈরজ ধর॥ নিশা আগমন প্রতীক্ষা কর॥ জরতী বসিআ রয়েছে দ্বারে। কেমন করিয়া আনিব তারে॥ তোরেও লইয়া যাইতে নারি। সঙ্কট হয়েছে বড়ই ভারি॥ এ লাগিয়া হও কিশোরী স্থির। নিশি মিলাইব শ্যাম শরীর॥

পয়ার। এত শুনি শ্রীরাধিকা কহেন কান্দিয়া। সখি কহিতেছ ইহা নাহি বিবেচিয়া॥ একক্ষণ যে না পারে বিলম্ব সহিতে। কি করি পারিবে সেহ দিন গোয়াইতে॥ যদি ইচ্ছা হয় মোর প্রাণ রাখিবারে। এখনি দেখাও তারে কোনহ প্রকারে॥ ললিতা কহেন সখি স্থির কর মন। চলিলাম শুন মোরা এই দুইজন॥ অন্বেষণ করিয়া তাহারে সব স্থানে। আনিব যে কোনমতে অবশ্য এখানে॥ এক শঙ্কা বসি আছে জরতী দুয়ারে। কি করি আনিব তারে ভবন মাঝারে॥ করিব তাহার পরামর্শ সেইক্ষণে। এখন চলিনু মোরা তার অন্বেষণে॥ রাধিকা কহেন সখি ত্বরিতে আসিবে। বিলম্ব হইলে মোর দেখা না পাইবে॥ বিশাখা বলেন মন স্থির করিবারে। এক বস্তু দিয়া যাই আমিহ তোমারে॥ এত কহি আনি সেই কৃষ্ণ দত্ত হার। দিলেন গলায় পরাইয়া রাধিকার॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা আনন্দিত মন। কহিছেন তাঁর প্রতি মধুর বচন॥ একি একি প্রিয়সখি করুণা তোমার। যোগাইয়া রাখিয়াছ বন্ধুর এ হার॥ এ হার পরশ পাই আমার মানস। সুখী হৈল পানু যেন তাহার পরশ॥ যাবত বন্ধুরে লয়ে তোরা না আসিবে। ইহাই দেখিয়া মোর জীবন রহিবে॥ যাহ যাহ তোরা এবে বন্ধু অন্বেষণে। আনিবে তাহারে করি বিবিধ যতনে॥ যদ্যপি বিলম্ব হয় তাহাতে কিঞ্চিত। তথাপি হারের গুণে থাকিব জীবিত॥ এত শুনি ললিতা বিশাখা দুইজন। পুষ্প তুলিবার ছলে করিলা গমন॥ ফুল তুলি তুলি তাঁরা ভ্রমিতে ভ্রমিতে। দূরে থাকি শ্রীকৃষ্ণেরে পাইল

দেখিতে ॥ তবে শ্রীকৃষ্ণের ভাব জানিবার আশে। গুপ্ত রূপে গেলা সেই নিকুঞ্জের পাশে ॥ সেখানেতে অতি উৎকণ্ঠিত জনার্দ্দন। কহিছেন সুবলের প্রতি এ বচন ॥ সখা বংশী বাজাইনু হৈল কত-ক্ষণ। এখনো না আইল প্রিয়ার কোন জন ॥ অতএব আমি এই করি অনুমান। শান্ত নাহি হইয়াছে প্রিয়ার সে মান ॥ এখন করিব কিবা বলহ উপায়। তাহা বিনে প্রাণ আর ধরা নাহি যায় ॥ এতেক কৃষ্ণের কথা শুনি সুখি মন। দুই গোপী সম্মুখেতে করিলা গমন ॥ তাহাদিগে দেখি কৃষ্ণ নিকটে আসিয়া। কহিছেন দোঁহা-কারে বিনয় করিয়া ॥ এস এস প্রিয়সখি কি ভাগ্য আমার। দর্শন পাইনু যেই তোমা দোহাকার ॥ বুঝি মোর প্রতি অনুগ্রহ করি মনে। পাঠাইয়াছেন প্রিয়া তোমা দুইজনে ॥ কহ কহ মোর প্রাণ-প্রিয়ার কুশল। কহ গিয়াছেন মান তাহার প্রবল ॥ ললিতা বলেন তব যেমন চরিত। সে সকল হইয়াছে মোদের বিদিত ॥ আর কেন শাঠ্য ময় মধুর বচন। কহি কহি কষ্ট পাইতেছ অকারণ ॥ সত্য বটে রাধা আমাদিগে পাঠায়েছে। কিন্তু সে পাঠায় নাই জান তব কাছে ॥ বনেতে আইলে দেখা হবে তোমা সনে। এ লাগি না আইল সে পূজিতে তপনে ॥ গৃহেতেই করিবেক তাঁহার পূজন। পাঠাইল আমাদিগে কুসুম কারণ ॥ এইত কহিনু যেতু মোদের আশার ॥ এখন উত্তর শুন প্রশ্নের তোমার ॥ করিলে তুমি যে তার শুভ জিজ্ঞাসন। দেখিতে না পাই তাহে তব প্রয়োজন ॥ পদ্মা কিম্বা শৈব্যা যবে এখানে আসিবে। তাদের সখীর তবে কুশল পুছিবে ॥ যে হেতুক সেহ তব প্রিয়তমা হয়। তার শুভ শুনি হবে আনন্দ উদয় ॥ অভাগিনী রাধিকার পুছিয়া কুশল। লজ্জা দাও আমাদিগে কি লাগি বিফল ॥ এত কহি যাইতে উদ্যত দুইজন। পথ আগুলিয়া কন শ্রীনন্দনন্দন ॥ সখি বুঝিলাম নামি তোদের ভারতী। এখনো আছেন ক্রুদ্ধ প্রিয়া মোর প্রতি ॥ তাহাতে না আছে মোর কিছু খেদ লেশ। যে হেতুক নাহি আছে বিরহের ক্লেশ ॥ চাহিতেছি

আমি এবে যেহ দিক দিয়া। সেই দিকে দেখিবারে পাইতেছি প্রিয়া॥ কখন যদ্যপি করি নয়ন মুদ্রণ। হৃদয়েতে পাই তবে তার দরশন॥ এ লাগি না চাহি আমি তাহার প্রসাদ॥ প্রসাদ হইতে ভাল এমত বিষাদ॥ প্রসাদেতে একদিকে দেখিবারে পাই। এখন দেখিতে পাই যেই দিকে চাই॥ প্রসাদে বাহিরে মাত্র রাই নিরখিতে। পাইতেছি হৃদয়েও এখন দেখিতে॥ অতএব কহ গিয়া তোমরা প্রিয়ায়। না ত্যজেন এই মান কখন আমায়॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বিকার। বিস্ময় আনন্দ হৈল দুই গোপিকার॥ প্রেমের আধিক্য জানি হইল বিস্ময়। রাধার সৌভাগ্য ভাবি আনন্দ উদয়। তবে সেই দুই গোপী সজল নয়ন। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া সান্তন॥ নাগর কাতর নাহি হও তুমি আর। শুনহ বচন কিছু মোদের দোঁহার॥ তোমারে উপেখি তার হয়েছে যে দশা। বর্ণন করিতে তাহা করি না ভরসা॥ হৃদয়ে জ্বলিতেছিল বিরহ অনল। বেণু রব বাতে তাহা হইল প্রবল॥ তাহে দহিতেছে তার তনু প্রাণ মন। স্থির হইবারে নাহি পারে একক্ষণ॥ অতএব শীঘ্র সেথা করিয়া গমন। দেখা দিয়া দুখিনীর রাখহ জীবন॥ আসিয়াছি মোরা তোমারেই লইবারে। অন্য কথা কহিছিনু ভাব বুঝিবারে॥ তাহা বুঝিলাম এবে কহি সত্য কথা। বিলম্ব না কর তুমি শীঘ্র চল তথা॥ তোমা লাগি উৎকণ্ঠা হয়েছে যেন তার। ক্ষণকাল তাহাতে যাপন করা ভার॥ কেবল তোমার হার তার গলে দিয়া। আসিয়াছে মোরা তারে আশ্বাসি রাখিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কি কহিলে প্রিয় সই। প্রিয়া ত্যজিয়াছে মান প্রসন্ন কি হই॥ দিয়াছে কি প্রিয়া গলে মোর সেই হার। আমি সেথা গেলে কি করিবে অঙ্গীকার॥ ললিতা বিশাখা কন না কর সংশয়। প্রিয়সখী হইয়াছে তোমাতে সদয়॥ অতএব চল তুমি ত্বরিতে তথায়। কিন্তু এক বড় বিঘ্ন আছয়ে ইহায়॥ দ্বারেতে বসিয়া আছে শাশুড়ী তাহার। কি করি যাইবে সেথা করহ নির্দ্ধার॥ এত শুনি কিছুকাল করিয়া

ভাবন ॥ কহিছেন তাহাদিগে শ্রীনন্দ নন্দন ॥ করি দাপ যদি মোর যোগিনীর বেশ। তবে প্যারি প্রিয়াগৃহে করিতে প্রবেশ ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি গোপী দুই জন। ভাল বলি করিছেন কেশ বিরচন ॥

ত্রিপদী। কিবা সে যোগিনী বেশ, যাহে বুদ্ধি পরবেশ, বিজ্ঞেরো করিতে না পারয়। অপর কি কব যারা, করিছেন বেশ তাঁরা, পাই-ছেন দেখিয়া বিস্ময় ॥ চাচর চিকুর ঘটা, বেনায়ে করিলা জটা, কিবা শোভা হইল তাহার। গোময়ের ভস্ম আনি, চিকণ করিয়া ছানি, মাখাইলা গায়ে বার বার ॥ আনি ভূর্জতরু ছালী, করি তারে ফালী ফালী, পরাইলা করিয়া যতন। শঙ্খের কুণ্ডল কাণে, দিলা আর স্থানে স্থানে, শঙ্খ কৃত নানা আভরণ ॥ তুম্বীফল পত্র বাম, করে দিলা অভিরাম, দক্ষ করে রুদ্রাক্ষের মালা। যোগ পট্ট দিলা গলে; চর্ম্মা-সন কক্ষতলে, এ বেশেও বন কৈল আলা ॥ ভূতনাথ পশুপতি, যোগি গুরু যোগি গতি, শিবশম্ভু বিশ্ব অধিকারী। এই নাম গাই গাই, চলিলা রাধার ঠাঁই, শ্রীরঘুনন্দন বলিহারী ॥

পয়ার। ললিতা কহেন বেশ হইল যেমন। ইথে তোহে চিনিতে নারিবে কোন জন ॥ অতএব কর তুমি অগ্রেতে গমন। কোন ছলে প্রবেশিবে রাধার ভবন ॥ পরে মোরা দুই জন যাব সে বসতি। একত্র হইয়া গেল তর্কিবে জরতী ॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া জনার্দ্দন। একাকী জটিলা গৃহে করিল গমন ॥ জটিলা তাহারে দেখি প্রণাম করিয়া। কহিতেছে তাঁর তেজে বিস্ময় পাইয়া ॥ যোগিনি তোমার বাস হয় কোন স্থানে। কি নাম তোমার কেন আইলে এখানে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর নাম মহামতি। কাম্যক-কাননে হয় আমার বসতি ॥ মোর গুরু করেছেন মোরে আজ্ঞাপন। করিবারে মনুষ্যের হিত আচরণ ॥ অতএব ভ্রমণ করিবে সব দেশে। যার যে অশুভ আছে কাছে কহি সবিশেষে ॥ সে অশুভ জানি তারা করে স্বস্ত্যয়ন। এই রূপে করি আমি হিত আচরণ ॥ জটিলা কহেন তবে বস একবার। মোর প্রতি করি কিছু করুণা বিস্তার ॥ আমার

পুত্রের কহ শুভাশুভ ফলে। দেখিতে পাইছ যাহা যাহা যোগবলে॥ এত কহি সে জটিলা আসন অর্পিয়া। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বসি কহিতে লাগিলা॥ ভগ্যাবতি ছিল যত তব পুত্ররিষ্টি। তাহা নষ্ট করিয়াছে তব বধু দৃষ্টি॥ তব বধু পতিব্রতা শিরোমণি হয়। তার দৃষ্টি-পাতে কিছু অরিষ্ট না রয়॥ এক মাত্র হইতেছে অরিষ্ট সঞ্চার। অপবাদ কর যেই তুমিহ তাহার॥ অপবাদ কৈলে পতিব্রতা ক্রুদ্ধ হয়। পতিব্রতা ক্রোধে হয় অশুভ উদয়॥ আজি কৃষ্ণ আপনার অশুভ নাশিতে। প্রভাতে আসিয়াছিল রাধারে বন্দিতে॥ তাহা দেখি তুমি তারে করিলে দুর্ব্বাদ। এই অপরাধে তুমি পাইবে বিবাদ॥ এত শুনি অতিশয় শঙ্কিত জটিলা। পুনর্ব্বার তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা। যোগিনী তুঁমিহ হও সর্ব্ব শুভঙ্করী॥ কহ আমি কি করিয়া এ সঙ্কটে তরি॥ শ্রীকৃষ্ট কহেন গোপি উপায় ইহার। তাহার প্রসাদ বিনে না দেখি যে আর॥ পারিতাম আমি তারে প্রসন্ন করিতে॥ কিন্তু কার্য্যবশে এথা পাবনা রহিতে। এ দেশ ছাড়িয়া যদি অন্যত্র না যাই। আসিব কখন তবে পুনঃ এই ঠাঁই। জটিলা কহেন পর হিত কহিকারে। গুরু দিয়াছেন আজ্ঞা কহিলে তোমারে॥ এথে কিছুকাল থাকি মোর এই হিত। করিতে অবশ্য হয় তোমারউচিত॥ শ্রীকৃষ্ট কহেনযদি করিহ আগ্রহ। তবে কিছু কাল রব উত্তরল নহ॥ কিন্তু আমি তার কাছে রহিব যাত্রে। যাইতে না পাবে সেথা পুরুষ তাবত॥ গুরু বিনে অন্য পুরুষের সাক্ষাৎকার। যেহেতু না করি মোরা বচন উদ্গার॥ ইহা যদি পার তুমি স্বীকার করিতে। তবে তব বধুরে যাইব বুঝাইতে॥ এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া সে জটিলা। কৃষ্টে লয়ে রাধিকার নিকটে চলিলা॥ সেই কালে ললিতা বিশাখ দুই জন। বন হৈতে পুষ্প লয়ে কৈলা আগ-মন॥ তাহাদিগে দেখি অভিমন্যু মাতা কয়। ভাল হৈল তোরা যে আইলে এ সময়॥ এস এস রাধিকার নিকটে যাইয়া। কহিব সকল কথা প্রকাশ কচিয়া॥ এত কহি চলিলেন রাধার ভবনে।

তিঁহ তাঁহাদিকে দেখি ভাবিছেন মনে ॥ একি কেন জয়ন্তী করেন আগমন। সঙ্গে লয়ে অপূর্ব্ব যোগিনী একজন ॥ ইহাদের পাছে আসে দুই সহচরী ॥ জানিতে না পারি হেতু মনে তর্ক করি ॥ গিয়াছিলা ইহারা বন্ধুরে আনিবারে। বুঝি নাহি পাইয়াছে দেখিতে তাঁহারে ॥ কিম্বা কোন অপরাধ ভাবিয়া অন্তরে। আসে নাই বন্ধু সখী বাক্যে মোর ঘরে ॥ তাহা জিজ্ঞাসিতে মন অতি উৎকণ্ঠিত। হইল তাহাতে বিঘ্ন বৃদ্ধা উপস্থিত ॥ এইরূপ শ্রীরাধিকা ভাবিছেন মনে। জটিলা নিকট হৈলা জনার্দ্দন সনে ॥ তারে দেখি শ্রীরাধিকা উঠে দাড়াইলা ॥ তাঁর প্রতি জটিলা কহিতে আরম্ভিলা ॥ বধূমাতা দেখ এইঅপূর্ব্ব যোগিনী ॥ ভূত ভাবি বর্ত্তমান ত্রিকাল দর্শিনী ॥ ইহার প্রভাত দেখি হেনহয় জ্ঞান। যমুনা ধারিণী নহে ইহার সমান ॥ ভ্রমণ করেন এই গুরুর আদেশে। জীবহিত করিবারে দিব্য উপদেশে ॥ এই কহিবেন তোহে কিছু হিত কথা। শ্রবণ করহ তাহা না কর অন্যথা ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা ভাবেন হিয়ায়। এ কোন শঙ্কট আসি ঘটিল আমায়। কি কবে যোগিনী তাহা কেমনে জানিব। না জানি বা কি করিয়া স্বীকার করিব ॥ এই মত ভাবিছেন বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁরে সম্বোধন করি কহিছেন হরি ॥ পতি ব্রতা-শিরোমণি না হও চিন্তিত। শুনহ বচন মোর কহি অতিহিত ॥ দুষ্ট লোক-কথা শুনি এইত জটিলা। তোমা প্রতি যে যে কটু কথা কহিছিলা ॥ ইহার সে দোষ তুমি কর ক্ষমাপণ। অন্যথা ইহার হবে অশুভ ঘটন ॥ পতিব্রতা নারী যার প্রতি রুষ্ট হয়। তার পুত্র ধন ধান্য সব পায় ক্ষয় ॥ এত শুনি ভাবিছেন বৃন্দাবনেশ্বরী। যোগিনী এ সব কথা জানিল কি করি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন আয়ান জননি। এখান ছাড়িয়া যাহ অন্যত্র আপনি ॥ তোমার সঙ্কোচে রাধা না কহেন কথা ॥ তাহা বিনে ভাববোধ না হয় অন্যথা ॥ অতএব আপনি বসহ গিয়া দ্বারে। না দিবে পুরুষ মাত্র এথা আসিবারে ॥ আমি করি রাধা সঙ্গে সম্বাদ বিশেষ ॥ ঘুচাইব তোমা প্রতি আছে যেই

দ্বেষ ॥ এত শুনি জটিলা বসিল গিয়া দ্বারে। এখানেতে শ্রীকৃষ্ণ কহেন শ্রীরাধিকারে ॥ সুন্দরি দেখিতে পাই মোরা যোগবলে। যে জন যে কর্ম্ম করে যখন যে স্থলে ॥ তুমি যে করিলে আজি কৃষ্ণে অপমান। সেহ যে করিল তোহে প্রণাম বিধান ॥ তাহা দেখি জটিলা যে কহিল তোমারে। সে সকল দেখিতেছি সাক্ষাৎকারে ॥ মান ভাঙ্গাইতে কৃষ্ণ পড়িছিল পায়। তা দেখি রুষিতে পারে জটিলা তোমায় ॥ ইথে তার প্রতি তুমি হও ক্ষুণ্নমন। উচিত না হয় কোন মতে এ করণ ॥ অতএব তার প্রতি নাহি কর রোষ। গুরুজনে রোষ করা হয় বড় দোষ ॥ এত শুনি রাধিকা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধমতি। কহিতে লাগিলা দুই নিজ সখী প্রতি ॥ বুঝি তোরা কুসুম তুলিতে বনে গিয়া। আনিয়াছ এই কুযোগিনীরে ডাকিয়া ॥ যেহেতুক শুনিয়া ইহার কুকথায়। নাহি কহিতেছ তোরা কিছুই ইহায় ॥ ললিতা কহেন সখি নাহি কর ক্রোধ। আনি নাই আমরা করিয়া অনুরোধ ॥ আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই এ জন। করিছিল বৃন্দার নিকটে আগমন ॥ তার সঙ্গে হৈয়া ছিল কি কথা ইহার। তাহাও বিদিত নহে আমা সবাকার ॥ তার স্থানে শিখি কহিতেছে এ সকল। কিম্বা কহে অনুসরি নিজ যোগবল ॥ তাহার নিশ্চয় করি কহিব উচিত। এই ভাবে মোরা নাহি কহি যে কিঞ্চিৎ ॥ এত কহি শ্রীললিতা বিরত হইলা ॥ বিশাখা কৃষ্ণের প্রতি বলিতে লাগিলা। যোগিনী হে যদি তুমি জানহ ত্রিকাল। কহ কালি নিশি কোথা ছিলেন গোপাল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কালি কালিন্দীর তীরে। নিশি গোঁয়াইয়া ছিলা ভাবি শ্রীমতীরে ॥ প্রভাতে আসিয়া কাছে সখীর তোমার ॥ করিলেন স্তুতি নতি বিবিধ প্রকার ॥ তথাপি তোমার সখী না ত্যজিলা মান। অতএব গেল সেহ পাই অপমান ॥ সেই হয় তোমার সখীর অনুগত ॥ তার প্রতি এত মান হয় না সঙ্গত ॥ দেখিতেছি যোগবলে সেহ কুঞ্জে পড়ি। হা রাধিকে বলিয়া দিতেছে গড়াগড়ি ॥ অবিরল অশ্রুজল পড়িছে নয়নে। দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস

ছাড়িছে ঘনে ঘনে॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা দুঃখেতে বিহ্বল। সম্ব-রিতে না পারিল নয়নের জল॥ তাহা দেখি একি কেন কান্দহ বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ আপন করে দেন পোছাইয়া। তাঁর অঙ্গ পরশ পাইয়া রস বতী॥ স্তম্ভিত হইলা প্রেমরসে মুগ্ধমতি॥ তবে সখি সব গেল অপর ভবনে॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা লয়ে বসিল শয়নে॥ নিয়ত করেন কৃষ্ণ মুখমধুপান। এলাগি রাধিকা কিছু কহিতে না পান॥ কিছু কাল পরে কিছু অবকাশ পাই। কহিছেন নিজ নাথে কান্দি কান্দি রাই॥ একি তুমি মোর লাগি যোগিনীর বেশ। ধরিয়া পাইলে প্রাণনাথ এত ক্লেশ॥ একি মনোহর চূড়া করিয়া বর্জ্জন। করি-য়াছ কুন্তলেতে জটা বিরচন॥ উপেখিয়া মণিময় সব অলঙ্কার। করি-য়াছ শঙ্খকৃত ভুষণ স্বীকার॥ যে অঙ্গে মাখাই মোরা কুঙ্কুম চন্দন। হায় তায় করিয়াছ বিভূতি লেপন॥ ত্যজি স্বর্ণবর্ণ পট্ট পট সুকোমল হায় একি পরিয়াছ বৃক্ষের বাকল॥ যে করেতে মণিময় মুরলী শোভয়। তাহে তুম্বীফল পাত্র দেখিয়া কি সয়॥ যে কর গোপিকা সব পয়োধরে ধরে। তাহে অক্ষমালা দেখি হৃদয় বিদরে॥ বিরহে ছিলাম ভাল তোহে না দেখিয়া। এ বেশ তোমার দেখি মরি যে জ্বলিয়া॥ ছাড়ি দাও ডাকি আনি প্রিয় সখীগণ॥ করাক তোমারে স্নান বেশ বিরচন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে যে বেশে তোমায়। পাইলাম না ত্যজিব আমিহ ইহায়। আর শুন অঙ্গ সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেমন। ইহাতে বিলম্ব সহ্য নহে এক্ষণ॥ তবে যে তোমার অঙ্গে বিভূতি লাগিবে। মোর লাগি তাহা তোহে সহিতে হইবে॥ বাকল পরশে যেই হইবে বেদনা। কিছুকাল সহিতে হইবে সে যন্ত্রণা॥ রাধিকা কহেন বন্ধু তব যাহে সুখ। তাহাতে কদাচিতো নাহি দুঃখ॥ তব অঙ্গ হতে বিভূতি লাগিবে। সেহ মোর চন্দনের পরাগ হইবে॥ তব অঙ্গে রহিয়াছে যে এই বাকল। ইহা লাগিতেছে মোরে পরম কোমল॥ একমাত্র খেদ মোর রহি গেল মনে। ধরাইনু যেই এই বেশ তোমাধনে॥ তুমি হও রসিকশেখর রসময়॥ তাহাই

করহ যাহে মোর লাভ হয়॥ হেন প্রেমবস তুমি আমি অতি খল॥ দুঃখ দিই তোহে মান করিয়া প্রবল॥ তুমি মোর সেই দোষ না করি গণন। কর মোর মান ভাঙ্গাইতে আয়োজন॥ তুমি স্তুতি কর আমি কটু কথা কই। তুমি দিব্য বস্ত্র দাও আমি নাহি লই॥ তুমি পদে ধর আমি ঠেলিয়া ফেলাই। ধিক ধিক মোরে মোর মুখে পড়ু ছাই॥ বিধিরেও আমি করি ধিক্কার বিস্তর॥ সৃজিল মানিনী নারী যে ভব ভিতর। এখন আমিহ চাহি তব অনুমতি। না রাখিব এই প্রাণ ত্যজিব সংপ্রতি॥ মোরে যে দুঃখ দেয় তার একক্ষণ। উচিত না হয় দেহে জীবন ধারণ॥ এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন রসিক নাগর তাঁরে করেন সান্তন॥

লঘু-ত্রিপদী। শশধর মুখি, নাহি হও দুঃখী, না কর রোদন আর। আমি তব কাছে, আসিয়াছি আছে, কিবা হেতু কান্দিবার॥ মোহে করি মান, যদি খেদ ভান, হয় সে উচিত নয়। যেহেতুক তায়, আমার হিয়ায়, কিছু দুঃখ নাহি হয়॥ তুমি যে কুৎসনা, আমার ভৎর্সনা, করিলে অনেকবার। তাহে সুখ মোর, যেন তার ওর, না দেখি কোথাও আর॥ আমি দিনু হার, চরণে তোমার, তাহা ফেলাইলে দূরে। একি প্রেমগুণ, তাহে কোটিগুণ, ডুবিনু সুখের পূরে॥ ধরিতে চরণ তুমি যে বদন, ফিরাইলে মহারোষে। তাহাও দেখিয়া, সুখি মোর হিয়া, প্রিয়ার কি নাহি তোষে॥ লতার যেমন, পল্লব চালন, সুখি করে মধু করে॥ তেন তব রোষ, আমার সন্তোষ, কিশোরি সদাই করে॥

পয়ার। রাধিকা কহেন নাথ তুমি যে কহিলে। এ কেবল আপনার অসীম সুশীলে॥ বস্তুত আমিহ হই বড় দুরাশয়। দিলাম তোমারে মানে দুঃখ অতিশয়। তুমি হও ব্রজনারী সকলের প্রাণ॥ তব যোগ্য বটে সর্ব্বজনে সুখদান॥ অতএব তুমি যদি অন্য কাছে যাও। বিচার করিলে তাহে দোষ নাহি পাও॥ তাহা না বুঝিয়া আমি করিছিনু রোষ। তুমি নিজ গুণে তাহে না ভাবিলে দোষ॥

করিতেও উচিত তোমার ইহা হয়। একান্ত জনের দোষ সাধু কোথা লয়॥ নদী যে করয়ে কত তরঙ্গ প্রহার। তথাপি তাহারে কোলে লয় পারাবার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তব দয়াবল। অপরাধীতেও তেঁই করিছ আদর॥ এখন আমিহ সেবা করিয়া তোমার। ঘুচা-ইব সেই অপরাধ আপনার॥ এত কহি করিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন। কামকেলি কলহেতে করিলেন মন॥ মান অবসানে দোহে মদন বিহারে। নিমগ্ন হইল রস সমুদ্র মাঝারে॥ তার পর সেই লীলা পরিপূর্ণ করি। কহিতে লাগিল রাধিকার প্রতি হরি॥ প্রাণপ্রিয়ে এবে মোরে করহ বিদায়। বহুকাল এথা মোর স্থিতি না যুয়ায়॥ জটিলারে যুক্তিমতে করিয়া সান্তন। সখাদের সমী-পেতে করিব গমন॥ এত কহি তাঁর কাছে হইয়া বিদায়। দ্বারে গিয়া কহিতে লাগিল জটিলায়॥ বুঝাইনু নানা মতে আমিহ রাধায়। আর মনঃক্ষুণ্ণ নাহি করিবে তোমায়॥ তুমি তারে কভু মনঃপীড়া নাহি দিবে। পতিব্রতা দুঃখ হৈলে বিপদ ঘটিবে॥ এত কহি প্রবেশিয়া কানন ভিতরে। সে বেশ ত্যজিয়া গেল রাম বরাবরে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়াঃ কলহান্তরিতাবস্থা
বর্ণনোনাম সপ্তদশউল্লাসঃ।

অষ্টাদশ উল্লাস

তিষ্ঠন্তাবপি নৌকায়াং নিমগ্নৌ সুখসাগরে।
শ্রীরাধামাধবৌচেত শ্চিন্তয়ত্বং নিরন্তরং ॥

পয়ার। কহিলা যোগিনীবেশে কৃষ্ণ জটিলায়। নাহি দিবে মনঃ-পীড়া তুমিহ রাধায় ॥ তথাপি সে তাঁরে সূর্য্য পূজা করিবারে। নাহি দেয় যাইবারে বিপিন মাঝারে॥ তাহে রাধা কৃষ্ণ দোহে উদ্বিগ্ন অন্তর ॥ জানি পৌর্ণমাসী গেলা জটিলার ঘর॥ জটিলা তাঁহারে দেখি প্রণাম করি॥ তার প্রতি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিলা॥ অভিমন্যু মাতা লোকে আছে যত জন। সকলেই করে ধন শুভ উপার্জ্জন॥ এলাগি ব্রজের যত প্রবিণ বনিতা। পাঠায শান্তনুকুণ্ডে স্ববধূদুহিতা॥ সেখানে করেন যজ্ঞ বহু মুনিগণ। তাহাদিগে করে তারা ঘৃতাদি অর্পণ॥ তাহে তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাহাদের প্রতি। দেন শুভ আশীর্ব্বাদ অলঙ্কারভতি॥ এই লাগি সকলেই ইহাতে চেষ্টিত। এই ব্রজে একমাত্র তুমিহ বঞ্চিত॥ মাতা হয়ে পুত্রের কল্যাণ আরাধনে। চেষ্টা নাহি করে হেন আছে কে ভুবনে। অতএব শুদ্ধ ঘৃত দধি দুগ্ধ দিয়া। আপন বধুরে সেথা দাও পাঠাইয়া অন্য কোন শঙ্কা ইথে না করিবে মনে। তাহার কারণ কহি ধরহ শ্রবণে॥ শুনিয়াছি লোকমুখে আমি এ বচন। দিয়াছেন একবর সেই মুনিগণ॥ এ যজ্ঞে করিবে যারা গব্য আহরণ। করিতে নারিবে কেহ তাদের ধর্ষণ॥ এত শুনি জটিলা হইলা আনন্দিত। স্ত্রীজাতির ধনে বড় লুব্ধ হয় চিত॥ অতএব যত শঙ্কা তাহা পরিহরি। কহিছেন পৌর্ণমাসী প্রতি ভক্তি করি॥ ভগবতি এই ব্রজে তুমিহ কেবল। বাঞ্ছা কর নব আমার মঙ্গল। দেখ দেখ এই কথা অন্য কোন জন। অদ্যাবধি করে নাই মোরে বিজ্ঞাপন॥ আজি জানিলাম আমি তোমার কৃপায়॥ পাঠাইব

বধুরে সে যজ্ঞের শালায়॥ এত কহি দাসী পাঠাইয়া রাধিকারে। ডাকি আনাইল ললিতাদি সহকারে॥ তাঁরা আসি তাঁহাদিগে প্রণাম করিলা। জটিলা প্রণয় করি কহিতে লাগিলা॥ ভগবতী কহিলেন বহু মুনিগণ। করেন শান্তনুকুণ্ডে যজ্ঞ আচরণ॥ তাহা-দিগে যারা করে ঘৃতাদি অর্পণ। তারা পায় আশীর্ব্বাদ নানা আভ-রণ॥ অতএব তোরা সবে ঘৃতাদি লইয়া। যাইব সেখানে অদ্য অবধি করিয়া॥ স্বামির কুশল পুত্র প্রার্থনা করিবে। প্রীতি করি যাহা দেন তাহাই লইবে॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা যে আজ্ঞা বলিয়া। সখী সনে স্বভবনে গেলা সুখী হিয়া॥ পৌর্ণমাসী দেবীও হইয়া সুখি মন॥ নিজ পর্ণশালা প্রতি কঁরিলা গমন॥ তবে রাধা ঘৃতাদি লইয়া সখী সনে। কভু কভু যান ঐই যজ্ঞের সদনে॥ সেথা পান যত মণি স্বর্ণ আভরণ। তাহা আনি জটিলারে করেন অর্পণ॥ তাহাতে জটিলা বড় সুখ পায় চিতে। বাধা নাহি করে সেথা গমন করিতে॥ তাঁহারাও কৃষ্ণে দরশন করিবারে। সেই ছলে যান সেই কানন মাঝারে॥ একদিন বর্ষাকালে শ্রীনন্দনন্দন। সরস্বতী কুলে আসি আসি করেন চিন্তন॥ এই পথে শ্রীরাধিকা যান যজ্ঞস্থলে। অতএব বাড়াইব এ নদীর জলে॥ নিজে এই ঘাটে নৌকা লইয়া রহিব। পার করিবার ছলে কৌতুক করিব॥ এত ভাবি মানস গঙ্গার জল আনি। যোগ কৈলা আর আনি নির্ঝরের পানী॥ তবে নৌকা লয়ে সেই ঘাটেতে রহিলা। এথা সখী সঙ্গে রাই তথায় আইলা॥ দূর হৈতেতিঁহ কৃষ্ণেকরি নিরীক্ষণ। কহিছেন শ্রীললিতা প্রতি এবচন॥ সখি একি সরস্বতী নদীর মাঝার। নাবিয়াছে নব মেঘ করি অন্ধকার॥ খেলিছে বিজুরী তায় বক শারি শারি। মৃদুমন্দ গর্জ্জন করিছে মনো-হারী॥ অই মেঘ বুঝি বৃষ্টি করি বহু নীরে॥ পরিপূর্ণ করিয়াছে এই তটিনীরে॥ কি হইবে কি করি যাইব নদীপার। আজি যজ্ঞ-শালায় গমন হল ভার॥ ললিতা কহেন সখি কোথা জলধর। রহিয়াছে নদীমাঝে শ্যাম নটবর। বিজুরী না হয় হয় পীতপট

তার ॥ বকপাতি নাহি হয় হয় মুক্তাহার ॥ গর্জ্জন না হয় হয় মুরলীর ধ্বনি। ভাল করি দেখ শুন জানিবে এখনি ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অতি ভীত মন। পুনর্ব্বার ললিতারে কহেন বচন ॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। প্রিয়সখি একি কহিলে কথা। শুনিয়া পাইনু বড়ই ব্যথা ॥ প্রবল নদীর প্রবাহোপরি। প্রাণনাথ আছে কেমন করি ॥ কলকল করি ডাকিছে ভারি। তাহা শুনি স্থির হইতে নারি ॥ ঘুরুণী উঠীছে কত না ঘোর। তা দেখিয়া কাঁপে হৃদয় মোর ॥ চল মোরা যাই নদীর কাছে। জলে ঢালি গিয়া ঘৃত যে আছে ॥ তাহে তুষ্ট হয়ে এ সরস্বতী। হবে অল্প জল মন্থর গতি ॥ কিশোরীর শুনি এ সব ভাষ। ॥ হন ললিতা করিয়া হাস ॥

পয়ার। স্থির হয়ে দেখ সখি নাহি কর ডর। নৌকার উপরি আছে রসিকশেখর ॥ বিধি কৃপা করি করিয়াছে উপকার। ওই তরণীতে মোরা হব নদীপার ॥ এখানেতে কৃষ্ণ দেখি গোপিকা সকলে। ডাকিছেন হস্ত তুলি মহাকুতুহলে ॥ রমণী সকল যদি যাবে নদীপারে ॥ তুরিতে আইস তবে নদীর কিনারে ॥ যাইবে আমার তরী নদীর ওপার। অতএব বিলম্ব না কর তোরা আর ॥ তবে গোপী সব নদী নিকটে আইলা। দেখি কৃষ্ণ অধোমুখ হইয়া বসিলা ॥ ললিতা কহেন একি মোদিগে ডাকিয়া। অধোমুখ হয়ে কেন রহিলে বসিয়া ॥ কৃষ্ণ কন না পারিবে আতর অর্পিতে। এই লাগি অধোমুখে আছি দুঃখি চিতে ॥ ললিতা কহেন গান্ধিকের কাছে গিয়া। আতর আনিয়া দিব তোমারে মাগিয়া ॥ কৃষ্ণ হাসি কন গোপি সে আতর নহে। আতর শব্দেতে নায়ে দেয় পণে কহে ॥ বিশাখা বলেন এই নৌকা ভাঙ্গা হয়। ইথে পার হৈতে পণ কিছু না লাগয়। বরঞ্চ পাইতে পারি মোরা কিছু পণ। করিব যে ভগ্ন নায়ে চরণ অর্পণ ॥ রাধিকা কহেন সখি পুছহ উহায় ॥ কি পণ লাগিবে পার হইলে নৌকায় ॥ গোবিন্দ কহেন রাধে এই কথা ভাল। হাস পরিহাসে বৃথা বহি যায় কাল ॥ আমার নৌকায়

যে হইতে চাহে পার। সোনা লাগে তাহারে সমান আপনার॥ ললিতা কহেন ঘাটে এত পাও ধন। তবে কেন কর বনে নিত্য গোচারণ॥ কৃষ্ণ কন ধন লাগি নহে গোপালন। ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় তাহার কারণ॥ ললিতা কহেন মরি ধার্ম্মিক রতন। কহ কোন ধর্ম্ম ঘাটে তরণী বাহন। কৃষ্ণ কন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীনজনে। ধর্ম্ম হয় পার করি দিলে বিনা পণে॥ হাসিয়া বিশাখা কন শুন মহাশয়। ইহাতেও হবে তব ধর্ম্ম অতিশয়॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হৈতে মান্য সতী নারী। ইহাদিগে পার কৈলে পুণ্য পাবে ভারী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা অতি সত্য হয়। চড় আসি নায়ে পার করিব নিশ্চয়॥ রাধা কন না অ[illegible] কি করি চড়িব। চড়িলে বা নদীপারে কেমনে যাইব॥ কৃষ্ণ ক[illegible] সুন্দরী ছাড়হ বাক্য ছল। তরণীতে চড় আসি তোমরা সকল॥ রাধিকা কহেন রবি ভ্রমেন গগনে চড়িব রমণী মোরা তাহাতে কেমনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাধে ছাড়ি পরিহাস। এই নৌকা আরোহণে কর অভিলাষ॥ এত শুনি আনন্দিত হয়ে গোপীগণ। রাধা আগে করি কৈলা নায়ে অরোহণ॥ তবে কৃষ্ট কিছু দূরে তরণী লইয়া। কাঁপাইতে আস্তিলা চাতুরি করিয়া॥ তাহা দেখি গোপী সব শঙ্কিত অন্তর। কহিছেন নৌকা কেন করে থরথর॥ শ্রীকৃষ্ট কহেন মোর এইত তরণী॥ নাহি বহে কদাচিতো অ[illegible]তী রমণী॥ বিশাখা কহেন শ্যাম অসতী কে হয়। কৃষ্ট কন অপরপুরুষে যে ভজয়॥ বিশাখা বলেন মোরা জাগরে স্বপনে অপর পুরুষ পানে চাহিনা নয়নে॥ পরপুরুষেরি মোরা সদা করি সেবা॥ আমাদিগে অসতী কহিতে পারে কেবা॥ গোবিন্দ কহেন গোপী বড় বুদ্ধিমতী॥ আপনার বচনেই হইলে অসতী॥ অপর পুরুষ শাস্ত্রে যে জনেরে কয়। তাহারেই তারা পরপুরুষ বলয়॥ বিশাখা বলেন তুমি সব শাস্ত্র জান। পর শব্দ শ্রেষ্ঠবাচী কেন নাহি মান॥ পরম পুরুষে সেবা যাহারা করয়। কার সাধ্য তাহাদিগে অসতী বলয়॥ কৃষ্ট কন যদি পুরুষোত্তম চরণ। কায় মনোবাক্য তোরা

করিতে সেবন॥ তবে না কাঁপিত এই আমার তরণী। অতএব আমি তাহা সকপট গণি॥ বিশাখা বলেন মোরা সেবি অকপটে। পরম পুরুষে ইথে কপট না ঘটে॥ গোবিন্দ কলেন যদি কপট না থাকে। তবে দেখি আলিঙ্গন করহ আমাকে॥ ললিতা বলেন তবে হাসিয়া২। লাজেতেই মরিলাম একথা শুনিয়া। পরমপুরুষ দেখ সবে আঁখি ভরি। কাণ্ডারী হইয়া ঘাটে বহিছেন তরি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ছাড়ি বচন বিস্তারে। পরীক্ষা করিয়া দেখ তোরা কর্ম্ম দ্বারে॥ নৌকা স্থির নাহি লয় দিলে আলিঙ্গন। তখন জানিবে মিথ্যা আমার বচন॥ শ্রীললিতা হাসি হাসি কহিছেন বাণী। পরম পুরুষ বট তুমি মোরা জানি॥ কিন্তু মোরা নাহি যাব নদীর ওপারে। নামাইয়া দাও আমাদিগে এই ধারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর নৌকায় চরণ। দিলেই লাগয়ে কহিলাম যেই পণ॥ সতী হলে করিতাম পার বিনা পণে। তাহা না হইল সিদ্ধ তোদেরী বচনে॥ অতএব তোরা পারে যাও বা না যাও॥ আমার নৌকার পণ প্রত্যে-কেতে দাও॥

ত্রিপদী। শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, কহিছেন সখিদের প্রতি। না করিয়া বিবেচন, এ নৌকায় আরোহণ, করিয়া হইল এ দুর্গতি॥ নদীপূর্ণ হয়ে বহে, তার মাঝে নৌকা রহে, একূলে ওকূলে না চলয়। নাবিক চঞ্চলমতি না জানি কি হয় গতি বুঝি আজি প্রাণ নাহি রয়॥ সহজেই এ নগরে, যাবদীয় নারী নরে,কুলঙ্ক করয়ে নানামত। নৌকায় নাবিক সনে যদি দেখে কোন জনে তবে তাহা হইবে বেকত॥ কলঙ্ক হইতে ভয়; নাবিকের নাহি হয়, মোরাই পাইব বড় দুঃখ॥ শ্রীরঘুনন্দন ভণে, জানি তোমাদের মনে, কৃষ্ণকলঙ্কেতে বড় সুখ।

পয়ার। ললিতা কহেন সখি ভাব কি কারণ। পার হব নাবিকেরে দিয়া নৌকা পণ॥ অমুল্য অমূল্য মনি আছয়ে গলায়। তাহাই অর্পিয়া পার হব এই দায়॥ কৃষ্ণ কন যদি পাই রাধিকার

মণী। তবে আমি কারো পণ মনে নাহি গণি॥ শ্রীললিতা কহিছেন সমর্পিব ভাই। পার করি দেহ শীঘ্র তরণী চালাই॥ তবে ভাল বলি তরি চালান মাধব। কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় না চলে এক লব॥ তবে কহিছেন হয়ে যেন ভীতমন। সুন্দরী সকল শুন আমার বচন। কহিবার যোগ্য নহে ইহা কদাচিত। দায়ে পড়ি কহিতে হইছে অনুচিত॥ আমার নৌকার এক দোষ আছে ভারী। এক হাত নাহি চলে না গাইলে শারী॥ অতএব কিছু গান কর যদি তোরা। তবেই পারি যে তরী চালাইতে মোরা॥ শ্রীরাধা কহেন একি লাজ হায় হায়। কুলনারী পুরুষ আগে কি গীত গায়॥ বরঞ্চ নদীতে ডুবি পরাণ ত্যেজিব॥ পুরুষের আগে গান করিতে নারিব॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে বিশাখা ললিতে। বুঝাও আপন প্রিয় সখীরে উচিতে॥ তুচ্ছ লাজ লাগি কেন সবেক্লেশ পাও॥ বিশাখা বলেন রাধে প্রাণ বড় ধন। প্রাণ লাগি করে সবে অকার্য্যকরণ॥ অতএব কি কবিবে মিলিয়া সকলে। একবার গাও গীত যাহে তরি চলে। তবে তাঁরা কৃষ্ট সুখ হইবে জানিয়া। গান আরম্ভিল বস্ত্রে বদন ঝাঁপিয়া॥

তোটকছন্দঃ। মধুসূদন হে জয় দেবপতে। বিপদে পরিপীড়িত লোকগতে॥ ভবনাম সুমঙ্গল গান করি। অতি ঘোর ভবাম্বুধি বারি তরি॥ সুগভীর নদী সলিলে পড়িয়া। তব নাম জপি ভকতি করিয়া॥ করুণাময় চাহি কৃপার্দ্রমনে। কর পার নদীজল ভক্ত-জনে॥ তব নামে কলঙ্ক যথা না ঘটে। রঘুনন্দন তোটকছন্দ রটে॥

পয়ার। গোপীদের গান শুনি গোবিন্দ ভুলিলা। তরণী আপনি ভাসি তীরেতে লাগিলা॥ তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ট কহেন ললিতায়॥ প্রতিশ্রুত পণ দাও তুমিহ আমায়॥ বিশাখা বলে মোরা ভক্তিযুক্ত মনে। ডাকিলাম সুস্বরেতে শ্রীমধুসূদনে॥ তিহ পার কৈলা নদী আপন কৃপায়। কিছু শ্রম করিতে না হইল তোমায়॥ ইথে আমাদিগে তুমি চাহিতেছ পণ। বুঝিলাম তব নাই লজ্জা এক কণ॥ শ্রীকৃষ্ট

কহেন গোপী শুনহ বচন। আমি হই হই সেই শ্রীমধুসূদন॥ মোরে গানকরি তোরা হৈলে নদী পার। ইথে কেননাহি দিবেআতর আমার॥ ললিতা কহেন একি অযোগ্য বচন। হইতে চাহ যে তুলি শ্রীমধুসূদন॥ তিঁহ আত্মারাম সর্ব্ব দেবতার সার। তুমি পরনারি-কামী গোপের কুমার॥ তিঁহ ভবার্ণব হৈতে করেন উদ্ধার। তুমি ক্ষুদ্র নদীতে করিতে নার পার॥ বরঞ্চ চেষ্টিত তুমি ইথে ডুবাবারে। ইথে নারায়ণ হবে তুমি কি প্রকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি তোমার বিচারে। না পারিনু আমি নারায়ণ হইবারে॥ তাহাতে এখানে মোর অপচয় নাই। শুনহ তাহার কথা কহি তব ঠাঁই॥ আমার নৌকায় তোরা দিয়াছ চরণ। অতএব দিতে হবে পূর্ব্ব উক্ত পণ॥ পরিশ্রম কৈলে তাহা অধিক লাগিত। পরিত্রাণ পাইলে তাহাতে গাই গীত॥ ললিতা কহেন দিব তাহাই তোমায়। নাহি নড়ে যেন তেন ধরহ নৌকায়॥ তবে নৌকা ধরি কৃষ্ণ কহেন সকলে। সাবধান হয়ে তোরা নামহ ভূতলে॥ আগে নাম সব পাছে চড়িয়াছ যেহ। আগে চড়িয়াছ যেহ পাছে নাম সেহ॥ এত শুনি সেই ক্রমে সকলে নামিলা। কেবল রাধিকা মাত্র নৌকার রহিলা॥ তিঁহ যবে উদ্যত হইল নামিবারে। নৌকা লয়ে গেল কৃষ্ণ নদীর মাঝারে॥ কিশোরী কহেন একি করহ অন্যায়। সকলে ছাড়িয়া একা রাখহ আমায়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইথে অন্যায় না ফলে। পাইয়াছি আমি তোহে পণের বদলে॥ শ্রীরাধা কহেন পণ শোধে মোর মণি। দিতে চাহিয়াছে বটে ললিতা সজনী॥ তাহাই লইয়া মোরেদাও নামাইয়া॥ টানাটানি কর কেন আমারে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি চাহি নাই মণি। কিন্তু চাহিছিনু রাধা নামেতে রমণী॥ ললিতাও দিয়াছেন তাহে অনুমতি। ইথে কেন বিবাদ করহ রসবতি॥ কুলে থাকি ললিতা কহেন হাস্য করি। সত্য বটে নাগরের কথা সহচরি॥ কিছু কাল থাক তুমি বসিয়া নৌকায় যাবত না আসি মোরা ফিরিয়া এথায়॥ এত কহি তাঁরা গেলা যজ্ঞ নিকেতনে। কৃষ্ণ নৌকা লয়ে গেল তীরের কাননে॥ করে ধরি শ্রীরাধারে নামাইয়া বনে। বসিলেন এক তরুতলে তাঁর সনে॥ তবে

শ্রীরাধিকা প্রেমরসে আর্দ্র মন। করিছেন বনমালি প্রতি নিবেদন॥ প্রাণবন্ধু তুমি ব্রজবাসির পরাণ তুমি বিনে তাহাদের গতি নাহি আন॥ সে তুমি আমার লাগি ঘাটে বাহ তরি। মনে মনে ভাবি ইহা আমি লাজে মরি॥ তোমারে দেখিতে আশা করে কত নারী। সে তুমি দেখিতে মোরে হয়েছে কাণ্ডারী॥ প্রাণনাথ রাখিহ আমার এক কথা। একর্ম্ম করিয়া মেরে নাহি দিয় ব্যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এ কথা তোমার। পারিব না আমি কভু করিতে স্বীকার॥ যে কর্ম্ম করিলে তোহে পাইব দেখিতে। তাহাই করিব না ভাবিব হিতাহিতে॥ তুমি মোর প্রাণধন আঁখির পুঁতলি। না দেখিলে তোরে মন করয়ে ব্যাকুলী॥ এইরূপ কহি কহি প্রেমেতে মগন। কোলে তুলি লয়ে তারে করেন চুম্বন॥ তবে দেখি সেই স্থান নিতান্ত নির্জ্জনে। কামকেলি রসে আশা করিল পূরণ॥ পরে যজ্ঞশালা হৈতে ফিরি সখীগণ। সেই স্থানে সকলে করিলা আগমন॥ তাহাদিগে নিরখিয়া কহেন শ্রীমতী। ভাল ভাল বট তোরা অতি খলমতি॥ কি করিয়া গেলে মোরে একা রাখি বনে। আর কভু না আসিব তোমাদের সনে॥ সবে মিলি পার হলে চড়িয়া নৌকায়। পণের লাগিয়া কেন মোর প্রাণ যায়॥ বিশাখা কহেন সখি সাধুর আচার। নিজ ক্ষতি করি করে পর উপকার॥ তোমার না দেখি কিছু ইথে অপচয়। পর উপকায়ে হৈল পুণ্য অতি-শয়॥ দুই বস্তু অপচয় হয় দরশন। অধরের রাগ আর নয়ন অঞ্জন॥ তাহা যে লয়েছে হরি ধরি সেই চোরে। সেই দুই বস্তু ফিরি দেয়াইব তোরে॥ সখীর বচন স্বনি ভুরু বক্র করি। তাঁর প্রতি চাহিছেন বৃন্দাবনেশ্বরী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কেন কর রোষ। বিশাখা কহেন ভাল নাহি কিছু দোষ॥ কিন্তু ঐ বিশাখা চোর ধরিতে নারিবে॥ লোত কাটী লইয়াছ কিরূপে ধরিব॥ তুমি যদি নিজে চোরে দাও দেখাইয়া। তবেই ধরিতে পারে যতন করিয়া॥ শ্রীরাধা কহেন না গিয়াছে মোর ধন। কোথা তার লোত কিবা করিব গ্রহণ॥ বিশাখারি কোন ধন যাইয়া থাকিবে। ওই চোর আর লোত দেখাইয়া দিবে॥ বিশাখা

কহেন আমি চোরের নিকটে। না ছিলাম মোর ধন চুরি নাহি ঘটে॥ ললিতা বলেন ও বিশাখা শুন বাণী॥ মোদের বিবাদ ইথে অনুচিত মানি॥ চোর সনে ধনী যদি মিলন করয়। উদাসীন লোক হতে তবে কিবা হয়॥ এইরূপ করি নানা হাস পরিহাস। কিশোরী কিশোর গেলা নিজ নিজ বাস শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয় নৌ-খেলা বর্ণন নাম
অষ্টাদশ উল্লাসঃ।

ঊনবিংশ উল্লাস।

বন্দামহে বিশ্ববন্দ্যাং বৃষভানুসুতাং বয়ং।
বাকছলেন যয়াজিগ্যে বাণীনাথোপি মাধবঃ॥

পয়ার। একদিন সুবল উজ্জ্বল বটু সনে। বিহরেন বনমালী গিরি গোবর্দ্ধনে॥ হেনকালে শ্রীরাধিকা সখী বৃন্দা সাথে। ঘৃত দিতে যাইছেন যজ্ঞের শালাতে॥ অতি দূরে তাহাদিগে করি নিরীক্ষণ। সখাদিগে কহিছেন শ্রীনন্দনন্দন। দেখ দেখ সখী সঙ্গে শ্রীরাধাসুন্দরী॥ আসিছেন ঘৃতের কলস শিরে ধরি। এই পথে যাইবেন যজ্ঞ নিকেতনে॥ পরিহাস আচরিব উহাদের সনে॥ অতএব চল নীচে করিয়া গমন। করিবগা দান লীলা ঘাটের সাজন॥ এত কহি নীচে আসি কদম্বের তলে॥ এক ঘট স্থাপন করিলা পূর্ণ কণ্ঠদেশে দিয়া তার মালা মনোহর। আম্রের পল্লব দিলা তাহার উপর। দিব্য এক পাষাণেতে শ্রীকৃষ্ণ বসিলা। সখা সব সন্নিধানে

দাঁড়ায়ে রহিলা ॥ এথা শ্রীরাধিকা পথে আসিতে আসিতে। কহি-ছেন ললিতারে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥ সখি যেই আশীষ করেন মুনিগণ। তার ফল দেখিতে না পাই কি কারণ ॥ বৃন্দা বলিছেন বুঝি কালি কৃষ্ণ সনে ॥ হয় নাই দেখা তেঁই এই খেদ মনে ॥ ইহা শুনিয়াও রাধা কিছু না কহিল। ললিতা বৃন্দার প্রতি বলিতে লাগিল ॥ তোমার সে কালা ভাল লাগয়ে তোমায়। রাই সাধ নাহি করে দেখিতে তাহায় ॥ পতিব্রতা শিরোমণি হয় সখী মোর। দেখিতে চাহিবে কেন নারীপট চোর ॥ এ সকল কথা রাধা না শুনি শ্রবণে। পুনর্ব্বার কহিছেন কৃষ্ণগত মনে ॥ মুনিদের বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥ তবে কেন নাহি দেখি তার ফলোদয় ॥ কহিছেন বৃন্দা মিথ্যা নহে মুনি বাণী। আজি হবে ফলোদয় এই আমি মানি ॥ দেখ দেখ যাত্রা বড় শুভ দেখা যায়। দক্ষিণ দিকেতে মৃগী নাচি নাচি ধায় ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া বৃন্দার বাণী, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, নয়নে দেখিয়া মৃগীগণ। গমন বিলাস রাখি, ছল ছল দুই আখি, কহিছেন মধুর বচন ॥ ওহে বৃন্দে সহচরি, দেখহ বিচার করি, মৃগী সব ভাগ্য-বতী হয়। তেজিয়া আহার কেলি, নিজপতি সঙ্গে মেলি, কালাচাঁদ কাছে সদা রয় ॥ নিজ নিজ পতি সনে, মিলিয়া সানন্দ মনে, আঁখি ভরি কৃষ্ণে নিরখয়। মোরা বড় ভাগ্যহীন, তাহে পুনঃ পরাধীন, তার দেখা কভু না-ঘটয় ॥ মৃগী পূরি নিজ কান, শুনে মুরলীর গান, মোরা যাহা শুনিতে না পাই। শ্রীরঘুনন্দন ভণে, প্রেমস্থ বিষয় জনে, নব নব করয়ে সদাই ॥

পয়ার। বৃন্দা প্রতি এত কথা কহি ঠাকুরাণী। মৃগীরেই সম্বো-ধিয়া কহেন এ বাণী ॥ হরিণী করেছ তুমি কি পুণ্য বিধান। যার ফলে দেখ সদা সে চন্দ্রবয়ান ॥ যদি তাহা কৃপা করি বলহ আমারে। তবে করি তাহা আমি যে কোন প্রকারে ॥ তোদের জনম হয় অতি মনোহর। দেখে যারা আঁখি ভরি সেই নটবর ॥ ধিক ধিক রহু

কুলরমণী সভায়। যারা সেই নটবরে দেখিতে না পায়॥ এইরূপ কহি পুনঃ কিছু আগে গিয়া। কহিছেন ললিতারে কৃষ্ণে নিরখিয়া॥ একিং অদভূত আগে দেখি সই। নয়ন ফিরায়ে দেখ নীপমূলে অই॥ এই পথে নিতি মোরা সবে আসি যাই। হেন অদভূত শোভা কভু দেখি নাই॥ ইন্দ্রনীলমণিময় এহেন শিখরী॥ কোথা হতে এখানে আইল সহচরি॥ দেখ দেখ নবীন নীরদজিনি কাঁতি। যাহার নিকটে তুচ্ছ ইন্দীবরপাঁতি॥ কিবা হেমময় তটী শোভে চমৎকার। চুদিগে পাড়িছে দেখ নির্ঝরের ধার॥ নানা স্থানে মণিখনী শোভে মরি মরি। পুচ্ছ তুলি নাচে শিখী শৃঙ্গের উপরি। বিশাখা কহেন সখি কোথা মহীধর। কদম্বমূলেতে রহিয়াছে নটবর॥ কোথা স্বর্ণময় তটী বসন তাহার। কোথা বা নির্ঝরধারা তারা মুক্তাহার॥ কোথা মণিখনী দেখ শ্যামের ভূষণ। কোথা শিখী শিখিপুচ্ছ চুড়া সুশোভন॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা নিমেষ রহিত। দেখিছেন কৃষ্ণ রূপ হয়ে একচিত॥ শ্রীকৃষ্ণও রাধিকারে করিয়া দর্শন॥ কহিছেন সখাদের প্রতি এ বচন॥

লঘুত্রিপদী॥ আহা মরি মরি, রাধিকা সুন্দরী কহিছেন আগমন তুলনা যাহার ভুবন মাঝার নাহি হয় দরশন॥ গলিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ মুখশশী সুশোভন। নয়নযুগল নীল শতদল ভুরু কমশরাসন॥ কবি কুম্ভবর, জিনি পয়োধর, নিবিড় জঘনদেশ। গমন বিলাসে, গজগর্ব্ব নাশে, পদপদ্ম অবিশেষ॥ অতি সুকোমল উত্তরী অঞ্চল, বিঁড়ী করি দিয়া মাথে। তাহার উপরি, লইয়া গাগরী, কিশোরী সমূহ সাথে॥

পয়ার। নিকট হইল আসি দেখ গোপীগণ। ঘাট জানাইতে কর মুরলীবাদন॥ তবে তাঁরা সকলেই বাজাইল বাঁশী। তাহা শুনি বিশাখা কহেনহাসিং॥ সখী সবশুনিতেছ বাদ্য কোলাহলে। বসিয়াছে কালা-চাঁদ কদম্বের তলে॥ দেখ করিয়াছে এক কলস স্থাপন। বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥ ললিতা কহেন কাজ কি উহা জানিয়া।

চল সবে উহাদের পানে না চাহিয়া॥ এত কহি আগে আসি সবে পাছে করি। চলিল সকলে লয়ে ললিতা সুন্দরী॥ তাহা নিরীক্ষণ করি স্বভাবে চঞ্চল। কহিছেন তাহাদিগে শ্রীমধুমঙ্গল॥ মুর্খ গোপী কোথা যাও না দেখি না শুনি। অথবা না আছে চক্ষু কর্ণ এই গুনি॥ আগে বসি ঘটপাল দেখিতে না পাও। ঘাটের বাজনা বাজে না শুন কি তাও॥ এত শুনি শ্রীললিতা চাহি কৃষ্ণ পানে। কহিতে লাগিলা কিছু হসিত বয়ানে॥ মরি মরি চুরী পর রমণী হরণ। হইয়াছে নদী ঘাটে তরণীবাহন॥ অবশিষ্ট ছিল ঘাটে হতে ঘাটিয়াল। তাহাও ঘটায়ে দিল মহাবল কাল॥ এ সকল বচন গণনা না করিয়া। কহিছেন কৃষ্ণ সখ,দিগে সম্বোধিয়া॥ সখা সব কি দেখিছ রোধ কর বাট। গরবিনী গোপী যায় না গণিয়া ঘাট॥ তবে মধুমঙ্গল উজ্জল শ্রীসুবল। দণ্ডধরি পথরোধ করিলা সকল॥ তাহে দেখি শ্রীললিতা কহেন কুপিয়া। পথরোধ কর তোরা কিসের লাগিয়া॥ উজ্জল কহেন আছে দীঘল নয়ন। দেখিতে না পাও কিছু তবে কি কারণ॥ ঘাটে বসি ঘটপাল চক্র চূড়ামণি। কি করি যাইছ চলি তারে নাহি গণি॥ ঘাটের উচিত দান করি সমর্পণ। চলি যাহ যেখানে যাইতে হয় মন॥ ললিতা কহেন নিতি করি গতায়াত। কখনো না দেখি এথা ঘাটের উৎপাত॥ বটু কন যারা ঘাট ভাঁড়াইয়া যায়। তাহারাই কহে এই সকল কথায়॥ সুবল বলেন না নিন্দহ ললিতারে। কহাইল এই কথা ধরমে উহারে॥ গিয়াছে যাবৎ দিন ঘাট ভাঁড়াইয়া। পাইতে হইবে তার দান সমুঝিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বুঝি বলয়ে সুবল। তস্করের পক্ষপাতে হবে মন্দ ফল॥ ভীত হয়ে শ্রীসুবল কহিছেন বাত। করিলাম কিবা আমি চোর পক্ষপাত॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা শুনহ বচন। শাস্ত্রে কহে চোরের লইতে সব ধন॥ তুমি চাহিতেছ দান মাত্র লইবারে। বড় হানি হয় মোর এই অবিচারে॥ ললিতা সুবলে কন ভাল বুদ্ধি তোর। চুরী করি সাধু হয় ধর্ম্ম করি চোর॥ সাধু সেহ চুরি

স্করে যেহ নারীপটে। যজ্ঞে ঘৃত দেয় যারা তারা চোর বটে ॥ বটু কন ঘাট নহে বিচারের স্থান। আসিয়াছ এথা দাও উচিত যে দান ॥ যজ্ঞে ঘৃত দিয়া যারা নেয় অলঙ্কার। ধর্ম্ম বা আছয়ে কোথা তাহা সবাকার ॥ অতএব এই কর্ম্মে বাণিজ্য বলয় ॥ ইহাতে ঘাটের দান দিতে যোগ্য হয় ॥ রাধিকা কহেন সখি পুছ এ সবারে। কোন রাজা বসাইল এই অধিকারে ॥ ইহা শুনি অন্য কারো স্ফুরে না বচন। তবে কহিছেন নিজে শ্রীনন্দনন্দন ॥ কমলবদনি এই এই ঘাটে অধিকার। করি দিয়াছেন কাম ভুপতি আমার ॥ শ্রীরাধা কহেন কামরাজ ঘাট খানি। দিয়াছে প্রমাণ বিনে ইহা নাহি মানি ॥ কৃষ্ণ কন পথে এস কুপথ ছাড়িয়া। দেখাব প্রমাণ যেই আছে আনাইয়া ॥ এত কহি নেত্রভঙ্গী করি মনোহর। কহিছেন সুবলের প্রতি দামোদর ॥ যাহ যাহ সুবল তুমিহ সব জান। পর্ব্বত গুহায় পত্র আছে তাহা আন। তবে শ্রীসুবল তথা করিয়া গমন। কার্য্য সিদ্ধি করি আসি কহেন বচন। গুহাদ্বারে বসি আছে কর্কটি বানরী। মোরেও না দিল পত্র সে বিশ্বাস করি ॥ তবে কৃষ্ণ ডাকিলেন কর্কটি বলিয়া ॥ আসি উপস্থিত হল সে পত্র লইয়া ॥ জবাপুষ্প রসেতে লিখিত পদ্মদলে ॥ পত্র দিল কর্কটি কৃষ্ণের করতলে ॥ তিঁহ পড় বলি সমর্পিলা বটু করে। তবে তিঁহ পড়িছেন সুমধুর স্বরে।

ত্রিপদী। স্বস্তি সর্ব্বশুভালয়, বহুবিধ গুণাশ্রয়, ব্রজরাজ নন্দের নন্দন। অতি শুদ্ধ চরিতেষু সর্ব্বলোক বিদিতেষু লিখনেতে কার্য্য কার্য্য বিজ্ঞাপন ॥ মম রাজ্য ত্রিভুবন, তার মধ্যে গোবর্দ্ধন, গিরির নিকটে যেই ঘট ॥ সেই ঘট পালিবারে, তোহে নীতি অনুসারে, দিতেছি আমিহ এই পট ॥ যত গোপ সীমন্তিনী, করিবারে বিকী কিনী, সেই পথে করিবে গমন। তুমি তাহাদের স্থানে, লইবে উচিৎ দানে, শাস্ত্রমতে করি বিবেচন ॥ মোর আজ্ঞা পরমাণ, যে গোপী না দিবে দান, তারে তুমি হইয়া নির্দ্দয়। গিরিগুহা কারালয়ে, লয়ে বান্ধি বাহুদ্বয়ে, দিবে ফল শ্রীবংশীমোহন ॥

বিশাখা বলেন ঐই পদ্মাকণ্ঠদেশ। কহিছিল বাহুবন্ধ চিহ্ন সবিশেষ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন পদ্মা চাহিতে২। দান দেয় কেন তারে হইবে বান্ধিতে॥ রাধিকা কহেন সখিবিচার পট্টক। এ পট্টক নাহিহয় মোদের বাধক॥ বিকী কিনী করিবারেযাহারা যাইবে। তাহারাই এপত্রের বিষয় হইবে। মোরা যজ্ঞে ঘৃত দিতে করিয়ে গমন। মোদের বাধক নহে এইত লিখন॥ বটু কন যদি তোরা ধর্ম্মার্থে অর্পিতে। তবে এই পত্রের বিষয় না হইতে॥ ঘৃত দিয়া লও তোরা অলঙ্কারচয়। অতএব এই কর্ম্ম বিকী কিনী হয়॥ ললিতা কহেন কোথাকার কামরাজ। কেবা মানে তার আজ্ঞা গোকুললের মাঝ॥ যেমন সে রাজা তার পট্টক তেমন। তেনই ভাণ্ডারী তাব কপি অভাজন॥ গোবিন্দ কহেন কামরাজ হৃদি থাকে। এতিন ভুবনে কেবা নাহি জানে তাকে॥ যার অস্ত্র সব হয় পুষ্পপত্রময়। পুষ্পের পট্টক তার অনুচিত নয়॥ বানর ভাণ্ডারী বরি ঘৃণা নাহিকর। ইহাদিগে মিতা করিছিলা রঘুবর॥ রাধিকা কহেন রাম ভৃত্য কপিসনে। এ বানরে তুল্য কহে কেবা এ ভুবনে। লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহারা সাগর॥ কুপেথে পড়িল ডুবি মরে এ বানর॥ বৃন্দাকন বৃন্দাবনেশ্বরি এ কলহ। ছাড়ি যজ্ঞশালা যেতে উপায় করহ॥ রাধা কন সখী সব বৃন্দার বচন। শুনিলে করালে ভাল সময়ে স্মরণ॥ ললিতা কহেন বৃন্দা বনদেবী হয় অনুচিত কর্ম্ম একি সহিতে পারয়॥ বটু বলে মুর্খ গোপী বচনে বৃন্দার। কহ তোমাদের অন্য কিবা উপকার॥ ললিতা বলেন বটু বৃন্দার বচনে। শুনিয়াছি বৃন্দাবনেশ্বরি সম্বোধনে। বৃন্দাবনে রাজ্য হয় শ্রীমতী রাধার। গোচারণ কর তোরা সেবন মাঝার॥ পত্র ফুলফল সদা করহ গ্রহণ। তাহার উচিত কর কর সমর্পণ॥ ললিতার কথা শুনি ভয়যুক্ত মন। শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর প্রতি কিছু কন॥ নাহি মোর গাভী নাহি করি অপচয়। বাঞ্ছা করি তোমাদের সদা শুভোদয়॥ যাহাদের গাভী আছে যারা ভাঙ্গে বন। তাহাদেরি স্থানে কর কর সংগ্রহণ॥ এত কহি শ্রীমধুমঙ্গল ভীতমন। করিছেন সে স্থান ছাড়িয়া পলায়ন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওরে অবোধ ব্রাহ্মণ। করিতেছ

কি ভয়েতে তুমি পলায়ন ॥ যদি রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী হয়ে থাকে। যে যাইবে সেথা ভয় দেখাইবে তাকে ॥ মোরা সবে রহিয়াছি গিরি-গোবর্দ্ধনে। তবে ভয় করিতেছ তুমি কি কারণে ॥ বটু কহে ভাল ভাল ভাইরে কানাই। আমি তোর বালাই লইয়া মরি যাই। যদি তোর হেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকিবে। তবে এই অধিকার কি করি পাইবে ॥ এত কহি বটু নাচে কক্ষ বাজাউয়া। কহিছেন তার প্রতি ললিতা হাসিয়া ॥ কিছু জ্ঞান নাই তোর মুরুখ ব্রাহ্মণ তখনি পলাও কর তখনি নর্ত্তন ॥ বৃন্দাবনহয় পঞ্চযোজন প্রমাণ। এই কথা গৌতমীয় তন্ত্রে করে গান ॥ তার অন্তঃপাতি হয় এই সব স্থান। অতএব তোমাদের নাহি পরিত্রাণ ॥ বটু বলে যত কষ্ট বিপ্রেই ঘটায়। সখা কি করিবে এবে না দেখি উপায় ॥ কৃষ্ণ কন সখা তোর না হয় স্মরণ। আমারো উচিত নহে স্বমুখে বর্ণন ॥ গোবিন্দাভিষেক শুন সুবলের মুখে। যাইবে সকল শঙ্কা মগ্ন হবে সুখে ॥

লঘু-ত্রিপদী ॥ কৃষ্ণের বচন, করিয়া শ্রবণ, কহিছেন শ্রীসুবল। হয়ে এক মন, করহ শ্রবণ, অভিষেক সুমঙ্গল। দেব পুরন্দর, শিলার উপর, বসাইল দামোদরে। সুরভীর ক্ষীরে, মন্দাকিনী নীরে, সিঞ্চিলা পরমাদরে ॥ গো সুর ব্রাহ্মণ, সকল রক্ষণ, আপনি করিবে বলি। শ্রীগোবিন্দ নাম, দিল অনুপাম, সুররাজ কুতূহলী ॥ কিন্নর গাইল, অপ্সরা নাচিল; মুনিগণ জয়দিল। শ্রীরঘুনন্দন, অভিষেকে মন, সুখে যেন করেছিল ॥

পয়ার। শ্রীরাধিকা কহেন সুবল এ কথায়। হইতে নারিল কিছু ত্রাণের উপায় ॥ করিল যে অভিষেক ইন্দ্র কুতুহলে। তাহে হয়েছেন এহ রাজা-গো মণ্ডলে ॥ কিন্তু সেই অভিষেকে বৃন্দাবন মাজে। রাজ্য করা ইহারে কখনো নাহি সাজে ॥ কৃষ্ণ কন যদি গো যে সিদ্ধ হন রাজ্য। তবে সিদ্ধ হল মোর এ সকল কার্য্য ॥ যাইতেছ তোরা গব্য বিক্রয় করিতে। এ সকল দান মোরে হইবে পাইতে ॥ তোমার যদ্যপি কিছু প্রাপ্য হয় দান। পরে তাহা দিব

মোরা করিয়া সংখ্যান ॥ ললিতা কহেন ধূর্ত্ত তব দান কত। কহ তাহা শুনিয়া করিব যেই মত ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ঘৃত তোলকেতে টঙ্ক। সুবল গণয়া কহি দাও পাতি অঙ্ক ॥ সুবল কহেন রাজনীতি শাস্ত্ররীতে। এক টঙ্কা দান হল এক তোলা ঘৃতে ॥ চতুঃষষ্টি টঙ্কা হল ঘৃত সের ধরি। কলসেতে ঘৃত আছে ষোল সের করি ॥ অতএব কলসেতে এই হয় দান। টঙ্কা এক সহস্র চর্ব্বিশ পরিমাণ ॥ এতেক বচন শুনি রাধা ঠাকুরাণী। মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিছেন বাণী ॥ পৌর্ণমাসী পদে মোর অসংখ্য প্রণতি। সর্ব্বদা কহেন ইঁহ এইত ভারতী ॥ ব্রজরাজ পুত্র অতি বিবেচক হয়। কদাচিতো অন্যায় না কয় না করয় ॥ হেনকালে পৌর্ণমাসী তথায় আইলা। আসিয়া রাধার প্রতি কহিতে লাগিলা। শ্রীমতি বসিয়া কেন পথে সখীসনে। অযশ করিবে যদি দেখে দুষ্ট জনে ॥ ললিতা কহেন করিবারে ঘৃত দান। যাইতেছিলাম মোরা সবে যজ্ঞস্থান ॥ পথ মাঝে এই ধূর্ত্ত করি দান ছলে। রাখিয়াছে পথ রুদ্ধ করি মো সকলে ॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী হাসি কৃষ্ণে কন। কি দান তোমার প্রাপ্য কহ বিবরণ ॥ কৃষ্ণ কন ইন্দ্র মোরে গোবিন্দ বলিল। তাহাতেই গব্যে মোর রাজত্ব হইল ॥ তাহে রাজনীতিশাস্ত্র মতে বিচারিতে। এক টঙ্কা দান হল এক তোলা ঘৃতে ॥ চতুঃষষ্টি টঙ্কা হয় ঘৃত সব ধরি। কলসীতে আছে ঘৃত ষোল সের করি ॥ এতএব কলসীতে এই হয় দান। টাকা এক সহস্র চর্ব্বিশ পরিমান ॥ শ্রীললিতা কহিছেন শুনিলেন ন্যায়। এক টাকা দান হলো ঘৃতের তোলায় ললিতার বচন শুনিয়া পৌর্ণমাসী। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হাসি হাসি ॥ ষটরাজ যজ্ঞার্থে ইহারা দেয় ঘৃত ॥ ইথে এত দান হয় ন্যায় বহিষ্কৃত ॥ অতএব কিছু কিছু ছাড়িয়া২। গ্রহণ করহ দান তুমি বিবেচিয়া ॥ বটু বলে ধর্ম্মার্থে ইহারা নাহি যায়। স্বর্ণমণিময় অলঙ্কার সেথা পায় ॥ অতএব গণিত হয়েছে যেই দান। সে সকল হইবেক দ্বিগুণ প্রমাণ ॥ রাধা কন মোরা দানে দয়া নাহি

চাই। লেখায় হইবে যত সমর্পিব ভাই॥ কিন্তু আমাদেরো কিছু প্রাপ্য আছে কর। ললিতার মুখে শুনি দেয়াও সত্বর॥ পৌর্ণমাসী কহেন ললিতে কহ তাহা। নাগরের স্থানে রাধা পাইবেন যাহা॥ ললিতা কহেন তব কৃপাবলোকনে। ঈশ্বরী হয়েছে রাই জান বৃন্দাবনে॥ সেই বৃন্দাবনে চরে কৃষ্ণের গোধন। পার কর নিতে রাধা করে আজ্ঞাপন॥ পৌর্ণমাসী কন প্রাপ্য বটে এ রাধার॥ অতএব সংখ্যা কর ন্যায় অনুসার॥ ললিতা কহেন রাধা না কহে অন্যায়। গাভী প্রতি এক কড়া করি কর চায়॥ বটু কহে যেন রাজা তেন কর তার॥ কহিতে না হলো লজ্জা ললিতে তোমার॥ পৌর্ণমাসী কন ইথে কিছু বাচ্য নাই। অতএব কত পাবে কহ গণি তাই॥ তবে পৌর্ণমাসী আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ। শ্রীললিতা কহিছেন করিয়া গণন॥ সহস্র পর্য্যন্ত সংখ্যা জানে সর্ব্বজনে। তার দশগুণেরে অযুত করি ভণে॥ অযুতের দশগুণ একলক্ষ হয়। তার দশগুণে এক নিযুত কহয়॥ নিযুতেরে দশগুণ কৈলে কোটি মানি। তার দশগুণেরে অর্ব্বুদ করি জানি॥ অর্ব্বুদের দশগুণে এক পদ্ম হয়। দশপদ্মে খর্ব্ব করি সর্ব্বলোকে কয়॥ দশখর্ব্বে হয় এক নিখর্ব্ব সংখ্যান। তার দশগুণে মহাপদ্ম সমাখ্যান॥ মহাপদ্ম দশে এক শঙ্খ করি ভণে॥ দশ শঙ্খে সমুদ্র বলয়ে বিজ্ঞজনে॥ দশ সমুদ্রেরে এক মধ্য করি ভণি। দশ মধ্যে এক অন্ত্য সংখ্যা বলি গণি। দশ অন্তে হয় এক পরার্দ্ধ সংখ্যান। ইহার পরেতে নাহি অঙ্কের সংস্থান॥ পরার্দ্ধে পরার্দ্ধে পরার্দ্ধ গুণ কৈলে যত হয়। তাহারে অমিত বলি সংখ্যাবেত্তা কয়॥ অমিতে অমিত গুণ কৈলে হয় যত। তাহে ভূরি সংখ্যাতে কহে পণ্ডিত যাবত॥ ভূরিকে করিলে ভূরি সংখ্যাতে পূরণ। অসংখ্যাত সংখ্যা হয় শাস্ত্র নিদর্শন॥ অসংখ্য কৃষ্ণের গাভী কহে সর্ব্বজনে। তার কর কহি এবে ধরহ শ্রবণে। গাবী প্রতি এক কড়া করিতে গণন। পরার্দ্ধ গাভীতে এই কর নিরূপণ॥ মুদ্রা সাত শঙ্খ আর অষ্ট মহাপদ্ম। একটী নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব পাঁচ পদ্ম। ইহার

পরেতে যত হইবেক কব॥ তাহা কহি শুন এবে করিয়া আদর॥ রাধা কন সখি এবে গণি নাই কাজ। দেখ শুষ্ক মুখ হইয়াছে ঘট-রাজ॥ পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যাহা তাই গণি নাও॥ অন্য কর করুণা করিয়া ছাড়িদাও॥ বটু বলে সখা দানে কিছু কাজ নাই। এস সবে ধেনু লয়ে যাই অন্য ঠাঁই॥ দান সাধিবার আশে ঘাটে হয়ে দানী। আপনা লইয়া বুঝি হয় টানাটানি॥ এত কহি আকর্ষয়ে কৃষ্ণ করে ধরি। তাহা দেখি ললিতা বলেন হাস্য করি॥ আমাদের প্রজা যদি লও ছাড়াইয়া। তার কর দিতে হবে তোরেই বুঝিয়া॥ বটু বলে আমি ধন পাইব কোথায়। এই লও তোরা ছাড়ি দিলাম ইহায়॥ পৌর্ণমাসী কন কৃষ্ণ হৈল দায়। মুক্ত হবে ইহাতে করিয়া কি উপায়॥ কৃষ্ণ কন ভগবতি আমি ভাবি তাই। কি করি শোধিব কর দেখিতে না পাই॥ করের বদলে যদি মোরে নেন রাই। তবেই ইহার শোধ আর কিছু নাই॥

ত্রিপদী। কৃষ্ণ কথা শুনি রাই, তাঁর মুখ পানে চাই, কহিছেন মধুর বচনে॥ একি একি ঘটরাজ, বুঝিয়া করহ কাজ, দিবে তুমি কি করি আপনে॥ পুরুবে দিয়াছ যাহা, অন্যজন প্রতি তাহা, পুন দিবে কি করি অপরে॥ অধর্ম্ম হইবে তব, ঘুষিবেক লোক সব, আশ এ ভুবন ভিতরে॥ যদি মোর ভগ্নী জানে, বড় দুখ পাবে প্রাণে, আমি বা লইব কি প্রকারে॥ কহিবেক সব জন, রাধা হরে পরধন, লজ্জা পাব বড়ই সংসারে॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে, রাধে পর-ধন নহে, কভু তব এ নন্দ তনয়। কিন্তু বিকায়েছে আগে, তোমা-রিত অনুরাগে, ইথে কর শোধ নাহি হয়॥

পয়ার। পৌর্ণমাসী কহিছেন কি হবে নাগর। শোধ নাহি হয় এক দিবসের কর। ইথে বুঝি বাধ হয় গোচারণ সাধে। যদি কিছু পথ থাকে তবে কহ রাধে॥ রাধা কন ভগবতি আছয়ে উপায়। তাহা হলে ছাড়ি দিতে পারি সব দায়॥ ঘটপাল যদি দেন মুরলী আমারে। তবে পারি করদায়ে খালাস দিবারে॥ বটু কহে দেহ সখা এখনি ফেলিয়া

হেন লাভ নাহি হবে জনম ভরিয়া। এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ পরিত্যাগ করি। যাহ যাহ এমত দুস্তর দায়ে তরি॥ এত কহি কৃষ্ণ কর হতে কাড়ি নিয়া। রাধার অঞ্চলে দিলা বাঁশী ফেলাইয়া॥ কৃষ্ণ সখা একি কৈলে অকরণ। অল্পধন লাগি দিলে অমুল্য রতন॥ নাহি দিব বাঁশী আমি কোনহ প্রকারে। না দিলে কাড়িয়া লব করি বলাৎকারে॥ এত কহি কৃষ্ণ কৈলা বেগেতে গমন। তাহা দেখি রাধিকা করেন পলায়ন॥ তার পাছে পাছে যান শ্রীনন্দনন্দন। যাইতে যাইতে কন এ সব বচন॥ প্রিয়ে আর নাহি ধাও দুর্গম কাননে। কত ব্যথা হইতেছে কোমল চরণে॥ মুরলীর লাগি ক্লেশ পাও কি কারণে। তোমারে অদেয় মোর আছে কি ভুবনে। এত কহি কাছে গিয়া রাই কর ধরি। কহিছেন তাঁর প্রতি অনুনয় করি॥ প্রিয়ে কত দুঃখ পেলে ধাই ধাই বনে। একবার বস এই স্থানে মোর সনে॥ এত কহি তাঁরে লয়ে পাষাণ উপরি। বসিয়া কহেন তাঁর প্রতি পুনঃ হরি॥ আহা মরি প্রাণপ্রিয়ে লইয়া বালাই। চান্দমুখ ঘামিয়াছে রবিতাপ পাই॥ ঘামে ভিজিয়াছে সাড়ী হাই উঠিতেছে। পত্রাবলী দেখিতে না পাই গলি গেছে॥ অতএব তব সেবা করিবারে চাই। দানী হওয়া সফল করহ ধনী রাই॥

ত্রিপদী। শুনি দামোদর বাণী, কন রাধা ঠাকুরাণী, প্রাণবন্ধু কহিলে কি কথা। মোরে পাবে বলি মানি, ঘাটে হইয়াছ দানী, শুনিয়া পাইনু বড় ব্যথা॥ তুমি সর্ব্ব গুণালয়, প্রেমানন্দ রসময়, তব-তুল্য নাহি তোমা বহি। আমি নারী গুণহীন প্রেমহীন পরাধীন, দাসী হইবার যোগ্য নহি॥ মোরে ভালবাস যেই, করুণা বিলাস এই, তাহে পুনঃ এ সব করণ অতি অনুচিত হয়, কোনমতে না সাজায়, শুনিলে হাসিবে দোষমন॥ চন্দ্রাবলী এই কথা, শুনিলে পাইবে ব্যথা, তাহা হয় অতি অনুচিত শ্রীরঘুনন্দন কহে, কিছু অনুচিত নহে, তোহে কৃষ্ণ প্রেম অতুলিত॥

পয়ার। কৃষ্ণ কনপ্রিয়ে তব প্রেম অনুপম। ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম॥ সেই প্রেমরসে আমি হয়ে অনুরক্ত। হইয়াছি সব কর্ম্ম করণে অশক্ত॥ অতএব না দেখিয়া এ চান্দবদন। একক্ষণ করিতে না পারি যে যাপন॥ সেই লাগি এই মুখ দেখিবার আশে। ভ্রমণ করি যে ঘাটে বনে গিরিপাশে॥ ইথে যদি উপহাস করে অন্য জন। তাহা আমি হৃদয়ে না করি যে গণন॥ দুঃখ ভাবে যদি কেহ শুনিয়া একথা। তাহাতেও মোর মনে কিছু নাহি ব্যথা। তুমি যদি মোর প্রতি থাকহ সদয়। তবেই আমার মনে মহাসুখ হয়॥ এইরূপ কহি কহি করেন চুম্বন। দুই বাহু পসারিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন॥ তবে দোঁহে নির্জনে দেখিয়া সেই বন। কামকেলি রসেতে হইলা মগ্নমন॥ এখানেতে পৌর্ণমাসী বিলম্ব দেখিয়া। কহিছেন ললিতারে সানন্দ হইয়া॥ দেখ রাধাশ্যাম গিয়াছেন বহুক্ষণ। এখনো ফিরিয়া না করিলা আগমন॥ অতএব আমি মনে অনুমান করি। বিশ্রাম করিছে কোনো নিকুঞ্জ ভিতরি॥ আমারে দেখিলে বড় লজ্জা পাবে রাই। অতএব নিজ কুটীরেতে আমি যাই॥ এত কহি তিঁহ নিজ স্থানেতে চলিলা। ললিতা বিশাখা দোঁহে বনে প্রবেশিলা॥ দূর হৈতে তাঁহাদিগে দেখিয়া শ্রীমতী। কৃষ্ণ কোল হইতে উঠিলা লজ্জাবতী॥ তবে সখী দুই জন নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা হাস্য বদন হইয়া॥ প্রিয়সখি বুঝিলাম তো বড় চতুর। বাঁশী দিয়া দিয়া লইয়াছ কর সুপ্রচুর॥ দেখিতেছি অগমণিত অর্দ্ধচন্দ্র গায়। সকল অঙ্গেতে মুক্তাগণ শোভা পায়॥ এই ভাণ বাঁশীতে কি আছে কি আছে প্রয়োজন। এস এই সব লয়ে যাইব ভবন॥ রাধিকা কহেন কোথা অর্দ্ধশশধর। হয়েছে ভ্রমিতে বনে কণ্টক আচর॥ মুক্তা বলি মানিতেছ তোরা যে সকল। পথশ্রমে গলিতেছে গায়ে ঘর্ম্মজল॥ বিশাখা বলেন সখি দেখ ভাল করি। হারিয়াছে শঠের নিকটে সহচরী॥ ললাটে মাণিক ছিল অমূল্য রতন। তাহা হরি লইয়াছে এই ধূর্ত্ত জন॥ নয়নেতে ছিল দুই ইন্দ্রনীলমণি। তাহা

হরি লইয়াছে এ ধূর্ত্ত আপনি ॥ সখীর অধরে ছিল লোহিত রতন। এই ধূর্ত্ত করিয়াছে তাহাবো হরণ ॥ লাভ করিবারে আসি মূল হারাইয়া। কি করিয়া সখী যাবে ভবনে ফিরিয়া ॥ বিশাখার বাণী শুনি হাসেন কানাই। ভ্রুকুটি করিয়া সখী পানে চান রাই ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা ছাড়ি পরিহাস। শ্রবণ করহ মোর মুখে সত্যভাষ ॥ ভ্রমিতে২ বনে রধো আচম্বিত। অতনু সিংহের ভয়ে হইলা কম্পিত ॥ নিবারণ করিনু আমিহ সেই ডর ॥ অতএব ছাড়ি দিলা প্রিয়া মোর কর ॥ ললিতা কহেন যে করিলে সত্য হয়। রাধিকার ছিল সিংহ হৈতে বড় ভয় ॥ যদি নাশি থাক তুমি তাহা হৈতে ডর। তবে রাই ছাড়ি দিতে পারে সব কর ॥ বিশাখা কহেন সখি এ বড় অন্যায়। ইষ্ট অর্থ ঢাকিছ যে অন্য কল্পনায় ॥ কামসিংহ ভয়ে রাই পাইছিল ভয়। এই অর্থ নাগরের অভিমত হয় ॥ যদ্যপি ইহাতে তোর না হয় বিশ্বাস। জিজ্ঞাসা করহ তবে নাগরেরি পাশ ॥ এত শুনি কি কহিবে বন্ধু এই ডরে। সে স্থান ছাড়িয়া রাই গেলা স্থানান্তরে ॥ এইমতে করি নানা হাস পরিহাস। সকলেই গেলা তারা নিজ নিজ বাস ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধদোদয়ে দানলীলা বর্ণনো নাম
একোনবিংশ উল্লাসঃ।

বিংশ উল্লাস।

দূরীকর্ত্তুং রাধিকায়াঃ কলঙ্কং শেষবর্জ্জিতং।
দধার বৈদ্যবেশং যোহ্বদি নোস্তু সমাধবঃ॥

পয়ার। নৌকাঘাটে দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণ সহিত। রাধার বিলাস ব্রজে হইল বিদিত॥ তাহা শুনি সকলেই করে কানাকানী। লজ্জা পান তাহে বড় রাধাঠাকুরাণী॥ তাহা জা[illegible] পৌর্ণমাসী অতি দুঃখ মন। একদিন কৃষ্ণ কাছে করিলা গমন॥ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারে দেখি বন্দন করিয়া॥ জিজ্ঞাসা করেন কিছু শঙ্কিত হইয়া॥ ভগবতি আমার বিতর্ক এই হয়। আপনি আছত যেন উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ আজ্ঞা কর মোরে এই উদ্বেগ কারণ। যদি সাধ্য হয় তবেকরিব হরণ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি নির্জ্জন দেখিয়া। কহিছেন পৌর্ণমাসী তাঁরে সম্বোধিয়া॥ নাগর করহ তুমি সদা নাগরালী। কিন্তু নাহি জান লোকে দেয় যেই গালী॥ নৌকাঘাটে দানঘাটে রাধিকার সনে। তব পরিহাস শুনিয়াছে সর্ব্ব-জনে॥ অতএব কানাকানী করয়ে সকলে। তাহে লজ্জা পায় রাই গোপিকা মণ্ডলে॥ তাহাতে হয়েছে সেহ কিঞ্চিৎ দুঃখিত। তার দুঃখে বড়ই কাতর মোর চিত॥ এই লাগি আইলাম আমি তব ঠাঁই। করহ উপায় যাহে সুখী হয় রাই॥ এত শুনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দামোদর। করিলেন তাঁর প্রতি মধুর উত্তর॥ ভগবতি আপনি এ লাগি না ভাবিবে। রাধার কলঙ্ক কালি ভাঙ্গিব দেখিবে॥ করিবে আপনি মাত্র কৃপাবলোকন। তবেই হইবে সব অনিষ্ট বারণ॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের বদনে। পূর্ণিমা কুঠিরে গেলা আনন্দিত মনে॥ সেদিন রজনী তবে করিল গমন। পরদিন গোষ্ঠেতে চলিল জনার্দ্দন॥ কিছু দূর গিয়া তেঁহ কন সঙ্কর্ষণে। আমি অদ্য যাইতে না পারিলাম বনে॥ কিঞ্চিৎ অসুখ হয় মোর কলেবরে। অতএব আমিহ ফিরিয়া যাই ঘরে॥

অসুখ কেবল একা বটু মোর সনে। আপনি সকলে লয়ে যাহ গোচা-রণে॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া নীলাম্বর। গাভী লয়ে প্রবেশিলা কানন ভিতর॥ এখানে শ্রীকৃষ্ণ আসি নিজ বাটী দ্বারে। কহিতে লাগিলা মধু-মঙ্গল সখারে॥ সখা মোর কি হইল না পারি বুঝিতে। কিন্তু আর নাহি পারি পদ চালাইতে॥ এত কহি মুখে আর বাক্য না নিস্বরে। পড়িতে উদ্যত হৈলা ভূতল উপরে॥ তাহা দেখি একি বলি শ্রীমধু-মঙ্গল। করিলেন পসারিয়া স্ববাহু যুগল॥ নিজে বসি কোলেতে শয়ন করাইয়া। ডাকিছেন সখাবলি কাতর হইয়া॥ পুনঃ পুনঃ ডাকাও না পাই উত্তর। যশোদারে ডাকিছেন উচ্চঃ করি স্বর॥ মাগো ব্রজ রাজরাণি এসহ তুরিতে। গোপাল কি করে তাহা না পারি বুঝিতে॥ এত শুনি যশোমতী অত্যন্ত শঙ্কিত। আইলেন সেই স্থানে বড়ই তুরিত॥ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণে অত্যন্ত কাতর। লইলেন আপ-নার কোলের উপর॥ বাপ বাপ বলিয়া ডাকেন বার বার। বুলান শীতল কর শ্রীঅঙ্গে তাঁহার॥ শীতল সলিল আনাইয়া মুখে দিয়া। বীজন করেন নিজ অঞ্চলে করিয়া॥ তথাপি না নিরখিয়া কৃষ্ণের চেতন। বটুরে পুছেন রাণী সজল নয়ন॥ বাছারে বাছারে বাছা ও মধুমঙ্গল। নীলমণি কেন হেন হৈল তাহা বল॥ বটু কন গাভী লয়ে যাইতে যাইতে। দাদারে কহিল সখা পথ আচম্বিতে॥ আমি অদ্য যাইতে না পারিলাম বনে। আপনি সকলে লয়ে যাহ গোচারণে॥ কিঞ্চিত অসুখ হয় মোর কলেবরে। অতএব বটু সনে আমি যাব ঘরে। এত কহি ফিরি ঘরে আসিতে আসিতে। এই স্থানে আসি মোরে লাগিলা কহিতে॥ সখা মোর কি হইল না পারি বুঝিতে। কিন্তু আর নাহি পারি পদ চালাইতে॥ এত কহি রুদ্ধ হল সখার বচন। পড়িতে উদ্যত দেখি করিনু ধারণ॥ ইহা বিনে আর কিছু আমি নাহি জানি। কিছু পীড়া হইয়াছে এই অনুমানি॥ এত শুনি অত্যন্ত কাতর ব্রজরাণী। মুখ বুক বাহি পড়ে নয়নের পানী॥ পুনঃ পুনঃ পুত্রমুখ করেন চুম্বন। কান্দিয়া কান্দিয়া কন এ সব বচন॥

লঘু-ত্রিপদী। ওরে মোর বাপধন, হেন হৈলে কি কারণ, তাহা কিছু বোধগম্য নয়। চক্ষু মিলি নাহি চাও, ডাকিলে না সাড়া দাও, কোনো অঙ্গ স্পন্দন না হয়॥ হইল কোনহ রোগ অথবা করিছে ভোগ, কোনহ ডাকিনী তোর গায়। হইল বা ভূতাবেশ, কিম্বা দেয় এই ক্লেশ, ক্রুদ্ধ হয়ে কোন দেবতায়॥ তোরে হেন দেখি বাপ, পাইতেছি বড় তাপ, বুক যেন যায় বিদরিয়া॥ অন্ধ হইতেছে আখি পুড়িছেপরাণ পাখী মোহপাইতেছে মোর হিয়া। মিলি আখি এক বার, চাহ মোর পানে আর, মা বলিয়া ডাক মিষ্ট রবে। অন্যথা আমার প্রাণ নাহি করে অবস্থান, মরিগেলে মাতৃহীন হবে। আমি যদি যাই তায় খেদ নাহি কিন্তু কায়, তুনিহ ডাকিবে মা বলিয়া॥ শ্রীরঘুনন্দন ভণে, রাণি স্থির কর মনে গর্গমুনি বচন ভাবিয়া॥

পয়ার। এই মতে ক্রন্দন করেন যশোমতী। তাহা শুনি আইল যাবত গোপী ততি॥ তারা সকে কৃষ্ণেরে দেখিয়া অচেতন। কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে দুঃখি মন॥ কৃষ্ণপ্রিয়া সকলের দুঃখ হৈল যত। লজ্জা লাগি না হইল সে সব বেকত॥ কিন্তু নাহি ঢাকা গেল বদনের ম্লানি। আর বহু যত নেও নয়নের পানী॥ তার মধ্যে অন্য কেহ শুনিতে না পায়। হেনমতে রাধিকা কহেন ললিতায়॥ প্রিয়সখী জান তুমি ব্রজের সকল। কহ সখী কোন স্থানে আছয়ে গরল॥ তাহা বিনে এঘোর সঙ্কটে অন্য গতি॥ দেখিতে না পাই কিছু আমিহ সম্প্রতি॥ এন শুনি ধীরে ধীরে কহেন ললিতা। সহচরী নাহি হও এমত দুঃখিতা॥ দেখ দেখ নাগরের বদন নলিন। নাহি হইয়াছে কিছুমাত্রও মলিন॥ অতএব কিছু গূঢ় আশয় থাকিবে। স্থিরহও এখনিতা প্রকাশ পাইবে॥ যশোদা কহেন তবে কিঙ্করী সকলে। ডাক বৈদ্য আছে যত এ ব্রজ মণ্ডলে॥ তাহা শুনি দাসীগণ চারি-দিকে গিয়া। নানা মত চিকিৎসক আনিল ডাকিয়া॥ তাহারা সকলে করি কৃষ্ণের নিরীক্ষণ॥ করিতে নারিল কিছু রোগ নিরূপণ॥

তাহা জানি নিরাশ হইয়া যশোমতী। মুক্ত কণ্ঠে রোদন করেন দুঃখ মতি॥ তবে কৃষ্ণ প্রকাশিয়া ঐশ্বর্য্য কিঞ্চিত। রূপান্তরে বৈদ্যবেশে হৈলা উপস্থিত॥ তাঁরে দেখে যশোদা করেন জিজ্ঞাসন। কেবট আপনি কোন গ্রামে নিকেতন॥ যদি কোন ঔষধ অথবা মন্ত্র জান। তবে রক্ষা কর মোর এ পুত্রের প্রাণ॥ বৈদ্যবেশধারী কৃষ্ট কহেন বচন। ব্রজেশ্বরি মথুরায় আমার ভবন॥ গর্গাচার্য্য শিষ্য আমি বৈদ্যকে পণ্ডিত॥ নাম হরি গুপ্ত জানি মন্ত্র অগণিত॥ গুরু মোরে কল্য করিলা আজ্ঞাপন। হরি তুমি কালি ব্রজে করিহ গমন॥ সেখানে আছয়ে এক নন্দের তনয়। আমি করি তার প্রতি স্নেহ অতিশয়॥ তার হবে কালি এক ব্যামো দুর্গম। তুমি বিনে না হইবে তার উপশম॥ অতএব তুমি অতি ত্বরাতে সেথায়। যাইয়া করিবে সুস্থ তারে চিকিৎসায়॥ তাঁর আজ্ঞা অনুসারে আমি ধাই ধাই। আইলাম তোমার ভবনে ক্লেশ পাই। দেখি তব পুত্রের এ রোগ ঘোরতর। জানিলাম সর্ব্বজ্ঞ বটেন মুনিবর। এত শুনি রাণী পাই কিঞ্চিৎ আশ্বাস। কাহ ছেন হরিপ্রতি গদগদ ভাষ। কি কহিলে কি কহিলে তুমি গুপ্ত বর। গর্গমুনি তোহে পাঠাইলা মোর ঘর॥ রামের পিতার তিঁহ হন পুরোহিত। সেইলাগি মোরে কৃপা করেন অমিত॥ গুপ্ত তুমি দেখ ভাল করি বিবেচন। মুক্ত হবে এই রোগে আমার নন্দন॥ শ্রীহরি কহেন মাতা দেখিনু বিচারী॥ নীরোগ হইতে পারে এই বংশীধারী॥ আনাও নূতন সক কুম্ভ মৃত্তিকার॥ লোহের শলাকা এক তীক্ষ্ণ যার ধার॥ এত শুনি যশোমতী আদেশ করিলা। ধনিষ্ঠা কলসী আর শলাকা আনিলা॥ তাহা দেখি শ্রীহরি লইয়া কুম্ভ হাতে। করিলা সহস্ররন্ধ্র যত্ন করি তাতে॥ পরে যশোদারে কন এই ঘটে করি। আনাও যমুনা জল এক ঘট ভরি। তাহাতে আছয়ে যত সগোত্র তোমার। তাহাদের এ কর্ম্মে না হবে অধিকার॥ পাঠাইয়া তাহা বিনে অন্য এক নারী। ত্বরিতে আনাহ মাতা যমুনার বারি॥ যশোদা কহেন বাপ তুমি হয়ে জ্ঞানী। কহিতেছ কেন হেন অনুচিত বাণী॥ একটী

বিবর যদি থাকে কলসীতে। তাহাতেই নাহি পারি সলিল আনিতে॥ সহস্র বিবর হইয়াছে যেই ঘটে। ইথে জল আহরণ কি প্রকারে ঘটে॥ শ্রীহরি কহেন মাতা এ জল বিহনে। আর কিছু উপায় না দেখি ত্রিভুবনে॥ এত শুনি যশোমতী কহেন কান্দিয়া। তবেত পড়িল মাথে আকাশ ভাঙ্গিয়া॥ কি হইবে কে করিবে ইহার উপায় রক্ষা করিবেক কেবা আমার বাছায়॥ যাহ যাহ দাসী সব তোরা শীঘ্রগতি। ডাকিয়া আনহ পৌর্ণমাসী ভগবতী॥ তিঁহ যদি কন কিছু উপায় ইহার॥ তবেই বাচিতে পারে আমার কুমার॥ এত শুনি দাসী সব ধাইয়া যাইয়া। আইল তুরিতে পৌর্ণমাসীরে লইয়া॥ তাঁরে দেখি কান্দিয়া কহেন নন্দরাণী। রক্ষা কর গোপালে তুমিহ ঠাকুরাণী॥ কি হল বাছার মোর কিছু নাহি জানি। এই দেখ নাহি চাহে নাহি কহে বাণী॥ ব্রজে আছে যত বৈদ্য তাহারা দেখিল। কিন্তু রোগ নিরূপণ করিতে নারিল॥ এই বৈদ্য মথুরা হইতে আসিয়াছে। কহিতেছে গর্গ পাঠাইলা তব কাছে॥ কৃষ্ণের এ রোগ জানি পাঠাইলা মুনি। আরোগ্য করিব আমি না ভাব আপনি। কিন্তু এই কলসে আনিতে কহে বারি। কি করি আসিবে তাহা বুঝিতে না পারি॥ যদি কিছু জান তুমি ইহার উপায়। তবে কহি রক্ষা কর আমার বাছায়॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী ভাবিছেন চিতে। কৃষ্ণের কোনহ রোগ না পাই দেখিতে॥ প্রসন্ন রয়েছে মুখ উজ্জ্বল বরণ। রোগ হইলে এ দুই না রহিত এমন॥ বৈদ্যেরো দেখি যে আমি যেরূপ লাবণী। তাহে এ সামান্য নহে হই মনে গণি॥ যে হোক জানিব তত্ত্ব বাক্যের ভঙ্গীতে। এত ভাবি কহিতে লাগিল স্থির চিতে॥ বৈদ্য তব কি নাম কে জনক তোমার। এ রোগের কিবা নাম বলহ নির্দ্ধার॥ শ্রীহরি কহে দেবী আমি চিনি তোহে। তুমি কিন্তু না পারিলে চিনিবারে মোহে॥ করিবারে আমিহ ঔষধ আহরণ। বৃন্দাবনে প্রায় নিতি করি আগমন॥ বন-বাসি সকলের বদনে শুনিয়া। তোহে জানি সান্দীপনি জননী

বলিয়া ॥ কালি তুমি কৃষ্ণ কাছে গিয়াছিলে যবে ॥ নয়নেও দেখি-য়াছি আমি তোহে তবে ॥ নাম মোর হরিগুপ্ত কহে সব জন। সত্য-বাদী সুদেব আমার পিতা হন ॥ গর্গ মুনি শিষ্য আমি তাঁরি যজ-মান। আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষেও আমিহ বিদ্বান। চরকের মতে কহি আকার বিনাশি। এ রোগ কপাট মোহ বৈদ্য যাহে ত্রাসী ॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী ভাবিছেন মনে। এই লীলা বুঝিতে কি পারে অন্য জনে ॥ কেবল শ্রীগুরুদেব চরণ কৃপায় ॥ প্রকাশ হয়েছে ইহা আমার হিয়ায় ॥ মোর প্রতি বাক্যছলে নিজ অভিপ্রায়। জানাইল করুণা করিয়া শ্যামরায় ॥ গূঢ়রূপে আসিয়াছি তেঁই গুপ্তখ্যাত। বকারাদি সুদেব আমার হন তাত ॥ গর্গস্থানে শিষ্য হৈতে আছে অভিলাষ। যজমান হব করি মথুরায় বাস ॥ এই সব ভাবি কর্ম্ম হইবে নিশ্চিত। এই লাগি ভুত করি কহিতে উচিত ॥ কপাট মোহেতে কৈলে আকার বিনাশ। হইল কপট মোহ এই ত প্রকাশ ॥ কপটে করিয়া মোহ হয়ে অচেতন। বৈদ্যবেশে করি-য়াছি আমি আগমন ॥ এই কৃষ্ণ বচনের হয় অভিপ্রায়। স্ফুট অর্থ করেছেন ঢাকিতে ইহায় ॥ কহিলা হে কালি বনে মোর গতি কথা। সে মোর স্মরণ হেতু না হয় অন্যথা ॥ অতএব রাধিকার নাশিতে লাঞ্ছন। এই বৈদ্যবেশে এসেছেন জনার্দ্দন ॥ যেন জন্মা-ইতে গোপগণের বিশ্বাস। করিছিলা পূর্ব্বে গিরি শরীর প্রকাশ ॥ এইরূপ পৌর্ণমাসী করেন চিন্তন। যশোমতী তাঁহারে করেন নিবে-দন ॥ ভগবতি রোগ নাম শ্রবণ করিয়া। কাঁপিতেছে ত্রাসে অতি-শয় মোর হিয়া ॥ এ রোগ কপাট হেন জ্ঞান আচ্ছাদয়। পরেতে করয়ে এহ শরীরের ক্ষয় ॥ কি করি বাঁচিবে ইথে আমার নন্দন। তাহার উপায় কিছু না হয় দর্শন ॥ হরি বৈদ্য কহে যে ইহার প্রতীকার। দেখিতে না পাই কিছু উপায় তাহার ॥ অতএব কি হইবে কহ ভগবতি ॥ তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি গতি ॥ পৌর্ণ-মাসী কন গুপ্ত এ কলসে বারি। কেমনে আসিবে তাহা বলহ বিচারি ॥

এক ছিদ্র ঘটে জল আনা নাহি ঘটে। কি করি আসিবে দশশত ছিদ্র ঘটে॥ শ্রীহরি কহেন দেবি না কর সংশয়। সতী নারী পাইলে এ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়॥ অপর পুরুষ পানে যে কভু না চায়। এ কর্ম্মে নিযুক্ত কর সে পতিব্রতায়॥ যশোদা কহেন শুন শুন ভগবতি। ব্রজেতো না আছে কেহ রমণী অসতী॥ অতএব একজনে কর আজ্ঞাপন। শীঘ্র করে যমুনার জল আহরণ॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী প্রণয় করিয়া। কহিতে লাগিলা জটিলারে সম্বোধিয়া॥ অভিমন্যুমাতা এই গোকুলের মাজে। তুমিহ প্রধান হও সতীর সমাজে॥ তোমারী সমান হয় তনয়া তোমার। যাহাদের যশ গায় সকল সংসার॥ তোরা কেহ একজন যমুনায় যাও। জল আহরণ করি কৃষ্ণেরে চিয়াও। এত শুনি সে জটিলা আনন্দিত মন। কুটিলারে সম্বোধিয়া কহে এ বচন॥ বাছা একবার কর কালিন্দী পয়ান। অন্যের অসাধ্য কর্ম্ম কর সমাধান॥ এ কর্ম্ম করিলে হবে যশোদার হিত। পৌর্ণমাসী করিবেন তোমা প্রতি প্রীত॥ অতএব যদ্যপি অধিক ক্লেশ হয়। তথাপি গমন কর স্থখিত হৃদয়॥ এত শুনি কুটিলা কলসী কক্ষে নিয়া। বাহু দোলাইয়া যায় এইত কহিয়া॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। এইত গোকুলনগরী মাজে। কুলবধু কত কোটি বিরাজে॥ ছিছি তার মাঝে একটা নারী। আনিতে নারিল এ ঘটে বারি॥ ভাগ্যেতে ছিলাম আমিহ গেহে। তেঁই প্রাণ রবে কৃষ্ণের দেহে। যদি আমি নাহি রহিতু ঘরে। কুলটারা তবে মরিত জ্বরে॥ বিশেষত শ্যামকলঙ্কি রাধা॥ পাইত মনেতে বড়ই বাধা॥ আমি বাচাইলে নন্দের বালা॥ মোর যশে ব্রজে হইবে আলা॥ আছে এথা যত প্রধান নারী। আদর করিবে তাহারা ভারী॥ কলঙ্কিনী যত কামিনী আছে। তাহারা দাড়াতে নারিবে কাছে॥ যত আছে নর নারী বা ভবে। মোরে দেখি ভয় পাইবে সবে॥ শ্রীরঘুনন্দন হাসিয়া ভণে। কিছুকাল থাও কদলী মনে॥

পয়ার। এইরূপ কহি কহি গরবে মাতিয়া। ডুবাইল সেই কুম্ভ কালিন্দীতে গিয়া। তুলিয়া কক্ষেতে যেই মাত্র আরোপিল। জল-বিন্দু না রহিল বসন ভিজিল॥ তবেত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কুটিলা। পুনরপি জলে কুম্ভ ডুবায়ে তুলিলা॥ সেবারেও সব জল পড়িল ঝরিয়া। পুনরপি নিল তাও পড়িল ক্ষরিয়া॥ কেবল কুম্ভের নাহি ক্ষরিল জীবন॥ কুটিলার গেল যেন নিজেরো জীবন॥ ভবে লজ্জা পাই সেহ এমন ঘামিল। যাহাতে অঙ্গের পট সকল ভিজিল। মনে ভাবে সেহ সেথা যাব কি না যাব। যাইয়া বা কি করিয়া বদন দেখাব। যাইলে না যাইবেও অখ্যাতি ঘটিল॥ অতএব সেই স্থানে যাইতে হইল॥ বৈদ্যেরে করিয়া নানা মত অপমান। তার পর নিজ গৃহে করিব প্রস্থান॥ এত কহি অধোমুখী হইয়া লজ্জায়। মন্দ মন্দ গমনে কুটিলা ফিরি যায়॥ কিছু দূরে তারে দেখি সুখিত জটিলা। গোপনারী সকলেরে কহিতে লাগিলা॥ দেখ সবে কুটিলার স্বভাই বিশেষ। সাধিয়াও অসাধ্য নাহিক গর্ব্বলেশ॥ আসিছে বিনয়ে অধ করিয়া আনন। বিন্যাস করিছে মৃদু মন্থর চরণ॥ অন্য কেহ হইলে আসিত মুখ তুলি। বাহু নাড়ি পদাঘাতে উড়াইয়া ধুলি॥ কহিতে কহিতে সেই কুটিলা আসিয়া। কুম্ভ রাখি দাড়াইল মুখ নামাইয়া॥ কলসেতে কিছু জল নাই নিরখিয়া। যুবতী রমণী সব উঠিল হাসিয়া॥ তাহা দেখি কুটিলা লজ্জিত অতিশয়। তার মুখে কোন কথা নাহি নিঃসরয়॥ বৈদ্যেরে ভৎসিব বলি করিছিল মনে। কিছু না পারিল তাহা লজ্জার কারণে॥ শূন্য কুম্ভ আর গোপীদের হাস। দেখি জটিলার হল ক্রোধের প্রকাশ॥ ভবে সেহ রক্তবর্ণ করিয়া নয়ন। কহিতেছে কুটি-লারে কর্কশ বচন॥ পোড়ামুখি যদি জল নারিবি আনিতে। গিয়াছিলি তবে কি সাহস করি চিতে॥ আপনি পাইলি লাজ দিলিও আমারে। কলঙ্ক করিলি এই ব্রজের মাঝারে॥ মোর গর্ভে জন্মি তোর হেন কুচরিত। ইহা মনে নাহি ছিল মোর পূর্ব্বেতে বিদিত॥ সেই লাগি

দিয়াছিনু তোরে এই ভার। দিলি তুই মোরে ফল উচিত তাহার॥ শ্রীহরি কহেন অভিমন্যু মাতা শুন। ঘরে গিয়া বিবেচিবে কন্যা দোষ গুণ। সভামাঝে এ সকল কথার উদ্গারে। অধিক কলঙ্ক হবে সংসার মাঝারে॥ এক্ষণ করুণা করি নিজে কুম্ভ নিয়া। কৃষ্ণে রক্ষা কর শীঘ্র সলিল আনিয়া॥ এত শুনি জটিলা কলস করি হাতে। চলিল ধরণী কাঁপাইয়া পদাঘাতে॥ যাইতে যাইতে সেহ মদেতে মাতিয়া। কহিতেছে এই কথা শির দোলাইয়া॥ এতদিন সতী-ধর্ম্মে কৈনু যে প্রয়াস। আজি হল বুঝি তার ফলের প্রকাশ॥ আমি জল লয়ে গেলে রক্ষা পারে শ্যাম। ব্রজেতে আমার যশ হবে অনু-পাম॥ এইরূপ কহি কহি কালিন্দীতে গিয়া। কুম্ভ ডুবাইয়া কক্ষে পরে লইল তুলিয়া॥ তুলিতে তুলিতে জল সকল পড়িল। পুন-রপি কুম্ভ ডুবাইয়া তুলি নিল॥ সেবারেও তুলিতে তুলিতে জল ঝরে। পুনর্ব্বার পুর্ব্বমতে সব কর্ম্ম করে॥ তাহাতেও কুম্ভে জল যদি না রহিল। কুপিত হইয়া তবে জটিলা চলিল॥ সভার সমীপে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে॥ কঠোর নিনাদে সেহ লাগিল কহিতে॥ কোথা হৈতে আসিয়াছে এই চিকিৎসক। খাইয়াছে বুঝি কোন দ্রব্য উন্মাদক॥ অন্যথা এমত বুদ্ধিভ্রম নাহি ঘটে। জল কি আইসে দশশত রন্ধ্র ঘটে॥ এই নাও বৈদ্য তুমি কুম্ভ আপনার। নিজে জল আনি কর চিকিৎসা ইহার॥ শ্রীহরি কহেন কোপ না কর জরতি। আমিহ কখন নাহি হই মত্তমতি॥ এইরূপ কলসীতে আনাইয়া জলে। ভাল করিলাম কত রোগী মন্ত্রবলে॥ তোরা আনিবারে না পারিলে যেই জল। তাহাতে আমিহ নাহি হই যে পাগল॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী সুচতুর মতি। কহিতে লাগিল পুনঃ শ্রীহরির প্রতি॥ গুপ্ত কহিয়াছ আমি জানি যে জ্যোতিষ। অতএব গণি দেখ ভেজিয়া আলিস॥ যাহা হৈতে এই কর্ম্ম সিদ্ধ হৈতে পারে। তাহা কহি দাও তবে পাঠাই তাহারে॥ এত শুনি অশ্রুপাত অভিনয় করি। কহিছেন পুনর্ব্বার তাঁহারে শ্রীহরি॥

ভগবতি দেখিলাম আমিহ গণিয়া। সিদ্ধ হবে এই কর্ম্ম যাহাতে করিয়া ॥ বৃষভানু সুতা রাধা বলি নাম যার। তাহা-রেই অর্পণ করহ এই ভার ॥ সেহ পতিব্রতা সকলের শ্রেষ্ঠ হয়। সে গেল এ ঘটে জল আসিতে পারয় ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অতি ভীত মন। মনে মনে করিছেন এইত ভাবন ॥ একি বিধি মোর প্রতি এত প্রতিকুল। ঘটাইল সেই এই বিপদ বিপুল ॥ যশোদা কহিলে হবে অবশ্য যাইতে। কিন্তু না পারিব জল কখনো আনিতে ॥ নারিল আনিতে যাহা কুটিলা জরতী। তাহা আনিবারে মোর হবে কি শকতি ॥ ইহারা দুজন হয় সতী ধর্ম্মে রত। আমি শ্যামকলঙ্কিনী জানয়ে জগত ॥ আমা হৈতে সিদ্ধ না হইবে এই কাজ। কোথা হৈতে বৈদ্য আসি দিলএই লাজ ॥ এইরূপ মনে মনে ভাবেন শ্রীমতী। কুটিলা কুপিয়া কহে শ্রীহরির প্রতি ॥ বৈদ্যরাজ তুমি জ্যোতিষের পর। ভাল সতী দেখিয়াছ ব্রজের মাঝার ॥ ইহারেই এই ঘটে জল আনা-ইয়া। যশোদা নন্দনে দাও নীরোগ করিয়া ॥ শ্রীহরি কহেন গোপী নাই তোর লাজ। কথা কহিতেছ কি করিয়া সভামাঝ ॥ যদি কৃপা করি রাধা করেন গমন ॥ তবে নিরখিবে বিদ্যা আমার যেমন ॥ এত শুনি যশোদা কহেন শ্রীরাধায়। রাজপুত্রী উঠ দয়া করিয়া আমায় ॥ এই ঘট লয়ে জল আনি যমুনায়। রক্ষণ করহ প্রাণ পুত্রের আমার ॥ যশো-দার কথা শুনি ভাবেন শ্রীমতী। কি করি উত্তীর্ণ হব এঘোর বিপতি ॥ তাঁহারে ভাবনাযুক্ত দেখি পৌর্ণমাসী। কুম্ভ করে লইয়া কহেন আসি ॥ নরেন্দ্র-নন্দিনি কি ভাবনা কর মনে। উঠিয়া নীরোগ কর ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ তুমি পতিব্রতা শিরোমণি আমি জানি। অবশ্যই আনিতে পারিবেন ইথে পানি ॥ অতএব সব শঙ্কা করিয়া বর্জ্জন। জল আনি রক্ষা কর ব্রজের জীবন ॥ এত কহি নিজ করে ধরি তাঁর পানি। উঠা-ইলা তাঁহারে পূর্ণিমা ঠাকুরানি ॥ তবে রাধা বসন অঞ্চল দিয়া গলে। প্রনাম করিলা তাঁর চরণ কমলে ॥ অন্য মান্য নারী সকলের প্রণমিয়া নিজপ্রাণনাথে মনেবন্দন করিলা ॥ সখীসকলের স্থানে অনুমতি দিয়া।

কলস লইলা করে কাঁপিয়া২ ॥ তাহা দেখি যাবতীয় বিপক্ষ রমণী। আঁখি ঠারাঠারি করে কুঞ্চিত বদনী ॥ রাধিকার সখী সব ভয়েতে আতুর। বুক কাঁপে তাহাদের করি দুর২ ॥ শ্রীরাধিকা পানে যান অত্যন্ত সভয়। আগে চালাইতে পদ পশ্চাতে পড়য় ॥ যাইতে যাইতে তিঁহ শঙ্কিত অন্তরে। এই কথা কহিছেন মৃদু মৃদু স্বরে ॥

ত্রিপদী। প্রাণনাথ বংশীধারী, তোমার লাগিয়া বারি, আনিবারে এ কিঙ্করী যায়। এই কর কৃপা বল ঘটে যেন আসে জল, যাহে তব রোগ শান্তি পায় ॥ যদি জল নাহি যায়, তভু তুমি এই দায়, তরিবে গর্গের আশীর্ব্বাদ। আমিহ পাইব লাজে, এ তিন ভুবন মাঝ ভারিবেক আমার দুর্ব্বাদে ॥ আমিত কখনো মনে, স্বপ্নে তথা জাগরণে, তোমা বিনে অন্য নাহি জানি। হয়ে অনুরাগি মতি নাহি চাহি অন্য পতি, তোমারেই পতি বলি মানি ॥ ইথে আমি হই সতি, কিম্বা হই দুষ্টমতি, তুমি তাহা জান ভালমত। জানিয়া রাখহ প্রাণ, কিম্বা দিয়া অপমান, নষ্ট কর যেই মনোগত ॥ তাহে মোর নাহি ত্রাস, জীবনে ছাড়িয়া আশ, প্রবেশিব আমি যমুনায়। এক মাত্র খেদ রবে যখন মরণ হবে, দেখিতে না পাইবে তোমায় ॥ আর এক বড় দুখ তোমার প্রসন্ন মুখ, নাদেখিয়া কৈনু আগমন। না দেখিনু সুললিত দুই আঁখি প্রকাশিত, না হইল কথোপকথন ॥ মোর ভাগ্যে ছিল যাহা, উপস্থিত হৈল তাহা, তাহে আর দুখি নহে মন। করি কৃপা অঙ্গীকার, মৃত্যুকালে একবার, দেখা দিয়া শ্রীবংশীমোহন ॥

পয়ার। এইরূপ কহি কহি যমুনায় গিয়া। কহিছেন তাঁর প্রতি বিনয় করিয়া ॥ প্রিয়সখি কালিন্দী তুমিহ কৃষ্ণ প্রিয়া। কৃষ্ণেরে চিয়াও এই ঘটে চড়ি গিয়া ॥ হইয়াছে তাঁর এক ব্যামোহ দুর্ব্বার। এই ঘটে জল গেলে শান্তি হবে তার ॥ দশশত ছিদ্র আছে এই কলসীতে। তব কৃপা বিনা জল পারে না যাইতে যদ্যপি এ ঘটে তব জল নাহি যায়। নারী বধ পাপ তবে ঘটিবে তোমায় ॥ আমিহ ত্যজিব তোহে ডুবিয়া জীবন ॥ অতএব যোগ

হয় তোমার গমন ॥ এইরূপ কহিছেন কান্দিতে কান্দিতে। কিন্তু না পারেন জলে কুম্ভ ডুবাইতে। শঙ্কাবাতে দুলিতেছে তাহার মানস অতএব কোনমতে না হয় সাহস ॥ তবে নব জলধর গভীর নিস্বনে। প্রকাশ হইল এই বচন গগণে॥ বৃন্দাবনেশ্বরি কি করিতেছ কি ভাবন। ঘটে বারি পূরি লয়ে করহ গমন॥ তোমারি কলঙ্ক ঘুচাইতে করি মন। এই লীলা করিছেন শ্রীনন্দনন্দন॥ কপটেতে নিজ মোহ অঙ্গীকার করি। এসেছেন রূপান্তরে বৈদ্যবেশ ধরি॥ তাঁহারি ইচ্ছায় এই ঘটে যাবে জল। অতএব নাহি হও শঙ্কায় বিকল। এত শুনি রাধা সুখ-সাগরে মগন। ঘটে বারি পূরি কৈলা কক্ষে আরোপণ॥ সে ঘটেও জল না গলিল এককণ। আকাশেও স্বর্গগঙ্গা সলিল যেমন॥

তোটকচ্ছন্দঃ। মুরলীধর-মোহ মিছা শুনিলা। বৃষভানুসুতা সুখিনী হইলা॥ নিরখি জল পূরিত সে কলসে। মজিল পুন অঙ্গ অন্য মহা হরসে॥ নিজ লাঞ্ছন ভাঙ্গিব এই জলে। ইতি ভাবি সুখের নদী উছলে॥ ভিনামোদ সমাগম বেগ ভরে। কিছু চাপল তাঁর মনেরে করে॥ অতএব পুনঃ পুন দেখি ঘটে। চলিলা ত্যজিয়া যমুনার তটে॥ করি দোলিত দক্ষিণ বাহু করে। গমনে করি লজ্জিত দন্তিবরে॥ চলিতে মণি নূপুর নাদ করে। কটি কিঙ্কিণী কঙ্কণ তস্ত-পরে। ক্রমশ নগরে বৃষভানুসুতা। চলিলা জল পূরিত কুম্ভযুতা॥ নয়নের পথে মিলিলা যখনে। সকলে নিরখে তুলিয়া বদনে॥ ললিতা কহই অনুমান করি। সজনী জল আনিল কুম্ভ ভরী॥ নহি পারিত যদ্যপি এ করণে। নহি আসিত রাই তবে ভবনে॥ যমুনার জলে মরিতো ডুবিয়া॥ অথবা নিজ কণ্ঠহি পাশ দিয়া॥ রঘুনন্দন মাধব-ভৃত্য রটে। ললিতে তব ভারতি সত্য বটে।

পয়ার। এইরূপ শ্রীললিতা কহিতে কহিতে। আইলা সভায় রাই কলসী সহিতে॥ তাহা দেখি শ্রীহরি তাঁহার কাছে গিয়া। প্রদক্ষিণ করিছেন রাধারে বেড়িয়া॥ কহিছেন ধন্য ধন্য গোকুল

বসতি। যাহে বাস করে হেন পতিব্রতা সতী ॥ মোরা ধন্য হই-লাম আসি এ সংসারে। দর্শন করিয়া হেন সতী বনিতারে ॥ আমার শরীরে যদি কিছু পাপ থাকে। ইহার চরণ ধুলী ধরি নাশি তাকে॥ এত কহি রাধাপদ চিহ্নধুলী নিয়া। আপন মস্তকে লেন ভকতি করিয়া॥ তাহা দেখি ক্রোধ হয় রাধিকার মনে। গোপন করেন তাহা লজ্জার কারণে॥ তবে তিঁহ সভামাঝে কুম্ভ নামাইয়া॥ প্রনাম করিলা পৌর্ণপিসী কাছে গিয়া॥ তিঁহ তাঁরে কোলেনিয়া কৈলা আশীর্ব্বাদ। ইষ্ট লাভ হোক নষ্টহোক অপবাদ॥ যশোদা কহেন হরি গুপ্ত বাপধন। দেখিলাম তব বিদ্যা জ্যোতিষ যেমন॥ কহিছিলে আনিতে পারিবে রাধা জল। তাহাই হইল দেখা গেল বিদ্যা [illegible]লি॥ আমার গোপালে তবে করায়ে চেতন। দেখাও প্রভাব আছে মন্ত্রের যেমন॥ তবে গুপ্ত হরি রাই পদধূলী নিয়া। সেই জল কলসীতে অর্পণ করিয়া॥ সাতবার মন্ত্রপাঠ অভিনয় করি। ঢালিলেন শ্রীকৃষ্ণের মস্তক উপরি॥ তবে কৃষ্ণ নত্রমেলি উঠিয়া বসিলা। দেখি ব্রজবাসী সবসুখিত হইলা॥ যশোমতী যে আনন্দ পাইলেন মনে। বর্ণন করিতে পারে তাহা কোন জনে॥ বার বার পুত্রমুখ করেন চুম্বন। অনিমিষ নয়নেতে করেন দর্শন॥ অশ্রুনীরে স্তনক্ষীরে পট ভিজে যায়। কহিছেন গদ গদ স্বরে রাধিকায়। পতিব্রতা শিরোমণি রাধে গুণমণি। তোমা হইতে পাইলাম আমি নীল মণি॥ আমার নিকটে তুমি কর আগ-মন। তোহে কোলে নিতে ইর্চ্ছা করে মোর মন॥ গোপালে রাখিয়া আমি না পারি উঠিতে। এস এস তুমি মোর নিকটে তুরিতে॥ এত শুনি রাধা তাঁর নিকটে আসিয়া। প্রণাম করিলা নিজ গলে বস্ত্র দিয়া॥ যশোমতী তাঁরে বাম করে করি ধরি। টানি বসাইলা বাম উরুর উপরি॥ দক্ষিণ উরুতে কৃষ্ণ বামেতে শ্রীমতী। তাহে কিবা শোভিত হইলা যশোমতী॥ যেন নব তমাল স্বুবর্ণ লতিকায়। ইন্দ্র-নীল মণিময় বেদী শোভা পায়। তবে শ্রীযশোদা প্রেমরসে মত্ত মন। রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকারে করেন চুম্বন॥ কৃষ্ণেরে চুম্বন দিয়া দেন রাধা

মুখে। রাধারে চুম্বন করি কৃষ্ণে দেন সুখে॥ এইরূপ যশোদার প্রেমের বিকার। দেখি ব্রজবাসী সব পায় চমৎকার॥ সভামাঝে কৃষ্ণবামে রাধারে দেখিয়া। সখী সব যেন যান সুখেতে ভাসিয়া॥ নির্জ্জনেও যাহা কভু না পান দেখিতে। সভাতে দেখিলা তাহা যশোদা হইতে॥ তার পরে শ্রীহরিরে সম্বোধন করি। গদ গদ বচনে কহেন ব্রজেশ্বরী॥ বাপধন তুমি মোর যে করিলে হিত। কি দিব তোমারে নাহি ইহার উচিত॥ তথাপি তোমারে আমি দিব কিছু ধন। প্রসন্ন হইয়া তাহা করহ গ্রহণ॥ শ্রীহরি কহেন আমি চিকিৎসা করিয়া। কোন বস্তু নাহি লই ধর্ম্মের লাগিয়া॥ যদি কিছু দিবারে তোমার হয় মন। নিজ পদ শিরে কর সমর্পণ॥ নিজ পুত্র সম স্নেহ আমায় করিবে। কৃষ্ণেতে আমাতে কিছু ভেদ না না দেখিবে॥ ইহাতেই আনন্দিত হবে মোর মন॥ দিতে না হইবে মোরে কিছু মাত্র ধন॥ এখন আমার প্রতি কর আজ্ঞাপন। গুরুর নিকটে আমি করি যে গমন॥ তিঁহ মোর পথপানে আছেন চাহিয়া। করিব তাঁহারে সুখী এই বার্ত্তা দিয়া॥ যশোদা কহেন বাপ তবে শুভকর। কিন্তু এস কখন কখন মোর ঘর॥ গর্গাচার্য্যে কবে মোর প্রণতি বিস্তর। তাঁহারি কৃপায় মোর বাঁচিল কোঙর॥ শ্রীহরি কহেন মাতা কাছেই তোমার। সদা আছি আমি এই জানঃ নিদ্ধার॥ বিশেষত রাধিকারে করিতে বন্দন। প্রায় ব্রজে প্রত্যহ করিব আগমন। এত কহি বন্দনীয় সকলে বন্দিয়া। প্রস্থান করিলা তিঁহ মধুপুরীদিয়া॥ নগরের বাহিরেতে করিয়া পয়ান। আপন ইচ্ছায় তিঁহ কৈলা অন্তর্দ্ধান॥ এখানে আছিলা যত অন্য অন্য জন। সকলেই প্রায় গৃহে করিলা গমন॥ কেবল কুটিলা আর তাহার জননী। বসি আছে সভামাঝে লম্বিত বদনী॥ তাহা দেখি কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল। কুটিলে কি ভাবিতেছ বড়ই বিকল॥ মোর যজমান রাধা হয় পতিব্রতা। তার দোষ অন্বেষণে তোরা সদারতা॥ আপনার দোষ কিছু পাওনা দেখিতে। তেঁই গিয়াছিলে এই অসাধ্য সাধিতে॥ তোমাদের সাধ্য

নহে এমত করণ। তেঁই লজ্জা পাইয়াছ ভাব কি কারণ॥ এ সকল কথা শুনি জটিলা লজ্জা হেতু কিছুই কহিতে না পারিলা॥ তাহা দেখি পৌর্ণমাসী কন বটুরাজে। বাছা তুমি ইহাদিগে না ফেলাও লাজে॥ ব্রজে যত নারী আছে সব হয় সতী। বিশেষত ইহারা দুজন খ্যাতি সতী॥ তবে যেই ইহারা জল নারিল আনিতে। তাহার কারণ কহি যেই লয় চিতে॥ নিরন্তর দ্বেষ করে ইহারা রাধায়। সেই পাপে মালিন্য হয়েছে এ দোঁহায়॥ যাইবার কালে বড় গর্ব্ব করি ছিল। এই দুই দোষে জল আনিতে নারিল॥ জটিলে কুটিলে যাহ এক্ষণ ভবনে। দ্বেষ না করিহ কভু রাধাপ্রতি মনে॥ এহ অতি শ্রেষ্ঠ হয় পতিব্রতা-গণে। কহি কি জানাব তাহা দেখিলে নয়নে॥ এত শুনি তারা দোঁহে উঠি ধীরে ধীরে। প্রস্থান করিলা দুঃখে আপন মন্দিরে॥ নিজ নিজ স্থানে গেলা অন্য সবজন। যশোদা গোপাল লয়ে গেলা নিকেতন॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধাকলঙ্ক ভঞ্জনো নাম বিংশ উল্লাসঃ।

একবিংশ উল্লাসঃ

বৈদ্যবেশং গৃহীত্বা যো গত্বা রাধানিকেতনং।
চক্রে নানা পরিহাসং সমামবতু মাধবং॥

পয়ার। তবে সেই দিন গেল এলো বিভাবরী। তাহা দেখি বটুরাজে কহিছেন হরি॥ সখা আজি দিনে মোরে দেখি অচেতন। রাধিকা হইয়াছিলা বড় দুঃখি মন॥ পরে মোর জ্ঞান দেখি গিয়াছে সে তাপ। কিন্তু মোর সঙ্গে নাহি হয়েছে আলাপ॥ এলাগি আছেন তিঁহ বড় উৎকণ্ঠিত। অতএব তার কাছে যাইতে উচিত॥ কিন্তু নানা পরিহাস করিবার আশে। সেই বৈদ্যবেশে আমি যাব তার পাশে॥ তুমি মোর সঙ্গেতে করহ আগমন। কিন্তু এ সকল না করিও প্রকাশন॥ এত কহি সেই বৈদ্যবেশ বিরচিয়া। চলিল রাধার গৃহে বটু সঙ্গে নিয়া॥ দূর হৈতে তাহারে দেখিয়া শ্রীললিতা। কহিছেন শ্রীরাধিকা প্রতি আনন্দিতা॥ প্রিয়সখি দেখ দেখ ফিরায়ে নয়ন। সেই হরি গুপ্ত করিছেন আগমন॥ কি লাগিয়া অদ্যই আইলা পুনর্ব্বার॥ বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা আঁখি ফিরাইয়া। দেখি জানিলা রাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। কিন্তু সখিদিগে তাহা কিছু না কহিয়া॥ ভবনের ভিতরেতে প্রবেশিলা গিয়া॥ তবে কৃষ্ণ নিকটেতে আইলা দেখিয়া। ললিতা আসন দিলা আদর করিয়া॥ কৃষ্ণ মধুমঙ্গল সহিত সে আসনে। বসি ললিতারে কন মধুর বচনে॥ সুন্দরি না জানি আমি তব পরিচয়। রাধাসখী হবে এই অনুমান হয়॥ শ্রীরাধিকা কোন স্থানে করিলা গমন। আছে তাঁর নিকটে বিশেষ প্রয়োজন॥ রাধিকা কহেন সখি কহ গুপ্তস্বরে। না যাব কখনো আমি উহার গোচরে॥ প্রণাম করিবে উনি দেখিলে আমায়। এই কহি গিয়াছেন তখন সভায়॥ তাহাহৈলে মোর অপরাধ হবে ভারি। অতএব আমি আগে যাইতে না পারি॥ এত শুনি রাধারে

কহেন দামোদর। পতিব্রতে শুন তুমি আমার উত্তর॥ তুমি সাধ্বী নারী হও নমস্য সবার। আমি প্রণমিলে দোষ হয় না তোমার॥ তথাপি যদ্যপি সংস্কা করে তব মন। বন্দিবনা আমি কাছে কর আগমন॥ সুস্থ করিয়াছ কৃষ্ণে তুমি জল আনি। গর্গ হয়েছেন তুষ্ট তোহে তাহা জানি॥ তিঁহ দিয়াছেন তোহে দিব্য এক বর। শুন তাহা আসিয়া আমার বরাবর॥ এত শুনি নিকটেআসিয়া কনরাই। বলহ কিবর দিলা শ্রীগর্গ গোসাঁই॥ কৃষ্ণ কন দিয়াছেন বর সুশোভন॥ সাবধান হয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥ কৃষ্ণে সুস্থ কৈলা যেই তার কৃষ্ণ সনে॥ আরতি হউক আর হিত বাঞ্ছা মনে॥ বিশাখা বলেন রাই গর্গ মহামতি। ভাল ইষ্ট বর দিয়াছেন তোমা প্রতি॥ কৃষ্ণ সঙ্গে আর্ত্তি হৌক বাঞ্ছা তাঁর হিত। এবর প্রদান বটে অতি সমুচিত॥ যেহেতুক কৃষ্ণ হন রাজার কোঙর॥ ব্রজবাসী সকলেব সুখেতে তৎপর॥ সে বরের বার্ত্তা দিলা তোহে বৈদ্যবর। দাও পারিতোষিক ইহারে মনোহর॥ শ্রীরাধা কহেন সখি তুই মূঢ়তমি। বুঝিতে না পারিয়াছ ইহাব ভারতী॥ এহ সেই শঠ নাগরের চর। এই অনুমান করে আমার অন্তর॥ যেমন তাঁহার রোগ কাপট্য বিকার। এহ চিকিৎসক হন উচিত তাহার॥ তাঁহার যে রোগ আর এহ বা যে হন। জানিয়াছি তাহা শুনি আকাশ বচন॥ তোমাদিগে সে সকল বৃত্তান্ত কহিতে। অবকাশ পাই নাই কিন্তু আছে চিতে॥ ইহারে শিখায়ে এই সকল বচন। সেই শঠ পাঠায়েছে এই হয় মন॥ অন্যথা ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ গর্গ তপোধন। হেন বর দিবেন আমারে কি কারণ॥ আরতি শব্দেরে কৈলে আকার রহিত। যে থাকে সে বর দিতে হয় কি উচিত॥ অতএব এ বাক্য গর্গের নাহি হয়। কিন্তু শিখাইয়াছেন সেই মহাশয়। এ লাগি ইহার সমুচিত যেই দান। করহ তোমরা সবে তাহার বিধান॥ এত রাধিকার বাণী শুনিয়া ললিতা। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে কিঞ্চিৎ কুপিতা॥ শ্রীমতী রাধিকা সতী শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে। দেখিয়াছে বৈদ্য তাহা আপন নয়নে॥ তার প্রতি এমত অধিক বটুবর। কভু কি পারেন

দিতে গর্গ মুনিরবর ॥ অতএব সখী করে এই অনুমান। করিতেছ তুমি মিথ্যা এই অভিধান ॥ তোমারেও চপল স্বভাব দেখা যায়। সম্ভবিতে পারে এই কাপট্য তোমার ॥ যে হৌক কহি যে আমি তোমা প্রতি হিত। এথা অবস্থান তব না হয় উচিত ॥ অন্যথা শ্রীরাধিকার বাক্য অনুসারে। করিব তোমার দণ্ড বিবিধ প্রকারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন গোপি বুঝহ অন্তরে। অবজ্ঞান কর গর্গমুনি দত্ত বরে ॥ না লয়েন বর যদি তোমার সজনী। কব গিয়া তরে আমি মুনিরে এখনি ॥ তাহা শুনি ঋষি যদি তিঁহ দেন শাপ। তবেত পাইবে তোরা নানামত তাপ ॥ আর শুন আমিহ জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে ॥ সব জানি যে যেমন ভুবন মণ্ডলে ॥ রাধার যেমন ভার শ্রীনন্দনন্দনে। তাহে যোগ্য এই বর ভাবি দেখ মনে ॥ বটু কনগুপ্ত শুনি তব এই কথা। পাইলাম আমি বড় হৃদয়েতে ব্যথা ॥ এইত রাধিকা হন মোর যজমান। ইহার অযশ শুনি জ্বলে মোর প্রাণ ॥ আর শুন প্রাতে তুমি এইত রাধারে। কহিয়াছ সতী শ্রেষ্ঠ সভার মাঝারে ॥ এখন কহিছ পুন ইহারে অসতী। পরস্পর বিরুদ্ধ তোমার এ ভারতী ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু মোর অভিপ্রায়। না বুঝিয়া দোষ দাও কি লাগি আমায় ॥ কহিয়াথি আমি রাধা কৃষ্ণে প্রীতি মতী। ইহাতে নহেন এহ কখনো অসতী যেহেতুক ব্রজে যত আছয়ে যুবতী। বস্তুত গোবিন্দ প্রায় তাসবার পতি ॥ অতএব এই সব নারী মনে মনে। পতি ভাবে বরিয়াছে শ্রীনন্দনন্দনে ॥ বাহিরে যে অন্যে অন্যে দেখ পতি ভাব। সে কেবল মহাবল কাপট্য প্রভাব ॥ অতএব কহিলাম আমি যে বচন। পরস্পর বিরুদ্ধ সে হবে কি কারণ ॥ যদি ইথে বিশ্বাস না করে তব মন। রাধারেই নির্জ্জনে করহ জিজ্ঞাসন ॥ ললিতা শুনিয়া এত কৃষ্ণের বচন। মনে মনে করিছেন এইত চিন্তন ॥ যদি এহ হইতেন সত্য চিকিৎসক। তবে না হতে এ কথার প্রকাশক ॥ যেহেতুক এ সব কথা জানিলের পরে। হাঠাৎ কহিতে নারে অন্যের গোচরে ॥ আর দেখ যদি হইতেন সেই জন। তবে আসিবেন রজনীতে কি কারণ ॥ অতএব আমি মানি সেই নটবর। আসি-

য়াছে বৈদ্যবেশে রাধিকার ঘর॥ কিন্তু কপটের এই সকল কপট। ইহারি মুখেতে আমি করাব প্রকট॥ এইরূপ শ্রীললিত করেন ভাবন। তাহা জানি কহিছেন বটু বিচক্ষণ॥ ললিতে কি ভাবিতেছ তুমিহ হৃদয়ে। সত্য হরি গুপ্ত এই জানহ নিশ্চয়ে॥ ললিতা কহেন যে কহিলে বটুরায়। তাহা আমি জানি নাহি সন্দেহ তাহায়॥ কিন্তু এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব গুপ্তবরে। ভাবিতেছি তাই আমি সম্প্রতি অন্তরে। গুপ্তবর তুমি যদি জোতিষে পণ্ডিত। তবে এক প্রশ্ন মোর বলহ তুরিত॥ কৃষ্ণ প্রতি চান্দ্রাবলী মান করে যবে। কি প্রকার ব্যবহার করে তায় তবে॥ এত শুনি শ্রীগোবিন্দ ভাবেন হিয়ায়। ফেলিল সঙ্কেটে এবে ললিতা আমায়॥ যদি সত্য কহি তবে রুষিবেন রাধা। অসত্য কহিলে হবে জ্যোতির্বিদ্যা বাধা॥ তাহা হৈলে এখনি কহিনু যাহা যাহা। ভণ্ডের প্রলাপ তুল্য হবে তাহা২॥ যে হউক সত্য কথা কহা না হইবে। পরেতে প্রিয়ার তাহে মান উপজিবে॥ এত ভাবি কহিছেন ললিতার প্রতি॥ বুঝিলাম তুমি হয়ও বড় ঋজুমতি॥ দেখ তুমি করিলে যে জিজ্ঞাসা আমারে॥ ইথে মোর বিদায় যানিকে কি প্রকারে॥ যেহেতুক গোবিন্দের সোমাভা সহিত॥ ব্যবহার যেন তাহা তব অবিদিত॥ অতএব আমি যাহা কহিব গণিয়া। জানিবে তুমিহ সত্য মিথ্যা কি করিয়া॥ কহি কৃষ্ণে রাধিকার যেন মান হয়॥ যাহে পাবে আমার বিদ্যার পরিচয়॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কহেন তাঁহারে॥ গুপ্ত জানিলাম আমি অবিজ্ঞ তোমারে। যাহার যাহাতেথাকে প্রেম অতিশয়। তাহারি তাহাতে কদাচিতমান হয়॥ মোর কৃষ্ণেনাহি আছে প্রেম এক লব। ইথে মোর তাহে মান অতি অসম্ভব॥ অতএব তুমি তার কথা কিগণিবে। কি করি বা সে গণনে বিদ্যা প্রকাশিবে॥ বটু কন রাধে শুনি তব এই বাণী। লাজেতে তুলিতে নারি আমি মুখ খানী॥ যাহার দর্শনকালে নিমেষ বিচ্ছেদ। সহিতে না পারি তুমি কর কত খেদ॥ তাহে প্রেম গন্ধ নাই একথা কহিতে। লজ্জা না হইল তব কি করিয়া চিতে॥ শ্রীরা

ধিকা ভাবনা করেন কনে মনেং। বটু মিথ্যা নাহি মান আমার বচনে॥ শ্রীকৃষ্ণেতে যার প্রেম গন্ধও থাকয়। তার কি কঠিন হয় এমত হৃদয়॥ দেখ দেখ দিনে দেখি সে দশা ইহার। প্রাণ নাহি গেল দেহ ছাড়িয়া আমার॥ ইথে কৃষ্ণে প্রেম আছে কহিব কেমনে। কহিলেও হাসিবেকযাবদিয় যনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে ললিতা সুন্দরি। বড় লজ্জা বতী হুন তব সহচরী॥ এই লাগি নিজ মান কথা কহিবারে। বারণ করিলা এহ প্রকারে আমারে॥ তুমিতো প্রগল্‌ভা বট ব্রজের ভিতরি। তোমারি কিঞ্চিৎ কথা বিবরণ করি॥ কৃষ্ণ সনে সঙ্গ হৈল যে রূপে তোমার। তাহা কহি যাহে বিদ্যা জানিবে আমার॥ রাধিকা কহেন গুপ্ত বলহ তুরিত। ইহাতেই তব বিদ্যা হইবে বিদিত॥ এত শুনি শ্রীললিতা মনে মনে কন। নিশ্চয় হইল এই এহ কৃষ্ণ হন॥ রাধিকাও জানে কৃষ্ণ বলিয়া ইহারে তেঁই কহিতেছে এই কথা কহিবারে॥ যদি কৃষ্ণ বলিয়া ইহারে না জানিত। তবে রাধা ইহা শুনি কুপিত হইত॥ এত ভাবি কহিছেন করি মৃদুহাস। গুপ্ত আর নাহি কর কপট প্রকাশ॥ মোর প্রশ্ন কহিতে নারিবে যবে গণি। জানিয়াছি তখনি যে বটহ আপনি॥ রাধিকা কহেনসখি এহইবাসরে। গিয়াছিলা এই বেশে ব্রজরাজঘরে॥ তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া চিত। ইহার কপট যাহে হইবে বিদিত॥ সেই কুম্ভ নিয়া আমি যমুনায় গিয়া। ডুবাইতে নাহি পারি শঙ্কিত হইয়া॥ তবে নবজলধর গভীর নিস্বনে। প্রকাশ হইল এই বচন গগনে। বৃন্দাবনেশ্বরি করিতেছ কি ভাবন। ঘটে বারি পুরি লয়ে করহ গমন॥ তোমারি কলঙ্ক ঘুচাইতে করি মন। এই লীলা করিছেন শ্রীনন্দনন্দন॥ কপটেতে নিজে মোহ অঙ্গীকার করি। এসেছেন রূপান্তরে বৈদ্যবেশ ধরি॥ তাহারি ইচ্ছায় এই ঘটে যাবে জল। অতএব নাহি হও শঙ্কায় বিকল॥ এত শুনি জানিয়াছি আমি এই মনে। কুহকী ইহার মত নাহি ত্রিভুবনে। এক রূপে মুর্চ্ছাগত হইয়া থাকিলা। অপর রূপেতে বৈদ্য হইয়া আইলা॥ সেই রূপে এখনো

এই নারী লম্পঠ বিহনে অন্য জন। নারী পদধুলী শিরে কি ধারণ॥ ভুলাতে মোস বারে॥ এসেছেম এই বেশে বটু সহকারে॥ ললিতা কহেন আমি তখনি ইহারে। জানিয়াছিলাম দেখি ইহারি আচারে॥ এই নারী লম্পট বিহনে অন্য জন। নারী পদধূলী শিরে করে কি ধারণ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া এ সব কথা মনে যেন পাই ব্যথা, কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল। সখা তোর একি কাজ, শুনিয়া ডুবিনু লাজ, সিন্ধু মাঝে নাই পাই স্থল॥ ব্রজরাজ অতি ধন্য, সর্ব্ব গোপ অগ্রগণ্য, তুমি তাঁর নন্দন হইয়া। একি লাজ হায় হায় কলঙ্কিনী অবলায়, প্রদক্ষিণ কৈলি কি করিয়া॥ কহে সব স্মৃতিকারী সদাই অশুচি নারী, ছুইতেও শঙ্কা হয় চিতে। তুই তার পদধুলী, কি করি লইলি, তুলি, আপনার শির উপরিতে॥ প্রভাত হইলে পরে, ডাকি সব সহচরে, কহিব তোমার এই কথা। নাহি দিব তোরে আর, রাখালের রাজ্যভার, পাইবে যাহাতে মনে ব্যথা। সখা কি করিলি হায়, লজ্জা দিলি আপনায়, আমা সকলেও দিলি তথা। শ্রীরঘুনন্দন ভণে, বটু কি না আছে মনে মানভঙ্গে হয়েছিল যথা॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু তো বড় অজ্ঞান। যেহেতু নারীর বাক্য করিছ প্রমাণ॥ স্বভাবেই নারী সব মিথ্যা কথা কয়। তার বাক্যে বিস্বাস করিতে যোগ্য নয়॥ দেখহ আকাশ বাণী ঈশ্বর বচন। দেবতারো প্রায় তাহা না হয় শ্রবণ॥ শুনিতে পাইবে তাহা স্ত্রীলোকে কেমনে। অতএব এই কথা না ধরে শ্রবণে॥ আর শুন মোর রোগ শান্তি করিবারে॥ আসিয়াছিলেন তিহ মোদের আগারে॥ তিঁহ সত্য হরি গুপ্ত না আছে সংশয়। ইথে সে আকাশ বাণী কেমনে ঘটয়॥ অতএব হরি গুপ্ত করিল যে কাজ। তাহাতে তুমিহ কেন পাইতেছ লাজ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিৎ কুপিয়া। কহিতে লাগিলা ললিতারে সম্বোধিয়া॥ প্রিয়সখি বুঝিলে বাক্যের মর্ম্ম তোরা॥ মিথ্যাবাদী হইলাম সত্য কহি মোরা॥ অন্য হয়ে নিজে অন্য

কহেন যেমন ॥ তিঁহ সত্যবাদী হন একি বিড়ম্বন ॥ হেন সত্যবাদী যিহ তার হবে পাপ। মিথ্যাবাদী মোর সনে করিলে আলাপ ॥ অতএব আমি আর এথা না রহিব। রহিলে পরের পাপে পাপিনী হইব ॥ এত কহি শ্রীরাধিকা গৃহে প্রবেশিয়া। দ্বার রুদ্ধ করিলেন কপাট অর্পিয়া ॥ তাহা দেখি কহিতে লাগিলা বটুরাজ। শ্রীমতি উচিত নহে তব এই কাজ ॥ সখা মোর কহে নাই কিছু মিছা বাণী। তবে কেন ক্রোধ কর মর্ম্ম নাহি জানি। তুমি করিছিলে গুপ্ত বলি সম্বোধন। তাহারি উচিত এহ কহিল বচন ॥ গূঢ়রূপে আসিয়াছে এহ তব গেহ ॥ ইহাতেও গুপ্ত হই বারে পারে এহ। অতএব ইহাঁ প্রতি ক্রোধ পরিহরি। ডাকি নাও নিজ কাছে ইহারে সুন্দরী ॥ রাধিকা কহেন বটু বলহ উহারে ॥ আকাশ বাণীর কথা বুঝি কহিবারে ॥ সে আকাশ বাণী সত্য কিম্বা মিথ্যা হয় ॥ তাহা কহিলেই পাব দুই পরিচয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে এহ এমত বিধান। আর সত্যবাদী যেন দুই হবে ভান ॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন নিজ চিতে। হৈল অন্য উপস্থিত অন্যথা করিতে ॥ পরিহাস আশে আসি উপজিল মান। কিমতে করিব ইথে সন্দেহ বিধান ॥ দূরে চলি গেল প্রিয়া না রহি নিকটে। ইথে স্তুতি নতি আদি কিছু নাহি ঘটে। অতএব রসান্তর করিব প্রকাশ। যাহাতে প্রিয়ার রোষ শীঘ্র হবে নাশ ॥ এত ভাবি কিঞ্চিৎ নয়ন ভঙ্গি করি। শ্রীমধুমঙ্গল প্রতি কহিছেন হরি ॥ সখা তুমি হরি গুপ্ত আনহ ত্বরিত। সেই পীড়া পুন মোর হৈল উপস্থিত ॥ কৃষ্ণ বাণী শুনি তার আশয় বুঝিয়া। শ্রীমধুমঙ্গল গেলা সে স্থান ছাড়িয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণের-পীড়া শুনি রাধা সশঙ্কিত। কোপ ত্যজি বাহিরেতে আইলা ত্বরিত যদ্যপি শুনিয়াছেন মিথ্যা সেই রোগে। তথাপি কাতর হৈলা প্রণয়ের যোগে ॥ রসিক নাগর তবে কপট করিয়া। আসনে পড়িল যেন জ্ঞান হারাইয়া ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা অত্যন্ত কাতর। কাছে বসি তুলি নিলা কোলের উপর ॥ সখি সকলেরে কন কাতর

হিয়ায়। কি হইবে কি হইবে বলহ উপায়॥ তাঁর কথা শুনি সেথা যত সখী ছিল। চামর ব্যজন জল আনিতে ধাইল। তবে কৃষ্ণ হাসিয়া রাধারে কোলে করি। গৃহে গিয়া বসিলেন পালঙ্ক উপরি॥ সখি সব ফিরি আসি দেখিলা দোহারে। ভাল বলি হাসিয়া কপাট দিলা দ্বারে॥ এখানেতে কৃষ্ণ কোলে থাকিয়া শ্রীমতী। কহিছেন গদ গদ স্বরে তাঁর প্রতি॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। জানিলাম আজি ভাবিয়া মনে। তব প্রেম হয় যেম এ জনে॥ দেখ মোরে দুখ দিবার লাগি॥ দিবসে হইলে সে মোহ ভাগী॥ আনিলাম আমি যখন বারি। তবে যে কহিলে কহিতে নারি॥ একে এ দাসীর পদের ধূলী। নিজ হাতে মাথে লইলে তুলি। যে জল ঢালিলে আপন মাথে। দিলে পদধুলি আমার তাতে॥ তাহাতে পাইনু আমি যে দুঃখে। তাহাকি কহিব আপন মুখে॥ এবে প্রকাশিলে পুন সে দশা। যাহে বাচিবার ঘুচে লালসা॥ তব এ সকল কপট কামে। জ্বালাইছে মোর জীবন ধামে॥ বুঝি তুমি মোর দেখিলে দুখ। হৃদয়েতে পাও বড়ই সুখ॥ তেঁই সহি নিজ এ সব ক্লেশ। মোরে দাও নানা দুখ বিশেষ॥ লোকে কহে তোহে করুণাময়। মোর প্রতি বুঝি তাহা না হয়॥ অন্যথা একান্ত কিঙ্করী জনে॥ এত দুখ দেয়া ঘটে কেমনে॥ এতেক কহিলা কিশোরী রাণী। কহিতে নারিলা অপর বাণী॥

পয়ার। কণ্ঠরোধ হইল তাঁহার অশ্রুজলে। তাহা দেখি কৃষ্ণেরো নয়নে অশ্রু গলে॥ তবে তিঁহ নিজ করে অশ্রু পুছি দিয়া। কহিতে লাগিলা তাঁরে সান্তনা করিয়া॥ একি প্রিয়ে না জানিয়া মোর অভিপ্রায়। কান্দি কান্দি কেন দুখ দিতেছ আমায়॥ তোমার কলঙ্ক করে হেন কোনজন। তাহা শুনি তুমি হও কিছু দুখি মন॥ ইহাই শুনিয়া আমি পৌর্ণমাসী মুখে। শশি-মুখি নিমগ্ন হইনু মহা-দুঃখে॥ তবে করিবারে তব কলঙ্ক ভঞ্জন॥ হইয়াছিলাম কপটেতে অচেতন॥ অথাপি তোমার দুখ হইবে জানিয়া। কহিছিনু বৈদ্যরূপ

সভায় আসিয়া ॥ চরকের মতে কহি আকার বিনাশি। এ রোগ কপাট মোহ বৈদ্য হয় ত্রাসী ॥ এ রোগ কপট মোহ ইষ্ট অর্থ তার। দুখ লাগি বোধ গম্য না হৈল তোমার ॥ করিছিনু যেই মোহ কলঙ্ক ভাঙ্গিতে। যোগ্য নহে তাহে দুখ ভাবনা করিতে ॥ শিরে লয়েছিনু পদধুলী যে তোমার। সে কেবল মহাবল প্রেমের বিকার ॥ যেন মহাদেব গিরিসুতার চরণ। আপনার হৃদয়েতে করেন ধারণ ॥ মোহের প্রকাশ যেই করিনু এখন। তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। তুমি ক্রোধে করি মোর নিকট ছাড়িয়া। গৃহে প্রবেশিলে দ্বারে কপাট অর্পিয়া ॥ অতএব অন্য কোনো মতে [illegible] ক্রোধ। শান্ত না হইবে এই হৈল মোর বোধ ॥ সেই হেতু হইলাম কপটে মোহিত ॥ যাহে তব কোপ শান্তি হইল ত্বরিত ॥ ইহাতেও যদি তুমি মান দোষ বলি ক্ষমা কর প্রিয়ে তাহা করি যে অঞ্জলি ॥

• লঘু-ত্রিপদী। কৃষ্ণের বচন, করিয়া শ্রবণ, রাধা গর গর মতি। ধরি তাঁর করে, অশ্রুজল ঝরে, কহিছেন তাঁর প্রতি ॥ প্রাণবন্ধু বলে, মোরে যে সকলে, কৃষ্ণ কলঙ্কিনী রাই। মোর মনে ভায়, দুখ নাহি ভায়, বরঞ্চ আনন্দ পাই ॥ এ লাগি তোমারে, পবি হরিবারে, এইত কলঙ্ক মোর। না হবে এমন, করিতে যতন, যাহে দুখ হয় মোর। কাত্যায়নি প্রতি, শিবের আরতি, যে কহিলে উপমাম। তাহা সমুচিত, তাঁহে তার প্রীত, দেখি যে অপরিমাণ ॥ আমাতে তোমার; কখনো প্রেমার, নাহি দেখি এক কণ ॥ ইহাতে তোমার, হেন ব্যবহার, দেখি হাসিবেক জন। তোহে নাহি হয়, ক্রোধেরি উদয়, করিলেও অপকার। যেহেতু তোমার, বিয়োগে আমার, এক ক্ষণবাচা ভার ॥ যেমন সমীর, হইয়া অধীর, যদি ভাঙ্গে নিকেতন। তবু তার প্রতি, হয় ক্রুদ্ধমতি, ত্রিভুবনে কোন জন ॥ এলাগি তোমায় ক্রোধ নাহি ভায়, যদি হয় কদাচিত। তথাপি তাহার, করিতে সংহার, ইহা নহে সমুচিত ॥ যদি পুনর্ব্বার, হেন ব্যবহার, কর তুমি এ দাসীতে ॥ শ্রীরঘুনন্দনে, সাক্ষী রাখি মনে, প্রবেশিব কালিন্দিতে ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এত অনুচিত। কদাচিতো নহে ইহা প্রণয়ের রীত॥ তাহাই করিব মোর যাহে হবে সুখ। ভাবিতে না পাবে কভু তুমি তাহে দুখ। দেখ প্রিয়জন দন্ত নখাঘাত করে। তাহাতেও প্রিয়া দুখ ভাবেনা অন্তরে॥ তেন প্রিয়া করিলেও দন্ত নখার্পণ। দুখিত না হয় কদাচিতো প্রিয়জন॥ তাহা তুমি অনুভব করহ সাক্ষাত। যথেষ্ট করিয়া মোরে দন্ত নখাঘাত॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিত হাসিলা। তাহা দেখি কৃষ্ণ বড় সুখিত হইলা॥ তবে চুম্ব দিয়া রাধা বদন কমলে। আসক্ত হইলা কাম কেলি কুতুহলে॥ সেই কেলি সুখে করি রজনী যাপন। বটু সঙ্গে মিলি গৃহে করিলা গমন॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধা-মাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধাকলঙ্ক ভঞ্জনান্তর
মিলন বর্ণনোনাম একবিংশ উল্লাসঃ।

দ্বাবিংশ উল্লাস

যদ্দ্বেষৎে কুটিলা প্রাপাপমানং স্বসহোদরাৎ।
জটিলা বন্ধুতোব্রীড়াং সারাধানঃ সদাবতু॥

পয়ার। পূর্ব্বমতে কৃষ্ণ-রাধা কলঙ্ক ভাঙ্গিলা। তাহাতে পাইল লাজ জটীলা কুটিলা। পরামর্শ করিয়া তাহারা দুই জন। সদা করে রাধি-কার দোষ অন্বেষণ॥ রাধিকা যখন যান পূজিতে তপন॥ কুটিলাও সেইকালে করয়ে গমন॥ কভু সঙ্গে যায় কভু যায় লুকাইয়া॥ কোন

দিন কোন কলে চাতুরী করিয়া ॥ তাহা জানি রাধাকৃষ্ণ শঙ্কাযুক্ত মন। করিতে না পারেন স্বেচ্ছামতে বিহরণ ॥ তাহাতে খেদিত হয়ে শ্রীনন্দনন্দন। এক দিন প্রিয় সখা সকলেরে কন ॥ কহ কহ সখা সব কি হবে উপায়। কুটিলার উপদ্রব কিসে শান্তি পায় ॥ সর্ব্বদা প্রিয়ার পাছে পাছে সে ফিরয়। এ লাগি প্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গ নাহি হয় ॥ কহিছেন বটু আমি উপায় করিব। কুটিলাবে রাধিকার সঙ্গছাড়াইব ॥ চল চল সূর্য্যমন্দিরের সন্নিধান। করিব আইলে রাধা উচিত বিধান ॥ কুটিলারি বেশধরি আয়ানে আনিয়া। করাইব অপমান প্রকাশ করিয়া ॥ এত কহি গেলা সবে সূর্য্যের ভবনে। রাধাও আইলা সূর্য্য পূজন কারণে ॥ কুটিলাও অন্য পথে আসি সেই ঠাঁই। রহিল নিবিড় এক নিকুঞ্জে লুকায় ॥ এখানেতে শ্রীকৃষ্ণ কহেন ললিতায়। আজি কেন সঙ্গে আন নাই কুটিলায় ॥ ললিতা কহেন সেহ আইলে তোমার। অনুমান করি হয় আনন্দ অপার ॥ রাধিকা কহেন সখি কি কর সংশয়। সে আইলে ইহার বড়ই সুখ হয় ॥ যে হেতুক সে মোদের অপমান করে। তাহা শুনি সুখ হয় ইহার অন্তরে ॥ তত শুনি কহিতে লাগিলা বটুরায়। রাধে তব এই কথা শোভা নাহি পায় ॥ যে হেতুক তুমিই কৃষ্ণের অপমানে। সুখী হও এই হয় মোর অনুমানে ॥ তাহা না হইলে কেন করি মান ছল। অপমান করিবে ইহারে অনর্গল ॥ সখাত সে অপমানে নাহি হয় দুখী। বরঞ্চ তাহাতে হয় অতিশয় সুখী ॥ যে যাহার অপমানে পায় সুখোদয়। সেকি তার অপমান শুনি সুখী হয় ॥ এ সব বচন শুনি কুটিলা কুপিত। নিকুঞ্জ ত্যজিয়া আসি হৈল উপস্থিত ॥ আসি সেহ কহিতে লাগিলা বটু প্রতি। ভাল কথা কহিতেছ তুমি মহামতি ॥ এই রাধা মান করি দেয় যত গালী। তাহাতে সুখি হয় এই বনমালী॥ আহা মরি কিবা ভাগ্যবতী এই রাই। যার গালি শুনি সন্তুষ্ট কানাই ॥ আমার ভ্রাতা বা কিবা সৌভাগ ভাজন। যাহার ভার্য্যার গালি কৃষ্ণের ভূষণ ॥ বটু কন কুটিলে শুনহ যদি বাণী।

তোমারো গালীতে তবে তোষে বংশীপানি ॥ এত শুনি ললিতা কহেন কুটিলারে। যোগ্য বটে ঘটকের কথা শুনিবারে ॥ এহ হন ঘটক কর্ম্মেতে বিচক্ষণ। পারিবেক করিবারে অবশ্য যোটন ॥ তুমিহ কুটীলা কাল বরো বাকা কাল ॥ যেন কন্যা তেন বর যোগ হবে ভাল ॥ এত শুনি অতিশয় কুপিত কুটিলা। ললিতার প্রতি কহিবারে আরম্ভিলা ॥ কুটনি ঘটক বটে তোদেরি এজন। তোদেরি সুনিতে যোগ্য ইহার বচন ॥ মোদের ঘটকে নাই কিছু মাত্র কাজ। খাই নাই মোরা কুল ধর্ম্ম ভয় লাজ ॥ ললিতা কহেন মরি লইয়া বালাই। দিয়াছ লাজের মুখ তুমি বুঝি ছাই ॥ সে দিবসে না পারিয়া জল আনিবারে। এত সতী বড়াই করিছ কি প্রকারে ॥ মোর সতী বটি কি না জানে সব জন। তুমি হও করিয়াছ সে দিনে দর্শন ॥ বিশাখা বলেন তবে হাসিয়া হাসিয়া। কূটিলে বুঝিনু আমি কৃষ্ণ আভাগিয়া ॥ তোমা হেন সুন্দরী না ভজিল যাহারে। তাহার কি ফল আছে থাকিয়া সংসারে ॥ কুটিলা কহয়ে শুন বিশাখা কুটনী। নাহি চাহি মোরা কিছু অঙ্গের লাবণী ॥ অঙ্গের সৌন্দর্য্য নহে নারীর সৌন্দর্য্য। প্রতিব্রতা ধর্ম্ম হয় সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য ॥ বিশাখা কহেন সেই হরিগুপ্ত আসি। তব পতিব্রতা ধর্ম্ম গিয়াছে প্রকাশি ॥ যদি নাহি পাইতাম মোরা তা দেখিতে। তবেই হইত যোগ্য এ গর্ব্ব করিতে ॥ এইমতে তারা সবে করেন কন্দল। কৃষ্ণপানে চাহি কন শ্রীমধুমঙ্গল। সখা শুনি ইহাদের এসব বচন। আনন্দ পাইতেছিল বড় মোর মন ॥ কিন্তু সেই সুখভোগে করিল বাধিত। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যারকাল হয়ে উপস্থিত ॥ তোরা সবে কিছুকাল এ কলহ শুন। আমি সন্ধ্যা করি শীঘ্র আসিতেছি পুনঃ। এত শুনি কুটিলা কহয়ে হাস্য করি। না দেখি এমত বিপ্র ভবের বিভরি ॥ ইতোমধ্যে তিন-বার হয়েছে ভোজন। তভু সন্ধ্যা করিবারে এত আয়োজন ॥ প্রতি দিন গোপের উচ্ছিষ্ট যেই খায়। সে বিপ্রের কিবা কাজ আছয়ে সন্ধ্যায় ॥ বটুকন কুটীলে দিতেছ গালি মোরে। ইহার ব্রহ্মণ্যদেব ফল দিবে তোরে ॥ এত কহি সেই বটু গিয়া অন্য স্থান। কুটিলার মত কৈলা

বেশের বিধান ॥ তার পরে অভিমন্যু নিকটে যাইয়া। কহিতে লাগিলা যেন কুপিত হইয়া ॥ দাদা মোর সঙ্গে শীঘ্র করি আগমন। সূর্য্যগৃহে আসিয়া করহ নিরীক্ষণ ॥ পূজাদ্রব্য লয়ে ললিতাদি সখী সনে। বধু আনিয়াছে সূর্য্যে পূজিবারে বনে ॥ কিন্তু মোরমত বেশ করি এক জন। করিছে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আচরণ। কহিতেছে নানা কটু কথা বার বার ॥ যাহাতে অখ্যাতি হবে সংসারে তোমার ॥ বটুরাজ আজি সূর্য্য পূজা করাবারে। আগমন করে নাই সূর্য্যের আগারে ॥ কিন্তু দিয়াছেন তিঁহ কৃষ্ণে প্রতিনিধি। করাইতে না দিতেছে তারে পূজা বিধি ॥ সেহ বটে পুরুষ অথবা বটে নারী। বেশের প্রভাবে তাহা জানিতে না পারি ॥ কি কব তাহার বেশ আমারো যাহয়। সে আমি কি ওই আমি এ বোধ না হয় ॥ বধুরে পূজিতে সে না দেয় দিবাকরে। বারণ করিবে পুনঃ অপমান করে ॥ অতএব সেখানে আসিয়া এক-বার। দূর করি দাও তারে করি তিরস্কার ॥ অন্যথা রাধিকা সূর্য্য পূজিতে না পায়। পূজা না হইলে বিঘ্ন হবে এই ভায় ॥ এত শুনি অভিমন্যু কোপে কম্পবান। চল চল বলিবেগে করিল প্রস্থান ॥ কুটিলার বেশধারী শ্রীমধুমঙ্গল। তার পাছে পাছে যান মহাবুদ্ধি বল ॥ মহাক্রোধে অভিমন্যু করে আগমন। দেখিয়া ভাবেন রাধা ত্রাসযুক্ত মন ॥ কুটিলারি উপদ্রবে স্বাস্থ্য নাহি পাই। হায় তাহে আইল ইহার পুন ভাই ॥ দেখিতেছি আসিতেছে ক্রোধে কম্পবান। বন্ধু কাছে দেখিয়া করিবে অপমান ॥ মোরে গালি দেয় তাহে নাহি কিছু দুখ। বন্ধুরে কুকথা পাছে কহয়ে দুর্ম্মুখ ॥ এইরূপ ভাবিছেন রাধিকা হিয়ায় কিন্তু নাহি জানেন তাহার অভিপ্রায় ॥ তবে সেই অভিমন্যু নিকটে আসিয়া। কহিতেছে কুটিলারে অপর মানিয়া ॥ ওরে দুষ্ট মতি তুই হও কোন জন। কি লাগি বা করিয়াছ এথা আগমন ॥ মোর ভাগনীর বেশ ধারণ করিয়া। এখানে বা রহিয়াছ কিসের লাগিয়া ॥ শুনি অভিমন্যুর এ সকল বচনে। সকলেই সন্দেহ করেন মনে মনে ॥ একি এ সকল কথা কিসের লাগিয়া। এহ কহিতেছে তাহা না বুঝি

ভাবিয়া ॥ ভাবিতে ভাবিতে তাঁরা কুটিলার বেশে। শ্রীমধুমঙ্গল আই-লেন সেই দেশে ॥ তারে দেখি সকলেই জানিতে পারিলা। কেবল কুটিলা অভিমন্যু না চিনিলা ॥ বটু বলিছেন দাদা দেখিলে নয়নে। কে বটে এজনএথা এল কি কারণে ॥ আমার সমান বেশ ধারণ করিয়া কলহ করিছে বধূ সনে কি লাগিয়া ॥ কিন্তু কিবা চমৎকার ইহার এ বেশ। আমিও বুঝিতে নারি যাহার বিশেষ ॥ অই আমি বটি কিম্বা এই আমি বটি। নিশ্চয় করিতে নারি ইহা সত্য রটি ॥ ললিতা কহেন ওহেঠাকুরজামাই। কুটিলা কহিছেযাহা যথার্থ ইহাই ॥ মোরাও ইহারে আগে দর্শন করিয়া। মানিয়াছিলাম তব ভগ্নীই বলিয়া ॥ এখন তোমার সঙ্গে দেখি কুটিলায়। জানিলাম বেশধারী বলিয়া ইহায় ॥ করিতেছে এহ আসি নানা উপদ্রব। কর তাহা যাহা হয় বিবেচনে তব ॥ এত শুনি অভিমন্যু অরুণ নয়ন। কহিতেছে কুটিলারে এইত বচন ॥ দুষ্টমতি চাহ যদি আপন কল্যাণ। তবে শীঘ্র যাহ তুমি ছাড়িয়া এ স্থান ॥ কি কহিব তোরে আমি চিনিতে না পারি। বটহ পুরুষ কিম্বা বট কোনো নারী। জ্বলিতেছে কলেবর কোপেতে আমার। পুরুষ জানিলে তোরে করিত প্রহার ॥ নারী অশঙ্কায় তাহা পারি না করিতে। যাহ যাব এই স্থান ছাড়িয়া ত্বরিতে ॥ একি অন্য বেশ ধরি বধুর সহিত। করিতেছ কলহ তুমিহ দুষ্টচিত ॥ ধরি লয়ে যাইতাম তোরে রাজদ্বারে। বাচাইল নারীশঙ্কা কেবল তোমারে ॥ বিশাখা বলেন ওহে প্রিয়সখী পতি। এ ব্যক্তি পুরুষ বটে এই মোর মতি ॥ অতএব করে ধরি হইয়া ইহারে। যাহ তুমি মথুরায় কংসরাজদ্বারে ॥ এতেক বচন শুনি শঙ্কাযুক্ত মন। কুটিলা কিঞ্চিত দূরে করে পলায়ন ॥ অভিমন্যু কহে ওহে বিশাখা সুন্দরি। নিশ্চয় করিতে নারি আমি তর্ক করি ॥ অতএব অঙ্গে হাত দিতে না পারিব। বাক্যদণ্ড করি দূর ইহারে করিব ॥

ত্রিপদী। শুনি অভিমন্যু বাণী, যোড়করি দুই পাণি, কহিতেছে কুটিলা বচন। দাদা একি চমৎকার, হইয়াছে কি তোমার, উন্মাদ-

রোগের সংঘটন ॥ হায় একি সাক্ষাৎকারে, না পারিলে চিনিবারে, সোদর ভগ্নীরে আপনার। কব কারে এই কথা, পাইতেছি মনে ব্যথা এই ভ্রম দেখিয়া তোমার ॥ সত্য কহি আমি তোরে, জাহ কুটিলা মোরে, অন্য বলি নাহি কর জ্ঞান। স্থির কর নিজ মন, কর ক্রোধ সম্বরণ, আর নাহি কর অপমান ॥ এই দুষ্ট কেবা বটে, মিথ্যা সব কথা রটে, করি বেশ আমার সমান ॥ এহ হয় মহাভণ্ড, করহ ইহার দণ্ড, লয়ে গিয়া রাজ সন্নিধান। আমি ইহাদের সহ, করিতেছি যে কলহ শুন কহি তার বিবরণ। জানিতে পারিবে যায়, কিশোরীর গুণপ্রায়, সকলি সুখিত হবে মন ॥

পয়ার। এত শুনি অভিমন্যু অতিক্রুদ্ধ মতি। কহিতে লাগিল পুনঃ কুটিলার প্রতি। কি কহিবি তুই মোরে ভার্য্যার দূষণ। যারগুণ জানয়ে ব্রজের সর্বজন ॥ শুনিয়াছি হরিগুপ্ত সে দিবসে আসি। প্রকাশিয়া গিয়াছে ইহার যশ রাশি ॥ কি দোষ ইহার তুমি দুর্ম্মতি কহিবে। কহিলে বা কারতাহেবিশ্বাসহইবে ॥ অন্য বেশধরি যেহপরকে ভুলায়। বিশ্বাস হইবে কেন তাহার কথায় ॥ অতএব তাহা কহ নাহি কিছু ফল। দূরে যাহ তুমি যদি বাসহ মঙ্গল ॥ এত শুনি কান্দি কান্দি সে কুটিলা বটে। চলিলাম এই আমি মাতার নিকটে ॥ বিনাদোষে করিলে আমার অপমান। কহি গিয়া সব কথা তাঁর বিদ্যমান ॥ এত কহি কান্দি কান্দি কুটীলা চলিল। অভিমন্যু তারে পুনঃ কহিতে লাগিল ॥ যাহ যাহ মোর মাতা নহে ভ্রান্ত মতি। শুনিবে না তোর মিথ্যা এসব ভারতী ॥ এইরূপে কুটীলা আপন ভ্রাতা স্থানে। পাইলেক সত্য কহিয়াও অপমানে ॥ অতএব জানিলাম মোরা এই সার। কৃষ্ণের অপ্রীতি যাহে হেন ফল তার ॥ কুটীলা যখন দূরে গমন করিলা। বিশাখা বটুরে তবে কহিতে লাগিলা ॥ কুটিলে তুমিহ শীঘ্র যাহ নিজ ঘরে। অন্যথা বিপদ হবে তোমারউপরে ॥ ও যদি অগ্রেতে যায় তব স্বামী কাছে। তোমারে না লবে সেই তুমি গেলে পাছ ॥ বটু কন নাহি আছে সে ভয় আমার। সত্য ছাড়ি মিথ্যা কেন করিবে

স্বীকার। অভিমন্যু কহে তবে শ্রীবিশাখা প্রতি। হাস পরিহাস ছাড় সুন্দরি সংপ্রতি ॥ আপন সখীরে পূজা করয়ে ভাস্করে ॥ তুরিত ফিরিয়া যাহ নিজ নিজ ঘরে ॥ সেহ যদি জননীরে করে আনয়ন। কুটিলাই করিবেক তাঁহারে শাসন ॥ গোর্দ্ধন সখা মোরে কহি পাঠায়েছে অতএব যাব শীঘ্র আমি কংস কাছে ॥ এত কহি অভিমন্যু গেল মথুরায়। এখানেতে রাধিকা কহেনললিতায় ॥ প্রিয়সখিকুটীলা গিয়াছে বহুক্ষণ। জরতী আগত প্রায় এই হয় মন ॥ অতএব কি করিব বলহ উপায়। কেমনে বা উত্তীর্ণ হইব এই দায় ॥ এত শুনি সুবল কহেন রাধিকায়। আমি কাছে রহিয়াছি ভয় [illegible]কায়। আজিকার জটিলার ভয় নিবারিব। পরেতেও তার বনে আসা ঘুচাইব ॥ তুমি নিজ সখীসনে অন্য পথ দিয়া। গুপ্তরূপে যাহ নিজ ভবনে চলিয়া ॥ আমিহ তোমার বেশ করিয়া ধারণ। উজ্জল গন্ধর্ব্ব হোক সখী তুষ্ট জন। বটু আপনার বেশ করিয়া প্রকাশ। করুক মোদের সঙ্গে হাস পরিহাস ॥ যদি তব শ্বশ্রূ এথা করে আগমন। তবে হবে নানা মত অভীষ্ট সাধন ॥ এত কহি আর শুনি তাঁরা সব জন। করিলেন সেই সেই কর্ম্ম আচরণ ॥ এখানে কুটিলা জটিলার কাছে গিয়া। কহিতে লাগিল তারে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ মাগো আমি গিয়াছিনু ভাস্কর ভবনে ॥ দেখিলাম রাধিকারে সেথা সখী সনে ॥ করিতেছে কৃষ্ণ সনে যেই পরিহাস ॥ কহিতে না পারি লাজে তাহা তব পাশ। তাহা শুনি আমিহ গেলাম সেই স্থলে। মোরে দেখি ভীত হৈল তাহারা সকলে ॥ সেই কালে হৈল এক অদ্ভুত ঘটন। প্রবেশিতে না পারিল যাহে মোর মন ॥ মোর বেশ ধরিয়া কে বটে এক জন। দাদারে লইয়া কৈল সেথা আগমন ॥ না জানি কি শিখাইয়া ছিল সে দাদারে। করিল সে অপমান অনেক আমারে ॥ অতএব একবার চলহ সেখানে। দেখ গিয়া বধূর চরিত্র স্বনয়নে ॥ দাদারেও কর গিয়া তুমি অপমান। অন্যথা আমিহ দেহে না রাখিব প্রাণ ॥ এত শুনি ক্রোধেতে অন্ধ হইয়া প্রায়। আয়২ আয় বলি মহা-

বেগে ধায়। তার পাছে পাছে সুখে কুটিলা চলিল। সূর্য্যগৃহ কাছে গিয়া কহিতে লাগিল॥ মাতা পথে দেখিতে না পাইলাম রাই। অতএব মনে করি আছে সেই ঠাঁই॥ দাদা বুঝি যাইয়া থাকিবে মথুরায়। তেঁই আছে কৃষ্ণ কাছে এই মনে ভায়॥ অতএব বৃক্ষ আড়ে করিয়া নিবাস। শুন কৃষ্ণ সঙ্গে রাধিকার পরিহাস॥ এত কহি তারা দোহে রহে লুকাইয়া। এথা কৃষ্ণ কন সুবলেরে সম্বোধিয়া॥ স্নিগ্ধমতে হইয়াছে কিবা বেশ তব। যাহা দেখি আমি মুগ্ধ অপর কি কব॥ আহা মরি কেশে কিবা বেণী হইয়াছে। কালফণী আসিতে না পারে যার কাছে॥ ললাটেতে সিন্দুর তিলক কি শোভয়। কমল উপরি যেন ভাস্কর উদয়॥ দুই পয়োধর হয় কদম্ব কোরক। তাহার উপরি সাজে রতন পদক॥ ভাল সাজিয়াছে নব মেঘবর্ণ সাটি কিবা কব এক মুখে তার পরিপাটী॥ হইয়াছ এই বেশে তুমিহ শ্রীমতী। তোমারে দেখিয়া ভুলি গেল মোর মতি॥ বটু কন কৃষ্ণ তুমি রাধিকার বেশ। দেখিয়া কি লাগি পাও উন্মাদ আবেশ॥ কৃষ্ণ কন সখা বেশ দেখি রাধিকার॥ কহিতে না পারি সুখ যে হয় আমার॥ এই সব কথা কন কৃষ্ণ সখা সনে। ওখানে কুটিলা নিজ জননীরে ভণে॥ শুনিলে শুনিলে মাতা কৃষ্ণের বচন। করিতেছে অনুরাগে রাধারে বর্ণন। এখন চলহ উহাদের কাছে যাই। তোমার যে মনে লাগে করহ তাহাই॥ এত শুনি জটিলা কম্পিত কলেবর। উপস্থিত হৈল গিয়া কৃষ্ণ বরাবর॥ তাঁর কাছে রাধা বেশে দেখিয়া সুবলে। রাধা বলি মানি সেহ কোপে কৃষ্ণে বলে॥

মল্লঝাঁপ ষোড়শাক্ষরী। ওরে পরনারী ধর্ম্মহারী নন্দের কুমার। লাজ পরিহরি একি করিতেছ দুরাচার॥ পরনারী সনে ঘোর বনে হাস পরিহাস। করা যোগ্য নয় যাহে হয় ধর্ম্মের বিনাশ॥ কহে সব জনে রাই সনে আসক্তি তোমার। কিন্তু সে বচনে ছিল মনে সন্দেহ আমার॥ আজি দেখি শুনি মনে গুণি করিনু নিশ্চয়। তাহা সত্য বটে সত্য বটে লোকে যাহা কয়॥ শুনি এত বাণী বেণুপানি

কহেন তাহারে॥ কেন কর রোষ দাও দোষ জরতি আমারে॥ এই বটু রায় রাধিকায়পূজন করায়॥ আজি যথাবিধি প্রতিনিধি দিয়াছেআমায় পূজা করাবারে এই ঘরে আসিয়াছি আমি। তুমি তাহে কেন কর হেন ক্রোধ অবিরামি॥ শুনি এত বোল গণ্ডগোল জটীলা করয়। শুনি কথা তোর হাসি মোর ঢাকা নাহি রয়॥ একি যে যাজনে বিপ্র বিনে নাহি অধিকার। তাহে গোপ সুত অধিকৃত হইল কি প্রকার॥ শুন কথা আর রাধিকার বেশ নিরখিয়া। মহা প্রেমে ভরি গান করিছিলে কি লাগিয়া॥ কহি কৃষ্ণে এত কথা সেত সুবলে বলয়। কলঙ্কিনী রাই বুঝি নাই তোর লজ্জা ভয়। তুমি সূর্য্য সেবা ছলে দেবালয়েতে আসিয়া। কর নিতি নিতি কামে মাতি এইত কুক্রিয়া। আজি হাতে নোতে স্বসাক্ষাতে পাইনু তোমায়। ধরি লয়ে যাব লয়ে যাব প্রবীণ সভায়॥ যারা মোরে কহে রাই নহে কথনো কুমতি। আজি তা সবারে ঘরে ঘরে দেখাইব সতী॥ এত কহি করে সুবলেরে ধরিয়া জটিলা॥ মাতি ক্রোধ ভরে ব্রজপুরে লইয়া চলিলা॥ তবে ললিতার বিশাখার বেশে ঝলমল। যান তার পাছে কাছে কাছে গন্ধর্ব্ব উজ্জ্বল॥ কন তাঁরা কেন মাগো হেন করিতেছ রোষ। হয়ে স্থির মন বিবেচন কর গুণ দোষ তাহা না শুনিয়া না কহিয়া চলিলা জটিলা। তবে সে দোহারে কহিবারে লাগিল কুটিলা॥ আলো ধর্ম্ম-নাশি অবিশ্বাসি বিশাখা ললিতে। তোরা কেন আর বারবার লাগিছ কান্দিতে॥ আজি ধর্ম্মরাজ সবকাজ প্রকাশি দিয়াছে। চল পুরে সবে তবে কবে মনে যাহা আছে। এই দ্বন্দ্ব করি তারা পুরী কৈলা প্রবেশন। যায় নিরখিতে সুখচিতে শ্রীরঘুনন্দন॥

পয়ার॥ তবে সে জটিলা গোকুলেতে প্রবেশিয়া। ডাকিলেক সকলেরে চীৎকার করিয়া॥ তার শব্দ শুনিয়া যাবৎ নারী নর। আইলা সকলে শীঘ্র তার বরাবর॥ তাহা দেখি সেহ লাগিলা কহিতে দেখ তোরা সবে মোর বধুর চরিতে॥ এহ সূর্য্য পূজা ছল করি গিয়া

মনে। বিলাস করিতেছিল নন্দসুত সনে॥ তা দেখি কুটিলা মোরে কহিল আসিয়া। আমি গিয়া হাতে নোতে আনিনু ধরিয়া॥ আমার কর্ত্তব্য হয় কি কর্ম্ম সম্প্রতি। তাহা কহ তোমরা সকলে মোর প্রতি এত শুনি প্রবীণ প্রবীণ যত জন। তাঁরা সবে হৈল লাজে বিনম্র বদন॥ রাধিকার পক্ষ যত তাঁরা হৈলা দুখী। চন্দ্রাবলী সহচরীগণ হৈলা সুখী॥ হেনকালে শ্রীললিতা বিশাখা সহিত। সেই স্থানে রাধিকা হইলা উপস্থিত॥ তাঁহাদিগে দেখি সবে সবিস্ময় মন। এক দিঠে করিতেছে তাদিগে দর্শন। তাহা দেখি কহেন সুবল মহাশয়। কি দেখিছ সবে উহা রাই সত্য হয়। আমরা তিনজন নাহি হই সত্য নারী। কিন্তু কৃষ্ণ সখা হই নারীবেশ ধারী॥ বনেতে যাইয়া সব সখা মেলি। নানাদিন করি থাকি নানামত কেলি॥ দিনে দিনে ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধরি তায়। যাহা দেখি অন্য লোক নিশ্চয় না পায়। তাহে যদি কেহ কভু রাধাবেশ ধরে। তাহা দেখি জটিলা কুটিলা শঙ্কা করে। আমিহ সুবল আজি হয়েছি রাধিকা। গন্ধর্ব্ব উজ্জ্বল শ্রীললিতা বিশাখিকা॥ ইহাই দেখিয়া এই কুমতি কুটিলা। আপনার জননীরে লয়ে গিয়াছিলা॥ এহ গিয়া কহিয়া অনেক কটুবাণী। আনিল আমার করে ধরি টানাটানি॥ ত্যজিতাম মোরা এই বেশ সেই ঠাঁই। কিন্তু এই অভিপ্রায় করি ত্যজি নাই॥ এই মত দেখি আমাদের বেশ। কুটিলা জটিলা করে কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ॥ জানাইতে তোমাদিগে আমরা ইহাই। এই বেশে আসিয়াছি তোমাদের ঠাঁই॥ এত কহি তিঁহ আর গন্ধর্ব্ব উজ্জ্বল। কল্পিত রমণী বেশ ছাড়িলা সকল॥ তাহা দেখি কুটিলা জটিলা দুই জন। অতি দুখী হৈল মুখে স্ফুরে না বচন॥ প্রবীণ প্রবীণ লোক সেথায় যত ছিল। তাঁরা সবে তাহাদিগে কহিতে লাগিল॥ একি তোমাদের নাহি নাহি কিছু বিবেচন। মিথ্যা কর কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ আচরণ॥ রাধিকার পাতিব্রত হরি বৈদ্য আসি। সে দিবসে ব্রজমাঝে গিয়াছে প্রকাশি॥ তার প্রতি তোরা যেই করহ সংশয়। কোনমতে তাহা সমুচিত নাহি

হয় ॥ এক্ষণ গমন কর নিজ নিকেতন। না করিহ আর কভু হেন আচরণ ॥ এত কহি সকলেই গেলা স্বভবনে ॥ জটিলা কুটিলা গেল আপন সদনে ॥ সুবলাদি তিন জন কৃষ্ণ কাছে গিয়া। কহিলেন সব কথা বিবরিয়া ॥ তাহা শুনি তিঁহ ষয়ে আনন্দিত মন। সেই তিন জনে করিলেন আলিঙ্গন ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে কুটিলা জটিলাপমান বর্ণনো
নাম দ্বাবিংশতিতম উল্লাসঃ।

ত্রয়োবিংশ উল্লাসঃ

বেশং বিধায় দিবসে সুবলস্যেব সুন্দরং।
শ্রীমাধবং যাভ্যসরৎ পায়াৎ সা রাধিকা জগত ॥

পয়ার। তার পর ভবনেতে যাইয়া জটিলা। কোপ করি কুটিলারে কহিতে লাগিলা ॥ জানিলাম আমি তোর নাহি কিছু জ্ঞান। তোর দোষে আমিও পাইনু অপমান ॥ আমি বৃদ্ধ হই ভাল পাই না দেখিতে। যুবতি হইয়া তুই নারিলি চিনিতে ॥ কুটিলা কহয়ে মাতা ক্রোধ পরিহরি। শুনহ বচন যাহা নিবেদন করি ॥ রাই যবে বিপিনেতে করিল প্রস্থান। সেই কালে আমি পাছে করিনু পয়ান ॥ কিছু দূরে বৃক্ষ আড়ে করি থাকি বাস। শুনিলাম কৃষ্ণ সনে তার পরিহাস ॥ তবে আমি নিকটেতে করিয়া পয়ান। করিতে লাগিনু তার নানা অপমান ॥ হেনকালে মোর বেশ ধরি একজন। দাদারে লইয়া সেথা কৈল আগমন ॥ না জানি কি শিখাইয়া ছিল সে

দাদারে। করিল সে অপমান অনেক আমারে॥ তার পরে আমিহ গেলাম তোহে নিয়া। মিথ্যা নহে ইহা কহি শপথ করিয়া॥ তবে যে হইল এই অনর্থ ঘটন। তাহে এই অনুমান করে মোর মন॥ আসিয়া ছিলাম আমি তোহে নিতে যবে। সখী সঙ্গে রাই ঘরে আসিয়াছে তবে॥ সেইকালে সুবল প্রভৃতি তিন জন। করিছিল এই সব বেশ বিচরন॥ কুটিলার কথা শুনি জটীলা বলয়। ইহাই হইবে এই মোর মনে লয়॥ যা হোক রাধারে আজি হইতে কাননে। যাইতে না দিব গৃহে রাখিব যতনে॥ যষ্টি হাতে করি দ্বারে বসিয়া রহিব। কোনমতে বাহিরে যাইতে নাহি দিব॥ এই পরামর্শ করি সেইত জটিলা। রাধার বাটীর দ্বার চাপিয়া বসিলা॥ ক্ষণকাল মাত্র সেহ উঠিয়া না যায়। বাহিরে আসিতে নাহি দেয় রাধিকায়॥ তবে কৃষ্ণে দেখিতে না পাইয়া শ্রীমতী। হইলেন অতিশয় দুঃখযুক্ত মতি॥ ত্যজিলেন তিঁহ স্নান ভোজন বিহার। সুতিয়া থাকেন সদা ভবন মাঝার॥ তাহা দেখি কুটিলা কহিল জটিলারে। সেহ আসি আরম্ভিল তাঁরে পুছিবারে॥ বধু তুমি কি লাগিয়া নাহি কর স্নান। ভোজন না কর নাহি কর জল পান॥ রাধিকা কহেন মোর দেহে সুখ নাই। এই লাগি স্নান নাহি করি নাহি খাই॥ তাহা শুনি জটিলা পুনশ্চ দ্বারে গিয়া। বসিয়া রহিল পথ নিরোধ করিয়া॥ এইরূপে দুই তিন দিন বহি যায়। কৃষ্ণও উদ্বিগ্ন বড় না দেখি রাধায়॥ তবে তিঁহ ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃন্দাবনে। সুবলেরে কহিছেন মধুর বচনে॥ প্রিয় সখা কহ কহ কিসের লাগিয়া। দুই তিন দিন বনে না আইসে প্রিয়া॥ তাহারে দেখিতে না পাইয়া মোর চিত। হইতেছে নিরবধি মহা উৎকণ্ঠিত॥ সুবল কহেন সখা ইহার কারণ। শুনিয়াছি তাহা কহি করহ শ্রবণ॥ সভা মাঝে অপমান পাই সে দিবস। জটিলা হয়েছে বড় কুপিত মানস॥ সেই বসি থাকে সদা রধিকারে দ্বারে। বাহিরে আসিতে নাহি দেয় রাধিকারে॥ অতএব আসিতে না পায় সেহ বনে। উদ্বেগ না কর তুমি

তার লাগি মনে ॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুখি মন। কহিতে লাগিলা পুন সুবলে বচন।

ত্রিপদী। প্রিয় সখা কি হইল, একি বিঘ্ন উপজিল, প্রিয়ার বিপিন আগমনে। না দেখিতে পাই তারে; নারি ধৈর্য্য ধরিবারে, উদ্বেগ বাড়য়ে সদা মনে ॥ দেখিয়া পুষ্পিত বন মদনের উদ্দীপন, হইতেছে সদা অতিশয়। সেহ বৃষ্টি করি শর, করিতেছে জর জর, আর তাহা সহ্য নাহি হয় ॥ উন্মত্ত কোকিল সব, করিছে পঞ্চম রব সেহ লাগে যেন কাম শূল। মলয় বাতাস গায়, লাগিতেছে অগ্নি-প্রায়, তাহে মন বড়ই ব্যাকুল॥ বিশেষত সে দিবসে, হাস পরিহাস রসে, বাধ কৈল কুটিলা আসিয়া। তার লাগি মোর মন, স্থির নহে এক ক্ষণ, দুঃখ মাঝে রয়েছে ডুবিয়া ॥ অতএব কর ভাই, যাহাতে দেখিতেপাই, কিশোরীরে আমি এই বনে। তোমা বিনে অন্য আর, এই কর্ম্ম সাধিবার, যোগ্য নাহি দেখি যে নয়নে ॥

পয়ার। শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহেন সুবল। সখা তুমি নাহি হও এতেক বিকল ॥ চলিলাম আমি এই কর্ম্ম সাধি বারে। ত্রুটি না করিব নিজ শক্তি অনুসারে ॥ এত শুনি নিজ কণ্ঠ হৈতে লয়ে শ্যাম। তাঁর কণ্ঠে দিলা মনোহর পদ্মদাম ॥ আশ্বাস পাইয়া তারে আলিঙ্গন দিলা। তবে তিঁহ রাধা গৃহে প্রস্থান করিলা ॥ এক পরামর্শ করি যাইতে যাইতে। জটিলার কাছে গিয়া লাগিলা কহিতে ॥ আর্য্যে তব কাছে মোরে বৃষভানু রায়। পাঠাইলা পুছিবারে রাধার বার্ত্তায় ॥ শ্রবণ করিয়াছে তিঁহ এক কথা। রাধার শরীরে হইয়াছে এক ব্যথা ॥ কি পীড়া হয়েছে তার বিশেষ জানিতে। তব কাছে মোরে পাঠাইলা দুখি চিতে ॥ জটীলা বলয়ে বাছা না জানি কি বাধা। কিন্তু সদা সুতিয়া থাকেন ভূমে রাধা ॥ নাহি করে স্নান পান ভোজনাদি সেহ। হইয়াছে তাহাতে নিতান্ত ক্ষীণ দেহ ॥ জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বিশেষ না কয়। তুমি গিয়া পুছ যদি তোমারে বলয় ॥ এত শুনি শ্রীসুবল যে আজ্ঞা বলিয়া। রাধিকার কাছে গেলা সানন্দ হইয়া ॥ তারে দেখি

শ্রীরাধিকা সম্ভ্রান্ত হইয়া। বসিলেন ভূমিতল হইতে উঠিয়া ॥ অর্দ্ধ শ্লোকে তিঁহ পুছেন তাহারে। তিঁহও উত্তর দেন সেইত প্রকারে ॥ কোথা হৈতে আইলে গোবিন্দ সহচর। বৃন্দাবন হইতে আইনু তব ঘর ॥ বৃন্দাবন চন্দ্র রয়েছেন কোন স্থানে। বকুল কুঞ্জেতে যমুনার সন্নিধানে ॥ কহ কহ প্রাণনাথ আছেন কেমন। বৃন্দাবনেশ্বরি বড় সমুদ্বিগ্ন মন ॥ কহ কহ তাঁর উদ্বেগের কি কারণ। শ্রীমতি কেবল হয় তব অদর্শন ॥ কি করি জানিলে তুমি আশয় তাঁহার। শ্রবণ করহ তাহা বচনে আমার ॥

লঘু-ত্রিপদী। এতেক বচন, কহিয়া তিঁহ কন, সুবল শ্রীরাধিকারে। শুন শুন রাই, তোমারে না পাই, সখা আছে যে প্রকারে ॥ গোধন চারণ, করিয়া বর্জ্জন, বিজনে বসিয়া রহে। যদি কোন জন, করে জিজ্ঞাসন, তবে কিছু নাহি কহে ॥ কখনো তোমার, বন যাইবার, পথ পানে চাহি রয়। না পাই দেখিতে, অতি দুখি চিতে, দীঘল নিশ্বাস বয় ॥ যে বেণু বাদন, বিনে একক্ষণে, না পারিত রহিবারে। তাহে একবার, না দেয় ফুৎকার, কহিলেও বারে বারে ॥ কি কহিব আর, তোমা বিনে তার, না দেখি যে সুখ লেশ। কিশোরি কি করি, বাচিবেক হরি, কর তাহা উপদেশ ॥

পয়ার। সুবলের মুখে শুনি এ সকল কথা। পাইলেন শ্রীরাধিকা মনে বড় ব্যথা ॥ সব অঙ্গ হৈল তার স্পন্দন রহিত। বদনেও নিঃসরে না বচন কিঞ্চিত ॥ কিছু কাল পরে তিঁহ সম্বিত পাইয়া সুবলেরে কহিছেন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ সুবল তোমার কথা করিয়া শ্রবণ। অতিশয় দুঃখে মগ্ন হৈল মোর মন। মোর লাগি প্রাণনাথ পাইছেন দুখ। ইহা হৈতে কিবা আছে আমার অসুখ ॥ প্রীতি করি পরাধীন আমার সহিত। নাহি পাইলেন তিঁহ সুখ কদাচিত ধিক ধিক ধিক রহু অভাগি আমায়। যার লাগি ব্রজের জীবন দুখ পায় ॥ কহ গিয়া তারে তুমি মোর নিবেদন। না হয়েন মোর লাগি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ব্রজে রহিয়াছে কত রমণী সুন্দরী। সুখিত হয়েন তাহাতেই লীলা করি ॥

সুবল কহেন রাধে শুন মোর বাণী। তোমা বিনে স্থির নাহি হবে বেণুপাণি॥ যেন চন্দ্রকলাতে চকোর উৎকণ্ঠিত। স্থির নাহি হয় দেখি তারা অগণিত॥ তেন তোহে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত সেহ। সুখ দিতে নারিবে তাহারে অন্য কেহ॥ অতএব তুমি তার কাছে একবার। দেখা দিতে তাহারে করহ অভিসার॥ যদি কহ জরতী বসিয়া আছে দ্বারে। তাহার উপায় শুন কহি যে তোমারে॥ মোর পাগ বান্ধ শিরে গায়ে জামা পর। গলে পদ্মমালা দাও হাতে লাটী ধর॥ এই বেশ ধরি তুমি কর অভিসার। তবে দেখি সন্দেহ না হবে জটিলার॥ কহি যাবে তারে এই কপট বচন। দেখিলাম রাধা ভাল আছেন এক্ষণ॥ কহিলেন তিঁহ আজি স্নানাদি করিয়া। ভোজন করিব সূর্য্যদেবে আরাধিয়া॥ এই কথা কহি গিয়া আমি তাতে তার। আসিব ভোজন কালে এথা পুনর্ব্বার॥ তাহার ভোজন করা সাক্ষাতে দেখিয়া। কহিতে হইবে বৃষভানু রাজে গিয়া॥ এত কহি বৃন্দাবনে করিবে গমন। যাইবেক কিছু পাছে দাসী এক জন॥ কৃষ্ণে দেখা দিয়া তুমি আসিবে যাবত॥ তব বেশে আমি এথা রহিব তাবত॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিত ভাবিয়া। অনুমতি দিলা তারে তথাস্তু বলিয়া॥ ততে অন্য গৃহে গিয়া নিজ ভূষা বাস। দাসী দ্বারে পাঠাইয়া দিলা তাঁর পাশ॥ তিঁহ সেই বেশ ধরি পাঠাইয়া দিল। নিজ পাগ জামা মালা ভুষণ যে ছিল॥ রাধা সেই সব বেশ করিয়া ধারণ। সুবলের নিকটে করিলা আগমন॥ তাঁরা দুই জন পরস্পরে নিরখিয়া। জানিতে নারেন আমি কে বটি বলিয়া॥ সখা সখী সব সেই বেশ করি নিরীক্ষণ। অনুমতি দিলা যাইবারে বৃন্দাবন॥ তবে রাধা জটিলার কাছে গিয়া কন। দেখিলাম রাধা ভাল আছেন এক্ষণ॥ কহিলেন তিঁহ আজি স্নানাদি করিয়া। ভোজন করিব সূর্য্যদেবে আরাধিয়া॥ এই কথা কহি গিয়া আমি তাতে তার॥ আসিব ভোজন কালে এথা পুনর্ব্বার॥ তাহার ভোজন করা সাক্ষাতে দেখিয়া। কহিতে হইবে বৃষভানু রাজে গিয়া॥ এত শুনি সুখি হয়ে জটিলা বলয়॥ অবশ্য আসিয় বাছা ভোজন সময়॥ তুমিহ কহিলে রাধা করিবে

ভোজন। তাহা হইলেই সুস্থ হইবে মোর মন॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা যে আজ্ঞা বলিয়া। প্রস্থান করিলা বৃন্দাবনে সুখি হিয়া॥ তবে কুম্ভ কক্ষে করি দাসী এক জন। কিছু দুরে তাঁরা পাছে করিল গমন॥ এথা সুবলের গৌণ দেখি৷ বংশীধর। ভাবনা করেন এই উদ্বিগ্ন অনন্তর॥

একাবলীচ্ছন্দ। সুবল গিয়াছে অনেক ক্ষণ। ফিরি না আইল সে কি কারণ॥ বুঝি যে জটীলা আছয়ে দ্বারে। দেয় নাই গৃহে যাইতে তারে॥ অথবা রাধার সহিতে তার। হয় নাই বুঝি সাক্ষাৎ কার অথব রাধিকা আসিতেছিলা। দেখি নিষেধিল বুঝি জটীলা॥ যদি প্রিয়া নাহি আসিতে পারে। তবে বাচা ভাব হবে আমারে॥ কহিতে কহিতে সুবল বেশে। রাধা দেখা দিল সেইত দেশে॥ তাহারে দেখিয়া সুবল মানি। কহেন নাগর কাতর বাণী॥ প্রিয় সখা কহরে মোরে। একা দেখি কেন আমিহ তোরে॥ না আইল কেন পরাণ প্রিয়া। না দেখিয়া তারে ফাটয়ে হিয়া॥ তোমার বচনে ধরিয়া আশ। করি আছি আমি এ কুঞ্জে বাস॥ এখন একাকী দেখিয়া তোহে। ডুবিতেছে মন আমার মোহে॥ কি করিব এবে কহ উপায়। কিশোরী বিহনে পরাণ যায়।

পয়ার। এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের বদনে। উপজিল বড় দুখ রাধিকার মনে॥ তভু কিছু পরিহাস করিবার আশে॥ কহিতে লাগিল তাঁরে গদ গদ ভাষে॥ বংশীধারি করিলাম অনেক যতন। না পারিনু করিতে তাহারে আনয়ন॥ যষ্ঠী হাতে জরতী বসিয়া আছে দ্বারে। যাইতেই নাহি দিল বাটিতে আমারে॥ অই দেখ তার দাসী জল লইবারে। আসিতেছে সত্য মিথ্যা পুছহ উহারে॥ অতএব আজি নাহি পাইবে রাধায়। স্থির হইবার এক শুনহ উপায়॥ চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠ হয় রাধিকা হইতে। তাহারেই আনি গিয়া আমিহ তুরিতে॥ তাহারি সঙ্গেতে করি নানা লীলারস॥ সুখিত করহ আজি আপন মানস॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন

সখা হয়ে বিবেচক। হইতেছ কেন তুমি অযোগ্য কথক ॥ যদ্যপি সুন্দরী শ্রেষ্ঠ চন্দ্রাবলী বটে। তভু রাধা হৈতে শ্রেষ্ঠ কহা নাহি ঘটে ॥ যদি কোনো তরো কান্তি অনেক ধরয় ॥ তভু চন্দ্রকলা হৈতে উত্তম না হয় ॥ অতএব যেই তৃষ্ণা হয়েছে রাধায়। অন্য রমণীতে তাহা পুর্ত্তি নাহি পায় ॥ যেই কোনো মতে পাই সেইত রাধারে। সেইত উপায় তুমি বলহ আমারে ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কহেন তাঁহায়। শ্রবণ করহ এক আছয়ে উপায় ॥ যদি পার ধরিবারে রমণীর বেশ। তবে পার তার গৃহে করিতে প্রবেশ ॥ এত শুনি বংশীধারী কহেন তাঁহায়। সখা এই কর্ম্ম তাঁর না হয় আমায় ॥ অনলে পশিলে যদি পাই রাধিকারে। তাহাতেও পারি যে সাহস ধরিবারে ॥ এত কহি হেন নারী বেশ বিরচিলা। যাহা দেখি রাধিকাও বিস্ময় পাইলা ॥ হেনকালে কাছে আসি রাধিকার দাসী। কৃষ্ণ বেশ দেখি কহে মৃদু মৃদু হাসি ॥ হয়েছে দোহার যেন বেশ অপরূপ। কর্ম্মও হইবে বুঝি এই অনুরূপ ॥ অতএব এথা মোর স্থিতি অনুচিত। জল আনিবারে যাই যমুনা ত্বরিত ॥ এত কহি যমুনায় সে দাসী চলিলা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ভাল ভাল প্রিয়ে জান এমত চাতুরী। করিলে আমারো যাহে বুদ্ধি বল চুরি ॥ ধরিয়াছ তুমি হেন সুবলের বেশ। চেনা নাহি যায় যাহে তব এক লেশ ॥ কিবা সাজিয়াছে পাগ শিরের উপর ॥ পূর্ণচন্দ্র উপরিতে যেন ইন্দীবর ॥ নীলবর্ণ জামা ঢাকিয়াছে তব গায়। নব মেঘ ঢাকে যেন কনক লতায় ॥ আমার পদ্মের মালা দুলিতেছে গলে। ঢাকিয়াছে সেই উচ্চ কুচের যুগলে ॥ তোমারে পুরুষ বেশ দেখি হয় মনে। নারী হয়ে তোহে সেবা করি কামরণে ॥ এত কহি তাঁর করে করিয়া ধারণ। প্রবেশ করিলা গিয়া নিকুঞ্জ ভবন ॥ সেখানে যাইয়া কাম-বসে মগ্নমতি। কহিতে লাগিল পুনঃ রাধিকার প্রতি ॥ প্রিয়ে বুঝিলাম বুঝিবারে মন। করিয়াছ তুমি ছদ্মবেশে আগমন ॥ সেই লাগি কহিছিলে বাক্য অনুচিত। তাহে কি আমার মন হয় বিচলিত ॥

তুমিহ চন্দ্রিকা হও আমিহ চকোর। তোমা বিনে সুখকারী অন্য নহে মোর॥ অতএব তোমারে আনিতে শ্রীসুবলে। পাঠাইয়াছিনু তব সন্নিধান স্থলে॥ তারি মুখে মোর দুখ করিয়া শ্রবণ। করিয়াছ তুমি এই স্থানে আগমন॥ ধরিয়াছ পুরুষের বেশ যেই তায়। কহিয়াছি আমিহ তাহারে অভিপ্রায়॥ এত কহি শ্রীরাধিকা কহেন বচন। শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন॥ জরতী বসিয়া আছে যষ্টি ধরি দ্বারে। নাহি দেয় আমারে বাহিরে আসিবারে॥ তাহাতে উদ্বেগে মন স্থির নাহি হয়। কি করিব পরের অধীন অতিশয়॥ আজি তব দুখ শুনি সুবল বদনে। অতিশয় উৎকণ্ঠা বাড়িল মোর মনে॥ অতএব কি করি আসিব তব ঠাঁই। ইহাই ভাবিয়ে কিন্তু বুদ্ধি নাহি পাই॥ তবে সুবলের পাই পরামর্শ বল। তারি বেশ ধরিয়া আইনু এই স্থল॥ উৎকণ্ঠিত দেখিয়া তোহে অতিশয়। নাহি দিয়াছিনু আমি যেই পরিচয়॥ সে সকল দোষ মোর কর ক্ষমাপণ। প্রাণনাথ খলমতী হয় নারীজন॥ এক্ষণ আমারে তুমি দাও অনুমতি। ভবনে পয়ান করি আমি শীঘ্রগতি। সুবল আমার বেশে মোর ঘরে আছে। তারে পাঠাইয়া দিতে হবে তব কাছে॥ আর এক কথা আমি করি নিবেদন। মোর লাগি না হইবে উৎকণ্ঠিত মন॥ ইষ্টকালে যেহ নাহি পারে আসিবারে। তাহাতে উৎকণ্ঠ অনুচিত করিবারে॥ মোর এই বেশে যে যে করিয়াছ নষ্ট॥ পুন কর তাহা তাহা পাই কিছু কষ্ট। অন্যথা যে জন ইহা দর্শন করিবে তাহারি হৃদয়ে নানা শঙ্কা উপজিবে। শ্রীকৃষ্ণে কহনে প্রিয়ে উৎকণ্ঠা ত্যজিতে। কহিতেছ কভু পারে ইহা কি ঘটিতে॥ চাতক যদ্যপি মেঘ জল নাহি পায়। তভু কি উৎকণ্ঠা ত্যজিবারে পারে তায়॥ পাইবা না পাই আমি যদ্যপি তোমারে। না পারিব তথাপি উৎকণ্ঠা ত্যজিবারে॥ এত কহি অতিশয় আনন্দিত মন। পূর্ব্বমতে শিরে পাগ করিল বন্ধন॥ সেই জামা পুন পূর্ব্বমতে পরাইল। পদ্ম মালা গাথি পুন গলে সমর্পিল॥ হেনকালে জল লয়ে সে দাসী

আইল। তারে আগে করি রাধা ভবনে চলিল ॥ ক্রমে জটিলার কাছে করিয়া গমন। কহিতে লাগিল তারে এইত বচন ॥ আর্য্যে রাধা করিয়াছে সিনান ভোজন। তাহাই জানিতে পুন মোর আগমন ॥ জটিলা বলয়ে আমি না জানি বিশেষ! জান গিয়া তুমি গৃহে করিয়া প্রবেষ ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা যে আজ্ঞা বলিয়া। প্রবেশিল নিজ গৃহে সুখিত হইয়া ॥ সেখানে সুবলে শুভ সংবাদ জানাই। তার বেশ উপেখিলা অন্য গৃহে যাই ॥ সেই সব বস্ত্র আদি দাসী আনি দিল। রাধা বেশ ছাড়িয়া সুবল তা পরিল ॥ তবে রাধা নানামত মোদক লইয়া। কহিতে লাগিল সুবলের কাছে গিয়া ॥ সখা তব বুদ্ধির বিক্রম ভাল বটে। পাইলাম কৃষ্ণ দেখা যাহে এ সঙ্কটে ॥ এখন বন্ধুর কাছে করহ গমন। কর গিয়া এই সব মোদক অর্পণ ॥ এত শুনি শ্রীসুবল মোদক লইয়া। কহিতে লাগিল জটিলার কাছে গিয়া ॥ আর্য্যে দেখিলামরাধা করিস্নান দান ॥ করিয়াছে ভোজনাদি সকলবিধান এ সব মোদক দিল তিঁহই আমারে। খাই গিয়া সখা সঙ্গে যমুনার ধারে ॥ এত কহি লয়ে জটিলার অনুমতি। কৃষ্ণের নিকটে গেল তিঁহ শীঘ্রগতি ॥ রাধিকার দত্ত সেই মোদক অর্পিল। তাঁর প্রতি বংশীধারী কহিতে লাগিল ॥ প্রিয় সখা তুমি যে করিলে উপকার। না পারিব শোধ দিতে আমিহ ইহার। তোমার বুদ্ধিরে আমি মান্য ধন্য করি। এ সঙ্কটে যাইতে পাইনু প্রাণেশ্বরী ॥ এত কহি সেই সব মোদক লইয়া। ভুঞ্জিল সকল সখা সহিত মিলিয়া। রাধা কর পক্ক সেই মোদক রসাল। খাইয়া পাইল কৃষ্ণ আনন্দ বিশাল ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়া ছদ্ম বেশাভিসার
বর্ণনোনাম ত্রয়োবিংশ উল্লাসঃ।

চতুরবিংশ উল্লাসঃ

বঞ্চয়িত্বাপি চতুরাং জটীলামন্যবেশতঃ।
বিবেশ রাধাগেহং য়ো জগদব্যাত সমাধবঃ॥

পয়ার। হেনমত জটিলার কোটিল্য কারণ। পুন নাহি ঘটে রাধা কৃষ্ণের মিলন॥ তবে অভিমন্যু মথুরায় আছে জানি। এক পরামর্শ মনে কৈলা বেণুপাণি॥ হিঁহু অভিমন্যু বেশ করিয়া ধারণ। সন্ধ্যাকালে রাধাগৃহে করিলা গমন॥ জটিলা বসিয়া আছে রাধিকার দ্বারে। কৃষ্ণে দেখি পুত্র বুদ্ধি করি কহি তাঁরে। এসং বাপধন আছং কল্যাণে। তব প্রিয়সখা সুখে আছেরাজ স্থানে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মাতা আমার কল্যাণ। সুখে আছে মোর সখা নন্দের প্রধান॥ সে আজি আসিয়া ছিল আপন ভবনে॥ শুনিয়া গিয়াছে সেহ পুস্মার বদনে॥ আজি কৃষ্ণ অভিমন্য বেশেতে সন্ধ্যায়। রাধা গৃহে যাবে ভুলাইয়া জটিলায়॥ এই কথা তার মুখে করিয়া শ্রবণ। করিলাম আমি শীঘ্রগৃহে আগমন॥ যদি আমি অবস্থান করিয়ে এথায়। তবে সেহ আসিতে না পারিবে শঙ্কায়॥ অতএব আমি গিয়া বাটীর ভিতরে। লুকাইয়া রহিব কোনহ এক ঘরে॥ তুমি এই স্থানে বসি থাক সাবধান। সে আইলে যথেষ্ট করিবে অপমান॥ তথাপি সে যদি যায় বাটীর মাঝারে। তিরস্কার করিব আমিহ তবে তারে॥ এত কহি কৃষ্ণ যান বাটীর মাঝারে। জটিলা কুপিত হয়ে বসিল দুয়ারে॥ ওখানেতে রাধিকা কহেন ললিতায়। প্রিয় সখি কি বিপদ ঘটিল আমায়। যাহা বিনে একক্ষণ স্থির নহে মন। অত্যন্ত দুর্লভ হৈল তাহার দর্শন॥ সে দিবসে সুবলের বুদ্ধি অনুসারে। পাই ছিনু ক্ষণমাত্র নাথে দেখিবারে॥ সেদিন অবধি আর না পাইদেখিতে। ইথে বুঝি আর প্রাণ পারি না ধরিতে॥ ললিতা কহেন সখি নহ

উত্তরল। সুখ দুখ দুই ভব বিটপির ফল॥ কভু সুখ হয় দুখ হয় কদাচিত। তাহাতে কাতর হইবারে অনুচিত॥ ধৈর্য্য ধরি স্থির কর আপনার নন। যুক্তিমতে করাইব পুনশ্চ মিলন॥ এইরূপ ললিতা কহেন রাধিকায়। হেনকালে দূরে দেখা দিলা শ্যামরায়॥ তাঁরে দেখি রধা অভিমন্যু বলি মানি। পুনর্ব্বার সখীরে কহেন এই বাণী॥ প্রিয়সখি দেখিতেছ দুর্দ্দৈব ঘটন। চাহিতে চাহিতে জল বজর পতন॥ দেখ প্রাণবন্ধু লাগি আমি উৎকণ্ঠিত। তাহে গৃহপতি আসি হৈল উপস্থিত॥ চিহ্ন দেখি অনুমান করে এই মন। করিতেছে যেন কামী হয়ে আগমন॥ বুঝি আজি মোর ঘোর বিপদ ঘটয়। বিধির লিখন কিবা ললাটে আছয়। যদি এহ বলাৎকারে করে অভিলাষ। পরাণ ত্যজিব তবে গলে দিয়া পাশ॥ এখন গৃহের মাঝে থাকি লুকাইয়া। পরেতে করিব কর্ম্ম আশয় জানিয়া॥ এত কহি গৃহমাঝে প্রবেশিলা রাই। কাছে আসি ললিতারে কহেন কানাই॥ সখী তব প্রিয়সখী গেলা কোন স্থানে। ডাকি আন তাহারে আমার সন্নিধানে॥ তার সনে কহি আমি আজি রস কথা॥ ঘুচাইব আপনার হৃদয়ের ব্যথা॥ ললিতা কহেন শুন ঠাকুর জামাই। সুতিয়া রয়েছে গৃহমাঝে সখী রাই। অনুমান করি এই পীড়িত থাকিবে। অতএব আজি তার দেখা না পাইবে॥ এতবাণী ললিতার শ্রবণ করিয়া। কহিছেন কালাচাদ কপট করিয়া॥

ত্রিপদী। ললিতে হে অবধান, করিয়া পাতিয়া কান, শুন কিছু আমার বচন। যে লাগি মথুরা ছাড়ি, সন্ধ্যায় আইনু বাড়ী, তাহা কহি করি বিবরণ॥ কলিন্দ নন্দিনী ঘাটে, যাইতে যাইতে বাটে, শুনিলাম আপন শ্রবণে॥ নাগরী রমণীগণ, মোরে করি নিরীক্ষণ, কহিতেছে হসিত বদনে॥ দেখ দেখ সখীগণ, যাইতেছে যেই জন, আয়ান ইহারি নাম হয়। দেখিলাম বিবেচিয়া, ত্রিভুবনে অভাগিয়া, ইহার সমান কেহ নয়। ত্রিভুবনে অনুপমা, সাক্ষাত যেমন রমা, শুনিয়াছি গৃহিণী ইহার॥ এ না যায় তার কাছে; অতএব কোথা

আছে, অভাগিয়া হেন কেবা আর। শুনিয়া এসব বাণী, নিজেরে ধন্য মানি, আমি লজ্জা পাই অতিশয়। অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া, সন্ধ্যাকাল না গণিয়া, আইলাম আপন আলয়॥ পথে আসিবার কালে, দেখি তরুলতাজালে, কুসুম সমূহে বিভূষিত। শুনি কোকিলের স্বন, ভ্রমরের আলাপন, হইলেন কাম উদ্দীপিত॥ অতএব আজি তব, সখী সনে কামোৎ সব, করিব আমিহ সুখি মন। কিশোরীর বেশ ধরি, আন মোর বরাবরি, বিলম্ব না কর এককক্ষণ॥

পয়ার। এত শুনি রাধিকা কম্পিত কলেবর। ভাবিছেন মনে মনে বড়ই কাতর॥ একি আমি ভাবিতেছিলাম যে লাগিয়া। ঘটাইল দুষ্ট বিধি তাহাই আনিয়া॥ অর্পিয়াছি যেই দেহ শ্রীকৃষ্ণের পায়। তাহে উপভোগ করিবারে এহ চায়॥ সূর্য্য তব করিয়াছি বহু আরাধন। এ ঘোর বিপদে মোরে করহ রক্ষণ॥ যদি তুমি নাহি চাহ করুণ নয়নে। তবে তব দাসী প্রাণ ত্যজিবে এক্ষণে॥ শ্রীরঘুনন্দন ভণে না ভাব শ্রীমতী। কৃষ্ণবিনে কে কর বাড়াবে তব প্রতি॥ ললিতা শুনিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের বাণী। কহিছেন তাঁর প্রতি অভিমন্যু মানি॥ ঠাকুর জামাই তুমি হয়ে বিচক্ষণ। কহিতেছ অনুচিত কথা কি কারণ॥ ধরিয়াছে রবিপূজা নিয়ম শ্রীমতী। নিয়মে নিষিদ্ধ হয় পুরুষ সঙ্গতি॥ তাহা জানিয়াও তুমি কহিছ এ কথা॥ শুনি পাইলাম মোরা মনে বড় ব্যথা॥ কিছু দিন ধৈর্য্য ধরি করহ যাপন। ব্রতপূর্ণ হইলে করিবে যেই মন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ললিতা সুন্দরী। ধরিতে না পারি ধৈর্য্য আমি যত্ন করি। আর শুন রমণীর পতিই দেবতা। তারেই সেবন করে যত পতিব্রতা॥ পতি সেবা বিনা অন্য সেবা অবলার। কর্ত্তব্য না হয় এই শাস্ত্রের নির্দ্ধার॥ অতএব ব্রত ছাড়ি আমারে সেবিতে। কহ তুমি আপনার সখীরে তুরিতে॥ অন্যথা করিয়া আমি বল প্রকাশন। করিব এখনি নিজ বাসনা পূরণ॥ ললিতা কহেন শুন শুন গোপবর। উচিত না হয় এই তোমার উত্তর পৌর্ণমাসী দ্বারা লয়ে অনুজ্ঞা তোমার। সূর্য্য ব্রত ধরিয়াছে

সজনী আমার। ইথে শাস্ত্র নিষিদ্ধ না হয় এই ব্রত। বরঞ্চ এ ঘটে সর্ব্ব শস্ত্রের সম্মত॥ এ ব্রতে বৈগুণ্য যদি কোন মতে হয়। তবে তোহে অমঙ্গল ঘটিতে পারয়॥ অতএব কিছুদিন থাক স্থির হয়ে। পরেতে করিব সুখ গৃহিণীরে লয়ে॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ কহেন পুনর্ব্বার। ললিতে উচিত বটে বচন তোমার॥ কিন্তু এ বচন মোর হৃদয়ে না ধরে। জরজর করিছে ইহার কাম শরে॥ করিতে না পারি আমি নিরাস ইহার। ভুঞ্জিব সখীরে তব করি বলাৎকার। এত শুনি শ্রীললিতা কিঞ্চিৎ কুপিয়া। দ্বারে দাড়াইলা পথ নিরোধ করিয়া॥ তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাস্য করি। ভাল না করিছ তুমি এ কাজ সুন্দরি॥ পথ ছাড়ি দাও মোরে প্রিয়াপাশে যাই। না ছাড়িয়া দাও তবে মোর দোষ নাই॥ কোলে করি অন্য ঠাঁই রাখিয়া তোমারে॥ যাইব প্রিয়ার কাছে ইচ্ছা অনুসারে। এত শুনি শ্রীললিতা করেন চিন্তন। অভিমন্যু নহে এহ এই হয় মন॥ সে হইলে এ সকল বচন কহিতে। না পারিত কদাচিত সাহস করিতে॥ এ লাগিয়া আমি এই অনুমান করি। কালাচাদ আসিয়াছে এই বেশ ধরি। এইরূপ শ্রীললিতা ভাবিতে ভাবিতে। শ্রীকৃষ্ণ চলিলা তারে কোলেতে লইতে॥ তাহা দেখি শ্রীললিতা হাসিল বদন। দ্বার ছাড়ি করিলা অন্যত্র পলায়ন॥ শ্রীরাধা নিরখি তাহা অত্যন্ত দুঃখিত। হইলেন দেহ মন স্পন্দন রহিত॥ পরে কৃষ্ণ তাঁর কাছে যাইয়া বসিলা। তাঁর অঙ্গ গন্ধে রাধা চেতন পাইলা॥ নেত্র মিলি দেখি তাঁর অভিমন্যু মানি। উঠি পলাইতে চান রাধাঠাকুরাণী॥ তবে কৃষ্ণ তার পট অঞ্চলে ধরিলা। তাহে তিহ ভীতচিত্ত কহিতে লাগিলা॥ ছা ছা ছাড়িদেহ মোর বসন অঞ্চল। মো মো মোরে ছুইলে হইলে অমঙ্গল॥ ধ ধ ধরিয়াছি আমি সূর্য্যপুজা ব্রত। ধ ধ ধর্ম্মহানি হবে ইহা কৈলে ক্ষত॥ এত কহি বসন অঞ্চল টানি লয়ে। পলায়ন করেন রাধিকা ত্রস্ত হয়ে॥ তবে কৃষ্ণ দীর্ঘ দুই বাহু পসারিয়া। কেলেতে লইয়া তারে বল প্রকাশিয়া॥ তার অঙ্গ পরশে

জানিয়া কৃষ্ণ বলি। সুখে স্তব্ধ হৈলা রাধা যেমন পুত্তলি॥ কিছুকাল পরে তিহ গদগদ স্বরে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে কুপিত অন্তরে। শটরাজ জানিলাম তোমার আশয়। সেই তব ইষ্ট যাহে মোর দুঃখ হয়॥ সেই লাগি থাকিতেও বেশ অন্য অন্য। ধরিয়াছ এই বেশ নিতান্ত অধন্য॥ যাহা দেখি পাইলাম আমি দুঃখ ত্রাস। অপর কি কব প্রাণ পাইত বিনাশ॥ কেবল তোমার স্পর্শ তোহে জানাইয়া। রাখিল আমার প্রাণ প্রয়াস করিয়া॥ অন্যথা আমিহ নিজ গলে দিয়া পাশ। করিতাম এইক্ষণে আপনার নাশ॥ যেহেতুক আছে মোর প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত। কোনমতে না টলিবে তাহা কদাচিত॥ তোমা বিনে অপর পুরুষ মোর গায়। যবে হস্ত দিবে তবে ত্যজিব ইহায়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে রোষ পরিহরি। শুন মোর বাক্য যাহা নিবেদন করি॥ তোমার শাশুড়ী সদা দ্বারে বসি থাকে। বিপিনে যাইতে কভু না দেয় তোমাকে॥ অতএব তোমারে দেখিতে না পাইয়া। হইয়াছিলাম আমি অতি দুঃখি হিয়া॥ আজি আর সেই দুঃখ না পারি সহিতে। করিলাম পরিলামর্শ এখানে আসিতে॥ সেই লাগি জরতীরে করিতে বঞ্চন॥ করিয়াছিলাম আমি এবেশ ধারণ॥ এ বেশ ধরিনু আমি তোমারে পাইতে। ইতে মোর প্রতি ক্রোধ নাহি কর চিতে॥ রাধিকা কহেন ধরিলেও অন্যবেশ। করিতে পারিতে তুমি এখানে প্রবেশ॥ এ বেশ করিলে যেই তাহা না করিয়া। সে কেবল মোরে দুঃখ দিবার লাগিয়া॥ এত কহি শ্রীরাধিকা করেন রোদন। করে ধরি কৃষ্ণ তাঁরে করেন সান্তন। প্রিয়ে তুমি বাক্য বিরচনে বিচক্ষণ॥ কে পারিবে তব বাক্য করিতে খণ্ডন॥ এবেশ ধরিয়াছিনু আমি এ লাগিয়া। কহিলাম তার অভিপ্রায় প্রকাশিয়া ইথে তুমি অন্য ভাবি নাহি কর রোষ। ক্ষমা কর কৃপা করি মোর সব দোষ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা প্রসন্ন হইয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া॥ যদি মোরে সুখ দিতে তব ইচ্ছা আছে। এবেশ ছাড়িয়া তবে এস মোর কাছে॥ অন্যথা না কথা কব আমি তোমা

সনে। ফিরিয়া গমন কর আপন ভবনে॥ গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে তব সুখ যায়। তাহা বিনে মোর নাহি অন্য অভিপ্রায়। অতএব এইবেশ করিব বর্জ্জন। কিন্তু একক্ষণ কাল কর প্রতীক্ষণ॥ দ্বারেতে বসিয়া আছে জাগিয়া জরতী। যদ্যপি আইসে এথাঘটিবে বিপত্তি॥ অতএব এই বেশে তার কাছে গিয়া ভবনে পাঠায়ে আসি তারে ভুলা- ইয়া॥ এত কহি দ্বারদেশে করিয়া গমন। কহিছেন জটীলারে শ্রীবংশী মোহন॥ মাতা আজি হইল অনেক বিভাবরী। আসিতে না পারে আর অদ্য এথা হরি॥ অতএব নিদ্রা যাহ তুমি গৃহে গিয়া। আমিহ বধুর গৃহে রহিব সুতিয়া॥ এত শুনি জটিলা বড়ই সুখি মন। ভাল ভাল বলি গৃহে করিল গমন॥ কৃষ্ণও কপাট খিল দিয়া সেই দ্বারে। সে বেশ ছাড়িয়া যান রাধার আগারে॥ তাঁরে দেখি শ্রীললিতা আসি রাধা পাশ। করিছেন রাধা প্রতি বচন প্রকাশ। সখি বটে অত্যন্ত কুহকী এই জন। প্রবেশিতে নাহি দাও ইহারে ভবন॥ দেখ এহ পূর্ব্বে অন্য বেশে এসেছিল। পুনশ্চ অপর বেশে এখনি আইল॥ এহ যদি গৃহ মাঝে প্রবেশিতে পায়। ঘটাইবে অবশ্য কোনহ মহা- দায়॥ রাধিকা কহেন সখি তব এই বাণী। আমিহ যথার্থ বলি হৃদয়েতে মানি॥ এতএব ইহারে এ ভবন মাঝারে। প্রবেশিতে নাহি দাও কোনহ প্রকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ললিতা সুন্দরি। কহ তুমি সব কথা বিবেচনা করি॥ যে হই সে হই আমি তাহে বাদ নাই। তোমার বচন সত্য করিবারে চাই॥ কহিয়াছ তুমি মোরে ঠাকুর জামাই। তাহা যাহে সত্য থাকে করহ তাহাই॥ রাধিকা কহেন প্রিয় সখী দুই জনে। ঠাকুর জামাই কহে সব নারীগণে॥ ভগি নীর পতি আর ননান্দার পতি। ঠাকুর জামাতা কহে এই দুই প্রতি। অতএব কুটিলার নিকটে ইহারে॥ পাঠাওআপন কথা সত্য রাখিবারে॥ গোবিন্দ কহেন সেহ হয় মহাসতী। করিবেক পতি বুদ্ধি কেন আমা প্রতি॥ রাধিকা কহেন তুমি জান যেই বাজি। অবশ্যই করিতে পারিবে তারে রাজি॥ তুমি গেলে ধর তার পতি তুল্য বেশ।

জানিতে নারিবে সেহ কিছুই বিশেষ ॥ গোবিন্দ কহেন সেহ নহে মোহে রত। পরেতে জানিলে শাপ দিবেক যে কত। তুমিহ আমাতে প্রীতিমতী অতিশয়। তব বাক্যে পাইয়াছি তার পরিচয় ॥ কহিলে এ অঙ্গে যদি অন্য দেয় কর। তখনি ত্যজিব আমি এই কলেবর ॥ অতএব তোমারি সম্বন্ধ মানি মনে। ললিতা ডাকিলা মোরে সেই সম্বোধনে ॥ এত শুনি মৃদু মৃদু হাসেন শ্রীমতী। কহিতে লাগিলা শ্রীললিতা তাঁর প্রতি ॥ রাই পূর্ব্বে ছিলে তুমি অত্যন্ত সরল। এই খল সঙ্গে এবে হইয়াছ খল ॥ দেখ তুমি জানিয়াছ ছুইয়া ইহারে। তথাপি না জানাইলে আমা সবাকারে ॥ যদি মোরা কহিতাম কিছু কটু কথা। তবেত পাইত শ্যাম হৃদয়েতে ব্যথা ॥ রাধিকা কহেন সখি আমি নহি খল। অতিশয় খল হও তোরাই সকল ॥ দেখ তুমি দ্বার রোধ করি দাঁড়াইলে। কিঘুস পাইয়া পুন পথ ছাড়ি দিলে ॥ ললিতা কহেন সখি ঘুস না লয়েছি। কিন্তু ছুইবার ভয়ে পথ ছাড়িয়াছি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে করিলে দর্শন। তোমা প্রতি ললিতার পিরিতি যেমন ॥ শুন শুন কহি আমি ঘুসের বৃত্তান্ত। যাহা দিব বলিয়া ইহারে কৈনু ক্ষান্ত ॥ কহিলা ললিতা তোহে তবে পথ দিয়ে। এ বেশ ধারণ বিদ্যা যদ্যপি পাইয়ে ॥ দিব বলি আমি তাহা কয়েছি স্বীকার। কিন্তু এবে হইতেছে ভাবনা আমার ॥ পুরুষ ধরয়ে অন্য পুরুষের বেশ। যে প্রকারে তাহা আমি জানি সবিশেষ ॥ নারী পুরুষের বেশ ধরিবে যেমন। তাহা আমি নাহি জানি শিখাব কেমন। তুমি যদি সেই বিদ্যা শিখাও আমারে। তবে আমি পারি প্রতিশ্রুত শোধিবারে। এত শুনি শ্রীরাধিকা ঘুরায়ে নয়ন। কৃষ্ণেরে করেন লীলা কমলে তাড়ন ॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণ যে কিছু কহিলে। আপন ব্যাকেই মিথ্যা সে সব করিলে ॥ দেখ আমাদের সখী যেই বিদ্যা জানে ॥ শিক্ষিতে হইবে কেন তাহা তোমা স্থানে ॥ রাধা কন সখি মিথ্যা এ শঠের বাণী। আমি পুরুষের বেশ ধরিতে না জানি ॥ উনিই পারেন নারী বেশ ধরিবারে। দেখিয়াছি তোমরাও তাহা সাক্ষাৎ

কারে। কৃষ্ণ কন সে দিন পুরুষ বেশ ধরি। গিয়াছিল কেবল কুঞ্জের ভিতরি॥ কেবা মোরে রমণীর বেশ ধরাইয়া। করাইল তাহার উচিত নানা ক্রিয়া॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণ কি কি করিছিলে। প্রত্যয় না হয় মোরতাহা না শুনিলে॥ কৃষ্ণকন কিবা ফল তাহার শ্রবণে॥ দেখ সেই সেই কাজ সাক্ষাতে নয়নে॥ আপন সখীরে কহ সে বেশ ধরিতে। আমারেও আপনার বেশ ধরাইতে॥ তবেই দেখিতে পাবে সেই সব ক্রিয়া। কিছু প্রয়োজন নাই কথায় শুনিয়া॥ ললিতা কহেন সখি ভাল বলে শ্যাম। ইহা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥ রাধিকা কহেন সখি তুমি বুদ্ধিমতী। বিশ্বাস করহ কেন শুনি এ ভারতী॥ যদি কেহ কারো বেশ ধরে কদাচিত। তবু কি করিতে পারে ক্রিয়া তদ্রূচিত॥ কিন্নরের বেশ যদিধরে অন্য জন। সে কিগান করি বারে হয়ে তেমন॥ ললিতা কহেন সখি বুঝিনু আশয়। তা দেখিতে আমাদের যোগ্যতা না হয়॥ অতএব কি করিব এখানে থাকিয়া। তোরা থাক মোরা যাই অন্যত্র চলিয়া॥ এত কহি হাসি তিহ গেলা অন্য ঠাঁই। শ্রীকৃষ্ণেরে কহিতে লাগিলা তবে রাই॥ প্রাণবন্ধু যদি বাঞ্ছা কর মোর হিত। তবে এই বেশ না ধরিহ কদাচিত॥ এই বেশে কহিলে যতেক নর্ম্ম কথা। তাহাও শুনিয়া আমিপাইলামব্যথা॥ একি সেইতুমি সেইবচন বিলাস। তথাপি আমার মনে জনমিল ত্রাস॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে এ কথা আমায়। পুনরপি কহিতে না হইবে তোমায়॥ জানিয়াছি ইথে তুমি বড় হও ভীত। অতএব আর না করিব কদাচিত॥ এখন চলহ প্রিয়ে পালঙ্ক উপরি। অপরাধ ঘুচাই তোমারে সেবা করি॥ এত কহি কোলে করি তাহারে লইয়া। পালঙ্কের উপরিতে বসিলা যাইয়া॥ নানা হাস পরিহাস কামকেলি রণে। গোঁয়াইল সকল রজনীজাগরণে॥ রাত্রি শেষে-জটিলা না উঠিতে উঠিতে। আপন ভবনে গেল কৃষ্ণ সুখি চিতে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য ছদ্মবেশাভিসার বর্ণনোনাম চতুর্ব্বিংশতি উল্লাসঃ।

পঞ্চবিংশতি উল্লাস।

বেশান্তরেণ যো রাধাসঙ্গপ্রত্যুহসঞ্চয়ং।
নিরাকরোদ্বাক্যভঙ্গ্যা তং বন্দে শ্রীলমাধবং॥

এইরূপ জটিলার কৌটিল্য কারণে। কৃষ্ণের না সঙ্গ হয় নিতি রাধা সনে॥ তাহাতে উদ্বিগ্ন বড় দোঁহাকরে চিত। কোনমতে স্থির নাহি হয় কদাচিত॥ তবে এক দিন কৃষ্ণ বটুরাজ সনে। ভ্রমিছেন যমুনার ধারে বনেং॥ হেনকালে অভিমন্যুমথুরা হইতে ঘরে আসিতেছে তাহা পাইল দেখিতে॥ ... খ সব কথা বটুরাজে শিখাইয়া। নারীবেশ করি দোহে রহিল বসিয়া। তবে অভিমন্যু আসি কৃষ্ণেরে দেখিয়া। কহিতে লাগিল কিছু বিনয় করিয়া॥ শ্রীমতী তোমারে দেখি অনুমান করি। তুমি বট সুমতি কালিন্দী সহচরী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য বটে অনুমান। আমি সত্য বটি সেই সুমতী আখ্যান॥ এত শুনি অভিমন্যু প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিল কর যুগল জুড়িয়া॥ দেবকন্যে কি হইল আমার দুষণ। দেখিতে না পাই আর তোহে যে কারণ॥ কভু কভু আসিব কহিয়া গিয়াছিলে। কিন্তু আর কদাচিতো দেখা নাহি দিলে॥ বড় যত্নে লয়ে গিয়াছিনু এক দিন। কেন তুমি হইলে আমায় কৃপাহীন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন জটিল নন্দন। আসিতে তোমার ঘরে হয় সদা মন॥ কি করি ভাস্করের অজ্ঞা না পাইয়া। আসিতে না পারি এই সখীরে ছাড়িয়া॥ এহ সূর্য্য সুতা সদা তপস্যা করয়। ইহারি নিকটে মোরে রহিবারে হয়॥ আজি সূর্য্য আজ্ঞা দিলা মো-দিগে দুজনে। তোমার মাতারে কিছু কহিতে বচনে। এই লাগি আসিয়াছি মোরা এই স্থানে। কিন্তু যাতে পারি নাই তাঁর সন্নিধানে॥ অত্যন্ত কর্কশ হয় ভানুর ভারতী। কহিতে নারিব মোরা তব মাতা প্রতি॥ তোমারেই কহি তুমি শ্রবণ করিয়া। আপনার

জননীরে বলহ যাইয়া ॥ এত শুনি অভিমন্যু অতি ভীত মতি। কহিতে লাগিল পুন তাহাদের প্রতি। যদি আসিয়াছ এত দূর দুই জনে। তবে একবার চল আমার ভবনে ॥ শুনি তোমাদের মুখে সূর্য্যের আদেশ। করিবেন মোর মাতা বিশ্বাস বিশেষ ॥ তাহা মোদের মঙ্গল। অবিশ্বাস হইলে ঘটিবে অকুশল ॥ অতএব করুণা করিয়া একবার ॥ চল দুই সখী মেলি ভবনে আমার ॥ এত শুনি বটু পানে চাহিলা নাগর। কহিছেন তিঁহ বুঝি তাঁহার অন্তর ॥ সখি গেলে ভাল হয় যদ্যপি ইহার। তবে চল শঙ্কা উপেখিয়া একবার ॥ সখ্যভাব করিয়াছ ইহার ভার্য্যায়। করিতে উচিত এহ সুখ যাহে পায় ॥ আর শুন যেই আজ্ঞা কৈলা গ্রহরাজ ॥ তাহাই কহিব তাহে মোদের কি লাজ ॥ এত কহি আয়ানেরে করি অগ্রসর। চলিলেন দোঁহে তবে জটিলার ঘর ॥ আয়ান গমন করে কেবল অভ্যাসে। কিন্তু ভালমতে পদ নাহি পড়ে ত্রাসে ॥ তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ণ কহেন তার প্রতি। স্থির হও তুমি নাহি হও ভীত মতি ॥ সূর্য্যের আদেশ যদি পারহ পালিতে। তবে সব শুভোদয় পারিবে হইতে ॥ অভিমন্যু কহে একি কহিলে কুশল। সূর্য্য আজ্ঞা পালিলে ঘুচিবে অমঙ্গল ॥ তিঁহ গ্রহরাজ সর্ব্ব জগত ঈশ্বর। তাঁর আজ্ঞা নাহি পালে হেন কেবা নর ॥ এইরূপ নানামত বাক্য আলাপনে। উপস্থিত হৈলা তাঁরা জটিলা ভবনে ॥ জটিলা রমণী বেশে দেখি জনার্দ্দনে। আসন অর্পিলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণে ॥ কহিছেও একি একি সৌভাগ্য আমার। দ্রোণ কন্যা আপনি আইলা গৃহে যার ॥ তোমার সঙ্গিনী এহ হন কোন জন। ইহার শরীর এত ক্ষীণ কি কারণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এই ভাস্করের কন্যা। যমুনা ইহার নাম রূপে গুণে ধন্যা ॥ কৃষ্ণ পতি পাইবারে তপ করে এহ। এই লাগি হইয়াছে অতি ক্ষীণ দেহ ইহারে তোমার কাছে পাঠালে ভাস্কর। কহিবারে এক কথা অতি ভয়ঙ্কর। কহিতে নারিব আমি তব মুখ চাই। এ লাগি ইহারে দিলা এখানে পাঠাই। একাকিনী পাঠাইতে না পারি ইহায়। সঙ্গিনী

করিয়া দিলা মোরে গ্রহরায়॥ তুমি সাবধান হয়ে তাঁর আজ্ঞাপন। শুনিয়া উত্তর দাও যেই হয় মন॥ এত শুনি জটিলা রটয়ে পাই ডর। কহ কহ কি আজ্ঞা করিলা দিবাকর॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কহ কালিন্দী সে কথা। আমিহ কহিতে নারি ভারি হয় ব্যথা॥ বটু কন তুমি-হই বলহ সুমতি। তোমার কি দোষ তাঁর কহিতে ভারতী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন করি অবধান। যে আজ্ঞা করিলা তোমা প্রতি ভানুমান॥

ষোড়শাক্ষরী মল্লঝাঁপ। ওরে মূঢ়মতি অবগতি করিয়া জটিলে॥ শুন মোর বাণী মহামানি পুত্র কন্যা মিলে॥ তোর বধূ মোরে পূজা করে যাইয়া কাননে। তাহে তার প্রতি আমি অতি স্নেহ করি মনে। তাহে তুষ্ট হিয়া পাঠাইয়া সুমতি মাতারে। কিবা বৃন্দাবন রাজ্যধন দিয়াছি তাহারে॥ তুমি দেখি তাহা বুঝি মহা দুখ পাও মনে। তেঁই রাধিকারে হবারে নাহি দাও বনে॥ ছল কর যাহা নহে তাহা তাহে সম্ভাবত। সেই মহাসতী নারী ভতি মাঝে প্রতিষ্ঠীত। জল আহরণে স্বনয়নে তাহা দেখিয়াছ। তভু আপনার দুরাচার নাহি ছাড়িয়াছ। তেঁই লাটী করে করি দ্বারে সদা বসি রহ॥ আর শ্রীরাধারে মোর ঘরে যেতে নিবারহ॥ মোর প্রতিমার তাহে আর পূজা নাহি হয়। তাহে তোমা প্রতি মোর অতিশয় ক্রোধোদয়॥ করিতাম তোর তাহে ঘোর বিপদ সৃজন। কিন্তু রাধিকায় স্নেহ তায় করয়ে রোধন। দোষ ঘুচাবারে যমুনারে করিয়ে প্রেরণ॥ এহ ত্যজি ডরে কবে তোরে আমার বচন॥ তুমি তাহা শুনি হিত মানি রাধি-কারে বনে। দাও যাইবারে তবে তোরে রাখিব জীবনে॥ ইহা শুনিবে যদি তবে তোরে দুখ দিব। আর তোর সুতে নানামতে বিপদে ফেলিব। যত গাভীগণ ধান্য ধন আছয়ে তোমার। তাহা হরি নিব না রাখিব কিছুই তাহার॥ শুনি এ ভারতী পায় ভীতি জটিলার মন। তার ভয় দেখি মহাসুখী শ্রীরঘুনন্দন॥

পয়ার। শুনিয়া এসব বাক্য জটিলা কাতর। মুখ শুকাইল তার স্ফুরে না উত্তর॥ অভিমন্যু এ সকল বচন শুনিয়া। কহিছে

জটিলা প্রতি কুপিত হইয়া ॥ মাতা তুমি কুটিলার কুমন্ত্রণা শুনি। ঘটাইলে এই ঘোরআপদ আপনি ॥ এখন করিছ কেনমনে বৃথা ত্রাস। দেবতার রোষেতে হইল সর্ব্বনাশ ॥ জটিলা এ সব শুনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া। কহিতে লাগিল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ॥ সুমতি অযশ সুনি লোকের বদনে। যাইতে না দিব আমি বধুরে কাননে ॥ তাহাতে করিয়াছেন রবি যদি ক্রোধ ॥ তবে না করিব আর তাহাতে নিরোধ তাঁহার বচন সুনি হৈল বড় ভয়। অতএব ত্যজিলাম সকল সংশয় ॥ কহিবে তাঁহার পায় আমার বন্দন। করেন আমার যেন দোষ ক্ষমাপণ ॥ পুত্র কন্যা বধুদিগে রাখেন কুশলে। কৃপা করি চান গাভী মহিষ সকলে ॥ একবার চল তোরা বধুর আগারে। কহি গিয়া তোমাদের সাক্ষাতে তাহারে ॥ এত কহি তাহাদিগে অগ্রেতে করিয়া রাধিকার গৃহে উপস্থিত হৈল গিয়া ॥ তারে দেখি শ্রীরাধিকা করিলা বন্দন। সকলেরে বসিবারে দিলেন আসন ॥ তারা তিন জন সেই আসনে বসিলা ॥ রাধিকারে কহিবারে লাগিল জটিলা ॥ বধুমাতা তুমি কালি হৈতে গিয়া বনে। পূর্ব্বমতে নিত্য পূজা করিবে তপনে প্রতিমাতে তিঁহ তব না পাই পূজন। হয়েছেন মোর প্রতি অতি ক্রুদ্ধ মন ॥ পাঠাইয়াছেন তিঁহ সেই সুমতিরে। সঙ্গে দিয়া নিজ কন্যা আমার মন্দিরে ॥ কয়েছেন যে সকল বচন বিরস। তাহা সুনি পাইলাম বড়ই সাধ্বস ॥ যে কর্ম্ম করিলে হয় দেবতার রোষ। কর্ত্তব্য না হয় তাহা যদ্যপি নির্দ্দোষ ॥ অতএব আমি তোহে দিনু অনুমতি। বনে যাবে তুমি পূজিবারে দিনপতি ॥ তাহাতে করয়ে যদি লোকেতে অযশ। না করিহ কোনমতে তাহাতে সাধ্বস। গ্রহরাজ ভাস্করের যদি কৃপা থাকে। তবে সব সুভ হবে আর ভয় কাকে। এখন সুমতি আর সূর্য্য তনয়ারে। পূজাকর আদরেতে বিবিধ প্রকারে ॥ অভিমন্যু মথুরাতে যাইতে ত্বরায়। আমি যাই করিবারে তাহারে বিদায় ॥ এত কহি সে জটিলা গেল নিজ বাস। এখানেতে উথলিল বচন বিলাস ॥ শ্রীললিতা কৃষ্ণ মধুমঙ্গলে চিনিয়া।

কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ সুমতি তোমারে মোরা পূর্ব্বাবধি জানি॥ ইহার বিশেষ কিছু বলহ বাখানী॥ কোথায় থাকেন এহ করেন কি ক্রিয়া। এত ক্ষীণ-তনু হয়েছেন কি লাগিয়া॥ শ্রীহরি কহেন এহ সূর্য্যের নন্দিনী। যমুনা ইহার নাম যমের ভগিনী হরিপতি পাইবারেমনেকরি আশ। তপস্যা করেনকালিন্দীতে করিবাস॥ জল মাত্র খাইএহ গোয়ায়েন দিন। এই লাগিহয়েছে ইহার তনুক্ষীণ॥ রাধিকা কহেন মোরা করেছি শ্রবণ। ব্রজরাজ করিছেনকন্যা অন্বেষণ॥ সংবাদ জানাই মোর নিকটেতাঁহার॥ তপস্যারফল সিদ্ধিহউক ইহার॥ পিতা মাতা না থাকিলে। বিবাহ না হয় যদ্যপিও বর মিলে। রাধা কন গ্রহ রাজ হয়েন সবিতা। স্বয়ম্বরা হয় প্রায় রাজার দুহিতা॥ দেখ শকুন্তলা পিতৃ অনুজ্ঞা বিহনে। দুষ্মন্তে বরণ কৈল আপনি কাননে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল হয় নাই তায়। পরেতে দুষ্মন্ত ত্যজি ছিল সে ভার্য্যায়॥ রাধিকা রটেন একি কিছু নাহি জান। আমি কহি শ্রবণ করিয়া সত্যমান। না লইল সে দুষ্মন্ত যখন ভার্য্যায়। তখনি আকাশ বাণী হইল তথায়॥ দুষ্মন্ত এ শকুন্তলা তব ভার্য্যা হয়। ইহারে অবজ্ঞা নাহি কর দুরাশয়॥ এত শুনি দুষ্মন্ত পাইয়া ভয় মনে। স্বীকার করিলা সে ভার্য্যারে সেইক্ষণে॥ অতএব এহ যদি স্বয়ম্বরা হন। না হইলে তাহে কিছু আপদ ঘটন॥ এত শুনি হাসিয়া কহেন বেণুপাণি। যমুনে শ্রবণ কৈলে রাধিকার বাণী॥ দোষ না হইতে পারে এমন হইলে। অতএব ভাল বাটে বিবাহ করিলে॥ এত শুনি শ্রীমধু মঙ্গলক্রুদ্ধমতি। কহিতে লাগিলা তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ ধূর্ত্তরাজ তোমা সনে যখন আসিব। তখনি অনেক মত ইঙ্গিত শুনিব। তুমিহ সহিতে পারসে সবইঙ্গিত। সহিতে নাপারিইহা মোরা কদাচিত॥ আদরেরপাত্র হয় সকল ব্রাহ্মণ। সহিতে পারিবে কেন ইঙ্গিত বচন॥ এই নাও তুমি নিজ বসন ভুষণ। আমিহ যাইব এবে আপন ভবন। ইহাদিগে দিতে কহ মোদক আমার। অন্যথা এ সব কথা কব জটিলায়॥ এত শুনি হাসি কন সখীর সমাজ। আহা মরি একি তুমি হও বটুরাজ॥

তাহা না হইলে এই শঠের সহিতে। রমণীর বেশ ধরি কে পারে আসিতে ॥ আর এক দিন তুমি মধুমভিবেশ। ধরিয়া করিয়া ছিলে এখানে প্রবেশ। আমরা তোমারে কি লগিয়া ঘুস দিব। বরঞ্চ তোমার স্থানে মোরাই পাইব ॥ যেহেতুক এই কথা পাউলে প্রকাশ। তোমাদেরি হইবেক অযশ উল্লাস ॥ করিতে পারেন এহ সকল অকাজ। তুমি বিপ্র হও পাবে সব স্থানে লাজ ॥ অতএব এহ সব বসন ভুষণ। আমাদিগে কর তুমি ঘুস বিতরণ। এত শুনি বটু সেই বাস ভুষা সিয়া। ললিতার নিকটেতে দিলা ফেলাইয়া ॥ শ্রীহরি কহেন মূর্খ একি অপন্যায়। মোর বাস ভূষা তুমি দাও ললিতায় ॥ মোর এই বাস ভূষা লইবে যে জন। হরি লব আমি তার বসন ভূষণ ॥ বটু কন তোর বাক্যে এই বেশ ধরি। অযশ হইল মোর গোকুল ভিতরি ॥ অতএব তোর বাস ভূষা করি দান। রক্ষণ করিব আমি আপনার মান ॥ ইথে মোর নাহি আছে কিছুই অন্যায়। করহ তোমার ইথে যেই ইচ্ছা যায় ॥ ললিতা বলেন বটু দিয়াছে আমায়। আমিহ লইব ইথে কিবা আছে দায় ॥ বাক্য আড়ম্বরে তুমি কি দেখাও ভয়। এত সেই যমুনা নদীর ঘাট নয় ॥ এখানে না হবে চৌর্য্য শক্তির প্রকাশ। তোমারি কাড়িয়া লব আমি ভুষা বাস ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যেই করেউপকার। যোগ্য বটেবাস ভূষা হরণ তাহার ॥ তোমাদেরিসূর্য্যপূজ বাধা ঘুচাইতে। আসিয়াছিলাম আমিকৃপা করি চিতে। তাহে যদিযায় মোর বস্ত্র অলঙ্কার। তবে কে করিবে আর কার উপকার ॥ বটু কন কৃষ্ণ মিথ্যা কহিলে একথা। সূর্য্য পূজা বাধে ছিল তোমারিত ব্যথা ॥ আপনারি সে দুঃখ বারণ লাগিয়া। এসেছিলে তুমি এই কপট ॥ করিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বটু জানিলাম চিতে। চাহিয়াছে ললিতা তোমারে ঘোল দিতে ॥ অন্যথা কহিবে কেন এসকল কথা। আমি দধি দিব নাহি বলহ অন্যথা ॥ ললিতা কহেন সত্যবাদী হন বটু। কহিছ ইহার প্রতি তুমি কেন কটু ॥ ঘোল দধি লাড়ু এহ কিছু নাহি চান। কহেন যথার্থ কথা ধর্ম্মে করি ধ্যান ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা দেখি-

ইব কালি পূজিতে যাইবে যবে বনে রশ্মিমালী ॥ ললিতা কহেন তাহা আর না হইবে। বনে সূর্য্য পূজিবারে সখী না যাইবে॥ গৃহেতেই নানামতে করিবে পূজন। সুকুমারী যাইতে নারিবে আর বন ॥ এত শুনি কহিছেন শ্রীমধুসঙ্গল। ললিতে এ বাক্য তব যেন স্রোত জল। সেহ যেন দুই কুলেকরয়ে পীড়ন। তেন রাধাকৃষ্ণে এই তোমার বচন॥ বিশ্বাস না করযদি একথা শুনিয়া। দেখ তবে রাধিকার বুকেহাত দিয়া॥ আমিহ দেখি হরির বুকে দিয়া কর। কাঁপিছে দোঁহারি বুক করি থর থর॥ এত কহি কৃষ্ণ বক্ষঃ স্থলে দিয়া পাণি। কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া এই বাণী॥ স্থির হও স্থির হও ওহে বংশীধারী। অবশ্য যাইবে সূর্য্য পূজিবারে প্যারী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য তব এই কথা। রাধা বনে নাহি গেলে হয় মোর ব্যথা॥ তোমারো ইহাতেআছে দুঃখ অতিশয়। যেহেতুক দক্ষিণা লাভের হানি হয়॥ আছে কি না আছে দুখ ইথে রাধিকার। প্রকাশ না হৈল তাহা দোষে ললিতার॥ বিশাখা যদ্যপি হন কিঞ্চিত সরল। তবে সত্য হয় তব বচন সকল॥ বিশাখা কহেন মোরে কহিতে না হবে। রাধারেই জিজ্ঞাসহ এই সত্য কবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি। কহ তুমি যথার্থ শঠতা পরিহরি॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা মৃদু মৃদু হাসি। কহিছেন শ্লেষবাক্যে আশয় প্রকাশি॥ ভাস্করে পূজিতে যদি না হয় গমন। অপূর্ব্ব সুখেতে তবে ডুবে মোর মন॥ বটু কন রাই তুমি সত্য না কহিলে। আপনার স [illegible] গরব বাড়াইলে॥ জিজ্ঞাসিলে যেই জন সত্য নাহি কয়। তাহার নিকটে অবস্থান যোগ্য নয়॥ এত কহি বটু গেলা অন্যত্র চলিয়া। ললিতা শ্রীরাধা প্রতি কহেন হাসিয়া॥ বুঝিলাম সখি তুমি বড় ধূর্ত্ত মতি। কহ তুহি শাঠ্য-ময় সকল ভারতী॥ অকার পূর্ব্বেতে যার সেই সুখ হয়। ইহা কহি লজ্জা দিলে মোরে অতিশয়॥ অতএব মোরাওনা রহিব এথায়। পরম আনন্দে থাকশঠ দুজনায়॥ এত কহি সকলসখীরে সঙ্গেনিয়া। ললিতা আপনগৃহ গেলেন চলিয়া॥ তাহা দেখি রাধিকাও উদ্যত যাইতে। শ্রীকৃষ্ণ কহেন তাঁর ধরিয়া পাণিতে॥

লঘু-ত্রিপদী। ওহে প্রাণপ্রিয়া, আমারে ছাড়িয়া, যাইতেছ কোন স্থলে। আমার সকল, শ্রমেরে সফল; কর রস কুতুহলে॥ দেখ কত দিন, তব সঙ্গ হীন, হইয়া যাপন করি। অনেক যতনে, তোমার ভবনে, আইনু স্ত্রীবেশ ধরি॥ তাহে বহুক্ষণ, করিল গমন, হাস পরিহাস বশে। এখন সকল, শরীরে শীতল, কর আলিঙ্গন রসে॥ সুধার সমান, বিম্বাধর পান, করাইয়া যথোচিত। অধিক, তৃষি এই মোর চিত, চকোরে কর সুখিত॥ হইয়া সদয়, আমাব হৃদয়, উপরি শয়ন করি। সুখেতে মগন, কর বিহরণ, কিশোরি এ দিন ভরি॥

পয়ার। রাধিকা কহেন গুণ কি আছে আমার। যেহেতু উৎকণ্ঠা এত আমাতে তোমার॥ সর্ব্বোত্তমোত্তম তুমি ভুবন ভিতরি। যোগ্য নহি আমি তব হইতে কিঙ্করী। ইথে তুমি কর এত আমারে আদর। লজ্জা মাত্র পাই ইথেআমি বহু তর॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেনপ্রিয়ে যতগুণ তব। কহিতে না পারি আমি তার এক লব। কায়িক বাচিক আর মানস আশ্রয়। গুণ পদ বাচ্য যত লোকেতে আছয়॥ তার মধ্যে যে গুণ তোমাতে নাহি রহে। তারে গুণ বলি লোকে শাস্ত্রেও না কহে॥ সেই সব গুণে আমি মোহিত হইয়া। থাকিতে না পারি কভু তোমারে ছাড়িয়া॥ এক দিন যদি তোহে না পাই দেখিতে। এক যুগ দেখি নাই এই হয় চিতে॥ এত কহি প্রেমরসে উল্লাসিত মন॥ পুনঃ পুনঃ করিছেন তাঁহারে চুম্বন॥ তবে দুই জন গিয়া পালঙ্ক উপরি শয়ন করিলা দোঁহে দোঁহা কোলে করি। এইরূপে সেখানে থাকিয়া কিছুকাল। দিন অবসান দেখি কহেন গোপাল॥ প্রিয়ে এই বেশে সম্ভাশিয়া জটিলারে। এক্ষণ যাইব আমি আপন আগারে॥ কালি দিনে সুর্য্য গৃহে করিবে গমন। সেখানে করিব কাননেতে বিহরণ॥ এত কহি ভবনের বাহিরে আসিয়া। জটিলার কাছে গেলা বটু সঙ্গে নিয়া॥ তাহারে কহেন হরি আয়ান জননি। মোদিগে সেবিল বড় তব বধুমণি॥ অতএব মোরা সূর্য্য করি নিবেদন। করিব তোমার প্রতি অনুকুল মন॥ কিন্তু তুমি রাধিকারে তাঁহার ভবন। যাইবারে

না করিহ কদাচ বারণ ॥ তবেই হইবে তব সব শুভোদয়। অন্যথা ঘটিবে নানা অশুভ নিশ্চয় ॥ জটিলা বলয়ে আমি নহি ক্ষিপ্তমন। দেবতার ক্রোধ জন্মাইব কি কারণ ॥ এত শুনি আনন্দিত হয়ে জনার্দ্দন। বটু সনে নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে জটিলা কৌটিল্যোৎপাদন বর্ণনানাম পঞ্চবিংশ উল্লাসঃ।

ষষ্ঠবিংশ উল্লাস।

বিধায় নর্ম্ম প্রেষ্ঠাভি বিহরণ রাধায়া বনে।
বনান্যবর্ণয়দেযাসৌ মাধবোনঃ সদাবতু ॥

পয়ার। পরদিন প্রাতঃকালে রাধিকা জাগিয়া। কহিতে লাগিলা সখীগণে সম্বোধিয়া ॥ সখী সব শীঘ্র কর স্নানাদি বিধান। সূর্য্য পূজিবারে বনে করিব পয়ান ॥ বিশাখা কহেন সখি সন্ধ্যায় নাগর। ভোরে দেখা দিয়া গিয়াছেন নিজ ঘর ॥ ইতোমধ্যে এতেক উতকণ্ঠা অনুচিত। যাইবে পুজার কাল হৈলে উপস্থিত ॥ রাধিকা কহেন সখি কহিলে কি বাণী। কোন দিন এথা এসেছিলা বেণুপাণি ॥ জরতীর উপদ্রবে কত দিন তাঁরে। দেখিতে না পাই তাহা নারি গণিবারে কহিতেছ কালি আসিছিলা জনার্দ্দন। ভাবিলেও ইহা মোর না হয় স্মরণ। বিশাখা কহেন কর নিজাঙ্গ দর্শন। স্মরণ হইবে দেখি অর্দ্ধ চন্দ্রগণ ॥ আমিহ সম্মুখে আনি দেখাই দর্পণ। অধর দেখিলে নষ্ট হবে বিস্মরণ ॥ এত কহি দর্পণ আনিলা তার আগে।

লজ্জিতা হইয়া রাধা দেখি দন্তদাগে ॥ তবে তিঁহ নীলপদ্ম করপদ্মে ধরি। প্রহারিলা বিশাখারে মিথ্যাকোপ করি ॥ বিশাখা বলেন সখি একি অবিচার। ইষ্টবস্তু দেখাইতে করিছ প্রহার ॥ এই রূপ নানামত করি পরিহাস। করিলেন সকলেন সকলেই স্নানাদি বিলাস ॥ সূর্য্য পূজা দ্রব্য আর কৃষ্ণ উপহার। লইলেন সজ্জা করি বিবিধ প্রকার ॥ তবে তাঁরা অতিশয় আনন্দিত মনে। প্রস্থান করিলা সূর্য্য পুজিবারে বনে ॥ শ্রীরাধি কিছু দূরে গমন করিয়া। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে ভাবিয়া২ ॥ হায় একি এতদূর কৈনু আগমন। দেখিতে না পাই কেন মদনমোহন ॥ বিশাখা কহেন সখি কহ সাবধান। শুনিলে এ কথা লোকে করিবে বিগান। রাধিকা কহেন ইথে দোষ কিছু নাই। মোহন মদনতরু দেখিবারে চাই ॥ পুন কিছু আগে গিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী। কহিছেন কৃষ্ণাবেশে আপনা পাসরি ॥ হায় হায় একি এই কানন ভুমিতে। হরি সার পদচিহ্ন না পাই দেখিতে ॥ বিশাখা বলেন সখি কহ কি বচন। শ্রবণ করিলে লোকে করিবে নিন্দন ॥ কৃষ্ণের উত্তম পদচিহ্ন দেখিবারে। বাসনা করিছ কেন পথের মাঝারে ॥ রাধিকা কহেন সখি মোর অভিপ্রায়। না জানিয়া কেন তুমি কহিছ অন্যায় ॥ হরি সারহরিণের চরণের চিন। দেখিতে না পাই আমি হইয়াছি দীন ॥ এইরূপনানামত হাস পরিহাসে। উপস্থিতহৈলা আমি সবেসূর্য্যগৃহ পাশে ॥ যতনে করিয়া তাঁরা মন্দির ক্ষালন। করিলেন নানাজাতি কুসুম চয়ন ॥ হেনই সময়েমধুমঙ্গল সহিত। শ্রীহরি সেখানে আসিহৈলা উপস্থিত ॥ এক কুঞ্জে হরিনিজে লুকায়ে থাকিয়া। বটুরে পাঠায়ে দিলা কার্য্য শিখাইয়া ॥ তাহারে একাকী দেখি রাধা উৎকণ্ঠিত। বিশাখা পুছেন বুঝি রাধিকায় চিত ॥ বটুরাজ যাবিনে না থাক একক্ষণ। তাহা বিনে আজি এথা এলে কি কারণ ॥ বটু কন শ্রীবংশীমোহন আজি বনে। রাজা করিয়াছে যাবদীয় সখাগণে ॥ করিতেছে সেহ রাজকর্ম্ম আচরণ। এই লাগি এখানে না কৈল আগমন ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বড় দুখি মন। করিছেন অধোমুখী হইয়া ভাবন ॥

একাবলীচ্ছন্দ। জানিলাম বিধি আমি বিশেষ। তোমার না আছে করুণালেশ॥ দেখ নাহি বাচি না দেখি যারে। দুর্লভ করিলে তুমিহ তারে॥ জরতী করিয়া আমায় দ্বেষ। এত দিন দিল কত না ক্লেশ॥ প্রণবন্ধু করি চাতুরি তায়। ঘুচাইলা কালি সেইত দায়॥ তুমি পুন দেখি মোর কি দোষ। করিলে আমার উপরি রোষ॥ সেই রোষে এথা পরাণনাথে। আসিতে না দিলে বটুর সাথে॥ হায় কত আশা করিয়া মনে। আসিয়াছিলাম এইত বনে॥ না পূরিল তার একটি লেশ। কেবল হইল বৃথাই ক্লেশ॥ শ্রীরঘুনন্দন বলয়ে বাণী॥ কাতর না হও ও ঠাকুররাণি॥

পয়ার। এইরূপে শ্রীরাধিকা করেন চিন্তন। জানিলেন হরি তাহা দেখিয়া বদন॥ সহিতে না পারি তবে প্রিয়সীর দুখ। আগমন করিলা সেখানে হাস্য-মুখ॥ তাঁরে দেখি শ্রীরাধিকা সুখিত হইলা। ললিতা হাসিয়া মধুমঙ্গলে কহিলা। বটু কহ তোমাদের ভূপতি কেমন। করিছেন বনে বনে একাকী ভ্রমণ। মন্ত্রি ভৃত্য এক জন কেহ নাহি কাছে। বুঝি কেহ রাজ্যপদ কাড়িয়া লয়েছে॥ শ্রীহরি কহেন শুন ভৈরব-বনিতে। নীতি-শাস্ত্র না জানি লাগিলে কি কহিতে। রাজা সব জানিবারে প্রজার চরিত। একাকী ভ্রমিবে এই হয় রাজনীত॥ অতএব একা আমি আসি এই বনে। দেখিলাম তোমাদের চরিত্র নয়নে। ভাঙ্গিয়াছ সকল বৃক্ষের ফুলফলে। অতএব দণ্ড পাবে তোমরা সকলে॥ শ্রীমধুমঙ্গল কন শুনরে কানাই। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর মোর মুখ চাই॥ পূজন করাই আগে ইহা সবাকারে। তবে দণ্ড করিহ যে হইবে বিচারে॥ শ্রীহরি কহেন সখা এ দণ্ডে তোমার। কিছু মাত্র হানি নাহি হবে দক্ষিণার॥ আমি নিব দিব্য-ফুল ফুলের বদলে। ফলের বদলে নিব দিব্য-দিব্য-ফলে॥ তোমার দক্ষিণা হয় ক্ষীরের মোদক। আমি নহি সে সকল দ্রব্যের গ্রাহক॥ বটু হাসি কহেন এমত যদি হয়। তবে আগে কর তুমি দণ্ডেরনির্ণয়॥ কি লইবে ফুল ফল ইহাদের স্থানে। দেখিতে না পাই তাহা আমিহ নয়ানে। সূর্য্য-

পূজা লাগি যাহা যাহা তুলিয়াছে। সেই ফুল ফল আছে ইহাদের কাছে ॥ তাহা লয়ে যদি তুমি করহ খালাস। দণ্ড না হইবে তবে হবে উপহাস। শ্রীহরি কহেন সখা তব জ্ঞাত নহে। ইহাদের আরো বহু ফুল ফল রহে॥ দিব্য দিব্য ইন্দীবর আছয়ে প্রকাশ। আর আছে মধু-পূর্ণ সুরঙ্গপলাশ। বস্ত্রে আচ্ছাদিত আছে দিব্য দিব্য ফল। গ্রহণ করিব আমি বলে সে সকল॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা দন্তে ওষ্ঠ চাপি। হরি পানে চাহেন প্রণয় কোপে কাঁপি॥ শ্রীহরি কহেন বুঝি না পাই পলাশ। কুন্দ কলিকাতে কৈল ইহারে গরাস॥ বটু কন বুঝিলাম তোমার আশয়। এ সকল ফুল ফল নিতে যোগ্য নয়॥ সূর্য্য আরাধিকা হয় এ সকল নারী। ইহাদিগে কটু কহা সহিতে না পারি॥ ললিতা কহেন কোপ করিয়া বিশাল। সাবধান হয়ে কথা কহ হে গোপাল॥ গোবর্দ্ধন কান্তার অনেক পুষ্প ফল। হরিয়া হরিয়া বুঝি বাড়িয়াছে বল॥ হরি কন গোবর্দ্ধন বনে ফুল ফল। তুলি তুলি সত্য বাড়িয়াছে মোর বল॥ এত সুনি ললিতা কহেন হাস্য করি। অন্য ব্যাখ্যা কর কেন ইষ্ট পরিহরি॥ গোবর্দ্ধন-নন্দের ভার্য্যার ফল ফুল। হরি বাড়িয়াছে বল এ অর্থ অতুল॥ এখানে সে বল যদি চাহ প্রকাশিতে। পাইবে উচিত ফল তাহার ত্বরিতে॥ বিশাখা বলেন সখি দ্বন্দ্ব পরিহর। বিচারেতে ভূপতিরে পরাভব কর॥ দেবতা পুজিতে যারা পুষ্প তোলে বনে। তাহাদের দণ্ড নাহি শুনি ত্রিভুবনে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এই কথা সত্য বটে। এমন বিষয়ে দণ্ড কভু নাহি ঘটে॥ কিন্তু নিজ বেশ লাগি যারা পুষ্প লয়। তাদের অবশ্য দণ্ড হইতে পারয়॥ ললিতা কহেন বন সর্ব্ব সাধারণ। তোমারি হইবে রাজ্য ইথে কি কারণ॥ যদি কহ রাজা কৈল বালকে আমারে। যোগ্য নহে এ কথা অন্যত্র কহিবারে॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরে না বচন॥ তাহা দেখি রাধা হাসি ললিতারে কন॥ প্রিয়সখি ভাস্করের কৃপাবলোকনে। আমাদেরি রাজ্যসিদ্ধ আছে বৃন্দাবনে॥ ইথে অন্য যদি চাহে রাজা হইবারে। দণ্ডার্হ সে হৈতে পারে ন্যায় অনুসারে॥

অতএব এ বিষয়ে কর বিবেচন। না কৈলে দণ্ড্যের দণ্ড হইবে দূষণ॥ ললিতা কহেন ইহা সত্য বটে রাই। কিন্তু কি করিব দণ্ড দেখিতে না পাই॥ গুঞ্জামালা শিখিপুচ্ছ বংশ এক খণ্ড। এই মাত্র আছে ধন কি করিব দণ্ড॥ রাধা কন আর কিছু দ্রব্য না লইয়া। কেবল মুরলী নাও ইহার কাড়িয়া॥ ইহা লইলেই সিদ্ধ হবে সব কায। ঘুচিবে ইহার নাগরালী ব্রজমাজ॥ বটু কন সখা তুমি কর পলায়ন॥ অন্যথা হারাবে বাঁশী এই হয় মন॥ যেহেতুক দেখিতেছি ইহারা অনেক। হইবেক তোমা হৈতে বলে অতিরেক॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা নাহি কর ত্রাস। অবলা সকলে আমি দেখি যেন ঘাস॥ ললিতা কহেন নাহি কর এ গরব। পদ্মাসখী নিকটে পাইয়া পরাভব॥ সে যখন পুষ্পদামে বান্ধি কর্ণোৎপল। তাড়ন করয়ে কোথা থাকে এই বল শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখি সকল কহিলে। কিন্তু নাম বিপর্য্যয় কি লাগি করিলে॥ যে হেতুক তোমারী সখির সন্নিধানে। মোর এই পরা-ভব সব লোকে জানে। এত শুনি শ্রীরাধিকা অরুণ নয়ন। কৃষ্ণ প্রতি করিছেন কুটীল বীক্ষণ॥ সেই দিঠি দেখি কৃষ্ণ অবশ হইলা। তাহা দেখি বটুরাজ কহিতে লাগিল॥ সখা জানিলাম আমি তোর যত বল। বাক্য আড়ম্বরি তব মিছাই কেবল॥ না পারিবে তুমিহ মুরলী যোগাইতে। অতএব দাও ইহা আমারে রাখিতে॥ এত কহি শ্রীমধুমঙ্গল হাসি হাসি লইলেন শ্রীকৃষ্ণের কর হৈতে বাঁশী॥ শ্রীকৃষ্ণ রাধার কটাক্ষেতে বিমোহিত। জানিবারে না পারিল এ সব কিঞ্চিত॥ তবে বটু কর হৈতে মুরলী লইয়া। ললিতা অঞ্চলে রাখি কহেণ হাসিয়া॥ বৃন্দাবনেশ্বরী বাঁশী নাই কৃষ্ণ করে॥ কি দণ্ড করিব তাহা বলহ সত্বরে॥ রাধা কন যদি বাঁশী দেখিতে না পাও। তবে আজিকার মত দণ্ড ছাড়ি দাও॥ এত শুনি বংশীধর বংশী না দেখিয়া। বটুরাজে কহিছেন শঙ্কিত হইয়া॥ সখা তুমি দেখিয়াছ মুরলী আমার। কোন জন চুরি কৈল সাক্ষাতে তোমার॥ বটু কন সখা ইহা মোর দৃষ্ট নয়। আন নাই বংশী এই অনুমান হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা ইহা অসম্ভব। বংশী বিনে থাকিতে না পারি এক লব ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা হৃদয়ে উল্লাসী। কহিছেন বিশাখারে মৃদু মৃদু হাসি।

ত্রিপদী। প্রিয় সখি একি সুখ, বিধি কি তুলিয়া মুখ, গোকুল-নগরী পানে চাবে। কুল-ধর্ম্ম-বয়-নাশী, খলের সে খল বাঁশী, দৈবযোগে হারাইয়া যাবে ॥ যদি বিধি ইহা করে, তবে সব নারী ঘরে, পরম সুখেতে ঘুমাইবে॥ না হইবে প্রবেশিতে, ঘোর বনে রজনীতে, কটু কথা কারো না শুনিবে ॥ আছে যত পশুগণ, তারা সবে সুখী মন, খাইতে পাইবে তৃণ জল। যাবত আছয়ে পাখী, তারা সব ছায়ে রাখি, ধাইবে না হইয়া বিহ্বল ॥ শ্রীযমুনা সরস্বতী, আদি যত নদী ততি, পতি কাছে যাইতে পাইবে ॥ আছে যত মহীধর, তারা পাবে সুখ ভর, আর শিলা গলি না পড়িবে ॥ অধিক কি কব আর, বধূ সব দেবতার, নীবীভ্রংশে লজ্জা নাহি পাবে। শ্রীরঘুনন্দন রটে এ সকল সত্য বটে, কিন্তু কে তোমার নাম গাবে ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা স্বর্ণ পদ্মোপরি। দুই রক্তপদ্ম আমি নিরক্ষণ করি ॥ হয়েছিনু বিস্ময় সাগরে নিমগন। সেইকালে বাঁশী হরিয়াছে কোন জন ॥ হরুক তাহাতে মোর ক্ষতি না হইবে। তল্লাস করিলে বাঁশী এখনি মিলিবে ॥ বটু কন আগে নাও আমার তল্লাস। এই দেখ উত্তরীয় অধরীয় বাস ॥ এত কহি দুই বস্ত্র ঝাড়ি দেখাইয়া। অন্য স্থানে গেল তিঁহ হাসিয়া হাসিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে গোপবধূগণ। নয়নে দেখিলে সাধ লোক আচরণ ॥ সন্দেহ হইয়াছিল বলি বটুমণি। ঝাড়া পড়া দিয়া দোষ ঘুচাল আপনি ॥ তোরাও তাহার মত এক এক জন। ঝাড়া পড়া দিয়া কর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ যদি তোরা নিজে নিজে না কর এ ক্রিয়া। আমারে করিতে হবে স্বকার্য্য লাগিয়া ॥ এত শুনি সকলেই শঙ্কাযুক্ত মন। বাসনা করেন করিবারে পলায়ন ॥ তাহা জানি রাধারে কহেন জনার্দ্দন। বৃন্দাবনেশ্বরি শুন আমার বচন। কহিলে আমার রাজ্য

আছয়ে এথায়। সেই ভাল বিবাদ না করি মোরা তায়। কিন্তু রাজ্য হৈলে হয় করিতে বিচার॥ অন্যথা অযশ হয় অধর্ম্ম বিস্তার॥ তব সখীগণ মধ্যে কেহ এক জন। লইয়াছে মোর বাঁশী এই হয় মন॥ অতএব চাহি আমি সন্দেহ ভাঙ্গিতে। কহ তুমি ইহাদিগে ঝাড়া পড়া দিতে। অনথ্যা অযশ হবে তোমার ইহাতে॥ অসম্ভব হয় চুরি রাজার সাক্ষাতে॥ রাধিকা কহেন শুনিতেছ সখী সব। কহিছেন যেই কথা এইত মাধব॥ যে কর্ম্ম করিলে হয় ইহার প্রত্যয়। স্ব দোষ নাশিতে তাহা করিবারে হয়॥ এত শুনি ললিতা কয়েন বিশাখায়। যোগ্য নহে সখি আর থাকিতে এথায়॥ এক মত হয়ে গেল রাজায় রাণীতে। এখানে থাকিলে হবে আপদ পাইতে। যদ্যপি ইহারা কেহ ধার্ম্মিক হইত। তবে থাকিলেও কোন ক্লেশ না ঘটিত॥ তাহা নহে দুই জন অধার্ম্মিক হয়। অতএব এথা অবস্থান যোগ্য নয়॥ রাধিকা কহেন সখি এই বাস্তবিক। চুরি করি ধার্ম্মিক না করি অধার্ম্মিক॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে ভৈরব বনিতে। তোহে আর না হইবে ঝাড়া পড়া দিতে॥ জানিলাম নাও নাই তুমি মোর বাঁশী॥ আর নাহি দিতে হবে তোমারে তল্লাসি॥ বিশাখা কহেন এই কথা সত্য বটে। মোদের সখীতে এ কর্ম্ম কি কভু ঘটে॥ তোমারিত প্রিয়সখা তব বাঁশী নিয়া। গিয়াছে সখীর বস্ত্র-অঞ্চলে রাখিয়া॥ এত শুনি বটু আসি কহেন কুপিত। বিশাখা কহিছ তুমি একি অনুচিত। বিপ্র জাতি হই মোরা সদা ধর্ম্মচারী। চুরি কর্ম্ম মোরা কি করিতে কভু পারি॥ তাহে প্রিয় সখা হয় মোর এ মাধব। ইহার মুরলী চুরি মোর অসম্ভব॥ বিশাখা বলেন এ সকল সত্য বটে। কিন্তু লড্‌ডুকের লোভে কিবা নাহি ঘটে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কালি কহিলা ললিতা। ঘুস না লয়েন বটু যথার্থ ভাবিতা॥ তুমি আজি কহিতেছ লড্‌ডুকের লোভে। বাঁশী চুরি করিয়াছে এ কথা না শোভে॥ যদি বটু লোভেও এ কর্ম্ম করি থাকে। তবু দুই মতে দোষ ঘটে ললিতাকে॥ যদি ঘুস কবু-

লিয়া চুরি করাইলা। তবেত যথার্থ চোর ললিতা হইলা॥ যদিবা বটুই নিজে করি থাকে চুরি। তভু ললিতায় দোষ পড়ে ঘুরি ঘুরি॥ যেহেতু চোরের ধন যে জন রাখয়। নীতিশাস্ত্র অনুসারে সেই চোর হয়॥ এত শুনি ললিতা কহেন বিশাখায়। জানিলাম আমি আজি তোর অভিপ্রায়। এ শঠের স্থানে ঘুস পাইয়া কিঞ্চিত। নিজে সাক্ষী হয়ে কহিতেছ অনুচিত॥ বিশাখা কহেন বাশী নাহি থাকে পটে। তবেই এ সব কথা কহা তোহে ঘটে। নাগর দেখিবে যবে বসন অঞ্চল। প্রকাশ হইবে সেই সময়ে সকল॥ বটু কন ছাড় তোরা মিথ্য এ কলহ। সূর্য্য আরাধনে সবে উদ্যোগ করহ॥ যাহে লাভ আছে তাই করিবারে হয়। শুষ্ক কলহেতে বৃথা বহিছে সময়॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া গোপীকুল। বটু আগে করি প্রবেশিল সে দেউল। সেখানে পূজিয়া তাঁরা সকলে ভাস্কর। বটুরে দক্ষিণা দিলা মোদক বিস্তর॥ সেই কালে শ্রীললিতা মোদক সহিত। বটুর অঞ্চলে বাশী দিলা অলক্ষিত॥ তবে গোপী সকলে বাহিরে আসিবারে। উদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণ দাড়াইল দ্বারে॥ কহিছেন তিঁহ তাহাদিগে হাসি হাসি। এই স্থানে দেও তোরা সকলে তল্লাসি॥ তোমাদিগে পলাইতে উদ্যত দেখিয়া। পূর্ব্বে কিছু কহি' নাই ছিলাম সহিয়া॥ এখন পাইনু বশে তোমা সবাকারে। দেখিববসনআদি স্বেচ্ছাঅনুসারে॥ পরিত্রাণ না হবে রাণীরো এ বিষয়ে। যেহেতু তাহেও মোর সন্দেহ আছয়ে॥ এত শুনি গোপীগণ করেন ভাবনা। পাইতে হইল বুঝি লজ্জায় যন্ত্রণা॥ কি করিয়া এ সঙ্কটে হইব নিস্তার॥ সূর্য্য কৃপা করি কর এ দায়েতে পার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আর গৌণ কি কারণ॥ একে একে দ্বারেতে করহ আগমন॥ ললিতা কহেন আগে আপন সখার। তল্লাস লইরা কর সন্দেহ সংহার॥ তার পরে মোরা একে একে তব কাছে। যাইয়া ঘুচাব তব সন্দেহ যে আছে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা দিয়াছে তল্লাস। আরবার দিব কেন উহারে প্রয়াস॥ বটু কন সখা তুমি না হও বিরক্ত। তল্লাস দিবারে আমি না হই অশক্ত॥

ললিতার প্রত্যয় হইবে যতবারে। ততই পারিব আমি উল্লাস দিবারে
এত কহি বসন খুলিয়া দেখাইতে। প্রকাশ হইল বাশী মোদক
সহিতে॥ ললিতা কহেন ধর্ম্ম আছয়ে প্রবল। প্রকাশিয়া দিলচোর
সাধু সে সকল॥ কিন্তু জানিলাম বটু ভাল বিদ্যা জানে। যাহে লোপ
করিছিল সকলের জ্ঞানে॥ সেই হেতু পুর্ব্বে যবে এ উল্লাস দিল।
তখন মোদেরবাশীদৃষ্ট না হইল॥ দেবগৃহে সে বিদ্যা না হইল স্ফুরিত
তেঁই চুরি করা বাশী হৈল প্রকাশিত॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা সব
গোপিকারে। শপথ করাও এই সূর্য্য সাক্ষাতকারে॥ তবেই তোমার
বস্ত্রে দিয়াছে যে বাশী॥ তারে জানা যাবে ধর্ম্ম দিবেন প্রকাশি।
এত শুনি শ্রীসুদেবী সবার কনিষ্ঠ। প্রথমেই করিছেন শপথ গরিষ্ঠ॥
আমি যদি বটু পটে দিয়া থাকি বাশী। নষ্ট হবে তবে মোর সব
পুণ্যরাশি॥ হেন রঙ্গা দেবী আদি রাধিকা পর্য্যন্ত। জ্যেষ্ঠ ক্রমে
দিব্য কৈল তুরন্ত তুরন্ত॥ সকলের জ্যেষ্ঠা শ্রীললিতা সর্ব্ব শেষে।
করিছেন শপথ সুন্দর বাক্য শ্লেষে॥ যদি আমি বটু বস্ত্রে দিয়া থাকি
বাশী। তবে হবে অহীন অশুভ রাশি রা শি॥ এত শুনি অপ্রস্তুত হয়
বটুরাজ। কৃষ্ণ মুখ পানে চান পাই বড় লাজ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন
সখা নাহি পাও গ্লানি। চ্যুতাক্ষরালঙ্কারে কয়েছে এই বাণী॥ অশুভ
শব্দের হীন করিলে অকার। যেই রহে সেই প্রাপ্য ইষ্ট ললিতার॥
তার ভাব এই আমি দিয়া থাকি বাশী। হইবেক তবে মোর শুভ
রাশি রাশি॥ অতএব জানা গেল তোমার বসনে। ললিতা দিয়াছে
বাশী ফেলিয়া গোপনে॥ এখন পুছহ তুমি রাণী শ্রীরাধারে। ললি
তা র কি দণ্ড কহেন করিবারে॥ এত শুনি বটু কন বৃন্দাবনেশ্বরি।
কহ তুমি ললিতার কোন দণ্ড করি॥ রাধিকা কহেন শুন ব্রাহ্মণ
কুমার। এ কর্ম্মের যোগ্য যেই দণ্ড ললিতার॥ ক্ষিতি শূন্য গোব-
র্দ্ধন-ক্ষিতি-ধারী কোলে। বসাইয়া পুষ্পবৃষ্টী কর ঢাক ঢোলে॥ এত
শুনি বটুরাজ কপট কুপিত। কহিছেন রাধিকারে বচন কিঞ্চিত
ভাল ভাল রাই তুমি হও যেন রাণী। তাহারি উচিত কহিতেছ এই

বাণী ॥ গোবৰ্দ্ধন পৰ্ব্বতের ক্রোড়ে বসাইয়া। ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ দুন্দুভি বাজাইয়া ॥ জাতী যুথী মল্লিকাদি কুসুম বর্ষণ। চোরের উচিত বটে এ দণ্ড করণ। যে রাজার রাজ্যে চেরে পুষ্পবৃষ্টী পায়। সাধু জনে সেখানে রহিতে না যুয়ায় ॥ এত কহি তিঁহ চলি গেলা অন্যস্থানে। ললিতা কহেন তবে হসিত বয়ানে ॥ রাই বুঝিলাম আমি তোমার চরিত। লজ্জা ধর্ম্ম ভয় নাই তোমার কিঞ্চিত ॥ মোরে গোবৰ্দ্ধন ধারী কোলে বসাইয়া। পুষ্পবৃষ্ঠি করিতে কহিলে কি করিয়া ॥ যেহেতুক গোবৰ্দ্ধন ক্ষিতিধারী নাম। ক্ষিতি শূন্য হৈলে করে ইথেই বিশ্রাম ॥ মোদেব বাসনা নাই ও কোলে বসিতে তুমিই বসহ যাহা সদা ভাব চিতে। আয় আয় সখী সব কুসুম তুলিতে। ইহার উপরি হবে বর্শণ করিতে ॥ এত কহি সব প্রিয় সখীরে লইয়া ॥ ললিতাও অন্য কুঞ্জে প্রবেশিল গিয়া ॥ তবে বংশীমোহন রাধার করে ধরি। কহিছেন তাঁর প্রতি পরিহাস করি ॥ প্রিয়ে সবাকার মান্য শ্রীললিতা হন ॥ অবশ্য কর্ত্তব্য তাঁর বচন পালন ॥ মোর কোলে বসিতে কহিলা তিঁহ তোহে। অতএব বস তুমি কৃপা কর মোহে ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা মৃদু হাস্য করি। বসিলেন তাঁর বাম উরুর উপরি ॥ শোভিলেন কৃষ্ণ উরু উপরি রাধিকা। নীলমণি বেদীতে কি কণক লতিকা ॥ রাধিকা কহেন নাথ এ দেব ভবন। এ স্থানে আইসে সদা অন্য অন্য জন। অতএব চল এই স্থান উপেখিয়া। বিলাস করিব বন দেখিয়া দেখিয়া ॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া জনার্দ্দন। তাঁর করে ধরি কৈলা বনে প্রবেশন ॥ ভ্রমিছেন দোহে কর ধরাধরি করি। বন শোভা দেখাইয়া কহিছেন হরি ॥

ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চীযমকঃ। ওহে প্রিয়ে দেখ এই বন বড় মনোরম। রমণীয় ভূমিতল যাহে চৌরস সুগম ॥ গমনেতে সুখদায়ী যাহে বালুকা সুন্দর। দরশন করি যাহা সুখী নয়ন অন্তর ॥ তরঙ্গিনী ধারা মত তাহে দেখি পথ যত। যতনেতে পাতিয়াছে যাহে মণি নানামত ॥ মতঙ্গজ দন্ত হেন কত ধবল পাতর। তরনি তনয়া সম

শ্যাম কত মনোহর ॥ হরপ্রিয় কত রহিয়াছে সুন্দর শ্রীফল। ফল ধরিয়াছে যাহে তব স্তন অবিকল ॥ কলরব করে যার গন্ধে মাতি মধুকর। কর দরশন প্রাণপ্রিয়ে সে নাগকেশর ॥ শর মদনের করি মানে যাহারে বিরহি। রহিয়াছে সে চম্পক ভালে পরশিয়া মহী ॥ মহিমার সীমা নাহি স্থার কেশর সেবনে। বনে রহিয়াছে সে পুন্নাগ দেখহ বীক্ষণে ॥ ক্ষণে ক্ষণে যার পুষ্প পড়িতেছে বসুধায়। ধায় অলি সব সেই এই বকুল সভায় ॥ তায় পুষ্পগুচ্ছ পল্লবেতে শ্রীঅশোক সব। শব্দ করে যাহে মধুকর অতি অসম্ভব। তব পূজনেতে যার পুষ্প অতিসঙ্কুচিত ॥ চিত-মোহন ধুস্তুর কতহয় বিলসিত ॥ সিত অরুণ লোহিত কত সেবতী শোভয়। ভয়জনক কন্টক যার গাছে অতি-শয় ॥ শয়নেতে বিছ ইতে যোগ্য কুসুম যাহার। হার হয় যাহে দেখ সেই যুথী চমৎকার ॥ কার সুখ না জন্ময়ে এই মল্লিকা নিকরে। করে যার মালা দিব্য শোভা তোমার কবরে ॥ বরে বসন্তের মাধবী হয়েছে কুসুমিত। মিত নাহি হয় যাহার কুসুম চারিভিত ॥ ভীত মনে দৃষ্টী আরোপয়ে বিরহী যাহাতে। হাতে শর ধনু করে কাম যার ফুল পাতে ॥ পাতে ভ্রমরের ছুলিছে মালতী ঘনে ঘন। ঘন স্তনি মোর পরশেতে তুমিহ যেমন ॥ মননের ভঙ্গ করে যার সৌরভ লহরী। হরিলেক মন সেই স্বর্ণ যুথী সহচরী ॥ চরিতার্থ করে যেহ জীবে সমর্পিলে হরে। হরে সব তাপ দেখ সেই আকন্দ প্রকরে ॥ করে তোমার উপমা যার সে স্থল কমল। মনহরে বিষ্ণু পূজনেতে কর যে কুশল ॥ সলজ্জিত করে যে কমলা রসেতে সীতারে তারে নিরীক্ষণ কর প্রিয়ে বন ধারে ধারে ॥ অমৃতের তুচ্ছ করে যেই নাগরঙ্গ। রঙ্গরতে নিরীক্ষণ কর কিবা এ সুরঙ্গ ॥ রঙ্গণের পুষ্পগুচ্ছ গুচ্ছ কর দরশন। শণ বনজ শোভিছে কত কনক বরণ ॥ রণ করে যার পুষ্পে শর করি পঞ্চশর। শরদিন্দুমুখি দেখ সেই কাঞ্চন বিসর ॥ সরসিজ বিলোচনি দিব্য পলাশ রাজয়। জয় পায় যাহে কাম কাছে যোগীও যে হয়। হয়মারক বলয়ে যারে সব শাস্ত্র-

কয় ॥ করবীর সেই দেখ দিক শোভার আকর। কর এই স্থানে কিশোরি বিশ্রাম একবার। বারণোত্তমগামিনী বেশ করিব তোমার ॥

পয়ার। এত কহি এক তরুতলে বসাইয়া। নানাজাতি পুষ্প নিজে আনিলা তুলিয়া ॥ তবে নিজে বসি কোলে বসাই রাধারে। করিতে লাগিলা বেশ বিবিধ প্রকারে ॥ এখানেতে বিলম্ব দেখিয়া সখীগণ। করিছেন তাঁদিগে সকলে অন্বেষণ ॥ দূর হৈতে দেখি তাঁরা দোহার বিলাস। পাইলেন অতিশয় আনন্দ উল্লাস। তবে কাছে অলক্ষে করিয়া আগমন। করেন দোহার শিরে কুসুম বর্ষণ ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা লজ্জিতহইয়া। উঠিলেন শ্রীকৃষ্ণেরউরু উপেখিয়া ॥ ললিতা কহেন রাই বস একবার। পুষ্প বৃষ্ঠি পূর্ণ হোক আমা সবাকারে বিশাখা বলেন মোরা নহি পুণ্যশীলা। দেখিতে পাইব কেন এ দোহার লীলা ॥ বুঝিলাম এই সব লতা পুণ্যবতী ॥ দেখিল যাহার এ দোহার লীলা ততি ॥ তপ করি লতা হয়ে এ বনে জন্মিব। আশা পূরি এ দোহার বিলাস দেখিব। শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি। এস এস ইহাদের আশা পূর্ণ করি। এত শুনি শ্রীরাধিকা দূরে পলা-ইলা। হেনকালে বটুরাজ সেখানে আইলা ॥ কহিছেন তিঁহ সখা আছে কিছু মনে। কতক্ষণ আসিয়াছ এইত কাননে ॥ এখম করিবে দাদা তোরে অন্বেষণ। অতএব চল তার নিকটে এক্ষণ ॥ এত শুনি নটবর ভাল ভাল বলি। বলদেব কাছে যাতে হল কুতুহলী ॥ যদ্যপিও রজনীতে রারিকার ঘরে ॥ যাইবারে ইচ্ছা ছিল তাহার অন্তরে তথাপিও কিঞ্চিৎ কৌতুক করিবারে। না করিলা কোনহ সঙ্কেত ললিতারে ॥ দেখিকৃষ্ণে গমন উন্মুখ সখী গণ। বটু স্থানে লড্ডুকাদি করিলা অর্পণ ॥ তবে তাঁরা সকলেই নিজ নিজ স্থান ॥ পরম সুখিত মনে করিলা পায়ন ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে বিবিধ পরিহাস পূর্ব্বক বন-বিহার বর্ণনোনাম ষড়বিংশ উল্লাসঃ ॥

সপ্তবিংশতি উল্লাস।

ধৃত্বাশ্যামাসখীবেশং রাধায়া গৃহমেত্য যঃ।
চক্রে নানা পরীহাসং দয়তাং মাধবঃ সনঃ॥

পয়ার। তবে রজনীতে শ্যামাসখী বেশ ধরি। রাধিকার ভবনে প্রস্থান কৈলা হরি॥ যাইতে যাইতে পথ মধ্যে আচম্বিত॥ সাক্ষাত হইল তাঁর আয়ান সহিত॥ সেহ কৃষ্ণে দেখি শ্যামা গোপী বলি মানি॥ কহিতে লাগিল কিছু সবিনয় বাণী॥ শ্যামা সুন্দরীহে আমি তোমরি ভবনে। যাইতে ছিলাম এক কার্য্য করি মনে॥ গোবর্দ্ধন সখা মোরে ডাকি পাঠায়েছে। অতএব যাইতে হইবে তার কাছে॥ অদ্য আমি আলয়েতে ফিরি না আসিব। মধুপুরীতেই তার নিকটে রহিব॥ এত-এব এক ভার দিতেছি তোমারে। এই রাত্রি বধুর নিকটে রহিবারে॥ ললিতায় নাহি আছে আমার বিশ্বাস। তুমিহ থাকিলে সব শঙ্কা হবে নাশ। অভিমন্যু কহিতেছে এ সব বচন। ভক্ষকে রক্ষক করে যেন কোনোজন॥ কৃষ্ণ তার কথা শুনি বড় সুখি মতি। কহিতে লাগিলা প্রীতি করি তার প্রতি॥ গোপ শ্রেষ্ঠ তুমিহ দিতেছ যেই ভার। অবশ্য কর্ত্তব্য বটে এ কর্ম্ম আমার॥ রাধিকার পতিব্রতা ধর্ম্ম থাকে যায়। সদাই চেষ্টিত আছি আমিহ তাহায়॥ অতএব চিন্তা ত্যজি যাহ মথুরাতে॥ আমিহ চলিনু প্রিয় সখীর সাক্ষাতে॥ এত শুনি মধুপুরে গেল সে আয়ান। রাধিকার গৃহে গেলা রসিক প্রধান॥ দূরে থাকি শ্রবণ করেন বংশীধারী। গাইছেন তাঁরি গুণ কীর্ত্তিদা কুমারী॥ তবে তাঁর নিকটেতে চলিলা কানাই। এস এস সখি বলি ডাকিলেন রাই॥ দাসী জন আনি দিল উত্তম আসন। বসিলেন তদুপরি শ্রীবংশীমোহন॥ তবে শ্রীরাধিকা করি গীত সম্বরণ। করিতে লাগিলা তাঁরে এই জিজ্ঞাসন॥ প্রিয় সখি কহ কহ করি বিবরণ।

কোথা হৈতে করিতেছে তুমি আগমন॥ দেখিয়া থাকহ যদি মোর প্রাণপতি। কহ কোথা আছেন করেন কি সংপ্রতি॥ রাধার বচন শুনি শ্যামা বেশ ধারী। কৃষ্ণ কহিছেন তাঁরে কপট বিস্তারি॥ রাই একি দেখি আমি তব ব্যবহার। কৃষ্ণ বিনে নাহি জান তুমি কিছু আর॥ কখনো করহ তার চরিত শ্রবণ। কখনো আপনি কর তাহা সংকীর্ত্তন॥ কখনো নির্জনে বসি তারে কর ধ্যান॥ কভু তার লাগি কর মাল্যাদি নির্ম্মাণ। পরপুরুষেতে কুলবতী অবলার। নাহি সাজে কদাচিতো হেন ব্যবহার॥ কুলবতী রমণীর স্বধর্ম্ম রক্ষণ। করণ উচিত এই কহে সব জন॥ যদ্যপি করয়ে সেহ কারো সঙ্গে প্রীত। তভু তাহা গোপনে রাখিতে সমুচিত॥ যে হেতুক প্রকাশ পাইলে সে প্রণয়। সকল স্থানেতে লজ্জা অপযশ হয়॥ তুমি কৃষ্ণ সনে করি প্রণন বিধান॥ নাহি কর তাহার গোপনে অবধান॥ অতি অনু চিত হয় হেন আচরণ॥ করিবে ইহাতে লোক সকলে নিন্দন॥ মথু- রায় গেলেন তোমার গৃহপতি তোর রক্ষা ভার দিলা তিঁহ মোর প্রতি॥ আমিহ দেখিয়ে যেন তব ব্যবহার। ইথে সাধ্য নাহি মানি এ কর্ম্ম আমার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা মৃদু মৃদু হাসি। কহিতে লাগিলা তারে প্রণয় প্রকাশি প্রিয় সখি করিতেছ ভাল উপদেশ। কিন্তু না হইল ইথে আমার আবেশ! যে হেতু আমার মন কোনহ দশায়। প্রাণনাথে উপেখিয়া অন্যত্র না যায়॥ অতএব তার কথা বিনে কথা আন। শ্রবণ না করে কদাচিতো মোর কান॥ সে অঙ্গ পরশ বিনে অপর পরশে। কখনো আমার অঙ্গ করে না লালসে॥ তাহা বিনে অপর বস্তুর নিরীক্ষণ। কদাচিত নাহি করে আমার নয়ন॥ তাহার প্রসাদ বিনে আমার রসনা॥ নাহি করে কভু অন্য বস্তু আস্বাদনা॥ তার অঙ্গ-গন্ধ বিনে আর যত গন্ধ॥ তাহাতে না হয় মোর ঘ্রাণের সম্বন্ধ॥ এই রূপে মোর সর্ব্বেন্দ্রিয় তার বশ। অন্য অন্য বিষয়েতে না করে লালস॥ তেঁই তুমি করিলে যতেক উপদেশ॥ না করিল তাহা মোর শ্রবণে প্রবেশ॥ কুল ধর্ম্ম লোক লজ্জা সব মান্য বটে।

কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমে তার মনে নানা ঘটে॥ চিন্তামণি পাইলে যেমন কোনোজন। শর্করা কর্কর প্রতি না করে দর্শন॥ তেন কৃষ্ণ প্রেম সুধা সাগরে মগন। অন্য কিছু গণনা না করে মোর মন॥ তাহে যদি হয় মোর লোকে অপযশ। তাহাতেও দুখি নহে আমার মানস॥ এত শুনি রাধিকার রোষ জন্মাইতে। পুনর্ব্বার কৃষ্ণ তাঁরে লাগিলা কহিতে॥ রাই তুমি যে কহিলে ইহা সত্য বটে। অনুরাগ জন্মিলে এ সকল ঘটে॥ কিন্তু সেই অনুরাগ যাহে উপজয়। তাহা কিছু কৃষ্ণেতে দর্শন নাহি হয়॥ দিব্যরূপ বেশ গুণ স্বভাব চরিত। দেখি করে নারী পর পুরুষেতে প্রীত॥ তার কিছু মাত্র কৃষ্ণে দেখিতে না পাই। কিসে এত অনুরক্ত তাহে তুমি রাই॥ দেখ একে কাল তাহে বাঁকা তিন স্থলে। তাহারে সুন্দর করি কোন জন বলে॥ বেশের করিব তার কিবা বিবরণ। শিখি পুচ্ছ গুঞ্জমালা যাহার ভূষণ॥ বাল্যকালাবধি সদা ফিরে গো চরাই। অতএব কোনো গুণ শিক্ষা হয় নাই॥ এক মাত্র জানে গুণ মুরলী বাজনা। তাহাও উত্তম নহে কৈলে বিবেচনা॥ স্বভাবের কিবা তার দিব পরিচয়। যে হেতুক তাহার বোধ তোমারো আছয়॥ দেখ সেই শঠ প্রীতি করি তোমা সনে॥ গমন করয়ে অন্য গোপীর ভবনে॥ চরিত্র কেবল গাভী মহিষী চারণ। অপর না দেখি কিছু যাহে ভুলে মন॥ আর গুণ অন্য গুণ কিছু নাহি থাকে। থাকে রসিকতা তবে ভুলায় রামাকে॥ তার সম্ভাবনা কিছু না হয় তাহায়। গো রাখাল কেবা হয় রসিক কোথায়॥ অতএব তুমি কি উত্তম দেখি তায়। এত প্রীতি করিয়াছ বুঝা নাহি যায়॥ এত শুনি শ্রীরাধার রোষ উপজিল॥ তাহে মুখে অরুণিমা উদয় হইল॥ সেই রোষা-বেশে কিছু কম্পিত অধর। করিতে লাগিয়া তাঁর প্রতি প্রত্যুত্তর॥

একাবলীছন্দ। সখিরে শুনিয়া তোমার কথা। পাইলাম আমি বড়ই ব্যথা॥ কৃষ্ণে অনুরাগ যাদের নহে। তাহারাই হেন কুকথা কহে॥ তুমিহ করিয়া ব্রজেতে বাস॥ কহিছ কি করি এ সব ভাষ।

সে রূপ মাধুরি সে বেশ সার। দেখিয়াছ তোরা কত না বার॥ সেকল গুণ তুলনা হীন। বিদিত আছয়ে অনেক দিন॥ সেইভ স্বভাব চরিত আর। অবিদিত নহে তোমা সবার॥ তথাপি কি করি কহ এ সব। বুঝিত না পারি তাহার লব॥ শ্রীরঘুনন্দন বন্দিয়া ভণে। জানিতে পারিবে কথোকক্ষনে॥

পয়ার। এত কহি শ্রীরাধিকা ক্ষণেক থাকিয়া। কহিছেন পুনাবার হুঙ্কার ছাড়িয়া॥ বুঝিলাম সখি আমি করিয়া ভাবনা। নাহি আছে কিছুমাত্র তোর বিবেচনা॥ যে হেতুক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বেশ গুণ। স্বভার চরিত্রবোধে না হও নিপুণ॥ শুন শুন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সে সকল। তোরে জানাইতে কহি যেন বুদ্ধিবল॥ তার-রূপ কোন জন কহিতে পারয়॥ যাহা দেখি ত্রিলোকের লোক মুগ্ধ-হয়॥ অপর কি কব যত পশু পক্ষিগণ। তাহারাও যাহা দেখি হয় মুগ্ধ মন॥ তাহারাও দূরে রহুষত তরুচয়। সে সকল যাহা দেখি পুলকিত হয়॥ কিবা সে অঙ্গের ছটা যিনি জলধর। যাহা দেখি লজ্জা পায় ফুল্ল ইন্দীবর॥ মুখের মাধুরী মদনের মন হরে। নিরখিয়া যাহা ছিছি করি শশধরে॥ তাহে দুই দিব্যদীর্ঘ প্রসন্ননয়ন। যাহা দেখি সুরনারী সব মুগ্ধমন॥ ভুরুভঙ্গীমদনেরমানস মোহন। অধরমাধুর্য্য কিবা করিববর্ণন॥ করিরাজ শুণ্ড সম ভুজদণ্ডদ্বয়। বক্ষস্থল শোভা হেরি কেবা না ভুলয়॥ আর কত কহিব করিয়া বিবরণ। কোন অঙ্গে নাহি তার দোষ এক কণ॥ তোমার রয়েছে দীর্ঘ দুখানি নয়ন। তবে কেন নাহি হয় সেশোভা দর্শন॥ করিছ যে কাল বলি তাহার কুৎসন। বিবেচনা ভাব মাত্র তাহার কারণ॥ দেখ দেখ ইন্দ্রনীল মণি হয় কাল। তথাপি তাহারে কেবা নাহি বলে ভাল॥ কৃষ্ণরূপ দেখি সেই ইন্দ্রনীলমণি। মলিন হয়েছে আপনারে তুচ্ছ গণি। বাঁকা যে কহিছ তারে ইহা যোগ্য নয়। বাকা হয়ে দাড়াইলে বাকা নাহি হয়॥ সত্য বাক হয় যদি কোনহ সুন্দর। তবু শোভে সেহ যেন অর্দ্ধ শশধর॥ অতএব এই দুত দোষ নহে তার। শুনহ করিব এবে বেশের বিচার। সহজ

সৌন্দর্য্য যার অধিক না রয় । তাহারেই নানা বেশ বনাইতে হয় ॥ সহজেই অধিক সুন্দর শশধর । কিছু বেশ নাহি তভু জগমনোহর । হেন কোটিচন্দ্র যারনখতুল্য নয় । তাহারেকি বেশ ভুষা করিবারেহয় ॥ তবে যে ধরেন তিঁহ গুঞ্জাবর্হদলে । সে কেবল বুঝাইতে ইহাই সকলে ॥ সুন্দর পরয়ে যাহ সে সৌন্দর্য্যপায় ॥ গুঞ্জাহার শিখিপুচ্ছ যেমন আমায় ॥ এইত কহিনু বেশ না কয়ার কথা । গুণের বিশেষকহি মোর-জ্ঞান যথা ॥ গুণপদ বাচ্যহেন কি আছে সংসারে । দেখিতে না পাই যাহা ব্রজেন্দ্র কুমারে ॥ এই লাগি তাঁরনাম করণ সময়ে । গর্গমুনি কয়েছেন নন্দমহাশয়ে । ব্রজমহীপতি তব এইত সন্তান । সর্ব্বগুণে করি নারায়ণের সমান ॥ শুনিয়াছে তাহা যারা ব্রজেশ্বরী স্থানে । তারা সর্ব্ব গুণেপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেরে জানে ॥ তুমি বুঝি শুন নাই গর্গের বচন। তেঁই করিতেছ এই অযোগ্য ভাষণ ॥ হয়েছেও সে সকল গুণের উদয় । অনুভব কবিলেই পরকাশ হয় ॥ দেখ দেখ সেই গুণ হয় ত্রিপ্রকাব । কায়িক বাচিক আর মানসিক আর তাহাতে কায়িক গুণ শোভা সুল-ক্ষণ । সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ বল নবীন যৌবন ॥ বচনের গুণ হয় মাধুর্য্য প্রধান ॥ যথার্থ ভাষিতা আর প্রসাদ আখ্যান । মানসিক গুণ তার গণনা অতীত। অতএব কহিতা মধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ ॥ ক্ষমা দয়া সরলতা গাম্ভীর্য্য বিনয় ॥ সর্ব্বহিত করণেচ্ছা সর্ব্বত্র প্রণয় ॥ এ ত্রিবিধ গুণতাহে আছে সু প্রকট । তাহাদের অপলাপ বড়ই দুর্ঘট ।

ত্রিপদী । জানিয়া গীতের রীতি, কৃষ্ণের মুরলী গীতি, নিন্দিতেছ তুমি কি প্রকারে । গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব, শুনি যার গীতরব, ধৈরয ধরিতে নাহি প্যারে ॥ গানবিদ্যা বিশারদ, মহামুনি শ্রীনারদ, যাহা শুনি হয়েন মোহিত ॥ যার গানে মুগ্ধ হরি, সেই ত্রিপুরের অরি, যাহাতে হয়েন মুর্চ্ছায়িত ॥ যাহা শুনি চতুর্ম্মুখ, পাইয়া পরম সুখ, হয়েন আপন বিস্ম-রণ ॥ শ্রীসনক সনাতন, আদি যত যোগীজন, তাহাদেরো ক্ষুব্ধ হয় মন ॥ শচী আদি সতী সব, করি যাহা অনুভব, কামবেগে মোহিত হইয়া । স্খলিত কুন্তল পাশ, সম্বরিতে নারে বাস, পতি কোলে পড়ে

মুরছিয়া সে কথা রহুঁক দূরে, সুনি যার ধ্বনি পুরে, পশু পক্ষিগণ মোহ পায়। নদীজল উচ্ছলিত, তরুলতা পুলকিত, পাষাণ সকল গলি যায়॥ হেন বেণু নাদ যারে, ভুলাইতে নাহিপারে, এই তিন ভুবন মাঝার। ধন্য ধন্য ধন্য তায়, কিশোরীর তারপায়, কোটি কোটি কোটি নমস্কার॥

পয়ার। শঠতা স্বভাব তার তুমি যে কহিলে। না হয় তাহাও সিদ্ধ বিচার করিলে॥ দেখ দেখ যত আছে জঙ্গম স্থাবর তাসবার প্রিয় হয় শ্রীনন্দ কোঁয়র॥ বিশেষত ব্রজবাসিন্দের প্রিয়তর। তোমা সকলের প্রিয়তম দামোদর॥ অতএব এ সকলে আনন্দ প্রদান। তিঁহ যে করেন সেহ উচিত বিধান॥ ইহাতে তাহারে শঠ বলে যেই জন। মোর বিবেচনে নাই তার বিবেচন॥ দেখ সব কমলিনী প্রিয় দিনকর। তাহাদিগে সুখ দেন তিঁহ নিরন্তর॥ ইহাতে তাঁহারে এই ভুবন ভিতরি। কোন বিবেচক জন কহে শঠ করি॥ গোমহিষী চারাণে হে করিছ ইঙ্গিত॥ ইহাতে বুঝিনু তুমি বড় অপণ্ডিত॥ দেখ দেখ তার গাভী মহিষী চারণ। দেখিবারে সদাই আইসে সুরগণ। ইহাও থাকুক দূরে বিধি মহেশ্বর। তাহা নিরখিতে আইসেন নিরন্তর॥

লঘুত্রিপদী। বন্ধু রসময়, রসের আশ্রয়, বাসর বিষয় হয়। রসিকতা তার, ভুবন মাঝার, কহিবারে কে পারয়॥ অতএব তার, করিয়া বিস্তার, কিবা দিবপরিচয়। চাহিলেকহিতে, বদন হইতে, বাণী নাহি নিকসয়॥ নাগর প্রবর, রসিক শেখর, যত রসিকভঙ্গিমে। এই হয় মন, তার এক কণ, না থাকিবে কোনো স্থানে॥ সম্মুখে দেখিয়া, উলসিত হিয়া, যেমত আদর করে। তাহা করিবার, উচিত আধার, কে আছে গোপের ঘরে॥ কাছে আলে পরে, যবে লাজভরে, আমি হই নতমুখী। চিবুক ধরিয়া, নিমেষ ত্যজিয়া মুখ দেখে মহাসুখী॥ তাহে যদি মোরা, লাজে হয়ে ভোরা প্রবেশিয়ে নিকেতনে। তবে বেগে ধায়, যেন ফণী যায়, দূরে দেখি স্মরভনে॥ মোরে কোলে নিয়া, পালঙ্কে বসিয়া, করে যত পরিহাস। তাহা কহিবারে, কিশোরী কি পারে; মুখে করি পরকাশ॥

পয়ার। আর যেই রসিকতা তাহার বিহারে। বর্ণন করিতে তাহা কোন জন পারে॥ যেহেতুক যার নাহি তার সাক্ষাৎকার। তার নাই কদাচিত্তো তাহে অধিকার॥ যে জনের আছয়ে তাহার পরিচয়। সে কখনো তাহা নাহিকরিতে পারয়॥ চিন্তামণি হেন হৃদয়েতে ঢাকি রাখে। নির্জ্জন পাইলে বসি মনে মনে চাখে॥ সে সকল নাহি হয় তব অবিদিত। তবে কেন কহিতেছ কথা অনুচিত॥ শ্রীরঘুনন্দন রটে নিদান ইহার। কিছুকাল পরেতে হইবে পরচার॥ রাধিকার বচন শুনিয়া শ্যামরায়। কহিছেন গদ গদ স্বরে পুন তাঁয়॥ সখি যে কহিলে তুমি সব সত্য হয়। কৃষ্ণের অদ্ভুত গুণ কিছু মিথ্যা নয়॥ তব মুখে সেই সব করিতে শ্রবণ॥ কহিছিনু পূর্ব্বে আমি বিরুদ্ধ বচন। এক্ষণ হইনু তাহা শুনি সুখি-মন। করিব তোমারে এক কথা জিজ্ঞাসন॥ কহিলে আপনি শ্যাম প্রিয় সবাকার। সকলেরি প্রীতকর উচিত তাহার॥ তবে কেন সেহ গেলে অন্য প্রিয়া পাশে। তোমার মনেতে মান অধিক প্রকাশে॥ এত শুনি শ্যামের বচন মনোহর। তাঁর প্রতি শ্রীরাধিকা করেন উত্তর॥ সহচরি প্রেমের স্বভাব সুদুর্গম। বুঝিতে না পারে সেই যেহ বিজ্ঞতম॥ সেহ প্রেম আপনার প্রিয়জন প্রতি। কখনো কখনো করে মানের উৎপতি॥ নাহি থাকে যদ্যপি প্রিয়ের কোনো দোষ। তভু সেই প্রেম কভু উপজায় রোষ॥ সেহ দোষাভাসে যেই উপজাবে মান। ইহাতে না হয় তার অশক্য বিধান॥ নিজে হয়ে সেহ সুধা সমুদ্র মধুর। দোষাভাসে বর্ষে মান গরল প্রচুর॥ সেহ প্রেম যার যেন প্রিয়জন প্রতি। তার তেন হয় তাহে মানের উৎপতি॥ অতএব বন্ধুতে যে করি আমি মান। জানহ কেবল প্রেম তাহার নিদান॥ রাধার বচন শুনি আনন্দে বিভোর। কহিছেন পুন তাঁরে গোপীচিত্ত চোর॥ নিশ্চয় জানিনু আমি বৃন্দাবনেশ্বরি। তুমি হও প্রেমময়ী ব্রজের ভিতরি॥ আশ্রয় করয়ে যেই তোমার চরণ। সেই পায় পরম দুর্লভ প্রেমধন॥ তোমার করুণাদৃষ্টি না হয় যাহায়। সে জন কখনো প্রেম ধন নাহি পায়॥ অতএব আমিহ বাসনা করি চিতে। তোহে গুরু

করি কৃষ্ণ-প্রণয় শিখিতে যদি কৃপা করি দাও কৃষ্ণ-প্রেম ধন। তবে ও চরণে দিব তনু প্রাণ মন ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া এ সব বাণী, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, কহিছেন তাঁরে আরবার। সহচরি হেন কথা কহি কোন দাও ব্যথা, তোরা হও প্রেমের ভাণ্ডার ॥ হরি হরি একি লাজ, দেখিলে সে ব্রজরাজ, পুত্রে কোথা আমার প্রণয়। যার তাহে প্রেম থাকে, সেকি না দেখিয়া তাকে, একক্ষণ বাচিতে পারয় ॥ মোরা হই পরাধীন, মাসে কভু এক দিন, দেখিবারে পাইবা না পাই। তবু এই ছাড় প্রাণ, দেহে কার অবস্থান, কিবা মোর প্রেমের বড়াই ॥ তুমি বুঝি আজি তারে, পাইয়াছ দেখিবারে, প্রসন্ন দেখি যে তব মুখ। এস তোহে পরসিয়া, আমি সুখী করি হিয়া, কৃষ্ণ-সঙ্গি-সঙ্গ বড় ॥ সুখ এত কহি তবে রাই, পসারিয়া দুই বাই, শ্যামা বলি শ্যামে কোলে নিলা। পরশে জানিয়া পরে, আনন্দ লজ্জার ভরে, শ্রীকিশোরী স্তম্ভিত হইলা ॥

পয়ার। কৃষ্ণ অঙ্গ পরশে স্তম্ভিত পুলকিত। রাধিকা ভাবেন মনে বড়ই বিস্মিত ॥ একি একি এহ শ্যামা সহচরী নয়। সেইভবরসিকরাজ মোর বন্ধু হয় ॥ মরি মরি এহ কত রসিকতা জানে। শুনি নাই যাহা কদাচিতো অন্য স্থানে ॥ কিন্তু আমি ইহার সক্ষাতে বার বার। করিলাম কত প্রগলভতা আবিস্কার ॥ কৃষ্ণ বলি জানিলে ইহারে সখীগণ। কহিবেক মোরে কত ইঙ্গিত বচন ॥ বিশেষে আপনি কৈনু কৃষ্ণে আলি ন। জানিলে ইহারা হাসি ভরাবে ভুবন ॥ অতএব প্রকাশিয়া আমি এক ব্যাজে। ফেলাইব এই সখী সকলেও লাজে ॥ তবে ইহা সকলের মধ্যে কোনো জন ॥ কহিতে নারিবে মোরে ইঙ্গিত বচন ॥ এই রূপ মনে মনে ভাবেন শ্রীমতী। সখী সব কহিতে লাগিল তাঁর প্রতি ॥ সখি বড় সুখ পালে শ্যাম আলিঙ্গনে। স্পন্দন না দেখি তেঁই তোর অঙ্গগণে ॥ রাধিকা কহেন শ্যামা শ্যামের প্রেয়সী। হইতে পারয়ে সুখ ইহারে পরশি ॥ তাহে এহ শ্যামের প্রসাদ মাল্য পরে। স্তম্ভিত করেছে মোরে ভারি গন্ধভরে ॥ তোরাও

ইহারে সবে কর আলিঙ্গন। সুখ পাবে শ্যামচান্দ পরশে যেমন॥ এত কহি শ্রীরাধিকা শ্যামেরে ছাড়িলা। প্রথমে ললিতা তাঁরে আলিঙ্গন দিলা॥ জানিয়াও কৃষ্ণে তিঁহ কিছু না কহিল। এই রূপে ক্রমে সবে শ্যামে কোলে নিল॥ পরে মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া শ্রীমতী। কহিতে লাগিল নিজ সখীগণ প্রতি॥ সখী সব কর মোর বাক্য অবগম। এই শ্যামা সখী মোর বড় প্রিয়তম॥ বিশেষত কৃষ্ণভুক্ত মালা ধরি গলে। কোল দিয়া সুখ দিল বড় মো সকলে॥ অতএব তোরা সবে করিয়া যতন। করহ ইহার দিব্য বেশ বিরচন॥ কুঙ্কুমে করিয়া কুচে লিখহ মকরী। আমার কাঁচুলী বান্ধি দাও তদু-পরি॥ পরাও আমার শাটী দাও মোর হার। আর যে যে অঙ্গে সাযে যে যে অলঙ্কার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল আছে মোর বেশ। কেন ইহা-দিগে দাও সে লাগিয়া ক্লেশ॥ ললিতা কহেন শ্যামে বুঝিনু আশয়। রাধিকা হইতে তুমি করিতেছ ভয়॥ কৃষ্ণ নখ চিহ্ন আছে তোর পয়োধরে। দেখিলে রুষিবে রাই ভাবিয়া অন্তরে॥ কিন্তু রাধিকার নহে স্বভাব তেমন। অতএব নাহি হও সশঙ্কিত মন॥ এত কহি ললিতা সকল সখী সঙ্গে। ধরিলেন শ্রীকৃষ্ণের বসনেতে রঙ্গে॥ ঘুচাইল তাঁরা যবে কাঁচুলী বন্ধন। পড়িল তাঁহার তরে আরো-পিত স্তন॥ তাহা দেখি সখী সব হাসিতে লাগিলা। তবে কৃষ্ণ তাহাদিগে কহিতেলাগিলা॥ অভ্রম করিলি মোরে তোরা বাক্যে যার। আমি শাড়ী কাড়িলই বলেতে তাহার॥ এত কহি রাধিকার ধরিল বসন তাহা দেখি অন্য স্থানে গেল সখীগণ॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকারে কোলেতে লইয়া। বসি লেন পালঙ্কের উপরি যাইয়া॥ তবে শ্রীরাধিকা প্রেমে গর২ মতি। কহিবারে আরম্ভিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ তুমি হও সকল লোকেতে দয়াময়। মোর প্রতি হও কেন নিতান্ত নির্দ্দয়॥ দেখ রমণীর লাজ মহাধন হয়। নারীবেশে আসি মোর তাহা কৈলে ক্ষয়॥ যাহা না কহিতে হয় সাক্ষাতে তোমার। কহাইলে সে সকল কথা বার বার॥ আপনি করিলে নানা মতে মোর স্তব। কদাচ না ঘটে

শার তোমানে সম্ভব॥ করাইলে ভুলাইয়া অপর যে কাজ। হায় তাহে পড়িল লাজের মাথে বাজ॥ শুনিলে এ সব বার্ত্তা ব্রজনারী গণ। করিবেক মোরে উপহাস বিরচন॥ কহ কহ কহ এই গোকুল মাঝারে। আমি বাস করিয়া রহিব কি প্রকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে পরিহাস রসে। দুঃখ বোধ কর কেন অভিমান বশে॥ বহু আশা করি আমি এই নারী বেশ। ধরিয়াছি কহি শুন তাহার বিশেষ॥ লজ্জা লাগি অধ করি থাকহ বদন॥ অতএব ভালমতে না হয় দর্শন॥ সেই হেতু রহস্য বচন শুনিবারে। কখনো না পাই আমি কোনহ প্রকারে॥ নিজে আয়োজন করি প্রেম আলি-ঙ্গন। স্বপনেও নাহি হয় কখনো ঘটন॥ এই তিন সাধিতে করেছি এই বেশ। তাহা সিদ্ধ হল আজি অশেষ বিশেষ॥ ইথে তুমি নাহি ভাব মনে কিছু দুখ। করিব আমিহ তাই যাহে মোর সুখ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি আনন্দিত রাই॥ কহেন সজল আখি তার মুখ চাই॥ প্রাণ বন্ধু তোমার যাহাতে হয় সুখ। তাহাই করিবে তাহে মোর নাহি দুখ॥ দেখ তব সুখ লাগি ত্যজিলাম আমি। লোক-লজ্জা কুল-ধর্ম্ম গুরু-জন স্বামী॥ তব সুখ লাগি যদি পাই মহা দুখ। তাহাকেও মোর মন মানে মহা সুখ॥ যাহাতে না দেখি তব সুখের উদয়। সে সুখে আমার মন মহা দুখ কয়। তুমিহ রসিকরাজ জান কত কেলী। এ দাসীরে সুখ দিতে কর কত খেলী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তব গুণগণ। করিতে না পারি কোটিকল্পেও বর্ণন॥ তুমি ত্রিজগতে রমণীর শিরোমণি। কমলারো পরাভব-কারি-গুণ-খনী॥ বিশেষত বচনের নাহি উপমান। শুনিলে জুড়ায় যেন কর্ণ মন প্রাণ॥ মোর প্রতি অনুরাগ তোমার যেমন। তাহার উপমা স্থান না হয় দর্শন। কোটি কল্প যদি আমি করি আয়োজন। তথাপি তোমার প্রেম না হয় শোধন॥ এত কহি তাঁর মুখে শ্রীমুখ অর্পিয়া পিয়েন রসিকরাজ অধর অমিয়া॥ তবে কাম-কেলি-রস কুতুহলে ভরি। গোঁয়াইলা রাই শ্যাম সেই বিভাবরী॥ পরে নিশা অবসান

জ্ঞানি জনার্দ্দন। আপনার ভবনেতে করিল গমন ॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন ॥ শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে শ্রীরাধায়া রাগোদ্গারবর্ণনো-
নাম সপ্তবিংশ উল্লাসঃ।

অষ্টাবিংশ উল্লাস

বৃন্দাবেশেন বিপিনং গত্বা সার্দ্ধং বকারিণা।
বিদধে বিবিধং নর্ম্ম যা সা নঃ পাতু রাধিকা ॥

পয়ার। পরদিন সন্ধ্যাকালে বৃন্দাবনে গিয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ বৃন্দারে ডাকিয়া ॥ বন দেবি একবার রাধার আগারে। প্রস্থান করহ মোর বাক্য অনুসারে ॥ আজি এই কুঞ্জে তার সঙ্গে বিহারিতে। বড়ই বাসনা হইয়াছে মোর চিতে ॥ অতএব শ্রীললিতা বিশাখা সহিত। আন গিয়া তারে এই নিকুঞ্জে ত্বরিত ॥ এত শুনি বৃন্দা দেবী আনন্দিত মনে ॥ প্রস্থান করিল রাধা কুঞ্জে সেইক্ষণে ॥ এখানেতে শ্রীরাধিকা ললিতার প্রতি। কহিছেন অতিশয় উৎকণ্ঠিত মতি ॥ সখি আজি দিবসেতে প্রাণনাথ সনে ॥ আলাপন হয় নাই কুটিলা কারণে ॥ রাত্রিতেও বুঝি তার সঙ্গে সন্দর্শন। নাহি হয় এই শঙ্কা করে মোর মন ॥ যে হেতুক আপনি অথবা দূত দ্বারে। করে নাই কোনহ সঙ্কেত সে তোমারে ॥ কিন্তু তারে নিরখিতে আমার হৃদয়। প্রিয়সখি অতিশয় উৎকণ্ঠা করয় ॥ অতএব কি করিয়া পাইব তাহায়। কহ মোর প্রতি তুমি তাহার উপায় ॥ ললিতা

কহেন সখি মন স্থির কর। দেখা দিবে অবশ্য তোমারে সে নাগর॥ তোমা সঙ্গ বিনে সেহ থাকিতে না পারে। অতএব মিলিবেক কোনহ প্রকারে॥ দেখ কালি কোনহ সঙ্কেত নাহি করি। আপনি আইল শ্যামা সখী বেশ ধরি॥ তেন কোনো ছল করি আপনি আসিবে। অথবা তোমারে নিতে দুতী পাঠাইবে॥ এই কথা কহিলেন যখন ললিতা। বৃন্দা দেখী সেইক্ষণে হৈলা উপস্থিতা॥ তারে দেখি ললিতা পুছেন যে বচনে। উত্তর করেন বৃন্দা তাহারি পঠনে॥ সখি বৃন্দাবন হৈতে এই আগমন। সখি বৃন্দাবন হৈতে এই আগমন॥ হইয়াছে নাগর রাজের দরশন। হইয়াছে নাগর রাজের দরশন॥ আছেন রাধার লাগি তিঁহ উৎকণ্ঠিত। আছেন রাধার লাগি তিঁহ উৎকণ্ঠিত॥ লইতে সখীরে তব এথা আগমন। লইতে সখীরে তব হেথা আগমন॥ বৃন্দার বচন শুনি ললিতা সুখিত। কহেন রাধার প্রতি হাসিয়া কিঞ্চিত॥ দেখিলে দেখিলে সখী অনুমান মোর। দূতী পাঠায়েছে তোরে নিতে বন্ধু তোর॥ অতএব দিব্য বেশ করিয়া বিধান। বৃন্দাবনে দূতী সনে করহ প্রস্থান॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বড় সুখী মন॥ কহিছেন ললিতার প্রতি এ বচন॥ সখি এই বৃন্দার আছয়ে যেন বেশ। হেনই করহ বেশ মোর অবিশেষ॥ বৃন্দা আর তোমাদিগে দূরেতে রাখিয়া। তার কাছে যাব আমি একাকী হইয়া॥ সেহ যেনকরিছিলা কালি পরিহাস। করিব তেনইআসিনর্ম্ম পরকাশ॥ পরে তোরা সকলেও নিকটে যাইবে। ইহাতে অনেক সুখ উল্লাস হইবে॥ এত শুনি সখী সব বচন রাধার। বৃন্দার সমান বেশ করিলা তাহার॥ তবে তাঁরা সকলে রাধারে মধ্যে করি। প্রস্থান করিলা বনে দেখিতে শ্রীহরি॥ কিছু দূর গিয়া রাধা পুছেন বৃন্দারে। নাগর আছেন কোন কুঞ্জের মাঝারে॥ বৃন্দা বলিছেন রাধে শুনহ উত্তর॥ শ্রীধীর সমীর কুঞ্জে আছেন নাগর॥ রাধা কন নিকট হয়েছে সেই কুঞ্জ। পাইতেছি নাগরের অঙ্গ গন্ধ পুঞ্জ॥ অতএব তোরা সব থাক এই স্থানে। একাকিনী আমি যাই তার সন্নিধানে॥ এত কহি

সেই স্থানে ছাড়ি তা সবারে। রাধিকা চলিলা ধীর সখীর মাঝারে। তাহারাও শুনিবারে হাস পরিহাস। কাছে গিয়া তরু আড়ে করিলা নিবাস। এখানেতে শ্রীবৃন্দার বিলম্ব দেখিয়া। ভাবনা করেন কৃষ্ণ উৎসুক হইয়া॥

ত্রিপদী। বৃন্দাদেবী রাধিকারে, গিয়াছেন আনিবারে, কিন্তু বহি গেল বহুক্ষণ। কি লাগি এখনো তিঁহ, ফিরি না আইলা ইহ, নানা শঙ্কা ইথে করে মন॥ বুঝি সেথা যাইবার, কালে পথে সুদুর্দ্ধার, কোনো বিঘ্ন হইয়াছে তার। এই লাগি প্রিয়া কাছে, যাইতে না পারিয়াছে, সেহ এই বিতর্ক আমার। অথবা প্রিয়ার কাছে, অভিমন্যু বসি আছে, মধুপুর হইতে আসিয়া। এ লাগি কোনহ কথা, কহিতে না পারি তথা, বৃন্দাদেবী আছেন বসিয়া॥ কিম্বা দেখি এ সংসারে, সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে, ভয়ে প্রিয়া আসিতে নারিলা॥ কিম্বা অতি সুকুমারী, পথ শ্রম ভাবি ভারি, অভিসারে বিমুখী হইলা॥ এইমতে রাধিকারে, না পারিয়া আনিবারে, বৃন্দা লাজ পাই অতিশয়। মোরে কিছু না কহিয়া, অন্য কোনো পথ দিয়া, গিয়াছেন আপন আলয়॥ কি করিব আমি এবে; প্রিয়ারে কে আনি দিবে; তাহা বিনে স্থির নহে মন। শ্রীরঘুনন্দন ভণে, প্রভু স্থির কর মনে, তব ইষ্ট হইবে পূরণ॥

পয়ার। কহিতে কহিতে কৃষ্ণ এ সকল কথা। বৃন্দা বেশধারী রাধা আইলেন তথা॥ তাঁরে দেখি বৃন্দা মানি শ্রীবংশীমোহন। উদ্বিগ্ন হইয়া করিছেন জিজ্ঞাসন॥ একি বৃন্দে গেলে তুমি প্রিয়া আনিবাপে। তাহা বিনে একাকী আইলে কি প্রকারে॥ রহিয়াছি আমি তব পথ পানে চাই। একাকিনী তোহে দেখি বড় শঙ্কা পাই॥ কহ কহ কত দূরে আসিছেন প্রিয়া। মনস্থির নাহি হয় তারে না দেখিয়া॥ গজেন্দ্রগামিনী প্রিয়া তব কাছে কাছে। আসিতে না পারি বুঝি পড়িয়াছে পাছে॥ কহ কহ কোন পথে আসিতেছে প্রিয়া তারে আনয়ন করি আমি আগে গিয়া॥ এতেক বচ., শুনি রাধিকা

সুখিত। কিন্তু কিছু না কহেন যেমন দুঃখিত॥ তবে কৃষ্ণ অতি-শয় শঙ্কিত হইয়া। পুনশ্চ কহেন তারে কাকুতি করিয়া॥ বন-দেবি কি লাগিয়া হয়ে আছ মৌন। শীঘ্র কহ সহিতে না পারি আমি গৌণ॥ রাধিকা কহেন কি কহিব বংশীধর। কহিতে চাহিলে মুখে স্ফুরে না উত্তর॥ বেশ করি অভিসার কৈলা যবে রাই॥ তখনি আইল ঘরে কুটিলার ভাই॥ কয়েছে কি কথা তারে মন্দ গোবর্দ্ধন॥ মহাক্রোধে আসি কৈল দ্বার আবরণ॥ অতএব রাধিকা না পারিলা আসিতে। ঘরে ফিরি যাহ আজি স্থির করি চিতে॥ এত শুনি কৃষ্ণ অতি খেদিত হইয়া। কহিছেন তাঁরে পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া॥ বৃন্দে আজি বিধি মোর কি বাদ সাধিল। বড়ই আশাতে মোরে নিরাশ করিল॥ করিয়াছিলাম আমি মনোরথ যত। বিধি বিড়ম্বনে তাহা হই গেল হত॥ কহিতেছ যেই ঘরে ফিরিয়া যাইতে নাহি পারে কোনমতে তাহাত ঘটিতে॥ নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরি যাইবারে। না পারিবে মোর দুই পদ চলিবারে॥ রাধিকা কহেন তবে শুন এক কথা। যাহাতে নিবৃত্তি পাবে তব এই ব্যথা॥ গোব-র্দ্ধন পুরে আছে ঘরে আসে নাই। এই কথা কহিলেক কুটিলার ভাই॥ অতএব আমি তার ভবনে যাইয়া। সোমাভারে আনি তব সন্দেশ কহিয়া॥ তাহারি সঙ্গেতে আজি করহ বিলাস। যাইতে না হবে ঘরে হইয়া নিরাশ॥ সেহ বটে সর্ব্ব গুণে সমান রাধার। বিনয় অধিক হয় রাধা হৈতে তার॥ অতএব তার সঙ্গে হইবে সুখিত আজ্ঞা দাও যাই তারে আনিতে ত্বরিত॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃন্দা প্রতি পুনর্ব্বার। বৃন্দে একি কহিতেছ না করি বিচার॥ যেজন উৎসুক হয় চন্দ্রিকা দেখিতে। তারকায় পারে কিবা তারে সুখ দিতে॥ রাধা কন এত গুণ কি আছে রাধায়। যার লাগি এতেক উৎকণ্ঠা কর তায়॥ বরঞ্চ দেখিতে পাই তার নানাদোষ। অল্প অপরাধে তোমা প্রতি করে রোষ॥ সেহ রোষ প্রণয় বচনে নাহি যায়। তাহে অভিভূত হয়ে তর্জ্জয়ে তোমায়॥ সকল গুণের মধ্যে উত্তম বিনয়।

তার গন্ধ তাহাতে দর্শন নাহি হয় ॥ ইথে কি লাগিয়া তব এমত তাহায় ॥ আদর বাড়য়ে তাহা বুঝা নাহি যায় ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া এ সব বাণী, কহিছেন বেণুপাণি, মনেতে পাইয়া বড় ব্যথা। বৃন্দে বোধ হল মোর, বিবেচনা নাহি তোর, কহিতেছ তেঁই এই কথা ॥ শুনি স্থির করি মন, শ্রীরাধার গুণগণ, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি গান। বিশেষ কথনে তার, সহস্র বদন যার, সেহ নাহি হয় শক্তি মান ॥ সে নবযৌবন ছটা, দেখিয়া রমণী ঘটা, আপনারে করয়ে ধিক্কার। ত্রিভুবনে উপমান দিবারে না আছে স্থান, কি কহিব বিশেষ তাহার ॥ অঙ্গের মৃদুতা যেন, শিরীষ তুষ্পেও তেন দেখিতে না পাই কদাচিত ॥ সামুদ্রকে মুনিগণ কহিয়াছে সুলক্ষণ, যত সেই সকলে ভূষিত। কর চরণেতে চিন, আছে যত ভিন ভিন, লক্ষ্মীতেও তাহা নহে শুনি। যাহা দেখি এই কন্যা লক্ষ্মী হইতেও ধন্যা, কহিছিলা শ্রীদুর্ব্বাসা মুনি ॥ বচনের গুণ তার, করিব কি আবিষ্কার উচ্চারণ মাত্রে হরে কান। শুনিলে সকল তনু, সুধার ধারায় জনু, সিক্ত হয় এই হয় জ্ঞান ॥ তাহে ব্যঙ্গ অর্থযত পরিহাস ভঙ্গী তত, ঝলমল করে অলঙ্কারে। কিশোরীর সে বচন, একবার যেই জন, শুনে সেহ ভুলিতে না পারে ॥

পয়ার। তাহার সৌন্দর্য্য কিবা করিব বর্ণন। কহিতে চাহিলে মুগ্ধ হয় মোর মন ॥ দেখ দেখ সেই শারদীয় মহারাসে। আসি ছিল যাবৎ গোপিকা মোর পাশে ॥ তার মাঝে রাধিকার হইল প্রকাশ। তারাগণ মাঝে যেন শশির উল্লাস ॥ তাহাই দেখিয়া আমি সকলে ছাড়িয়া। নির্জনে বিলাস কৈনু তারেই লইয়া ॥ তার তুল্য কেবা আছে এ ব্রজ মণ্ডলে। অতএব নাহি তাহা অন্য কোন স্থলে।

অন্তযমক। কিবা সে অঙ্গের কান্তি অতি শোভামান। সৌদামিনী দাম যার না হয় সমান ॥ বর্ণন করিব তার কিবা কেশ পাশে ॥ দাঁড়াইতে না পারে চামর যার পাশে ॥ তার মুখ উপমা না হয়

শশধরে ॥ এহ অকলঙ্ক হয় সে কলঙ্ক ধরে ॥ কিবা ভুরুভঙ্গী তার আহা মরি মরি ॥ যাহার তুলনা পাত্র না হয় ভ্রমরী ॥ মনে জাগে নিরবধি তাহার লোচন। শফতুল্য নহে যার কৈলে বিবেচন। রজনীতে ম্লান হয় সেইত নলিন। প্রিয়ার বদন কভু না হয় মলিন ॥ তাহাব কটাক্ষ-করে মন নাহি হরে। চাহিলে ভুলাতে পারে সেহ বুঝি হরে ॥ তাহার নাসিকা দেখি হয় অনুমান। স্বর্ণ-তিল-কুসুম না হয় উপমান ॥ কিবা শোভা করে তার মধুর অধর। পক্ক বিম্ব-ভলে করিয়াছে যে অধর ॥ তাহে মৃদু মৃদু হাসি কিবা শোভা করে। যাহা দেখি তুচ্ছ বুদ্ধি করি নিশাকরে ॥ মৃণাল যদ্যপি হয় সুবর্ণ বরণ। তবে ঘটে সে বাহুর উপমা করণ ॥ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দুই করে। কোন কবি কোকনদ উপমান করে ॥ নিরখিয়া পয়োধর দুই রাধিকার। কমল কোরকে ঘৃণা নাহি হয় কার ॥ তার মধ্যে শোভা করে কিবা রোমাবলি ॥ কৃষ্ণ ভুজঙ্গীরে যার তুল্য নাহি বলি ॥ দেখিয়া তাহার মাঝা-খানি ক্ষীণ-তর। আমি হই ভাঙ্গিবেক বলিয়া কাতর ॥ তাহার নিতম্ব দেখি মানে মোর মন। রবি-রথ-চক্র নহে সুন্দর এমন ॥ দেখিয়া প্রিয়ার উরু শঙ্কা হয় মনে ॥ করি-করে তার তুল্য করিব কেমনে। নিরখি প্রিয়ার সেই যুগল চরণ। পদ্মে তুল্য কহা অনুচিত আচরণ ॥ কহিলাম কিশোরীর মধুরিম লেশ। সকল কহিতে নারে বিধি বিম্নলেশ ॥ কি কহিব আমি তার প্রেমের বৈভব ॥ দেখি যেন প্রেমময় তাত অঙ্গ সব যাহা করে যাহা কহে সব পরিপূর্ণ তাহার হৃদয় ॥বর্ণন করিব কিবা বিলাস তাহার। কহিতে প্রেমময়। প্রেমরসে চাহিলে মোহ জন্ময়ে আমার ॥ অতএব নাহি পারি তাহা প্রকাশিতে ॥ কিন্তু সদা ভাবনা করিতে বাসি চিতে ॥ এমন রাধার তুল্যতুমি অন্যেকহ। এই লাগিকহি তুমিবিবেচক নহ ॥ তবে যেকহিলে সেহ মোরে করে রোষ। সেহ মহাগুণ হয় নাহি হয় দোষ ॥ মান-বিনে প্রেম কভু পুষ্ট নাহি হয়। এই কথা যাবদীয় রস শাস্ত্রে কয় ॥ আর শুন যার যাহে যেমন প্রণয়। দোষ দেখে তার তাহে তেন মান

হুয় ॥ দোষ নাহি থাকিলেও হয় কভু মান। এই হয় প্রেমের স্বভাব বলবান ॥ যার প্রতি যে নারীর প্রেম নাহি রয়। তার প্রতি সেহ মান করিতে নারয়ণ ॥ অতএব প্রেম প্রকাশক এই রোষ। রমণীর দিব্য গুণ হয় নহে দোষ ॥ আর যে কহিলে মোরে করয়ে ভৎসন। প্রেমেরি বিলাস সেহ না হয় দূষণ ॥ কহিয়াছ নাহি দেখি তাহার বিনয়। তাহারো কারণ হয় প্রবল প্রণয় ॥ তার আমি এই ভাব থাকে যার যায়। অধিক বিনয় করে সেজন তাহার ॥ সে আমার বলি ভাব যার যাহে থাকে। সে বিনয় নাহি করে দেখিয়া তাহাকে ॥ অতএব এ সকল দোষ নহে তার। সেহ দোষ শূন্য সব গুণের ভাণ্ডার ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বড় সুখি মতি। কহিতে লাগিলা পুনর্ব্বার তার প্রতি॥ রাধিকা যদ্যপি শ্রেষ্ঠ হন গোপীগণে। তবে তুমি যাহ কেন অপর ভবনে ॥ উত্তমে উপেক্ষা করি যায় অন্য কাছে। এমন নাগর কেবা ত্রিভুবনে আছে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃন্দে এই সত্য ভায়। কিন্তু মোর স্বভাবেই এমত ঘটায় ॥ আমাতে উত্তম প্রীতি করে যেই নারী। তাহার উপেক্ষা আমি করিতে না পারি ॥ অতএব কভু আমি উপেখি রাধারে। গমন করিয়ে অন্য গোপীর আগারে ॥ ইথে তুমি না মানহ প্রেমের ন্যূনতা ॥ মন দিয়া শুন কহি তাহার বারতা ॥ অন্য অন্য কাছে আমি করি যে গমন। সে জান তাদের আশা পুরণ কারণ ॥ যাই যে অমিহ রাধিকারে দেখিবারে। সে জান আপন মনোরথ পুরিবারে ॥ ইহাতেই জানিবে রাধার গুণ যত। কহিব তোমারে আর বিবরিয়া কত ॥ এত কহি কৃষ্ণ যবে বিরত হইলা। ললিতা বিশাখা তবে আসি দেখা দিলা ॥ তাঁহাদিগে দেখিয়া পুছেন বংশীধারী। কহ কহ ললিতা বিশাখে কই প্যারী ॥ তোমাদের হয়েছে যদ্যপি আগমন। এসেছেন অবশ্যই তবে প্রাণ-ধন ॥ কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া প্রিয়ারে। আসিয়াছ তাহা কহ তুরিতে আমারে ॥ এত শুনি ললিতা হইয়া ম্লান-মুখী। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে যেন মহাদুখী ॥ নাগর করহ স্থির আপনার চিতে। পারে নাই রাই আজি এখানে আসিতে ॥ তাহার কারণ

বৃন্দা কহিয়া থাকিবে। অতএব আজি তুমি তারে না পাইবে॥ কি জানি বৃন্দার বাক্যে না কর বিশ্বাস। কর তুমি এই কুঞ্জে জাগিয়া নিবাস॥ এ লাগি মোদিগে রাই দিল পাঠাইয়া। তোহে ঘরে পাঠাইতে সান্তনা করিয়া॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ বড়ই দুখি মন। করিছেন অধোমুখ করিয়া চিন্তন॥ তাহা দেখি বৃন্দাদেবী ভাবিছেন চিতে। যোগ্য নহে মোর আর এখানে থাকিতে॥ দেখিতেছি গোপিকারা সকলে মিলিয়া। দামোদরে দুঃখ দেন শাঠ্য প্রকাশিয়া॥ অতএব আমিহ যাইয়া অই স্থানে। কহিগে সকল কথা কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥ এত ভাবি বৃন্দাদেবী সেই স্থানে যান। তাঁর পদ শব্দ পাই দামোদর চান॥ তাহা দেখি আপন কাপট্য ঢাকিবারে। কহিতে লাগিলা শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দারে॥ রাধে ভাল পরামর্শ করিয়াছ এই। মোর বেশ ধরি এথা আসিয়াছ যেই॥ পূর্ব্বে যদি এই কথা কহিতে আমারে। না হইত তবে কৃষ্ণে দুঃখ পাইবারে॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ হইলা আনন্দিত। কিন্তু সন্দেহেতে তাঁর দোলিতেছে চিত॥ এক জাতি বেশ দেখি নিশ্চয় না পাই। দেখিছেন ভাল করি বৃন্দা কাছে যাই॥ তাহা দেখি শ্রীবিশাখা মৃদু মৃদু হাসি। কহিছেন শ্লেষ অলঙ্কার পরকাশি॥ কি দেখিছ সন্দেহ করিয়া মহাশয়। এই বৃন্দাবনেশ্বরী জানহ নিশ্চয়॥ যদ্যপি আমার বাক্যে না হয় বিশ্বাস। অঙ্গ পরশিয়া দেখ শঙ্কা হবে নাশ॥ এত শুনি বৃন্দা কিছু শঙ্কিত হইয়া। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে পশ্চাতে হাঁটিয়া॥ সত্য কহি আমি বৃন্দা নাহি আমি রাই। শঙ্কা করিতেছ কেন মোর পানে চাই॥ আমি তবস্পৃশ্য নহি অযোগ্য তোমার। অতএব না ছাড় উচিত ব্যবহার॥ এত শুনি কৃষ্ণ গেলা রাধিকার পাশ। বিশাখা কহেন তবে করি মৃদুহাস॥ কি দেখিছ সন্দেহ করিয়া মহাশয়। এই বৃন্দাবনেশ্বরী জানহ নিশ্চয়॥ যদ্যপি আমার বাক্যে না নয় বিশ্বাস। অঙ্গ পরশিয়া দেখ শঙ্কা হবে নাস॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিৎ হাসিয়া। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে পশ্চাৎ হাঁটিয়া॥ সত্য কহি আমি বৃন্দা নহি আমি রাই॥ শঙ্কা করিতেছ কেন মোর পানে চাই॥ আমি তব স্পাস্য নহি অযোগ্য

তোমার অতএব না ছাড়ে উচিত ব্যবহার ॥ এ সকল কথা শুনি কৃষ্ণের হৃদয়। সন্দেহ সাগর হৈতে উঠিতে নারয় ॥ যদ্যপি কহিলা শ্রীবিশাখা কৃষ্ণ হিত। তথাপি সন্দেহ না ছাড়িল তাঁর চিত ॥ বনেশ্বরী বৃন্দা কিম্বা বৃন্দাবনেশ্বরী। এ নিশ্চয় করিতে না পারিলেন হরি ॥ এইরূপ বৃন্দা আর রাধার বচনে। দুই অর্থ দেখি শঙ্কা রহি গেল মনে ॥ সেই শঙ্কাযুক্ত হয়ে ভবিতে ভাবিতে। রাধিকার হাস্য তাঁর স্মৃতি হৈল চিতে ॥ তবে তিঁহ এই রাধা বলিয়া জানিয়া ॥ ধরিলা তাঁহার করে বল প্রকাশিয়া ॥ তাহা দেখি ললিতা কহেন হাস্য করি। ছি ছি কি করিলে কৃষ্ণ বৃন্দা করে ধরি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কপটিনি হও স্থির। পাইয়াছি আমিহ সন্দেহ সিন্ধুতীর ॥ চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্রিকার স্পর্শ পাই ॥ জানিতে না পারে দেখিয়াছ কোন ঠাঁই ॥ অতএব তব বাক্যে না করি সন্দেহ। প্রবেশিব প্রিয়া লয়ে আমি কুঞ্জ গেহ ॥ এতেক বচন শুনি সানন্দ অন্তরে। ললিতা বিশাখা বৃন্দা গেল স্থানান্তরে ॥

লঘুত্রিপদী। এথা শ্যামরায়, শ্রীমতী রাধায়, কোলেতে তুলিয়া নিয়া। আনন্দিত মনে, নিকুঞ্জভবনে, প্রবেশ করিলা গিয়া ॥ কুসুম শয়নে, বসি তাঁর সনে কহিছেন হাস্য করি। এমন কপট, কাহার নিকট, শিখিয়াছ প্রাণেশ্বরি ॥ যে কপটে করি, মোর বুদ্ধি হরি, দিলে নানামত খেদ। যাহায় হইতে নারিনু দেখিতে বৃন্দায় তোমায় ভেদ ॥ একথা শুনিয়া, কহেন ঢাকিবা রাধা নিজ মুখ পটে। ধরি নারী বেশ যে ভুলায় দেশ, সেই গুরু এ কপটে ॥ কালি দুখ যাহা, দিয়াছিলে তাহা, বুঝি নাই কিছু মনে। পরে দুখ দিলে, সভ্য তাহা মিলে, শ্রীরঘুনন্দন ভণে ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোর দেখি সেই দোষ। যোগ্য দণ্ড করি তুমি পায়্যাছ সন্তোষ ॥ ফেলা করাইলে মোর উত্তরীয় তুলি। ঘুচা করাইলে মোর সে দিব্য কাঁচুলী ॥ সেই দণ্ড শিখিয়াছি আমি তোমা স্থানে। তাহাই করিব আজি তোমার এখানে ॥ এত শুনি

শ্রীরাধিকা হাসিতে লাগিলা। তবে কৃষ্ণ সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলা। কাচুলী খুলিয়া তাঁর স্তনে দিলা পানি। তাহা দেখি রাধিকা কহেন এই বাণী॥ আমি করি নাই কালি এ দণ্ড তোমায়। তবে কেন করিতেছ এমত অন্যায়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাসি শুনহ রূপসি। জান না কি তুমি শিষ্যে বিদ্যা গরীয়সী॥ শুনি বাণী শ্রীরারিকা হাসিলা কিঞ্চিত॥ তবে কাম সমরে নাগর দিলা চিত॥ তাহে আশা পূর্ণ করি মিলি সখী সনে। গেলা সবে আপন আপন নিকেতনে॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধা মাধবোদয় করে বিরচন।

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে মাধব রাগোদ্গার বর্ণনো নাম
অষ্টাবিংশ উল্লাসঃ।

ঊনত্রিংশ উল্লাস

যঃ শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়ন হেমন্তঋতু শোভিতে।
পুষ্পাভিষেকং রাধায়া শ্চক্রেঽব্যাজ্জঃ স মাধবঃ॥

পয়ার। অন্তযমক। এইরূপে শ্রীমাধব গোকুলনগরে। নিমগ্ন আছেন লীলারসের সাগরে॥ তবে আসি উপস্থিত হইল হেমন্ত। ঋতু সকলের মাঝে যে হয় শ্রীমন্ত॥ যেহেতুক তাহে হয় ধান্যের সঞ্চয়। এই লাগি তারে শ্রেষ্ঠ কহে শাস্ত্রচয়॥ সেই কালে গোবর্দ্ধন কাছে কদাচিত। বিহরেন রাধা সনে কৃষ্ণ সুখি চিত॥ করি তিঁহ হেমন্তের সৌন্দর্য্য দর্শন। করেন রাধায় বাক্য অমৃত বর্ষণ॥ শশধর মুখি প্রিয়ে কর নিরীক্ষণ। ভুবনেতে হয়েছে হেমন্ত বিলক্ষণ॥ হিমালয় গিরি হৈতে আসিছে পবন। যার যোগ কাঁপিতেছেবন উপবন॥

যার যার অঙ্গে লাগে এই প্রভঞ্জন। কম্পিত শরীর হয় সেই সেই জন॥ শরীর কাঁপায় ব্রণ করয়ে অধরে। প্রিয়জন সম সব গুণ এহ ধরে॥ এই হিমালয় হৈতে আনিয়া নীহার করিলেক জগতের কমলে সংহার॥ নীহার স্বভাবে হয় অত্যন্ত কোমল। কেন নষ্ট হয় তার স্পর্শেতে কমল॥ বুঝি এই হিম হিমকর বন্ধু হয়। এই লাগি পদ্ম তারস্পর্শ না সহয়॥ যেতুক দ্বেশ আছে তার হিমকরে। কখনো সে তার মুখ দর্শন না করে॥ পদ্মনাশি হিমেরে না ছুইব বলিয়া॥ পদ্মবন্ধু যাইছেন দক্ষিণে চলিয়া॥ কিম্বা সেই হিমেরে দহিতে করি মন। অগ্নিআশি অগ্নিকোণে করেণগমন॥ পদ্মবন্ধু নিস্তেজ হইলা দিন দিন। পদ্মের বিনাশ দেখি বুঝিহয়ে দীন॥ লোকে কেহ কিছুই অধিক ভাল নয়। এবে জল দেখি তাহা কেবা না মানয়॥ স্বভাবে শীতল জল হিমে অতিশয়। ইহার পরশ কাহারেও নাহি সয়॥ রজনীতে হিমাচ্ছন্ন দেখি দ্বিজরাজে। মুখের ফুতকারে যেন মুকুর বিরাজে॥ সূর্য্যে না ডাকিয়া হিম শশিবে ঢাকয়। প্রাখর্য্যে মৃদুতা তার হেতু বিজ্ঞে কয়॥ শস্যক্ষেত্রে ধান্য সব পাইয়া শিশির। পক্ক হয়ে নম্র করিয়াছে স্বশরীর॥ অনুমান করি আমি তাহার নিদান। শুনহ সুন্দরি তাহা করি কর্ণ দান॥ কৃষকের সেবনেরে মানিয়া অধিক নিজ শস্যে অল্প মানি করি ধিক২॥ লজ্জা পাই আপন মনেতে অতিশয়। নম্র করি আছে শির এইত আশয়॥ গহনেতে ফুটিয়াছে পীত ঝিণ্টীগণ। ছন্ন হৈল যাহাদের পরাগে গগণ॥ নানা স্থানে বিকসিল নীল ঝিণ্টী সব। যার পুষ্প গ্রহণ না করেণ কেশব॥ বিকসিত হইয়াছে কত কুরবক। যাহাদের বর্ণ হয় যেমন যাবক॥ শ্বেতবর্ণ ঝিণ্টী কত পাইল প্রকাকশ। যাহাদের তুল্য হয় বিকসিত কাশ॥ পরিপক্ক ফল শোভা করে কমলার। পয়োধরযুগল যেমন কমলার॥ অন্য কালে শীতল সে সব বস্তু হয়। এবে অতিশয় শৈত্য তাহারা বহয়॥ কুপের উদক আর তোমার বিগ্রহ। এই উভয়েতে হয় উষ্টভান গ্রহ॥ এই লাগি এই দুই স্পর্শ করিবারে। কামনা করয়ে মোর মন বারে

বারে ॥ এই শীতকালে দিব্য পর্ব্বত গুহায় । শয়ন করিব রম্য শয্যায় দোঁহায় ॥ এত কহি ধরিয়া শ্রীকিশোরীর হাতে । প্রবেশিলা গোবর্দ্ধন গিরির গুহাতে ॥ সেখানেতে কিছুকাল করিয়া বিলাস । বাহিরে আইলা দোঁহে আনন্দ উল্লাস । তাঁহাদিগে দেখি কন ললিতা সুন্দরী । শীতকালে আমি সখী সাধ্য লেখা কলি ॥ দেখ দেখ আমাদের কর্ত্তব্য যে হয় । তাহা সিদ্ধ করিয়াছে এইত সময় ॥ আমরা বীজন করি দোঁহাকার ঘর্ম্ম । নাশিতাম এহ করিয়াছে সেই কর্ম্ম ॥ যত্ন করি ঢাকি মোরা অধরের ব্রণ । নিজ গুণে করিয়াছে তাহা এ গোপন ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বক্রদৃষ্টী করি । কটাক্ষ করেন সেই ললিতা উপরি ॥ তাহা দেখি বিশাখা কহেন ললিতায় । ভাল নাহি মানি আমি তোমার কথায় ॥ করিতাম এ দোহারে আমরা বীজন । এহ করে সে সেবায় বধে আচরণ ॥ এ লাগি মোদের এই প্রতিপক্ষ হয় । সখী মাঝে ইহারে গণিতে যোগ্য নয় ॥ অতএব তব বাক্যে শুনিয়া শ্রীমতী । চাহিতেছে বক্রদৃষ্টি করি তোমা প্রতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইথে না কর নির্বেদ । সেবিহ প্রেয়সীরে কালি মিটাইয়া খেদ ॥ কালি হইবেক পুষ্যা নক্ষত্র উদয় । রাজাদের পৌষে যাহে অভিষেক হয় ॥ বৃন্দাবনে রাজ্যপদ পায়্যাছেন রাই । এ লাগি অবশ্য পুষ্যা অভিষেক চাই ॥ অতএব কালি এই কুঞ্জের মাঝারে । করিব পুষ্যাভিষেক শাস্ত্র অনুসারে ॥ তাহার উচিত যে সকল দ্রব্য হয় । বৃন্দারে কহিব তাহা করিতে সঞ্চয় ॥ আজি চল সকলেই নিজ নিজ স্থানে । কালি সূর্য্য পূজাচ্ছলে আসিবে এখানে ॥ এত কহি শুনি সবে গেলা স্ব স্ব ঘর । তবে ক্রমে গমন করিল সে বাসর ॥ প্রভাতে উঠিলা রাধা স্নান দান করি সেখানে আইলা সঙ্গে সব সহচরী ॥ শ্রীকৃষ্ণও সঙ্গে লয়ে শ্রীমধুমঙ্গলে । আইলেন সেই স্থানে মহা কুতূহলে ॥ বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা অনুসারে ॥ লইয়া আইলা অভিষেকের সম্ভারে ॥ তাহা দেখি কহিছেন শ্রীমধুমঙ্গল । কি লাগি আনিলে বৃন্দে দ্রব্য এ

সকল ॥ দেখিতেছি পুষ্যাভিষেকের দ্রব্য সব। হইবেক কার অভিষেক মহোৎসব ॥ বৃন্দা কন বটু জ্ঞাত নহে কি তোমার। পুষ্যা অভিষেক হবে শ্রীমতী রাধার। বটু কন রাজা বিনে রাণীর কেবল। অভিষেক হইবে কি করি তাহা বল ॥ বৃন্দা কন বটু বুঝি হইয়াছ অন্ধ। দেখিতে না পাই তব দর্শনের গন্ধ ॥ সাক্ষাতেই রয়েছেন বৃন্দাবনেশ্বর। তবে কেন না হয়েন তোমার গোচর ॥ বৃন্দাবনেশ্বর আর বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ বসিবেন এই সিংহাসনের উপরি ॥ করিবে তুমিহ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ॥ অভিষেক করিব আমরা সুখী মন ॥ ললিতা কহেন দূতী এ মিছা উত্তর। হবেন কি করি এহ বৃন্দাবনেশ্বর ॥ বৃন্দাবনে রাজত্ব আছয়ে রাধিকার। অন্যের কি করি হবে ইথে অধিকার ॥ এত শুনি বৃন্দা দেবী বলেন হাসিয়া। ললিতে শুনহ মোর কথা মন দিয়া ॥ রাজার সম্বন্ধে কেহ রাণী হয় যেন ॥ রাণীর সম্বন্ধেতে কেহ রাজা হয় তেন ॥ অতএব সম্বন্ধেতে শ্রীমতী রাধার। হইয়াছে বৃন্দাবনে রাজত্ব ইহাঁর ॥ ললিতা কহেন বৃন্দে তুমি যে কহিলে। ঘটিতে পারয়ে ইহা দাম্পত্য থাকিলে। পরের ভার্য্যার রাজ্যে পরের রাজত্ব ॥ ঘটিতে না পারে বিচারিলে শাস্ত্রতত্ত্ব ॥ বৃন্দা কন এ কথা পুছহ রাধিকারে। কহিবেন এহ যাহা যথার্থ বিচারে ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অরুণ নয়ন। করিছেন বৃন্দাদেবী প্রতি নিরীক্ষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃন্দে রাখি এ কলহ। রাধিকার অভিষেকে উদ্বেগ করহ ॥ তাহা করিবারে মোর ইচ্ছা আছে বড়। অতএব তাহে আর বিলম্ব না কর ॥

মল্লঝাঁপ ষোড়শাক্ষরী। তবে, এত বাণী, বৃন্দা শুনি, তথাস্তু বলিয়া ॥ মনে,-হর স্থানে, সিংহাসনে, পাতিলা আনিয়া ॥ তাহে, সুবরণ, দিব্যাসন, আস্তরণ করি। সখী, সকলেরে, দিলা পরে, সুবর্ণ গাগরি ॥ তারা সবে মেলি, কুতুহলী, মানস গঙ্গায়। গিয়া, লয়ে বারি, আনে ফিরি, সেইত সভায়। তাহে, দিলা পঞ্চ, গব্য পঞ্চ, অমৃত শোভন। দিলা, অন্য ঘটে, ছানি

পটে, সর্ব্বৌষধিগণ ॥ তবে, বৃন্দা রাই, কাছে যাই, কহেন হাসিয়া। দেবি, সুখী মনে, সিংহাসনে বসহ উঠিয়া ॥ তবে, অভিষেক, অভিরেক, কৌতুক করিতে। এই, বংশীধারী, বাঞ্ছা ভারী, করিছেন চিতে ॥ শুনি, শ্রীবৃন্দার, কথা তাঁরা, মুখ পানে চাই ॥ লাজে, অধোমুখী, মনে সুখী, হইলেন রাই ॥ তবে, শ্রীললিতা, সুখান্বিতা, কহেন রাধারে। একি, কর কেন, লজ্জা হেন, উচিত আচারে ॥ তোহে, বৃন্দাবনে, শ্বরী, ভণে, সব মুনিগণ। তব, যোগ্যং বটে, পুষ্পাভিষেচণ ॥ নারী, বলি নিজে, মজ লাজে, অনুচিত হৈয়া। ভাব, হয়ে স্থির, শ্রীলক্ষ্মীর, অভিষেক ক্রিয়া ॥ সেই, ক্ষীরাম্বুধি, তীরে বিধি, নারায়ণ আগে ॥ করি, ছিলা যাহা, মহা মহা, মুনি দেব ভাগে ॥ তেন, সভামাঝে, ত্যজি লাজে, না হয়ে বিহ্বলা। হলে, অভিষিক্ত, অতিরিক্ত, সুখেই কমলা ॥ যারা, নারীবেশ, ধরি দেশ, বিদেশে বেড়ায়! তোর, দেখি তাহা, দিগে মহা, লাজ একি দায় ॥ শুনি, এত বাণী, বটুমণি, কহেন কুপিয়া। সখা, শুনিতেছ, শুনিতেছ কথা মন দিয়া ॥ যদি, তুমি নারী,-বেশ ধরি, রাজ্য নাহি দিতে। তবে, হবে কেন, কথা হেন, শ্রবণে শুনিতে ॥ শুনি, ইহা হরি, হাস্য করি, কহেন সখায়। যাহা, হয়ে গেছে, এবে আছে কি খেদ তাহায় ॥ দিয়া, রাজ্যভার প্রজা যার, হওয়া গিয়াছে। তার, মন্ত্রি জন, দুর্ব্বচন, সহিতে হয়েছে ॥ এবে, নাহি ফল, এ সকল, কলহ করিয়া। কর, নিষেচন, সমাপন, মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ পরে, শ্রীরাণীর, আগে চীর, সমর্পিয়া গলে। ইহা, নিবেদিব, নিরখিব, বিচারে কি ফলে। সেই, ভাল বলি, কুতুহলী, ললিতা সুন্দরী। বসা,-ইলা ধীরে, শ্রীমতীরে, আসন উপরি ॥ তবে, নিলা অস্ত, পূর্ণ কুম্ভ, কিশোরীমোহন। করি,-ছেন বটু, মহা পটু, মন্ত্র উচ্চারণ।

ত্রিপদী। শ্রীবৈকুণ্ঠ যার ধাম, ইষ্ট হেতু যার নাম, অবিচিন্ত ঐশ্বর্য্য যাহার। জগতের যিঁহ গতি, সেই প্রভু লক্ষ্মীপতি, অভি-

ষেক, করুন তোমার ॥ জগতের বৃষ্টিকারী, সত্যলোক অধিকারী, যিঁহ পিতামহ সবাকার। সেইত কমলাসন, সঙ্গে লয়ে মুনিগণ, অভিষেক করুন তোমার ॥ কৈলাস ভূধরবাসী, পরমার্থ শাস্ত্রভাষী, যিহ বিশ্বে করেন সংহার ॥ সেই দেব পশুপতি, সঙ্গে লয়ে শ্রীপার্ব্বতী, অভিষেক করুন তোমার। স্বর্গেতে যাহার বাস, করে যে অসুর নাশ, অস্ত্র যার বজ্র তীক্ষ্ণধার। সেই দেব শচীপতি, সঙ্গে লয়ে সুরততি, অভিষেক করুন তোমার ॥ কালিন্দী মানস গঙ্গা, সুরস্বতী সিন্ধু গঙ্গা, আদি নদী সপ্ত পরাবার। ইহারা মিলিয়া সবে, কিশোরি এ মহোৎসবে, অভিষেক করুন তোমার ॥

পয়ার। এই মন্ত্র পড়িছে শ্রীমধুমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ রাধার শিরে ঢালিছেন জল ॥ সখী সব করিছেন সঙ্গীত বাদন। মধ্যে মধ্যে উলু উলু মঙ্গল নিস্বন ॥ বৃন্দাদেবী নানাজাতী কুসুম লইয়া। বৃষ্টি করিছেন রাই শিরে সুখী হিয়া ॥ গোবিন্দ কহেন তবে শ্রীবৃন্দা দেবীরে। বনদেবি তুমি জল ঢাল রাধা শিরে ॥ বৃন্দা কহিছেন আমি রাধার কেবল। অভিষেক না করিব দিয়া তীর্থ জল ॥ আপনি যদ্যপি বস এই সিংহাসনে ॥ তবে দোঁহে অভিষেক করি সুখী মনে ॥ ললিতা কহেন দূতি তোঁর নাহি লাজ। কহিতেছ কিরূপে করিত এই কাজ ॥ রাজ্য অধিকার নাহি যার বৃন্দাবনে। কি করি বসিবে সেই এই সিংহাসনে ॥ বৃন্দা কন ললিতে শুনহ মোর কথা ॥ কহি আমি রাজাদের অভিষেক প্রথা ॥ রাজাদের অভিষেক হইলে প্রথমে। যৌবরাজ্যে অভিষেক করে প্রিয়তমে ॥ দেখ রাম অভিষিক্ত হয়ে শাস্ত্রমতে। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করালে ভরতে ॥ তাহে রাধিকার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিনে নাই। অতএব অভিষেক করিবারে চাই ॥ ললিতা কহেন যদি হেন শাস্ত্র আছে। তবে কৃষ্ণ অভিষেক কর রাই কাছে ॥ এত শুনি সকলেই সানন্দ অন্তর। রাধিকার উথলিল প্রমোদ সাগর ॥ তবে মধুমঙ্গল কৃষ্ণের করে ধরি। বসাইলা রাধার দক্ষিণে হাস্য করি। সে কালে শোভিলা কিবা শ্রীমতী রাধিকা। তমাল নিকটে যেন কণকলতিকা। তকে বৃন্দা প্রণমেতে হেট-

ঘট ধরি ঢালিছেন জল রাধা কৃষ্ণের উপরি ॥ অন্য স্থানে তড়িত জড়িত জলধর। জলধারা বৃষ্টি করে লতার উপর। এথা রাধা সৌদামিনী কৃষ্ণ জলধরে। কি আশ্চর্য্য বৃন্দালতা জল বৃষ্টি করে ॥ তার পরে সখী সব কৈলা অভিষেক। মন্ত্র পড়িছেন বটু প্রত্যেক প্রত্যেক ॥ তবে অভি-ষেক ক্রিয়া করি সমাপন। রাধাকৃষ্ণ করিলেন শৃঙ্গার নূতন ॥ তবে বৃন্দাদেবী কহিছেন রাধিকায়। শ্রীমতী শ্রবণ দাও আমার কথায় ॥ নীতি আছে পুষ্প অভিষেকের বাসরে রাজা সব পাশক লইয়া খেলা করে ॥ তাহাতে যদ্যপি ভূপতির জয় হয়। তবে সেই বৎসর তাহার সুখোদয় ॥ অতএব মধ্যস্থ করিয়া বটুবরে। পাশক খেলিয়া জয় করহ নাগরে ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অনুমতি দিলা। তবে বৃন্দা দিব্য এক আসন পাতিলা ॥ তাহাতে বসিলা শ্রীরাধিকা জনার্দ্দন। বটুরে দিলেন বৃন্দা অপর আসন ॥ তবে বৃন্দা আনি দিলা পাশক সুন্দর। তাহা দেখি শ্রীরাধারে কহেন নাগর ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী কর পণ নিরূপণ। পণ বিনে খেলাইতে নাহি লয় মন ॥ রাধা কন যদি হয় বিজয় আমার। তবেত লইব এই মুরলী তোমার ॥ যদি দৈবযোগে আমি পাই পরাজয়। তবে দিব এই মোর হার মুক্তাময় ॥ শ্রীহরি কহেন এত না হয় বিচার। মোর মুরলীর সম হয় না এহার ॥ ললিতারে যদি করপণে নিরূপণ আমিহও তবে করি মুরলীরে পণ ॥ যেহেতুক ইহারা সমান দুই হয়। শ্রবণ করহ দিব তার পরিচয় ॥ উত্তম বংশেতে জন্ম হয় এ দোঁহার। কঠিন স্বভাব তুল্য গান শক্তি আর ॥ আমার নিকটে টানি আনয়ে তোমারে। স্পর্শ মাত্রে দেয় মহা আনন্দ আমারে ॥ এই মতে এই দুই তুল্য সর্ব্ব-থায় পণ করিবার যোগ্য এইত খেলায় ॥ রাধিকা কহেন ভাল তাহাই হইবে। মোরে হারাইলে ললিতারেই পাইবে ॥ এত শুনি প্রথমে শ্রীকিশোরী-মোহন। ধরিলেন আপনার মুরলীরে পণ ॥

লঘুত্রিপদী। তবে রাই শ্যাম, অতি অভিরাম, সেইত পাশক নিয়া পাশাখেলা লীলা, আরম্ভ করিলা অতি উল্লসিত হিয়া ॥ কিবা সে পাশার, উত্তম আধার, বিচিত্র বসনময়। যাহে কোষ্ঠগণ, বিভিন্ন

বরণ, পরস্পর না মিলয়॥ সুবর্ণ অসিত, ধবল লোহিত, রত্ননেতে বিরচিত। যার সব শারি, স্বর্ণ রৌপ্য বারি, সংযোগেতে বিচিত্রিত॥ গজদন্তময়, যার পাটি হয়, বিচিত্র সোণার জলে। কি বর্ণিব তাহা, রাই শ্যাম যাহা, ধরিলেন করতলে॥ সেই পাটী নিয়া, সুখিত হইয়া, খেলেন শ্রীরাধা হরি। শ্রীরঘুনন্দন, করে নিরীক্ষণ, দূরে অবস্থান করি॥

পয়ার। প্রথম খেলায় রাধা বিজয় পাইলা। তলে তিঁহ শ্রীহরির মুরলী লইলা॥ ললিতা হইল পণ দ্বিতীয় খেলায়॥ অতিশয় আশ্চর্য্য তাহাতে দেখা যায়॥ পণ ধরে সেহ সেই বাঞ্ছা করে জয়। তাহা যাহে হয় তেন পাশক ফেলয়॥ এখানেতে শ্রীরাধিকা তাহা না করিয়া যত্ন করিছেন পরাজয়েরলাগিয়া॥ তাহা জানি শ্রীললিতা কপটআশয় কুপিত কহিছেনতাঁর প্রতিবচন উচিত। রাই বুঝিয়াছিআমি তোমার। করিতে বাসিছ মোরে তুল্য আপনার॥ এই লাগি এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ সনে। সমান করিয়া মোরে ধরিয়াছ পণে॥ এখন হারিব বলি করিয়া বাসনা। পাশা ফেলিতেছ এত বড় কদর্থনা॥ রাধা কন সখি যদি এ শঙ্কা করহ। তবে মোর প্রতিনিধি হইয়া খেলহ॥ তোমাতে আমাতে কিছু ভেদ নাহি হয়। তুমি জয় করিলে আমারি হবে জয়॥ এত শুনি শ্রীললিতা ভাল ভাল বলি। বসিলেন খেলিবারে মহা কুতুহলী॥ খেলিতে খেলিতে এই হইল নিশ্চয়। নয় পড়িলেই হয় শ্রীকৃষ্ণের জয়॥ তবে নয় নয় বলি কিশোরী মোহন। পাশক ফেলিলা হেরি শ্রীরাধা বদন॥ তাহে ভাবে কম্পিত হইল তাঁর হাত। নয় না পড়িয়া দান পড়ি গেল সাত॥ তাহা নিরীক্ষণ করি শ্রীমধুমঙ্গল। নয় নয় বলিয়া করেন কোলাহল॥ ললিতাও সেই দান সবে জানাইতে। নয় নয় নয় নয় লাগিল কহিতে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে সখা বটুরাজ। সিদ্ধ হইয়াছে আমাদের ইষ্ট কাজ॥ চাহিছিনু যাহা রাণী আগে নিবেদিতে। না হইল তাহা আর কিছুই করিতে॥ কহিয়াছে ললিতা মোদিগে যত কটু। তার দণ্ড কর এবে তুমি নিজে বটু॥ জিনিয়াছি ইহারে এ পাশক খেলনে।

দাসী করি লয়ে চল আমার ভবনে॥ ললিতা কহেন আগে সিদ্ধ হুক জয়। তখন করিবে যা কহিতে ইচ্ছা নয়॥ নয় নয় কহিলেক মধ্যস্থ এ বটু। নয় নহে তবে কেন কহিতেছ কটু॥ কৃষ্ণ কন্যা ধুর্ত্তমতি করি টানাটানি। অন্যথা বাখান কেন মধ্যস্থের বাণী॥ মধ্যস্থ দেখিয়া দান জানাতে সবায়। নয় পদ দুই বার কহিল ত্বরায়॥ বটু কন সখা ব্যাকরণ না পড়িয়া। এ সকল জানিয়াছ তুমি কিরিয়া॥ ললিতা কহেন বটু পূর্ব্বে কহি অন্য॥ এখন কহিছ অন্য তুমি বড় ধন্য॥ লড্ডুক লাভেতে যদি লুব্ধ হয় মন। তাহা দিব কহ তুমি যথার্থ বচন॥ বটু কন নয় দান নহে সাত দান। মোর বাক্য বুঝি কর যে হয় বিধান॥ ললিতা কহেন কহেন বটু ছাড়ি বাক্য ছল। স্পষ্ট করি সত্য কহ দিব্য দিব্য ফল॥ গোবিন্দ কহেন বটু স্পষ্ট কহিয়াছে॥ সাত দান নহে ইথে সন্দেহ কি আছে॥ ইথে যদি তুমি কিছু ঘুস দিতে চাই। অন্যথা কহাও তাহা গ্রাহ্য হবে নাই॥ তুমিহ ও নয় দান করি নিরীক্ষণ। করিয়াছ চারিবার নয় উচ্চারণ॥ আর শুন তুমি পুছ শ্রীমতী রাধায়। এহ যাহা কহিবেন বাদ নাহি তায়॥ যেহেতুক লোকে কহে রাজার মহিমা। রাজা হেন সাক্ষী আর নদী হেন সীমা॥ ললিতা কহেন কহিতেছ অকপটে। ডাকাতের যোগ্য সাক্ষী বাটপাড় বটে। এত শুনি বৃন্দা কহিছেন ললিতায়। ললিতে এ হয় বড় তোমার অন্যায়॥ বাদী যদি সাক্ষী মানে প্রতিবাদি জনে। তাহাতে সন্দেহ করে কেবা ত্রিভুবনে॥ অতএব তুমিহ যদ্যপি না পুছিবে। তবু আমাদিগে তাহা পুছিতে হইবে॥ বৃন্দাবনেশ্বরি তুমি দেখিয়াছ যাহা। কিবা দান পড়িয়াছে সত্য কহ তাহা॥ রাধা কন এই দান বিচারে আমার॥ নাগরের ইষ্ট নহে ইষ্ট ললিতার। অতএব নাগরের ললিতা গ্রহণ। করিতে উচিত নহে অযোগ্য করণ॥ ললিতা কহেন সত্য কহিলেন রাণী। নাগরের ইষ্ট নহে এই দানখানি॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কেন অন্যথা বাখান॥ পর বাক্যে নঞের সম্বন্ধ এথা জান॥ অতএব

এবে বল প্রকাশ করিয়া। তোমারে লইয়া যাব আমিহ ধরিয়া॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সশঙ্কিত মন। করিলেন ললিতা উঠিয়া পলায়ন॥ তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাধিকায়। নিরখিলে রাণী নিজ সখীর অন্যায়॥আপনি খেলিয়া আপনারে হারাইয়া। পলায়ন করিলেক পণ না শোধিয়া। দেখি আসি একবার আমিহ উহায়। যদি পাই তবে তোহে না ঘটিবে দায়॥ যদ্যপি উহারে বনে দেখিতে না পাই॥ তবে পণ বুঝিয়া লইব তব ঠাঁই॥ এত কহি ললিতার কাছে যান হরি। এথা বিশাখারে কন বৃন্দাবনেশ্বরী॥ যদি না পারেন শ্যাম ধরিতে তাহারে। তবে আসি কদর্থনা করিবা আমারে॥ অতএব আমি গিরি গুহায় যাইয়া। লুকায়ে রহিব কেহ না দিয় কহিয়া॥ এত কহি তিঁহ গেল গুহার ভিতর। ললিতারে অন্বেষণ অনুচিত॥ ললিতা কহেন তুমি হও পট্টরাণী। ন্যায় ছাড়ি কহ কেন অনুচিত বাণী॥ পড়ে নাই নাগরের হাতে দান নয়। ছল কথা কহি তোরা করি দিলে জয়। অতএব এহ কেন পাইবেন পণ। এই ভাবি আমিহ করিনু পলায়ন॥ আরো কহি জানিয়াছি গণনার বলে। তুমিহ দিয়াছ পণ আমার বদলে কৃষ্ণ কন রাধা দিয়াছেন কিবা পণ। আমি জানি কহ কহ করি বিবরণ। ললিতা কহেন ধূর্ত্ত শুন মন দিয়া। দায়ে ছাড়ায়েছে মোরে যাহা সমর্পিয়া॥ ওহে বীরহিত দিব্য গাবী আপনার। দিয়া শোধিয়াছে রাই পণেরে তোমার॥ বটু কন সখা ভাল হইয়াছে তবে। গাবীইত দিবে দুগ্ধ ইহায় কি হবে॥ শ্রীরাধিকা শুনি ললিতার সে বচন। লীলা পদ্মে করি কৈলা তাহারে তাড়ন॥ ললিতা কহেন মাগো কেমন অন্যায়। ভাল কন্যা কহিতেও কুপিলে আমায়॥ বিশাখা কহেন সখি বচনে তোমার। অন্য অর্থ ভাবি কোপ হয়েছে রাধার॥ বিকার রহিত গাবী দিয়া এ কথায়। নিজ অঙ্গ দান করা প্রকাশ না পায়॥ তাহাই ভাবিয়া রাই করিয়াছে ক্রোধ। শব্দচ্ছলে হয় মোর এইরূপ বোধ॥ ললিতা কহেন সখি সত্য এই বাত। যাহার

যেখানে গাড় তার সেথা হাত॥ কৃষ্ণ কন রাধে শুন আমার বচন। বুঝিলাম ললিতার ভাল নহে মন॥ দেখ দেখ হয়ে এহ তব সহচরী। কহিতেছে তব অপযশ ভঙ্গী করি॥ আর শুন এহ তব শুনে না বচন। না করিহ ইহারে কখনো আর পণ॥ আজিকার পণের ব্যবস্থা মোর পাশ। শ্রবণ করহ যাহে হইবে খালাস॥ আমার মুরলী তুমি কর প্রত্যর্পণ। কোলে কোলে শোধ হৌক উভয়ের পণ॥ বৃন্দা কন ইথে হবে দোঁহারি বিজয়। এ বৎসর হইবে দোঁহারি সুখোদয়। ইহা শুনি শ্রীরাধিকা হর্ষিত বদনে। শ্রীকৃষ্ণের করে বাশী দিলা সুখী মনে॥ ললিতা কহেন রাই সিদ্ধ হৈল কাজ। নিকেতনে যাইবারে কর এবে সাজ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা তাঁরে আগে করি। সব সখী লয়ে গেলা আপন নগরী॥ শ্রীকৃষ্ণও বটু-রাজ সহিত মিলিয়া। বলদেব নিকটেতে গেলা সুখী হিয়া॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে হেমন্তবিলাস বর্ণনো নাম
একোনত্রিংশ উল্লাসঃ।

ত্রিংশ উল্লাস

শিশিরর্ত্তৌ বিহরতা শ্রীমত্যা সহরাধয়া।
যেন ফল্গুৎ সবশ্চক্রে সোহব্যান্মঃ শ্রীল মাধবঃ॥

পয়ার। অন্তাদিযমক। এমতে হেমন্ত ঋতু করিল গমন। মনসুখে যাহে বিহরিলা জনার্দ্দন॥ পরেতে শিশির ঋতু এল মনোরম রমণীয় লাগে যাহে রবির উদ্গম॥ যে সময়ে শীত ভীত যাবত

মানব। নব দিনকরে দেখি পায় মোহোৎসব॥ যদ্যপি প্রখর হয় ভাস্করের কর করয়ে তথাপি সুখি সেহ কলেবর॥ হেন সুর্য্য তাপ সবে সেবে পৃষ্ঠে করি। করি আমি তাহে তর্ক বুদ্ধি অনুসরি॥ সম্মুখে জঠরানল আছয়ে সবার। বারণ করিবে সেই শীতের সঞ্চার॥ পৃষ্ঠদেশে নাহি কেহ শীতের বাধক। বধ কবিবেন তারে পদ্মিনী নায়ক॥ এই ভাবে সম্মুখে না সেবি দিবাকরে। করে পৃষ্ঠদেশে সেবা সমুদায় নবে॥ তবে যে জঠরে করি সেবে হুতাশনে তাসনে মিলায়ে বাড়াইতে স্বদহনে॥ হিমালয়ে প্রস্থান করিলা বিকর্ত্তন। কর্ত্তন করিতে বুঝি শীতেম পীড়ন॥ যে হেতুক লোকে কহে পুড়িয়ে অগ্নিতে। নিতে হয় তার তাপ সে তাপ নাশিতে॥ হইতে লাগিল ক্রমে ক্ষীণতা নিশার। সারজ্ঞ কহয়ে শীতে ক্ষয় হয় তার॥ হইতে লাগিল ক্রমে দিবস অদীন। দিনকর উল্লাস তাহার হেতু পীন॥ যে হেতুক যাহার অধিন যেই জন। জনমে উল্লাসে তার তাহার বর্দ্ধন॥ তাহে কুন্দ কুসুম হইল বিকসিত। সিতকর সম যার বর্ণ সুললিত॥ কুন্দ কলিকাতে বসি ডাকে মধুকর। করয়ে কি শঙ্খবাদ্য কামের কিঙ্কর॥ ফুটিল দাড়িম পুষ্প অত্যন্ত লোহিত। হিত মানে যার ফলে কৃষ্ণায় পীড়িত॥ ফুটিল অনেক বর্ণ উত্তম আমলী। মলিন না হয় তেঁই তাহে ধায় অলি॥ নানা স্থানে ফুটিয়াছে কত না বাসক॥ বাস করে যাহে অলি করিয়া আসক॥ ফুটিল বিবিধ ফুল চন্দ্রমল্লিকার। কার মন নাহি হরে শোভায় তাহার॥ কে কহিবে স্ফুট বনফলের শোভায়। ভায় যেহ বহ্নি শুদ্ধ সুবর্ণের প্রায়॥ ধাতুকী বৃক্ষেতে বিকসিল পুষ্পগণ। গমন করিতে নারে যাহা কোন জন॥ অদ্ধপক্ক ফলে শোভা পাইছে বদর। দরশনে মুগ্ধ যাব শুষ্ক পক্ষিবর॥ অল্প অল্প উঠীতেছে কি সুকের কলি। কলি করে যাহা দেখি লোকে ভৃঙ্গ বলি॥ আম্রতরু সকলেতে হইল মুকুল। কুলবতী বিরহিণী যা দেখি আকুল॥ হেনমতে শিশির হয়েছে শোভমান। মান করে যারে ভোগি লোক-

ভাগ্যবান ॥ তাহে আসি উপস্থিত হইল ফাল্গুন। গুণ নাহি হয় যার কোনো অংশে ন্যুন ॥ রঘু রটে ফাল্গুন স্বভাবে মনোহর। হরয়ে কৃষ্ণের মন ব্রজের ভিতর ॥

পয়ার। হেন ফাল্গুনের শোভা করি নিরীক্ষণ। হোরী খেলাইতে ইচ্ছা কৈলা জনার্দ্দন ॥ তবে তিঁহ জানাবারে নিজ অভিপ্রায়। শ্রীরাধার কাছে পাঠাইলা শ্রীবৃন্দায় ॥ তারে দেখি রাধিকা করেন জিজ্ঞাসন। বৃন্দাদেবী কোথা হৈতে তব আগমন ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র আজি আছেন কোথায়। যদি জান তবে শীঘ্র বলহ আমায়। শ্রীবৃন্দা কহেন শুন বৃন্দাবনেশ্বরি। বৃন্দাবনে রয়েছেন সংপ্রতি শ্রীহরি ॥ আসিতেছি আমি তাঁর নিকট হইতে। পাঠাইলা তিঁহ মোরে তোমারে লইতে। হোরী খেলা করিবেন তিঁহ তোমা সনে। অতএব সখী সঙ্গে চল বৃন্দাবনে ॥ ইহা শুনি শ্রীরাধিকা হসিত বয়ানে। চাহিলেন প্রিয়সখী সকলের পানে ॥

ষোড়শাক্ষরী মল্লঝাপ। শুনি, শ্রীবৃন্দার, বাণী, আর, দেখি রাধা হাসি। যত, সখীগণ, সুখি মন, কহেন প্রকাশি ॥ একি, বিধাতার, মোসবার, প্রতি তুষ্ট হিয়া। যাহা, মনে ছিল, ঘটাইল, তাহাই আনিয়া ॥ কর, ত্বরাকরি, সহচরি, শিঙ্গার বিধান। এই, বৃন্দাবনে, করিব পয়ান ॥ কহি, এত বাণী, কাছে আনি, বস্ত্র অলঙ্কার। করিছেন বেশ, সুখা বেশ, ভরে রাধিকার ॥ তাহে, কেহ আগে, করে আগে কঙ্কতিকা ধরি। কেশ আচরিয়া, বেনাইয়া করিলা কবরী ॥ কুন্দ, কলিকার, করি হার, তাহে বেড়াইয়া। নানা, পুচ্ছ করি, ঝাপা করি, দিলেন বান্ধিয়া ॥ শিখী, যার হয়, মুক্তাময়, লক্ষাধিক দাম। বান্ধিলেন তাহা, দেখি যাহা সুখী হবে শ্যাম ॥ পরে, তুলী ধরি, তাহে করি, চন্দন কর্দ্দম। লয়ে, কৈলা তায়, নাসিকায়, তিলক সুষম ॥ দিলা, সমুজ্জ্বল মুক্তাফল, নাসিকা শিখরে। নেত্র, শতদলে, সুকজ্জ্বলে, রেখা দিলা পরে ॥ কর্ণে, করি যত্ন, নানারত্ন, কুণ্ডল অর্পিলা ॥ চন্দনেতে করি কুচোপরি, মকরী লিখিলা ॥ করি, তারপরে, পয়োধরে কাঁচুলী বন্ধন। অতি, শুক্লবাসে-

কটিদেশে কৈলা আচ্ছাদন ॥ তারে, মণিকৃত, কাঞ্চীবৃত, করি থরে থরে। দিলা, অভিরাম পুষ্পদাম, কুচের উপরে ॥ আর, সুনির্ম্মল, মুক্তাফলকৃত দিব্যহার। দিলা, কণ্ঠদেশে, যেন ভাসে, ধারা শ্রীগঙ্গার ॥ ভুজে, কৈলা বন্ধ, বাজুবন্ধ, নানা মণিময়। যাহে, স্বর্ণ ঝাপা, থোপা থোপা, মধুর দোলায় ॥ দিলা, চুড়ীকরে, যেহ করে, শিশিরে, ঝঙ্কার। আর, শ্রীকঙ্কণ, সুচিক্কণ, দিব্য ছটা যার ॥ আর, দিলা যত, নানামত, রত্ন অলঙ্কার ॥ তাহা, গণিবারে, সব পারে হেন শক্তি কার ॥ পদ, তামরসে, লাক্ষারসে, করিয়া রঞ্জিত। কৈলা, মনোরম, শ্রীপঞ্চম, বলয় ভুষিত ॥ করি, সবিশেষ, এত বেশ, আনিয়া দর্পণ। আগে, রাধিকার, দিলা তাঁর, সখী একজন ॥ তাহে, বেশ দেখি, হয়ে সুখী, শ্রীরাধিকা কন। ওহে, সখীচয়, যোগ্য নয়, আর বিলম্বন ॥ নাও, রঙ্গবারি, পীচকারী, ফাগু নানারঙ্গ। দিবে, বংশীধারি, অঙ্গোপরি, করি নানারঙ্গ ॥ শুনি, এ বচন, সখীগণ, সে সকল নিয়া। যান অটবীরে, কিশোরীরে মধ্যেতে করিয়া ॥

পয়ার। তবে তাঁরা বৃন্দাবনে করি প্রবেশন ॥ আরম্ভিলা করিবারে কুসুম চয়ন ॥ তার মধ্যে রাধা দেখি কৃষ্ণের লাবণী। কহিতে লাগিলা সখী সকলে আপনি ॥ দেখ দেখ আগে এক তরুণ তমালে। শোভায় ধিক্কার করে জল-ধর জালে ॥ উপরিতে ইন্দ্র ধনু হয়েছে উদয়। তাহার অধতে পুর্ণ শশী বিরাজয় ॥ শশীর উপরি শোভে দুই ইন্দীবর। তাহার নিকটে খেলা দুই বিষধর। দুই দিকে করি শুণ্ডা যুগল দোলয় ॥ যাহাদের আগে রক্ত কোমল শোভয় ॥ বেড়িয়া রয়েছে থির বিজুরী তাহায় ॥ মুলদেশে দুই থল শতদল ভায় ॥ শুনিয়া রাধিকা মুখে এ সব বচন। হাসি হাসি তার প্রতি শ্রীবিন্দা কন ॥ প্রিয় সখি নিরীক্ষণ কর হয়ে স্থির। অধীরের কথা কহ কেন হয়ে ধীর ॥ তরুণ তমাল কোথা করিছ দর্শন। দাড়ায়ে রয়েছে আগে শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ইন্দ্রধনু নহে শিখিপুচ্ছ চুড়া হয়। পুর্ণশশী নহে তারি বদন শোভয় ॥ ইন্দীবর নহে তারী যুগল

নয়ন ॥ বিষধর নহে ভুরু করিছে নর্ত্তন ॥ করি শুণ্ডা নহে ঐই বাহু দোলে তার। রক্ত পদ্ম নহে কর শোভয়ে উহার ॥ বিজুরী না হয় পীত বসন সাজয়। স্থল পদ্ম নহে দুই চরণ রাজয় ॥ ইহাতে মেঘাদি বুদ্ধি যে হয় তোমার। তাহা যোগ্য তারা হয় তুল্য এ সবার ॥ তুল্য বস্তু দেখিলে সবার ভ্রম হয়। অতএব তব ভ্রম অনুচিত নয় ॥

লঘু-ত্রিপদী। দেখি রাধিকারে, বিস্ময় পাথারে, হইয়া নিমগ্ন মতি কৃষ্ণ কন মনে, একি দেখি বনে, হেমলতা বিরাজতি ॥ দিল কে আনিয়া, উপরি বান্ধিয়া, সোণার কমল তায়। অতি অবিকল, দাড়িম্বেরি ফল, যুগল তাহাতে ভায় ॥ জগতে দুর্লভ, কমল সৌরভ, লোভে অলি আসিতেছে। অরুণ পল্লব, চালনে সে সব, নিবারণ করিতেছে ॥ অথবা আমার, এ সব বিচার, নাহি হয় সুশোভন। কমল বদনী, সুদাড়িমস্তনী, প্রিয়া করে আগমন ॥ মুখ গন্ধ মাতি, হয়ে পাঁতি পাতি, ধাইতেছে অলিগণ। তাহাদের ডরে, শ্রীকিশোরী করে, করে করি নিবারণ ॥

পয়ার। তবে বনমালী রাধিকার আগে গিয়া। কহিছেন বৃন্দা প্রভৃতি সম্বোধিয়া ॥ বৃন্দাবনে যত আছে তরু লতাগণ। সকলেরি দেখি পত্র কুসুম ছেদন ॥ অতএব অন্বেষণ করিতে করিতে। পত্র পুষ্প ফল চোর পাইনু দেখিতে ॥ এ লাগিয়া ইহাদিগে কুঞ্জ কারাগারে। হইবেক নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবারে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি ললিতা সুন্দরী। কহিতে লাগিলা তাঁরে উপহাস করি ॥ মাগো২ মরিলাম মোরা বড় লাজে। ছোট মুখে বড় কথা শুনি বড় বাজে ॥ বনেতে যে সব জন তোলে ফুল ফলে। তাহাদিগে বুদ্ধিমান কেবা চোর বলে ॥ যদি মোরা চোর হই এ কর্ম্ম করিয়া। তোমরা না হও চোর তবে কিলাগিয়া ॥ কৃষ্ণ কহিছেন নিজ বস্তু যেই লয়। তারে কোন জন চোর কহিতে পারয় ॥ বৃন্দাবনেহয় মোর রাজ্য অধিকার। ইহার যাবত বস্তু সে সব আমার ॥ তার উপভোগে আমি কেন হব

চোর। চোর হও তোরা চুরিকরি বস্তু মোর ॥ ললিতা কহেন বল সর্ব্ব সাধারণ ॥ কি প্রকারে তোমারি হইল এহ ধন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ইহার কারণ। শ্রবণ করিলে যাহা পাইবে চেতন ॥ শ্রুতি সব এই বনে কৃষ্ণ বনকয় ॥ এই লাগি মোর ইথে অধিকার হয় ॥ বলেন ললিতা কৃষ্ণ কহে নারায়ণে। এই লাগি কৃষ্ণবন বলে এই বনে ॥ তুমিহ সে কৃষ্ণ হৈতে কর অভিলাষ ॥ লাজে তেই মারিলাম শুনি এই ভাষ ॥ জগত ঈশ্বর তিঁহ লক্ষ্মী তাঁর দাসী ॥ গোপালক তুমি পর নারী অভিলাষী ॥ বংশী হাঁসি কন শুনহ ললিতে। আমিহ উত্তম হই শ্রীপতি হইতে ॥ তাহা না হইলে কেন মোর পদধূলী। পাইতে তাঁহার পত্নী করয়ে ব্যাকুলী। তোরাই সে কথা রাসে করেছ বর্ণন। তোমাদিগে কি কহিব তার বিবরণ ॥ ললিতা কহেন সেই কথা গ্রাহ্য নয়। দুঃখের সময়ে কান্দি কেবা কিনা কয়। বিশাখা বলেন সখি ছাড়ি এ কলহ। এক কথা প্রীতি করি ইহাঁরে পুছহ ॥ উত্তরের বিধি পূর্ব্ব বিধিব বাধক। এই কথা কহে সব ব্যবস্থা কারক ॥ অতএব রাজ্য অভিষেকে শ্রীরাধার। গিয়াছে রাজত্ব যদি ছিলহ ইহার ॥ গোবিন্দ কহেন এই কথা গ্রাহ্য নয়। সূর্য্য কি আমার রাজ্য ঘুচাতে পারয় ॥ জয় করিয়াছি আমি তাদের রাজারে। মোর রাজ্য সেহ অন্যে দিবে কি প্রকারে ॥ অতএব মোর রাজ্য নিতে যে চাহিবে। মোর সঙ্গে তারে যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ রাধিকা কহেন তাহে আছে কার ভয়। রাজত্ব থাকিলে যুদ্ধ করিতেই হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তবে হবে কোন রণ। শুনিতে পাইলে করি তার আয়োজন। এখানেত অস্ত্র শস্ত্র কিছু না আছয়। অতএব মল্লযুদ্ধ হৈলে ভাল হয় ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা নেত্র ঘুরাইয়া ॥ কহিছেন কৃষ্ণে পুন কুপিত হইয়া ॥ মল্লের গৃহিনী যেহ নিজে মল্ল হয়। সেই তোমা সনে মল্ল যুদ্ধে শক্ত হয় ॥ মোরা নাহি ছুই পর পুরুষের অঙ্গ ॥ কি রূপে করিব তোমা সনে মল্ল রঙ্গ। শ্রীবৃন্দা কহেন তোরা ছাড় এ কলহ। আমি যাহা কহি তাহা শুনিয়া মানহ ॥ হয়্যাছে ফাল্গুনমাস

এবে উপস্থিত। হোরী খেলা করিবারে যাহাতে উচিত। অতএব ফাগু যুদ্ধ করি কৃষ্ণ সনে। জয়ী হয়ে নিজ রাজ্য রাখ বৃন্দাবনে॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অনুমতি দিলা। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনি সুখিত হইলা॥

ষোড়শাক্ষরী মল্লঝাঁপ। তবে, কুতুহলী, বনমালী, আর গোপী-কুল। পটা-ঞ্চলে করি, নিলাভরি, আবীর অতুল॥ তবে, একদিকে সখীদিগে, নিজ সঙ্গে করি। রাধা, দাঁড়াইলা, দাড়াইলা, অন্যদিকে হরি॥ যদি, কোনোদেশে, পরকাশে, তার কারচয়। তার, আগে জল-পূর্ণজল-ধর সমুদায়॥ তবে, তাহাদের, উভয়ের, যেন শোভা হয়। তেন, গোপীগণ, জনার্দ্দন, শোভিলা উভয়॥ তবে, মুষ্টি করি, ফাগু ধরি, যত গোপীগণ। করি, নানারঙ্গে, কৃষ্ণ অঙ্গে, করেন বর্ষণ,॥ তেন, দামোদর, ধরি কর কমলে আবীর। সেই, গোপী, কুলে, মহাবলে, ছাড়েন অধীর॥ সেই, দুদলের, আবীরের, গমনা-গমনে। হল, একাকার, অন্ধকার, আচ্ছাদিল বনে॥ তাহে দামো-দর, বেগভর, হেন প্রকাশিলা। যাহে, গোপীচয়, তাঁরে জয়, কারতে নারিলা॥ তবে, এক পরামর্শ তারা, সকলে করিয়া। সেই, দামো-দরে, চারিধারে, দাঁড়ালো বেড়িয়া॥ তারা, হাসি হাসি, রাশি রাশি, করে ফাগু বৃষ্টি। তাহে, দামোদর, কলেবর, নাহি হয় দৃষ্টি॥ তাহা, নিরীক্ষণ, করি কন, বৃন্দাবনেশ্বরী। ওহে, সখীগণ, একি রণ, ন্যায় পরিহরি॥ তোরা, বহুতর, এ নাগর, হয়েন একক। ইথে কৈলে রণ, অভেদন, হইবে পাতক॥ দেখ, হয়ে স্থির, এ হরির, বদন শুকায়। আর, ঘর্ম্মজলে, সব কলেবরে ভাসি যায়॥ যদি, হয়ে ক্রুদ্ধ, কর যুদ্ধ, কাতরের সনে। তবে, সুকর্কশ, অপযশ, হইবে ভুবনে॥ শুনি এ ভারতী, তাঁর প্রতি, শ্রীললিতা কন। রাই, বুঝি-লাম, বুঝিলাম, আমি তব মন॥ এই, শঠ প্রতি, তোর অতি, দয়া হইয়াছে। ইহা, ভাল হয়, মন্দ নয়, দাড়াহ গা কাছে॥ এই, শঠ-বরে, জেতাবারে, করহ প্রয়াস। তবে, মোসবার, মাঝে কার,

আছয়ে তরাস ॥ মোরা, সত্য কহি, আজি নাহি, ইহারে ছাড়িব। এই, ফাগুরণে, ধুর্ত্তজনে, সুখ ভুঞ্জাইব ॥ শুনি, এত বাণী, বেণুপাণি- কহেন তাঁহায়। আমি এ সমরে, লোকান্তরে, চাহিনা সহায় ॥ দেখ, বকাসুর, অঘাসুর, দোঁহেকে বধিল। যেহ, গোবর্দ্ধন, উৎপাটন, করিয়া ধরিল ॥ যেহ, মহারাসে, অনায়াসে, শতকোটি নারী। কৈল, পরাভব, মনোভব, যুদ্ধ করি ভারী ॥ যেহ, মহাবল, এ সকল, করিল হেলায়। সেহ, নারী সনে, ফাগুরণে, চাহে কি সহায় ॥ তবে, এত বলি, বনমালী, ভ্রমেণ তুরিতে। যাহে, গোপীভাগে, স্বর আগে, লাগিলা দেখিতে ॥ তিঁহ, এককালে, গোপীজালে, দিছেন আবীর। যেন, পয়োধরে, বৃষ্টি করে, লতাগণে নীর ॥ তাঁর, সে আবীর, যেন তীর, লাগিছে বদনে। তাহে, পাই ভয়, গোপীচয়, মুদিলা নয়নে ॥ সেই, অবসরে, বেগভরে কিশোরী মোহন। কৈল, গোপীদের, মণ্ডলের বাহিরে গমন ॥

পয়ার। তাহা না জানিয়া কৃষ্ণ আছেন মানিয়া। গোপী সব ফাগু ছোড়ে জিনিনু বলিয়া ॥ তাহা দেখি হাসিয়া কহেন বন- মালী। ভাল যুদ্ধ করিতেছ সকল গোয়ালি ॥ আবীর লাগিয়া অন্ধ হয়েছে নয়ন। দেখিতে না পাও নিজজন পরজন ॥ তবে লজ্জা পাই তাহা ঢাকিবার আশে ॥ শ্রীললিতা অহঙ্কার করি কৃষ্ণে ভাষে ॥ বুঝি শ্যাম লাজ নাই তোমার বদনে। রণছাড়ি পলাইয়া হাসিছ কেমনে ॥ ছি ছি নারী সঙ্গে রণ করিতে না পারি। পলাইলে কি করিয়া তুমি বংশীধারী ॥ তুমি পলাইলে দেখি আমরা সকলে। কেলি যুদ্ধ করিতেছি নিজ দলে দলে। ইথে তুমি নাহি মান আমা- দিগে অন্ধ। ছোয় নাই সোমবারে তব ফাগুগন্ধ ॥ ক্ষমা কৈনু পরা- জয় তোমার এবার। পুন এস সমরে করহ আগুসার ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন জয় না করি আমায় ॥ মিছা এত গরব করিতে না যুয়ায় ॥ সমরেতে যোদ্ধা সব করে অন্তর্দ্ধান। তাহে পরাজয় বলে কোন জ্ঞানবান। তাহে আমি দাঁড়াইয়া রয়েছি সাক্ষাতে। ইথে কি

করিয়া হারি ঘটিবে আমাতে ॥ বরঞ্চ করিলে ভাল মতে বিবেচনে। তোমাদেরি পরাজয় হয় এই রণে ॥ দেখ তোরা হইয়াছ অনেক এক পক্ষ। তত্ত্ব মোরে করিতে নারিলে কেহ লক্ষ ॥

লঘু-ত্রিপদী। ললিতা কহত, নাগর বেকত, হলো তব মন কথা। মোদের সহিতে, ফাগু খেলাইতে, তুমি পাইতেছ ব্যথা ॥ তাহা প্রকাশিয়া, আপনার হিয়া, কহিতেছ পরকারে। তোমরা অনেক, তোমরা অনেক, এই কহিবারে বারে ॥ আমি আর্দ্র চিত, হয়ে কহি হিত, ছাড়িয়া এমত রণ। এক এক জন, সনে কর রণ, এব হয় মোর মন ॥ যদি কোন জনে, পার সেই রণে, কোনমতে জিনিবারে। তবেই তোমারা মুখ দেখাবার, উপায় হইতে পারে ॥ যদি ইহাতেও, তুমি কাহাকেও, করিতে না পার জয়। শ্রীরঘুনন্দনে, সাক্ষী রাখি মনে, করিব যে ইচ্ছা হয় ॥

পয়ার। এত শুনি কহিছেন শ্রীনন্দতনয় ॥ ললিতে এ কথা তব মোর হিত নয় ॥ সমর করিয়া এক এক জন সনে ॥ কতকালে জিনিব আমিহ সব জনে ॥ অতএব তোমাদের যে হয় প্রধান। তাহারেই সমরে করাও আগুয়ান ॥ তার জয় হইলে সবারি হবে জয়। হরিলেও সবারি হইবে পরাজয় ॥ তাহা শুনি ভাল ভাল বলি গোপীগণ। বৃষভানু নন্দিনীরে কহেন বচন ॥ প্রিয়সখি তুমি এই নাগরের সনে। আরম্ভ করহ করিবারে ফাগুরণে ॥ প্রধানের সনে রণ বাঞ্ছয়ে নাগর ॥ তুমিহ প্রধান হও মোদের ভিতর ॥ এই যুদ্ধে হারাইয়া এই শঠরাজে। সাধন করহ তুমি আপনার কাজে। ইহায় হইতে কিছু ভয় নাই তোর। মোরা কাছে আছি কি করিবে নারী চোর ॥

লঘু-ত্রিপদী ॥ সখীর বচন, করিয়া শ্রবণ, কিশোরি সুখিত হিয়া। মৃদু মৃদু হাসি, বান্ধিলেন কসি, কেশপাশে ডোরী দিয়া ॥ উতরী অঞ্চলে, বান্ধি কুতুহলে, দৃঢ় করি মাঝা খানি। দীর্ঘ দীর্ঘ হার, করে বিশাখার, রাখিয়া ছিড়িবে মানি ॥ আবীরে করিয়া,

অঞ্চল পুরিয়া, কুমকুমা লইলা তাতে। ফুল্ল গেড়ু কত, নিলা শত শত, ফুব ধনু বাম হাতে। সেই বেশ দেখি, নিমেষ উপেখি নাগর কহেন মনে। কামের ঘরণী, এল কি ধরণী, বুঝিবারে মোর সনে॥ এ বেশ দেখিয়া, কাঁপিতেছে হিয়া, কি রূপে করিব রণ। শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন, প্রভু স্থির কর মন॥

পয়ার। তবে রাধাশ্যাম দোঁহে আবীর সমর। আরম্ভিলা অতিশয় সানন্দ অন্তর॥ চারিদিকে ঘেরি দাঁড়াইয়া সখীগণ। গীতবাদ্য করে আর করে নিরীক্ষণ॥ পানি পুরি আবির লইয়া রাধাহরি। ক্ষেপণ করেন দোহে দোহার উপরি॥ সেইত আবীরে সব ঢাকিল গগণ। রক্তবর্ণ হয় যত তরু লতাগণ॥ পশুপক্ষি ভৃঙ্গ সব তাহে হল লাল। গোপনারীগণ আর আপনি গোপাল॥ তবে রাধা ফাগু মুষ্টি করিয়া ধারণ। কৃষ্ণ নেত্রে দিব বলি করিলা ক্ষেপণ। তাহা দেখি নিক্ষেপিলা নাগর আবীর। সেহ তাহা রোধ কৈল যেন তীরে তীর॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকার নেত্রে দিব বলি। আবীর ছাড়িলা অতিশয় কুতুহলী॥ তিঁহ পূর্ব্বমতে কৈলা তাহা নিবারণ। এই মতে করিছেন দোহে মহারণ॥ কভু দোহে কুমকুমা করেতে করি ধরি। ক্ষেপণ করেন দুই জনের উপরি॥ সেইত কুমকুমা ঠেকাঠেকি পরস্পরে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথিবী উপরে॥ কভু ফুল গেড়ু ধরি করেন ক্ষেপণ। বুঝি কামরতি করে শরে শরে রণ॥ কখন চাপেতে জুড়ি পুষ্পময় শর। ক্ষেপণ করেন দোহে দোহার উপর॥ তাহে বিদ্ধ হয়ে দোহে মানি কাম বাণ। হয়েন দোহেই অতিশয় কম্পমাণ॥ পুনর্ব্বার আবীর ছোড়েন দুই জন। তাহে অন্ধকার প্রায় হইল কানন॥ অন্ধকারে তবে দোহে মুদিয়া নয়ন। ফাগু বৃষ্টি করি করি করেন ভ্রমণ॥ হেনমতে নেত্র মুদি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। রাই অঙ্গ পরশিলা কৃষ্ণ আচম্বিতে॥ দুই মাত্র সুখে স্তব্ধ হল দামোদর। প্রতিমা সমান নাহি চলে পদ কর॥ তাহা দেখি সুখি হয়ে রাধা হাসি হাসি। তাহার অঙ্গেতে দেন ফাগু রাশি রাশি॥ চারি-

দিগে সখীগণ দিয়া করতালি। কৌতুক করিয়া গান করয়ে ঢামালী ॥

একাবলীচ্ছন্দঃ। ছি ছি একি বড়ই লাজ। হোরীতে হারিলে নাগবর রাজ ॥ অঘাসুরে বধি ছিল যে মান। করিল সে এবে কোথা পয়ান ॥ চুরি করিছিলে যে বসন বাস ॥ তাহা এবে কোথা করিল বাস ॥ গোবর্দ্ধন গিরি ধরিলে যায়। সে বল এখন গেল কোথায় ॥ চন্দ্রাবলী সনে মদন রণে। যাহে জয়ী হও নিকুঞ্জ বনে ॥ দেখিতে না পাই সে বল কেন। নারী সনে রণে হারিলে হেন ॥ কিশোরী বিজয়ী হইল রণে ॥ রাজত্ব রহিল ইহারী বনে ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে ললিতে সুন্দরী। অন্যায় করিলা কিছু বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ তাহাতেই পাইনু আমিহ পরাজয়। উহারেই পুছ তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ এত শুনি রাধারে পুছিলা সখীগণ। উত্তর করেন তিঁহ হসিত বদন ॥ তোমা সব সাক্ষী হয়ে রয়েছ এথায়। দেখিতে পাবত আমি করিলে অন্যায় ॥ বৃন্দাদেবী কন আমি কহি ছাড়ি ভীত। দেখিয়াছি রাধে তব অন্যায় কিঞ্চিত ॥ করিতে করিতে তুমি ফাগু বিক্ষেপণ। করিছিলে নাগরের অঙ্গ পরশন ॥ আহাতেই হইলেন নাগর স্তম্ভিত ॥ এইলাগি সমরে তোমার হৈল যিত ললিতা কহেন দূতী এ কেমন কথা। শুনিয়া পাইনু আমি মনে বড় ব্যাথা ॥ মোর সখী পতিব্রতা রমণী রতন। করিবেক কেন পর পুরুষে স্পর্শন ॥ তুমি দেখি নাগরের যুদ্ধে পরাভব। কহিতেছ শাঠ্য করি কথা এই সব ॥

লঘু-ত্রিপদী। তবে হাসি হাসি, ললিতা রূপসী, কহিছেন শ্যাম চান্দে। আহা মরি মরি, তব দশা হেরি, দেখি মোর মন কান্দে ॥ রমণীর সনে, হরি ফাগুরণে, গোকুল নগরে যাই। কেমন করিয়া, মুখ প্রকাশিয়া, দেখাইবে লাজ খাই ॥ এ লাগি উচিত, কহি আমি হিত, তোহে অকপট মনে ॥ ধরি রঙ্গ বারি, পূর্ণ পিচকারী, রণ কর রাই সনে ॥ [illegible] হয়, যদি তব জয়, তবে

হবে কিছু ভাল। অন্যথা কি করি, ব্রজের ভিতরি, তুমি যাবে গোরাখাল॥ কহেন কানাই, মোরে যদি রাই, না করেন পরশন। তবে যে কহিবে সে রণ হইবে, সাক্ষী রাখি সাধুজন॥ শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন, পরণাম এ খেলায়। যার লাগি চিত, সদাই তৃষিত, বারণ করেন তায়॥

পয়ার॥ ললিতা কহেন তুমি ছাড় এ শঙ্কায়। ছুইবেক রাই কেন সমরে তোমায়॥ তবে রাধা শ্যাম ধরি হেম পিচকারী। দোঁহে দোঁহা অঙ্গে দেন শুভ রঙ্গ বারি॥ তাহা দেখি ললিতা প্রভৃতি সখীগণ। কহিছেন পরস্পরে আনন্দিত মন॥ দেখ দেখ সখী সব একি চমৎকার। মেঘ সৌদামিনী দুই বর্ষে জলধার॥ সামান্য জলদে জল বর্ষে অন্য ঠাঁই॥ সৌদামিনী উপরেতে কভু দেখি নাই॥ সৌদামিনী কদাচিতো বৃষ্টি নাহি করে। এথা মেঘ তড়িত সেচয়ে পরস্পরে॥ এই মতে জল যুদ্ধ কৈল বহুক্ষণ। কিন্তু তাহে জয়ী না হইল কোনো জন॥ গন্ধ জল ঘর্ম্ম জলে ভিজিল বসন। তাহা দেখি কহিতে লাগিহ সখীগণ॥ বুঝিলাম তোরা দোঁহে এ যুদ্ধে সমান। অতএব যোগ্য হয় করিতে সম্মান॥ শুষ্ক পট পরিচড় এইত দোলায়। সেবন করি যে মোরা তোদিগে দোঁহায়॥ তবে তাঁরা দুই জন শুষ্ক পট্ট পরি। আরোহিয়া বসিলেন দোলার উপরি॥ কিবা সেই দোলা হয় স্বর্ণ রচিত। সিত রক্ত নীল বর্ণ মণিতে খচিত॥ দোলে কত তাহে মুক্তা কুসুম ঝালর। সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ বালিশ বিস্তর॥ নানাবর্ণ পট্ট ডোরী বদ্ধ চারি পার॥ সখীগণ দুইদিগে থাকিয়া দোলায়॥ আতর গোলাব ফাগু ফুল বৃষ্টী করে। গাইছেও নানাগীত সুমধুর স্বরে॥ দেখ দেখ দোলার উপরি রাই শ্যাম। বিমানের উপরিতে যেন রতি কাম॥ কিম্বা স্বর্ণময় গিরি শৃঙ্গের উপর। শোভে যেন সৌদামিনী নব জলধর॥ এইরূপ দিব্যগান করিতে করিতে॥ দোলা দোলায়েন সখীগণ সুখি চিতে॥ যবে দোলা অধিক দোলায় বেগ বলে।

তবে ভয়ে রাধিকা ধরেন শ্যাম গলে॥ তাহা দেখি হাসি সব হাসি সখীগণ। করিছেন জয় ধ্বনি কুসুম বর্ষণ॥ জীবন করেন কেহ চামর ব্যজনে। শ্রীরঘুনন্দন সেই শোভা ভাবে মনে॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন॥ শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধা মাধবোদয়ে শিশির বিলাস বর্ণনো নাম
ত্রিংশ উল্লাসঃ।

একত্রিংশ উল্লাস

মধুনা মধুরেহরন্যে গোবর্দ্ধন সমীপগে।
চিক্রীড় রাধয়া যোসৌ মাধবো রক্ষতা জগত॥

ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চীযমকং। তবে, হেনমতে সে শিশির করিল গমন। মন, সুখকারী ঋতুরাজ ব্যাপিল ভুবন॥ বন, সকল হইল যার গুণে কুসুমিত। মিতা কহে যারে মদনের সব বিপশ্চিত॥ চিত্ত, যোগিদেরো হয় যার প্রভাবে ক্ষুভিত॥ ভীত, পায় যাহা হইতে দয়িতা বিরহিত॥ হিত, করি মানে যারে প্রিয়া সঙ্গি সব জন। জনমিল তাহে চম্পক সকলে পুষ্পগণ॥ গণ, গণ শব্দ করি যার কাছে অলি যায়। যায়, বসিতে না পারে দীপ ভ্রমে এই ভায়॥ ভায় সুবর্ণের যারা ঘৃণা করয়ে বরণে। রণে, মদন জ্বালায় যাহে করি মুনিগণে॥ গণে, করে শক্তি হেন যত ফুটিল পুন্নাগ। নাগ কেশর ফুটিল যাহে অনেক পরাগ॥ রাগ, করি যাহে বসি বসি গুঞ্জরে ভ্রমর। মরমেতে ব্যথা পায় যাহে বিরহি

নিকর ॥ করবীর পুষ্প তাহে কত হল বিকসিত। সিত, রক্তবর্ণ নারায়ণ পূজনে বিহিত॥ হিত, নাহি মানে যারে কান্ত রহিত অবলা। বলা, নাহি যায় যত পুষ্প ধরিল কমলা॥ মলা, মনের হরয়ে যারা দিলে গদা ধরে। ধরে সে কুসুম কোটি কোটি মাধবী নিকরে। করে, দিব্য গান যার মধুপিয়া মধুকর। করঞ্জের ফুল ফুটিল সে অতি মনোহর॥ হর তুষ্ট হন যাঁর দলে করিলে পূজন। জন মনোহর সে বিম্বে ফুটিল পুষ্পগণ॥ গণনার পরে কুসুমেতে শোভিল বকুল। কুলবতী বিরহিণী যাহা দেখিয়া আকুল॥ কুল কনক যুথীর বনে হইল পুষ্পিত। পীত বর্ণ যার পুষ্প পরাগেতে সুশোভিত॥ ভীত, হয় যাহা নিরখিয়া বিরহি মানব। নব মল্লিকা ফুটিল সেই অসম্ভব॥ ভব ভিতবে তুলনা নাই যেই মল্লিকার। কার শক্তি আছে তাহার গণনা কা[illegible]ার। বার বার রব করে পিক পুষ্পিত রসালে॥ সালে বিকসিল গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প ডালে ডালে॥ ভালে, পরে যার পুষ্পে পত্রাবলী করি নারী। নারি, গলেতে সে পলাশের পুষ্প শারি শারি॥ শারী, শুক সব ডালে বসি মধুর ডাকয়॥ কয়, মনুষ্যেরা কথা যেন স্পষ্ট বর্ণময়॥ ময়, মত্ত হয়ে কুহু কুহু করে পিকাবলী। বলী, হয়ে যাহে কাম জিনে জগত সকলি॥ কলিন্দ নন্দিনী প্রভৃতি যাবত নদী ততি॥ ততি, বিকসিত হইল পদ্মিনী কান্তিমতী॥ মতি, সুখদ সুগন্ধ মন্দ বহয়ে পবন। বন, সর যাহে মন্দ মন্দ কাঁপে বিলক্ষণ॥ ক্ষণ, কতিপয়ে বসন্তের শোভা চমৎকার॥ কার, সাধ্য হয় বর্ণন করিতে সবিস্তার॥ ভার, এক কণ মাত্র ও কহিতে অভাজন। জন সমুহ মধ্যেতে মূর্খ এ রঘুনন্দন॥

পয়ার। এবসন্ত শোভা দেখি গিরি গোবর্দ্ধনে। বিহার করিতে ইচ্ছা হল কৃষ্ণ মনে॥ তাহে পৌর্ণমাসী শশি নিরখি উদিত। রাধা মুখ দেখিবারে হল উৎকণ্ঠিত॥ তবে গোবর্দ্ধন গিরি উপরি যাইয়া গাইতে লাগিলা গীত বেণু মুখে দিয়া॥

ত্রিপদী। কর্ণ মনস্থির করি, শুন শুন প্রাণেশ্বরি, [illegible]

কিঞ্চিত নিবেদন। সংপ্রতি ভুবনত্রয়ে, ঋতুরাজ বিরাজয়ে বিশেষত এই গোবর্দ্ধন ॥ শ্রীচম্পক নাগেশ্বর, বকুল পুন্নাগবর পলাশ অশোক বিকোসিত ॥ মাধবী লবঙ্গ লতা, মল্লিকাদি যত লতা সকল হয়েছে কুসুমিত। পুষ্প গন্ধে মাতি মালি, ভ্রময়ে ভ্রমর পাঁতি মধুর মধুর গান করে। মাতিয়া কোকিল সব, করে কুহু কুহু রব; পূর্ণ শশী প্রকাশে অম্বরে ॥ এ সকল উদ্দীপন; বনে বলী শ্রীমদন, প্রহার করয়ে কত বাণ ॥ সে সব শরের ঘায়, দেহ মোর জরি যায়, তোমা বিনে নাহি রহে প্রাণ ॥ অতএব সহচরী, সকলেরে সঙ্গে করি এই স্থানে আসহ ত্বরিতে ॥ আমি তোহে নিরখিয়া, কিশোরি সুখিত হিয়া, সেবা করি যাহা আছে চিতে ॥

পয়ার। সেই বেণু শব্দ সঞ্চরিল সব লোকে। কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছাতে না শুনিল সব লোকে ॥ যেন কৃষ্ণ আছেন সর্ব্বদা সব ঠাঁই। তথাপিও মোরা তাঁরে দেখিতে না পাই। ইচ্ছা হয় তাঁর যাহাদিগে দেখা দিতে। তাহারাই পায় যেন তাহারে দেখিতে ॥ তেন রাধিকার যুথ মাত্র কৃষ্ণেচ্ছায়। শুনিতে পাইলা সেই নিনাদ ধরায় ॥ শুনি ধনি কেহ কেহ কাঁপিতে লাগিলা কেহ কেহ প্রেমাবেশে স্তম্ভিত হইলা ॥ কারো কারো নাচিতে লাগিল রোমগণ। কারো কারো অঙ্গে ঝরে ঘর্ম্ম কণ কণ ॥ এই সব ভাব এক কালে রাধিকার। উদয় হইল ধন্য ধন্য প্রেম তাঁর ॥ তবে তিঁহ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হিয়া। কহিতে লাগিলা মুরলীরে সম্বোধিয়া মুরলীরে আমি তোরে করি নিবারণ নাম ধরি তুমি আর না কর গর্জ্জন ॥ গোকুলের লোক সব এখনি শুনিবে। শুনিলে বন্ধুর কাছে যাইতে না দিবে ॥ বুঝি আমি কখন যে সে অধর পিতে। বাঞ্ছা করি তাহা তুমি পারনা সহিতে ॥ সে ক্রোধে সকল লোকেরে জানাবারে। নাম ধরি ডাকিতেছ মোরে বারে বারে ॥ না শুনিলে তুমি যদি আমার বচন। আমিহও কৈনু তবে লাজ উপেক্ষণ ॥ ললিতা কহেন সখি কেমন উন্মাদ। মুরলীর সহিতকরিছ কি বিবাদ ॥ প্রাণবন্ধু ডাকিতেছে মুরলীর দ্বারে। বেশ ভূষা করি চল তারে দেখিবারে ॥ রাধিকা কহেন

সখি স্থির নহে মন। এ সময়ে হবে কেন বেশ বিরচন॥ এই শুন ডাকিতেছে বাঁশী উভরায়। এস এস কালগৌণ সহা নাহি যায়॥ এত কহি শ্রীরাধিকা প্রস্থান করিলা। পাছে পাছে সহচরী সকল চলিলা॥ যাইতে যাইতে পথে ললিতা সুন্দরী। কহিছেন বিশাখারে সম্বোধন করি॥ প্রিয়সখী দেখ দেখ মাধুরী রাধার॥ বেশ নাহি তথাপি আপনি উজিয়ার॥ বিজুরী হইতে অঙ্গ লাবণী উজ্জ্বল। যাহাতে আকাশ ভূমি করে ঝলমল॥ এ অঙ্গে কি সাজাইবে মণি আভরণ। জ্যোৎস্নায় সাজায় কোথা খদ্যোতের গণ॥ রাধিকার মুখ আর অই শশধর। ভাল করি দেখ সখি কত না অন্তর॥ হেন কোটি শশী যদি একত্র মিলয়। আমি মানি তভু রাধা মুখ তুল্য নয়॥ শ্রীরাধা কহেন সখি গিরি-গোবর্দ্ধন। আজি বুঝি করিয়াছে দূরেতে গমন॥ কত যুগ করিয়াছি মোরা অভিসার। তথাপি না পাইলাম নিকট তাহার॥ ললিতা কহেন সখিদণ্ডেক না যায়। বহুযুগ দেখিতেছ তুমিহ কোথায়॥ মনস্থির করি কর আগে নিরীক্ষণ। চন্দ্র চন্দ্রিকার মধ্যে শ্যামল কিরণ॥ অই স্থানে থাকিবেক সেই কালশশী। দেখিবে নয়ন ভরি চলহ রূপসী॥ এই-রূপ কহি কহি তাঁরা সবে যান। তাঁহাদিগে দেখিয়া কহেন ভগবান॥ দেখিতেছি প্রিয়া মোর আসে সখী সনে। পূর্ণ হবে মনোরথ যাহা আছে মনে॥ কিন্তু এক গুহামাঝে আমি কতোক্ষণ॥ লুকায়ে রহিব পরিহাসের কারণ॥ মোরে না দেখিয়া প্রিয়া কি করে দেখিব। কিবা কহে সে সকল বচন শুনিব॥ এত কহি এক গুহা-মাঝে লুকাইলা। সখি সনে রাধা পূর্ব্ব স্থানেতে আইলা॥ কৃষ্ণে না দেখিয়া তিঁহ ছাড়িয়া নিশ্বাস। ললিতারে কহিছেন গদ গদ ভাষ॥ সখি বৃথা হইল সকল পরিশ্রম। দেখিতে না পাই এথা সেই প্রিয়তম॥ বুঝি অন্য কোনো জন আপন প্রিয়ারে। ডাকিয়া থাকিবে সেই বেণু রব দ্বারে॥ মোরা কৃষ্ণ বেণু বুদ্ধি করিয়া তাহায় বৃথা আইলাম বনে কি করিনু হায়॥ যদি কেহ তেন বেণু বাজাবে কে আর। তবে বুঝি ডাকিছিল সখীরে পদ্মার। সেহ আসিয়াছে

শুনি সেই বেণু গানে। তারে লয়ে গিয়াছে সে অন্য কোনো স্থানে। এক্ষণ করিব কিবা কহ সহচরি। মনস্থির নাহি হয় না দেখিয়া হরি ললিতা কহেন সখি না কর চিন্তন। এই স্থানে আছে কালা পাইবে দর্শন॥ অনুভব করহ হৃদয় স্থির করি। কহিতেছে তারি অঙ্গ সৌরভ লহরী॥ এমত সৌরভ তাহা বিনে এ ভুবনে। দেখি নাই কোন ঠাঁই না শুনি শ্রবণে॥ পরিহাস লাগি সেহ আছে লুকাইয়া। বাহির করহ বনে সবে অন্বেষিয়া॥ রাধিকা কহেন সখি এক২ জন। এক এক দিক প্রতি করহ গমন। যদি বনে তাহার দর্শন নাহি পাও। দেখিবে সকলে তবে গিরির গুহাও॥ এত কহি তাঁরা সবে উত্ক-কণ্ঠিত মনে। কৃষ্ণ অন্বেষিতে আরম্ভিলা বনে বনে॥ এক এক কুঞ্জে তাঁরা পাঁচ সাত বার। দেখেন না হয় তভু শঙ্কা পরিহার॥ শ্রীরাধিকা বনে বনে ভ্রমিতে২ ভ্রমিতে। তরুণ তমাল এক পাইলা দেখিতে॥ তারে দেখি কৃষ্ণ বলি হৃদয়েতে মানি॥ কহিছেন ভাবা-বেশে এই সব বাণী॥ শঠরাজ বেণু রবে মোদিগে আনিয়া। রহি-য়াছ এখানেতে কেন লুকাইয়া॥ বিলম্ব হয়েছে বুঝি মোদের আসিতে সেই লাগি কোপ করিয়াছ তুমি চিতে॥ আর কভু না করিব বিলম্ব এমন। আজিকার মত দোষ কর ক্ষমাপণ॥ অথবা ডাকিয়াছিলে সখীরে পাদ্মর। তারে না দেখিয়া দুখ হতেছে তোমার॥ এস এস চন্দ্রাবলী-বল্লভ এখানে। তাহারে আনিয়া দিব তব সন্নিধানে॥ কিম্বা সেই চন্দ্রাবলী আসিবার ডরে। আসিতে না পারিতেছ মোর বরাবরে॥ আমিহ তোমারে ধূর্ত্ত ধরিয়া রাখিব। চন্দ্রাবলী আই-লেই দেখাইয়া দিব। সেহ আমাদের কাছে তোমারে দেখিয়া। ভৎ'সনা করিবে কত কুপিত হইয়া॥ অতএব ভুজলতা বেড়িয়া তোমায়। রাখিবারে হইয়াছে ধরিয়া আমায়॥ এত কহি কাছে গিয়া বাহুপসারিয়া॥ তমালে লইয়া কোলে রাধা মুগ্ধ হিয়া॥ পরেপর-শেতে জানি পাদপ বলিয়া। অন্য স্থানে যান রাই নিশ্বাস ছাড়িয়া এখা-নেতে সখী সব অন্বেষিয়া বন। করিতে লাগিলা গিরি গুহা অন্বেষণ॥

যে গুহায় রয়েছেন কৃষ্ণ লুকাইয়া। সেই গুহা প্রবেশিলা সকলে আসিয়া তাহা দেখি কৃষ্ণ নিজে করিতে গোপন। করিলেন আর দুই ভুজ প্রকাশন॥ উত্তরীয় বসনেতে বেণু লুকাইয়া। রহিলেন সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া॥ তাঁরে দেখি গোপী সব চিনিতে নারিলা। প্রণাম করিয়া এই কহিতে লাগিলা॥ আহা মরি এই গিরি গুহার মাঝারে। স্থাপন করিল কেবা এই প্রতিমারে॥ ইন্দ্রনীল মণিময় নারায়ণ মূর্ত্তি। দেখি মাত্র হয় যাহা নারায়ণ স্ফূর্ত্তি॥ ইঁহারে প্রণাম কর সবে বার বার। দেখিতে পাইবে বন্ধু কৃপায় ইহার॥ কহিছেন গোপীগণ এই সব বাণী। শুনিয়া আইলা তথা রাধা ঠাকুরাণী॥ তাঁরে দূরে দেখি কন ললিতা ভাবতী। সখি আসি দেখ এক শ্রীপতি মূরতি॥ তাহা শুনি যবে কাছে আইলেন রাই॥ লুকাইল কৃষ্ণের তখনি দুই বাই॥ কিবা কহয় রাধিকার প্রেমের মহিমা। দেখিতে না পান কৃষ্ণ নিজে যার সীমা॥ সেই প্রেমে অতিশয় বিবশতা পাই। রাখিতে না পারিলা অধিক দুই বাই॥ তাহা দেখি কহিছেন সহচরীগণ। একি দুই বাহু কোথা করিল গমন॥ একি এই প্রতিমার ঐশ্বর্য্য বিলাস। কিম্বা কোনো কুহকের মায়া পরকাশ॥ সখীদের বাণী শুনি করি বিবেচন। শ্রীরাধিকা কহি ছেন এইত বচন॥ এহ নারায়ণ মূর্ত্তি নয় মায়াময়। তাহা হৈলে না হইত মোর ভাবোদয়॥ এহ বটে মনচোরা সেই নটবায়। ধরহ সকলে পলাতে না পায়॥ এত কহি তাঁর করে আপনি ধরিলা। ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ হাসিতে লাগিলা॥ তবে করে ধরি কৃষ্ণে বাহিরে আনিয়া। শ্রীরাধিকা কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া॥ বুঝিলাম যত শঠ আছয়ে সংসারে। তুমি চক্রবর্ত্তী হও তাহাদের মাঝারে॥ একি অনুগত জনে দিবারে যন্ত্রণা। শঠরাজ জানতুমি কত না ছলনা। আমি যদি নাহি পারিতাম চিনিবারে॥ তবেত না জানাইতে তুমি মোসবারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে মোরঅভিপ্রায়। শুনিয়া বলহযাহা তবমনে ভায়॥ মোরে না দেখিয়া তুমি কি বলকিকর। শুনিতে দেখিতে তাহা হইল অন্তর॥

অতএব ছিলাম আমিহ লুকাইয়া ॥ সুখিত হইনু তাহা শুনিয়া দেখিয়া ॥ শ্রীরাধা কহেনদুঃখ দিয়া অন্যজনে। সুখী হয় তাহারেইশাস্ত্রে শঠভণে। শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে শুন মোর কথা। আমি শঠ হইলে তুমিও হবে তথা ॥ তাহার কারণ কহি শুন দিয়া চিত। শঠেতে সাধুতে কভু নাহি হয় প্রীত ॥ রাধিকা কহেক এই কথা সত্য হয়। কিন্তু ইহা পরস্পর পিরিতি বিষয় ॥ আমার কেবল আছে পিরিতি তোমাতে। তোমার না আছে তাহা কিঞ্চিতো আমাতে ॥ সকলেই প্রীতি করা সাধুর স্বভাব। শঠ জন নাহি করে কোন জনে ভাব ॥ বনমালী বলেন সুন্দরি তোমা সনে। কে পারিবে বিজয়ী হইতে বাক্য রণে ॥ এক্ষণ রাখিয়া এ সকল পরিহাস। মোর আশা পরিপূর্ণ কর্ করি রাস ॥ দেখ দেখ অতি রমণীয় এই স্থান। নিকটেতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রধান ॥ উচ্চস্থল আমার হৃদয় সুখকয়। এহ শোভা করে যেন তব পয়োধর ॥ নানা স্থানে হরিতাল হিঙ্গুলে চিত্রিত। তব স্তম যেন নানা বর্ণকে রঞ্জিত ॥ চপল হরিণ তাহে করয়ে ভ্রমণ। তোমার স্তনেতে যেন আমার নয়ন ॥ শোভা করিতেছে ইথে নির্ঝরের ধার। মুক্তাময় মালা যেন কুচেতে তোমার ॥ ফুটিয়াছে ইহাতে অনেক জাতি ফুল। তোমাদের সকলের যেন নেত্র কুল ॥ সেই সব পুষ্পগন্ধে হয়ে আমোদিত। বহিছে মলয় বায়ু কিঞ্চিত কিঞ্চিত ॥ উদয় হয়েছে শশধর পুর্ণিমার। নাশিয়াছে তাহার ছটায় অন্ধকার ॥ চিকণ বালুকাময় চৌরস ভূতল। নৃত্য করিবার যোগ্য হয় এই স্থল ॥ রাধিকা কহেন মোরা করি তবে রাস। তুমি যদি কর বহু মুর্ত্তি পরকাশ। ভাল ভাল বলি তবে নন্দের কুমার। যত গোপী তত মুর্ত্তি কৈলা আপনার ॥ তবে শ্রীরাধিকা নটবরে মাঝে করি। চারিদিকে দাঁড়াইহা সব সহচরী। বহু মুর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নটরাজ। প্রবেশিলা দুই দুই গোপিকার মাঝ। তাহাতে হইল যেই শোভা অতিশয়। উপমার কোনো স্থানে দৃষ্ট নয় ॥ যদি খণ্ড খণ্ড মেঘ সৌদামিনী চয়। মণ্ডলী হইয়া করে কোথাও উদয় ॥ যদি স্থির

হয় তাহে সৌদামিনী গণ। তবে কিছু হইতে পারয়ে নিদর্শন ॥

তোটকচ্ছন্দ। গিরিরাজ সমীপ ধরি ত্রিতলে। করিছেন সুনৃত্য কলা সকলে। চতুরস্র সুচিক্কণ বালু পরে। নটিনী নট শেখর নৃত্য করে তথি কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ধরি। বরতুম্বুরু যন্ত্র সুমেলি করি ॥ অপরা পরিবাদিনি যন্ত্র নিয়া। ইতরা করতাল করে ধরিয়া ॥ রমণীয় মুচুঙ্গ দিয়া বদনে। ঘন বাদই কেহ সমোদ মনে ॥ বহু ডিণ্ডিম ঝর্ঝর খঞ্জরিয়া ॥ বনিতাগণ বাদই মোদি হিয়া ॥ মুরলী-স্বর বেণু দিয়া স্বমুখে। করিছেন সুবাদন চিত্ত সুখে ॥ ইতি যন্ত্রগণের ধ্বনি লহরী। অতি সঞ্চরিলা সব লোক ভরি ॥ নটরাজ নটী সকলে মিলিয়া মধুর স্বর রাগিণি যোগ দিয়া ॥ কত গান করে শুনি যার ধ্বনি। সুর মানব মোহিত আর ফণী ॥ সহতাল সুবাদ্য সুগীত সনে। নটিনী নট যুথ করে নটনে ॥ পদ পঙ্কজ চালত বেগ ভরে। তহিঁ দোলত হার উরের পরে। কত ভঙ্গি করি বহু ভাব রসে। কর পল্লব চালই তাল বশে ॥ তরুণীগণ কুণ্ডল বেণি ঘটা। ঘন দোলত কাল ভুজঙ্গ ছটা ॥ নট শেখর চূড়াশখণ্ড ততি। মৃদু দোলত চিত্র বিচিত্রবতী ॥ মণি কিঙ্কিণি নুপুর নাদ হয়ে। রঘুনন্দন ভাবই তা হৃদয়ে ॥

মাত্রাবৃত্তিচতুষ্পদী। গলিত কনক নিন্দিবরণ, নৃত্য করত নটিনী গণ দলিতাঞ্জন রুচি চিক্কণ, নটবর করি মাজে ॥ জনু নব ঘন ঘেরি ঘেরি, চমকে চপলা বেড়ি বেড়ি, নব তমাল বিটপি বেড়ি, কনক লতিকা সাজে ॥ নটবর কর দেএতালী, বদনে বোলত তালি তালি, কণ্ঠহুঁ গায়ত গান শালি, রঙ্গিণি গণ সাথে। তাহে উলসিত ব্রজ নারি, নটন করত রস বিথারি, ভাব ভঙ্গি চিত্তহারি, নিরখত নিজ নাথে ॥ ললিত গান তাল মান, অনুসরি করি পদ বিধান, নটত নটিনীগণ সমান, নূপুর ঘন বাজে। কটি তট ধৃতবর কিঙ্কিণি,

বাজত করি কিনি কিনি কিনি, যার ধ্বনি শুনি মদ-মাদিনী, সারঙ্গি মরু লাজে ॥ গতি বেগহি বার বার, উরোজ উপরি দোলত হার, করকঙ্কণ ঝলতকার, কর চলেন শোহে। নাসা পুট মুকুতাফল, ঘন দোলত শ্রুতিকুণ্ডল, গলিত নীবি সব কুন্তল, কিশোরি মোহন মোহে ॥

পয়ার। এইরূপে নৃত্যগীত করিতে করিতে। শ্রীরাধারে বনমালী লাগিলা কহিতে। প্রিয়া বড় ইচ্ছা হয় মনেতে আমার। বেণুবাদ্য শুনিবারে বদনে তোমার ॥ অতএব ত্রিভঙ্গি হইয়া দাঁড়াইয়া। বাজাও মুরলী চান্দবদনেতে দিয়া ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা মৃদু মৃদু হাসি। কৃষ্ণ কর হইতে লইলা তাঁর বাঁশী ॥ দাঁড়াইয়া সুমধুর ত্রিভঙ্গিম ঠামে। বাজাইতে আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ একে বেণুরব তাহে শ্রীকৃষ্ণের নাম। তাহাতে বাদক পুনঃ রাধা অনুপাম। সে বাদ্যের মাধুরী কি করিব বর্ণন। যাহাতে মোহিত হৈলা জগতমোহন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল গাইতেছ প্রিয়ে। কিন্তু কিছু ন্যূন আছে আমি তা পূরিয়ে ॥ এত কহি মুখ দিয়া সেই বেণুমুখে। গাইতে লাগিলা রাধানাম মহাসুখে ॥ উভয়ে উভয় নাম গাইছেন সাধে। ক্রমে কৃষ্ণরাধে কৃষ্ণরাধে কৃষ্ণরাধে ॥ এক পরিপূর্ণ চন্দ্র উদয় করিয়া জগতে শীতল করে অমৃত বর্ষিয়া ॥ দুই পূর্ণচন্দ্র নাম অমৃত বর্ষনে ॥ কি আশ্চর্য্য শীতল করিল যে ভুবনে ॥ যাহা শুনি সখী সব স্তম্ভিত হইলা ॥ পশু পক্ষি নেত্রে অশ্রু ঝরিতে লাগিলা। অপর কি কব রাধাকৃষ্ণ দুই জন। স্তম্ভিত হইলা দুই প্রতিমা যেমন ॥ সে কালে মিলিত রাধাকৃষ্ণের বদন। যে দেখিল সে করিল সার্থক নয়ন ॥ পরে কৃষ্ণ কহিলেন সবপ্রিয়াগণে। শ্রান্ত হইয়াছ সবে নর্ত্তন গায়নে ॥ অতএব কুঞ্জে চল আমার সহিত। বিশ্রাম করিব বসি নির্জ্জনে কিঞ্চিত ॥ এত কহি ধরি এক এক গোপিকারে। প্রবেশিলা এক এক কুঞ্জের ভিতরে ॥ নানা কেলি বিলাসে তোষিত করি মনে ॥ শয়ন করিলা সবে কুসুম শয়নে ॥ পরে পক্ষি রবে জানি রজনীর

শেষ ॥ স্ব স্ব গৃহে গিয়া সবে করিলা প্রবেশ ॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচণ ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে বসন্তবিলাস বর্ণনো নাম
একত্রিংশ উল্লাস।

দ্বাত্রিংশ উল্লাস

নিদাঘে নলিনীনাথ নন্দিনম্বু নীরখেলনং
বিদধে রাধয়াসার্দ্ধং যঃ সমাং মাধবোঽবতু ॥

পয়ার। ছেকানুপ্রাস। বৃন্দাবনে বসন্ত রহিল হেনমতে। গ্রীষ্মঋতু আগমন করিল জগতে॥ সেই গ্রীষ্ম গুণে দিন পাইল গৌরব। তাহার কারণ এই কহে কবি সব ॥ তপনের তাপেতে তাপিত তমস্বিনী। পলায় পশ্চিমদিকে পরম বেগিনী ॥ সেই হেতু বাসবের বৃদ্ধি বড় হয়। প্রতিপক্ষ পলায়নে পরের উদয় ॥ সে সময়ে সূর্য্যের সন্তাপ সহিবারে। কষ্ট করিয়াও কেহ কখনো না পারে ॥ কহিব কি অন্য নিজে কমলিনী কান্ত নিজ তাপে তপ্ত তনু হয়েন নিতান্ত ॥ অতএব জগতের যাবত জীবন। কলেবরে লেন কধে করি আর্যণ ॥ তাহেও তাহার তাপ হানি না হইল। সেই হেতু হিমালয়ে হেরিতে চলিল ॥ নিরখিয়া নিতান্ত নিরস তরুগণে। জলিল জ্বলনজাল জ্বলাইতে বনে ॥ তাহে পরিতপ্ত প্রাণ পশুপক্ষিচয়। নদী নদ নিরাশয়ে লইল আশ্রয় ॥ দারুণ দিনেশ দ্যুতি দাবানল তাপে। দেখি দেখি দীনলোকদুখভরে কাঁপে ॥ এই হেতু

সেহ দোঁহ প্রিয় নাহি হয়। বৃন্দাবনে বসন্ত বিলাস সে ধরয় ॥ নদী নীর নিঝর নিপাতে ক্ষিতিতল। যেহেতুক সেই স্থলে সর্ব্বদা শীতল ॥ অতএব তপনের তাপ নাহি তার। বনবৃন্দ বহ্নি ব্যূহে জ্বালাও নাভায় ॥ সে সময়ে শিরীষ সকল কুসুমিত। ভ্রমর ভ্রমণ হেতু সৌরভে ভরিত ॥ বিলোকিয়া যার ফুল বিরহি বিসর। মনে মনে মানে কাম চাপের চামর ॥ কাননেতে বিকসিল কুটজ নিকর। যার মধুমদে মত্ত হয় মধুকর ॥ পারুল পাদপ হৈল পুষ্পেতে পূরিত। রতিপতি তৃণ মানে যারে বিরহিত ॥ মনোহর মুচকুন্দ মন্দলী ফুটিল। মল্লিকার মাধুরীতে মধুপ মাতিল ॥ রসাল সকলে ফল পাকিল প্রচুর। সুধা সম স্বাদু হয় যার রসপূর ॥ পরিপক্ক পনসের ফল ফাটি যায়। কবিকুল কহে কিছু তার অভিপ্রায় ॥ এই মোর সাধু শস্য সন্দর্শন করি। লইবেক লোক সব লালসাতে ভরি ॥ সেই কালে শ্রীকেশব কান্তাকুল সনে। বহুবিধ বিলাস করেন বনে বনে ॥ কভু তপনের তাপ শূন্য-তরুতলে। করেন কত না কেলি কলা কুতুহলে ॥ কখনো গভীর গিরি গুহায় বসিয়া। রাধা সঙ্গে রঙ্গরস করেন বসিয়া ॥ কভু জলযন্ত্র জাল যুক্তনিকেতনে। পুষ্প সেজেসুখেতে শোয়েন প্রিয়াসনে ॥ কখনো কালিন্দী কুলে নিকুঞ্জ কুটীরে। সুতিয়া থাকেন শীত সুগন্ধ সামীরে। সূর্য্যসুতা সলিলেতে শ্রীরাধা সহিত। জল কেলি কৌতুক করেন কদাচিত।

ত্রিপদী। এক দিন রজনীতে, অতি আনন্দিত চিতে, কালিন্দীর কুলে কৃষ্ণ গিয়া। বংশীবট মূলে থাকি, শ্রীবৃন্দায়, দেবীরে ডাকি, কহিছেন প্রণয় করিয়া ॥ বৃন্দে আজি যমুনায়, করিবারে মন যায়, শ্রীরাধার সঙ্গে জল কেলি। অতএব তার ঘরে, তুমি গিয়া সমাদরে, আন তারে সব সখী মেলি ॥ শুনি বৃন্দা এত বাণী আপনারে ধন্য মানি, এই আমি চলিলাম বলি। শ্রীরাধার নিকেতনে, চলিলা সানন্দ মনে, সে লীলা দর্শনে কুতুহলী ॥ এথা বৃন্দাবনেশ্বরী, কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছা করি, কহিছেন ললিতার প্রতি। আজি বন্ধু সহকারে, জল কেলি করিবারে

বাসনা করয়ে মোর মতি ॥ দেখ আজিকার রাতি, শশধর কাঁতি, সংযোগে হয়েছে মনোহর। ইথে যমুনার জলে, জল কেলি কুতুহলে, হইতে পারয়ে সুখ ভর ॥ অতএব সহচরি, কোনহ উপায় করি, কিশোরী মোহনে বংশীবটে! যদ্যপি আনিতে পার, তবে কৈলে অভিসার, এই মনোরথ সিদ্ধ ঘটে ॥

পয়ার। এই রূপ কহেন রাধিকা ললিতায়। সেইকালে বৃন্দদেবী আইলা তথায় ॥ তিঁহ আসি শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ কহিলা। তাহা শুনি শ্রীরাধিকা সুখিত হইলা ॥ তবে তিহ কহিতে লাগিলা সখীগণে। শুনিলে শুনিলে তোরা বন্ধুর বচনে ॥ ভাবিতে ছিলাম আমি যাহার লাগিয়া। বিধি ঘটাইয়া দিল তাহাই আনিয়া। অতএব চল চল যাইব তুরিতে। পরাণ বন্ধুর চান্দ বদন দেখিতে ॥ এত শুনি সখী সব ভাল ভাল বলি। তার বেশ করিতে হৈলা কুতূহলী ॥ তাহা দেখি রাধিকা কহেন সখীগণে। আজিনা পরাও মোরে রতন ভূষণে ॥ ফুলের ভূষণ করি দাও মোর গায়। যাহার পরশে সুখ পাবে শ্যামরায় ॥ এত শুনি নানা ফুল আনি সখীগণ। করিতে লাগিলা তার বেস বিরচন ॥ শিরীষ কুসুম গুচ্ছতলে সমর্পিয়া। তদুপরি ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র পুষ্প দিয়া ॥ দিব্য ঝাপা বিরচিয়া দিলা কেশ পাশে। মণি ঝাপা লাজ পায় যাহার প্রকাশে ॥ ছোট ছোট মল্লিকার কলিকা গাঁথিয়া। দিব্য শিখী করি দিলা সিতায় বান্ধিয়া ॥ শতদল মল্লিকা দিলেন দুই কানে। যাহা দেখি লোক মণি কর্ণফুল মানে ॥ তার অধো দেশে দিলা অর্দ্ধ বিকসিত। তারী কলী যাহে হয় ঝুমকা প্রতীত ॥ শতদল মল্লিকার কলি অবিকল। নাসিকা অগ্রেতে দিলা যেন মুক্তাফল ॥ ক্ষুদ্র মল্লিকার কলী বৃন্ত ছেদ করি। মালা গাথি দিলা গলে যেন তিননরী ॥ আড়ে আড়ে গাথি নব মল্লিকার কলী ॥ তাহার অধতে দিলা যেন চাপকলী ॥ বড় বড় কলিকা লইয়া মল্লিকার। মালা করি দিলা গলে যেন মুক্তাহার। এই রূপ মল্লিকার কলিকা গাথিয়া ॥ বলয় কঙ্কণ বাজু দিলেন করিয়া ॥ চন্দনে চর্চ্চিত করি সব কলেবর। পরাইলা শাটী শরন্মেঘ

মনোহর ॥ শতদল মল্লিকার কোরকেতে করি। কিঙ্কিণী করিয়া দিলা কটীর উপরি ॥ পদেতে পঞ্চম পাতা পাশুলী বলয় ॥ পরাইলা পরম যতনে পুষ্পময় ॥ তবে শ্রীরাধিকা কন নিজ সখীগণে। ভাল সাজাইলে মোরে কুসুম ভূষণে ॥ এইমত নাগরের নানা অলঙ্কার। করি নাও কুসুমেতে বিবিধ প্রকার ॥ তাহা শুনি সখী সব তথাস্তু বলিয়া। অনেক ভূষণ নিলা কুসুমে করিয়া ॥ সকর্পূর চন্দনের পঙ্ক বাটী বাটী। লইলেন আর জল যন্ত্র পবিপাটি ॥ তবে তারা সকলেই সানন্দ হইয়া। প্রস্থান কবিলা প্রিয় প্রেক্ষণ লাগিয়া ॥ শুক্ল পট্ট শুক্লমালা চন্দনে ভুষিত। জ্যোৎস্নায় চলিলা তারা অতি অলক্ষিত ॥ অপর কি কব কৃষ্ণ লখিতে নারিলা। যাবত তাহার কাছে তারা না আইলা ॥ নিকটে দেখিয়া তবে শ্রীমতী রাধারে ॥ সুখী হয়ে কৃষ্ণ আরম্ভিলা কহিবারে ॥

ত্রিপদী। এস এস প্রাণেশ্বরি, বৈসহ আসনোপরি, কহ কহ পথের কুশল। আমি করি অনুমান, আসিতে আমার স্থান, দেখে নাই তোহে কোনো খল ॥ যে হেতুক আজিকার, তোমাদের সবাকার, হয়েছে বেশ মধুরিমা। জ্যোৎস্নায় আইলে তায়, কিছু ভেদ নাহি তায় দুগ্ধে যেন কর্পূর প্রতিমা ॥ একি একি অঘটন, মুগ্ধ হৈল মোর মন, যাবৎ না আইলে নিকটে। ইথে অন্য অন্য যেই, লখিতে নারিবে সেই কথা নাহি অঘটিত বটে ॥ দেখহ চন্দন পঙ্ক, আর পট্ট অকলঙ্ক, শশি সম ঢাকিয়াছে কায়। অঙ্গের কিরণ তায়, আছে আচ্ছাদিত প্রায়, অতএব লখা নাহি যায় ॥ নুপূর কিঙ্কিণী রব, শুনি হয় অনুভব, আসিছেন কিশোরী বলিয়া। আজি তারা পুষ্পময়, তেই ধ্বনি না করয়, এ লাগি লখিবে কি করিয়া ॥

পয়ার। রাধিকা কহেন তুমি যেই অনুমান। করিয়াছ সেহ সত্য নহে কভু আন ॥ তোমার দর্শন আশে কৈলে আগমন। কখনো না হয় তাহে কোনো বিঘটন ॥ তাহে জোৎস্না অভিসার যোগ্য এই বেশ। করিদলন সখী সব আজি সবিশেষ ॥ সাজাইতে তোমারেও এইত প্রকারে। আনিয়াছে সখী সব নানা অলঙ্কারে ॥ অতএব এক-

বার বৈসহ আসনে। সাজাক সজনী সব তোমারে যতনে॥ এত শুনি আসনে বসিলা দামোদর। সখী সব সাজাইতে লাগিলা সাদর॥ প্রথমেতে চন্দন লেপিলা সব গায়। পুষ্পময় চূড়া বন্ধ করিলা মাথায়॥ কুণ্ডল বলয় বাজুবন্ধ নানা হার। শৃঙ্খলা নূপুর সব কুসুমবিকার॥ এ সকল পরাইলা যোগ্য২ স্থলে। পুষ্পের মুরলী দিলা তার করতলে। তাহা দেখি দামোদর বড় আনন্দিত। কহিছেন তাহাদিগে হাসিয়া কিঞ্চিত॥ সখীচয় নিশ্চয় করিল মোর চিত। তোমাদের তুল্য নাই শিল্পেতে পণ্ডিত॥ এ লাগি তোমরা হও সৎকার ভাজন। দিব আমি তোমাদিগে প্রেম আলিঙ্গন॥ এত শুনি তারা কন একেকে পয়ার। ব্যাখ্যান করেন কৃষ্ণ একেকে তাহার॥ এ দানের যোগ্য পাত্র হয় চন্দ্রাবলী। তাহারেই দিয় ইহা হয়ে কুতুহলী॥ চন্দ্রের আবলি লোকে না পাই দেখিতে। কি করি পারিব তারে ইহা সমর্পিতে॥ মোদের বাক্যের ছাড়ি অন্যথা ব্যাখ্যান। পদ্মালীরে কর গিয়া তুমি ইহা দান। নিশাতে পদ্মের আলি প্রফুল্ল না হয়। তারে আলিঙ্গন দিলে কিবা সুখোদয়॥ কহি নাই মোরা তোরে পদ্মের আবলি কহিনু পদ্মার আলী সখী যারে বলি॥ পদ্মালক্ষ্মী তাঁর আলী বৈকণ্ঠ আছয়। তারে আলিঙ্গন দান কেমনে ঘটয়॥ গোবর্দ্ধন কান্তারে করগা আলিঙ্গন। যে হেতুক সেহ তব প্রণয় ভাজন॥ গোবর্দ্ধন বন মোর প্রীতি পাত্র বটে। কিন্তু তারে আলিঙ্গন দান নাহি ঘটে॥ গোবর্দ্ধন কান্তা তব প্রাণাধিক প্রিয়া। তারে কোল দাও গিযা হৃদয় ভরিয়া॥ গোবর্দ্ধন গিরি হন পূজ্য মোসবার। তাহার ভার্য্যায় অনুচিত এ আচার॥ গিরি নহে গোবর্দ্ধন মল্ল গোবর্দ্ধন। তার ভার্য্যা বটে তব আশ্লেষ ভাজন। এত শুনি কৃষ্ণ কিছু কহিতে নারিলা। তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হাসিতে লাগিলা। বৃন্দাদেবী কহিছেন বৃন্দাবনেশ্বরি। আমি মনে মনে এই অনুমান করি॥ বাক্য যুদ্ধে জয় হৈল তোমাদের যেন। অপর যুদ্ধেও আজি হয বুঝি হেন॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কপটে কুপিয়া। বলিছেন বৃন্দা প্রতি আখি

ঘুরাইয়া ॥ মোরা নাহি হই কোনো মন্দের রমণী। অস্ত্র যুদ্ধ কি করিয়া জানিব কুটনি ॥ মন্দের রমণী আমি মন্দের সহিত। মিলাইয়া যুদ্ধ দেখ হইবে স্থগিত ॥ বৃন্দা কহিছেন কেন কোপ কর রাই আমি অন্য অভিপ্রায়ে ইহা কহি নাই ॥ তোরা সবে কৃষ্ণ সনে সলিল সমরে। জয়ী হবে এই ভাব আমার অন্তরে ॥ ললিতা কহেন বৃন্দা ইহাঁর কি বল। ইহারে জিনিলে হবে মোদের কি ফল ॥ বৃন্দা কন ধরিছিলা এহ গোবর্দ্ধন। অতএব হন এহ রণের ভাজন ॥ তোমরা যদ্যপি পার জিনিতে ইহারে। তবে হবে অতিশয় যশ এ সংসারে ॥ ললিতা বলেন কেন কহ মিথ্যা বাণী। গোবর্দ্ধন ধারণের বার্ত্তা মোরা জানি ॥ নিজ পূজা কর গোপ রক্ষণ লাগিয়া। গোবর্দ্ধন উঠেছিলা আকাশে যাইয়া ॥ এই দাঁড়াইয়া থাকি হস্ত দিয়া তায। আমি ধরিয়াছি গিরি জানাপ সবায় ॥ কৃষ্ণ কন ললিতে এ কথা সত্য হয়। গোবর্দ্ধন ধারণ আমার কর্ম্ম নয় ॥ কিন্তু আমি আর তুই সুবর্ণ শিখরী। প্রতিদিন ধরি নিজ হৃদয় উপরি ॥ যদ্যপি ইহাতে তব না হয় বিশ্বাস। জিজ্ঞাসা করহ তবে শ্রীরাধার পাশ ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা লীলা পদ্মে করি ॥ তাড়ন করিলা কৃষ্ণ বক্ষস্থলোপরি ॥ কৃষ্ণ কন দেখিলে২ গোপীগণ। কর্ম্মে সাক্ষী দিলা রাধা না কহি বচন ॥ তুই স্বর্ণ গিরি আমি এই বুকে ধরি। এ লাগি পূজিলা রাধা এই পদ্মে করি ॥ বিশাখা কহেন মাগো মরিলাম লাজে। তাড়নে পূজন কহ কি প্রকার সাজে ॥ ললিতা রটেন সখি এ আশ্চর্য্য নয়। ইহতে এমত বোধ হইতে পারয় ॥ পূজা মানে যেই পদ্মা পদপ্রহরণে। তার পূজা বুদ্ধি ঘটে কমল তাড়নে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন সব কথা সত্য কই। নাম বিপর্যয় কেন করিলে হে সই ॥ যেহেতুক শ্রীরাধার পদপ্রহরণে ॥ মহাপূজা বোধ করি আমি মনে মনে ॥ এত শুনি সখী সব হসিত নয়ন। ভ্রুকুটী করিয়া রাধা কৃষ্ণপানে চান ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃন্দে দেখিছ অন্যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যাহার নিন্দাগায় ॥ যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত নাহি হয় যেই জন। তার

প্রতি অনুচিত অস্ত্র নিক্ষেপণ ॥ দেখ আমি নিরুদ্যমে রয়্যাছি দাঁড়াই। বিন্ধিছেন কটাক্ষ বাণেতে মোরে রাই ॥ বিশাখা তুমি হরি ধৈর্য্য ধন। রাধিকার আততায়ী হও জনার্দ্দন ॥ সখী যে কটাক্ষ বাণে বিন্ধিছে তোমায়। কোনো ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহা কহে না অন্যায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি সখীর তোমার। ধৈর্য্য হরিয়াছি যেই সাক্ষী কে তাহার ॥ এই যে কটাক্ষ বাণে বিন্ধিলা আমায়। তার সাক্ষী রাখিয়াছি আমিহ বৃন্দায়। বিশাখা কহেন রাধিকার ধৈর্য্য ধন। হরিলে যে তার সাক্ষী মোরা সব জন ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কপট কুপিত। কহিছেন বিশাখারে বচন কিঞ্চিত। পামরি আমার ধৈর্য্য রয়েছে হৃদয়ে। ইহারে হরিতে ত্রিভুবনে কে পরেয়ে ॥ তোমাদের মত মোর ধৈর্য্য নহে ক্ষীণ। কার শক্তি ইহারে করিতে পারে ভিন ॥ এত কহি লীলাপদ্ম তাড়ন করিলা ॥ তবে হাসি শ্রীবিশাখা কহিতে লাগিলা ॥ সখী সব দেখিলেন রাধার অন্যায়। ভাল কহিতেও কৈলা তাড়ন অমায় ॥ চল২ মোরা আর হেথা না রহিব। রহিলে বুঝিয়ে আরো ভৎর্সনা পাইব ॥ এত কহি সকলেরে সঙ্গিনী করিয়া। হাসিতে হাসিতে গেলা অন্যত্র চলিয়া ॥ তাহা দেখি রাধিকাও উদ্যত যাইতে। কৃষ্ণ তাঁর করে ধরি লাগিলা কহিতে ॥ প্রিয়ে দৃষ্টি শরে মোর হৃদয় বিন্ধিয়া। কোথা যাও আমারে নির্ব্রণ না করিয়া ॥ তোমার অধরামৃত সেবন বিহনে। বিনাশিতে নাহি পরে অন্য এই ব্রণে ॥ এত কহি শ্রীমুখে শ্রীমুখ সমর্পিয়া। সঘনে পিয়েন কৃষ্ণ অধর অমিয়া ॥ তবে তাঁরা নির্জ্জন দেখিয়া সেই স্থলে। গোঁয়াইল কিছুকাল কেলি কুতুহলে ॥ তবে রাধা কহিলেন শ্রীবংশী মোহনে। প্রাণবন্ধু যাই চল যমুনা জীবনে ॥ গ্রীষ্মকালে শ্রমে বড় পাইয়াছ ক্লেশ। জলকেলি বিনে ইহা না হইবে শেষ ॥ কিন্তু জল-কেলী ভাল না হবে দোহায়। অতএব সখীদিগে ডাকিতে যুয়ায় ॥ যেই মাত্র এই কথা রাধিকা কহিলা। সেই ক্ষণে সখী সব নিকটে আইলা ॥ তাহাদিগে নিরখিয়া কহেন শ্রীহরি। ভাল হইল আইলে সকল সহচরী ॥ জলকেলী ইচ্ছা করে আমাদের মন। তোমরা সকলে

কর তাহারে পূরণ ॥ এত শুনি তারা ভাল বলি বারে বারে ॥ রাধাকৃষ্ণ আগে করি গেলা জলধারে ॥ তবে কৃষ্ণ আর রাধা যমুনা দেখিয়া। বর্ণিছেন অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ প্রিয়ে দেখ যমুনার ধারা কিবা শ্যাম। নাগর তোমার তনু যেন অভিরাম ॥ তাহে উঠীতেছে কত তরঙ্গ অগন্য। তোমার অঙ্গেতে যেন উছলে লাবণ্য ॥ তায় পূর্ণচন্দ্র জ্যোতি ঝলমল করে ॥ তব হাস্য ছটা যেন তব কলেবরে ॥ সেই নীরে তীরতরু পল্লব লোটায়। যেন তব অঙ্গে পাণি রমণী বুলায় ॥ যাহে শোভা করিতেছে শৈবরল সকল। তব বক্ষে যেন রোমাবলি অবিকল ॥ কমল সকল হয়ে রয়েছ মুদ্রিত। তোমার নয়ন হেন নিদ্রা নিমীলিত ॥ তাহে শোভে সকুমুদ ইন্দীবরগণ। তব অঙ্গ যেন সিত অসিত রতন ॥ শ্রেণীমতে রাজহংস কুল তাহে রয়। তব বক্ষে মল্লী মালা যেমন শোভয় ॥ মীনগণ সলিলের ভিতরে খেলায়। রূপ ভুষাচ্ছন্ন যেন তোমার ছটায় ॥ তাহে কোকনদ কলী উঠিছে বিস্তর। রক্ত মণি যেন তব জ্যোতির ভিতর ॥ সলিল ভিতরে কূর্ম্ম হয় শোভমান। নাহি পাই দেখিতে ইহার উপমান ॥ শ্রীহরি কহেম প্রিয়ে চাতুরী করিলে। থাকিতেও দিব্য উপমান নাই দিলে ॥ এই দেখ রয়েছে কূর্ম্মের উপমান। এত কহি তার স্তনে হস্ত দিতে যান ॥ তাহা দেখি তিহ লাজে পলায়ন করি। প্রবেশিলা যমুনার প্রবাহ ভিতরি ॥ শ্রীহরি কহেন প্রিয়ে ভাল না করিলে। কূর্ম্মের উপমা দেখাইতে নাহি দিলে ॥ ভাল আমি দেখাইব তাহা অন্য স্থানে। এত বলি যান ললিতার সন্নিধানে ॥ তিহ ও তাহার ভয়ে জলেতে নামিলা। আর সখি সকলেও তেঁনই করিলা ॥ গোপী সব গেলা নাভিমিত জলে যবে। মধ্যে উর্দ্ধ তুল্য শোভা হৈল তার তবে ॥ মধ্যে সর্প সর্পশিশু শফরী ভ্রময়। কমলের কলী নাল শৈবাল নিচয় ॥ উর্দ্ধে গোপীদের বেণী কাল সর্প হয়। ভুরু সর্প শিশু নেত্র শফরী খেলয়। কুচকমলের কলী বাহু পদ্মলাল। তাহাদের রোমাবলী হয়েছ শৈবাল ॥ যদি কহ উপরিতে জল কি তা বল। তবে শুন কৃষ্ণ অঙ্গ-জ্যোতি কাল জল ॥ তবে শ্রীকৃষ্ণও সেই সলিলে নামিলা।

তাহা দেখি রাধা পদ্মবনে লুকাইলা ॥ কৃষ্ণ তাহে না দেখিছেন ললিতায়। কহ তোমাদের সখী গেলেন কোথায় ॥ ললিতা কহেন মোরা ব্যস্ত তব ডরে। দেখি নাই রাই গেল কোন স্থানান্তরে ॥ শ্রীহরি কহেন সখি চাতুরী ছাড়িয়া। দেখাইয়া দাও তারে শীঘ্র অন্বেষিয়া ॥ তাহারে না দেখি মোর উদ্বিগ্ন অন্তর। এক২ ক্ষণে মানে একেক বৎসর ॥ ললিতা কহেন খেদ নাহি কর চিতে ॥ অন্বেষণ করিলেই পাইবে দেখিতে ॥ ললিতার কথা শুনি শ্রীবংশীমোহন। অন্বেষণ করিতে লাগিলা পদ্মবন ॥ রাধিকা জলেতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাই। নীরব নিশ্চল হয়ে আছেন লুকাই ॥ শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি মুখ দেখি তার। কহিছেন দেখ দেখ একি চমৎকার ॥ আসি মোরা প্রতিদিন যমুনার জলে ॥ দেখি নাই কদাচিতো কনক কমলে ॥ কুঞ্জি কে করিল এথা আনয়ন। রাত্রিতেও বিকসিত অদ্ভুত ঘটন ॥ যে হৌক সে হৌক ইহা তোলা না হইবে। তুলিলে এ শোভা যমুনার না রহিবে ॥ কিন্তু দেখি ভাল করি নিকটে যাইয়া। গন্ধ অনুভব করি আঘ্রাণ লইয়া ॥ এত কহি কাছে গিয়া করিলা দর্শন। তথাপি না হৈল পদ্ম বুদ্ধি নিবারণ ॥ সৌরভ লইতে মুখ দিলা কাছে যবে। রাধিকার ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঠেকি গেল তবে ॥ তবে রাধা বলি জানি রসিক শেখর। পিয়েন অধরামৃত সানন্দ অন্তর ॥ তবু না করেন রাধা অধর মুদ্রণ। জানিবেন বন্ধু মোরে এই করি মন ॥ অতি নির্জ্জনেও যাহা কৃষ্ণ নাহি পান। তাঁহা পাইলেন সখীদের বিদ্যমান ॥ তেঁই লুক্কায়নে ধন্য মানে মোর মতি। সহজ বামতা যাহে ত্যজিলা শ্রীমতী ॥ সখী সব তাহা দেখি হাসিয়া হাসিয়া। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে আনন্দিত হিয়া ॥ নাগর ও পদ্মে আছে কত মকরন্দ। পান করিতেছ যাহা হইয়া সানন্দ ॥ ভ্রমরেই পুষ্প রস করে আস্বাদন। মানুষ হইয়া তাহা কে করে লেহন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন শুন সখীচয়। অন্য পুষ্প রস তুল্য এ রস না হয় ॥ এই স্বর্ণপদ্মে যেই মধু রহিয়াছে। সুধাকেও তুচ্ছ মানি এ মধুর কাছে ॥ আর একআশ্চর্য্য দেখহসবে আসি। দুই ইন্দীবর ইথে রয়েছেপ্রকাশি

এত শুনি সখী সব এলো সেই স্থলে॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা ডুবিলেন জলে॥ ডুবি ডুবি গিয়া তিঁহ অন্যত্র উঠীলা। এথা সখী সব কৃষ্ণে কহিতে লাগিলা॥ নাগর হয়েছে বুঝি তব বুদ্ধি ভ্রম॥ কোথা নিরখিলে স্বর্ণ কমল উত্তম। কি করিয়া করিলে তাহার মধুপান॥ কহ আমাদিগে তাহা করি অবধান॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রিয়সখীগণ। না হয়েছে মোর বুদ্ধি ভ্রম এক কণ॥ কিন্তু সে পদ্মের লতা পারে চলিবারে। অতএব কোথা গেল উপেখি আমারে॥ অন্বেষণ করি পুন যদি পাই তায়। তবে দেখাইয়া সত্য সরিব কথায়॥ এত কহি পুন অন্বেষিতেং। পদ্মবনে রাধিকারে পাইলা দেখিতে॥ তবে তাঁর করে ধরি ডাকি সখীগণে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ হসিত বদনে॥ এই দেখ পাইয়াছি পদ্মিনী লতায়। এই দেখ স্বর্ণ পদ্ম শোভিছে ইহায়॥ এই দেখি তদুপরি ইন্দীবর দ্বয়। অতএব মোর বুদ্ধি ভ্রান্ত নাহি হয়। এত শুনি হাসিয়া কহেন সখীগণ। সত্য বটে সত্য বটে তোমার বচন। রাধিকার মুখ সত্য স্বর্ণ পদ্মবর। তেঁই ইথে মুগ্ধ হয় কৃষ্ণ মধুকর॥ সত্য ইন্দীবর বটে রাধার নয়ন। তেঁই ইহা দেখি সুখী শ্রীমধুসূদন॥ এইরূপ কহিতে কহিতে শ্রীরাধায়। প্রকাশ হইল প্রেম বৈচিত্ত্য অপার॥ সেই ভাব অগ্রে থাকিলেও প্রিয়তমে। স্ফুরিতে না দেয় কিছু মাত্র স্বাবক্রমে॥ সেই ভাবে অভিভুত হইয়া শ্রীমতী। কহিতে লাগিলা সব সখীদের প্রতি॥

ত্রিপদী। কহ কহ সখীগণ, গোপিকার প্রাণধন, কোন দিকে করিলা গমন। এভনি এখানে ছিল, কোন দিগে পলাইল, আমারে করিয়া উপেক্ষণ॥ করি নাই কোনো দোষ, তবে কেন কৈলা রোষ অত্যন্ত অভাগ্য মোর প্রতি। আসিছিনু যত আশ, করি তাহা হৈল নাশ, একি হয় দুর্দ্দৈবের গতি॥ হায় বন্ধ কাছে যবে, আসিছিল আমি তবে, না ধরিনু কণ্ঠে কি কারণ॥ হায় ছার লাজ লাগি, হইনু এ দুখভাগী, ধিক ধিক আমার জীবন॥ তোরা সবে মোর পাশে, আইলে দর্শন আশে, তবে কেন ডুবিলাম জলে। বুঝি

সেই দোষ পাই, মোরে ছাড়ি অন্য ঠাঁই, বন্ধু গেলা মোর দৈববলে যদি দেখি থাক কেহ, তবে মোরে কহি দেহ, বন্ধু মোর গেল কোন স্থলে॥ শ্রীরঘুনন্দন কয়, তব প্রেম ধন্য হয়, তুমি অন্ধ হলে যার বলে॥

পয়ার॥ এত কহি শ্রীরাধিকা অধিক বিকল। অবিরল গলে যার নেত্রে অশ্রুজল॥ তবে কৃষ্ণ তাঁর প্রেমে বিলাস দেখিতে॥ ইঙ্গিতে বারিলা সখীদিগে দেখাইতে॥ তাঁর অভিপ্রায় বুঝি সহচরী গণ। কৃষ্ণে নাহি দেখাইয়া কহেন বচন॥ প্রিয়সখি পদ্মবন দেখ ভাল করি। লুকায়ে থাকিবে বন্ধু ইহার ভিতরি॥ তাহা শুনি রাধা প্রবেশিলা পদ্মবন। কৃষ্ণ তাঁর কাছে কাছে করেন গমন॥ তথাপি তাঁহারে রাধা দেখিতে না পান॥ এ প্রেম বৈচিত্ত্য ভাব কিবা বলবান॥ তবে তাঁর নয়ন পড়য়ে যদ্রে যায়। কৃষ্ণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন তায়॥ কালিন্দী তুমিহ হও কৃষ্ণের প্রেয়সী। কহ মোরে কোথা গেল সে গোকুল-শশী॥ আমি বোধ করি তব সলিল মাঝারে লুকায়ে আছেন তিঁহ বঞ্চিতে আমারে॥ তুমি সুখ পাইতেছ পরশিয়া তায়। তার ভঙ্গ শঙ্কাতে না কহিলে আমায়॥ কমলিনী তুমি যে মূদিয়া আছ মুখ। তাহার কারণ নহে তোমার অসুখ॥ কিন্তু সে করেছে মোরে কহিতে বারণ। এই লাগি মুদিয়াছ তুমিহ বদন॥ কুমুদিনী তোহে দেখি বড় প্রফুল্লিত॥ পেয়েছ তাহার স্পর্শ তুমিহ নিশ্চিত॥ যেহেতুক শশধর কিরণ পরশে। দেখি নাই কভু তব এমন হরসে॥ কহ কেন গেল সে বংশীমোহন॥ দেখিতে না পাই তারে স্থির নহে মন॥ ভ্রমর সকল ভ্রমিতেছ নানা স্থানে॥ দেখিয়া থাকিবে তোরা গোপিকার প্রাণে॥ অথবা তোদিগে বৃথা করি জিজ্ঞাসন। পরহিত করে কোথা শ্যামল বরণ॥ কহিতে পারিত শুক্লবর্ণ হংসগণ। কিন্তু নিদ্রা ছলে ঢাকি রয়েছে বদন॥ তাহাতে নিশ্চয় এই আমার বিচারে। বারণ করেছে সে কহিতে এ সবারে॥ চক্রবাকি বট তুমি দুখি মোর মত। হইয়াছে তব বন্ধু

অনুকূল গত ॥ কিন্তু তুমি দূরে থাকি দেখিছ তাহায়। দেখিতে না পাই আমি কৃষ্ণে হায় হায়। কহিতে কহিতে এলো দক্ষিণ পবন। তাবে সম্বোধিয়া তবে শ্রীরাধিকা কন ॥

একাবলীচ্ছন্দ। পবন তুমিহ সকল স্থলে। ভ্রমণ করিছ আপন বলে ॥ দেখিয়া থাকিবে পরাণ নাথে। কহ কোথা আছে বন্দিয়ে মাথে ॥ মন অনুমান আমার করে। গিয়াছে সে চন্দ্রাবলীর ঘরে ॥ সেথা গিয়া দেখি আসিয়া ঘুরি। কহি দাও মোরে তার তার চাতুরি ॥ যদি না করিবে এ উপকার। তবে তারে কহ দুখ আমার ॥ এত কহি থামি দু তিন ক্ষণ। পুনরপি সেই পবনে কন ॥ ফিরি আইলে কি তুমি পবন। পাঠালে কি তোহে গোপীমোহন ॥ কোথা রহিয়াছে সে শঠরাজ। করিতেছে কিবা সংপ্রতি কায ॥ আমি মনে করি লইতে মোরে। পাঠায়েছে দূত করিয়া তোরে ॥ তুমি কহ গিয়া মধুর ভাষে। যাইব না আমি তাহার পাশে ॥ নদী মাঝে রাখি আমারে সেহ ॥ চলি গেল অন্য গোপীর গেহ ॥ হয় সেহ বড় নিষ্ঠুর খল। নাই তার সনে পিরিতে ফল ॥ শুনি কিশোরীর এ সব বাণী। বিস্ময়ে বিভোর মুরলী-পানি ॥

পয়ার। উন্মাদে কহিয়া এত পবনের প্রতি। কিছু স্থির হয়ে পুন কহেন শ্রীমতী ॥ সখীগণ করিলাম বহু অন্বেষণ। কিন্তু নাহি পাইলাম মুরলীবদন ॥ অতএব আমি মনে অনুমান করি। লুকায়ে থাকিবে সেহ জলের ভিতরি ॥ এই লাগি জলে ডুবি দেখি একবার না পাইলে এথাও ত্যজিব প্রাণছার ॥ এত কহি নয়নেতে অশ্রুধারা গলে ॥ উদ্যম করেন তিঁহ ডুবিবারে জলে ॥ তাহা দেখি একি কর বলি বংশীধারী। কোলেতে লইলা তারে দুবাহু পসারি ॥ কহিছেন তাঁরে তব ভাব এ কেমন। সাক্ষাতে থাকিতে আমি না কর দর্শন ॥ রাধিকা কহেন ধূর্ত্ত মিথ্যা এ বচন। গিয়াছিলে কোথা এই কৈলে আগমন ॥ পাইতাম তুমিহ এই স্থানেতে থাকিতে পাইতাম অবশ্যই তোমারে দেখিতে ॥ ললিতা কহেন সখি নাগরের

কথা। সত্য বটে তুমি ইথে না কর অন্যথা॥ দেখিতেছি মোর বন্ধু আছে এই স্থলে॥ কিন্তু তুমি না দেখিলে নিজ প্রেমবলে॥ মোরাও তোমার ভাব দর্শন লাগিয়া। দিইনাই তোমারে নাগরে দেখা ইয়া এত শুনিরাধা নিজেহৈলা অ.ধামুখী। তাঁরপ্রতি কহিছেন বংশী-ধারী সুখী। প্রিয়া মোরে করিয়া করিয়া অন্বেষণ। শ্রান্ত হইয়াছ বড় ঘামিছে বদন॥ অতএব মনে হয় জলকেলি করি॥ তোমার সকল শ্রম গ্লানি পরিহরি। এত শুনি সেই ভাল বলিয়া শ্রীমতী॥ আরম্ভিলা জলকেলী লয়ে সখী ততি॥ কৃষ্ণে বেড়ি চারিদিকে দাঁড়াইয়া তারা। নবজলধর বেড়ি যেন রাহু তারা॥ পরস্পর কর ধরি ধরি গোপীগণ॥ সলিল মণ্ডুক বাদ্য করেন সঘন॥ সেই করাঘাতে জলে তরঙ্গ উঠয়। যাহা দেখি ইন্দীবর কলি ভ্রম হয়॥ সে তরঙ্গ মধ্যে শোভা করেন শ্রীহরি। নীল‍্‍্ন বন মাঝে যেন শ্যাম করী॥ পরে গোপী সব যুক্ত করি স্ব স্ব করে। তাহে নিয়া জল দেন কৃষ্ণ কলেবরে॥ শ্রীকৃষ্ণও সেই মতে সলিল লইয়া। তাহাদের অঙ্গে দেন কৌতুক করিয়া॥ লোকে জলবৃষ্টি করে মেঘ সত্য হয়। কিন্তু সেই জল কভু আড়ে না চলয়॥ বিদ্যুতের জলবৃষ্টি করা নহে শ্রুত॥ এখানে হইল দুই কর্ম্ম অদভূত॥ কৃষ্ণ মেঘ বৃষ্টি করে আড়ে চলে জল। তাঁহারে সেচয়ে গোপী বিদ্যুত সকল॥ কৃষ্ণ অঙ্গে পড়ে কালিন্দীর কাল নীর। প্রকাশ না পায় যেন স্ফটিকেতে ক্ষীর॥ তবে নিজ শ্রমে ব্যর্থ মানি গোপীগণ। স্বর্ণময় জল যন্ত্র করিলা ধারণ॥ শ্রীকৃষ্ণও জল যন্ত্র ধরি নিজ করে। জলবৃষ্টি করিছেন গোপিকা উপরে॥ গোপীগণ বৃষ্টি করিছেন হেন বারি। যাহাতে আচ্ছন্ন হইলেন বংশীধারী॥ তবে তিঁহ আবিচ্ছন্ন হয়ে সেই জলে। ধরিলা রাধারে যন্ত্র লইবার ছলে॥ রাধিকাও জানি তাঁর যন্ত্র লই-বারে। ধরিলেন ভুজে করি বেড়িয়া তাঁহারে॥ ধন্য ধন্য এই লীলা অতি চমৎকার। যাহাতে অলভ্য লাভ হইল দোঁহার॥ সখীদের সাক্ষাতেও কৃষ্ণ অলিঙ্গন। পাইলেন শ্রীরাধিকা অলজ্জিত মন॥ কৃষ্ণ

ও রাধার আলিঙ্গন নিজে ধরি। পাইলা না পান যাহা কুঞ্জেরি ভতরি॥ এই মতে দোঁহ দোঁহা করি আলিঙ্গন। স্তম্ভিত হইলা প্রেম সে মুগ্ধ মন॥ তাহা দেখি সখী সব কহেন হাসিয়া। সখি অই বটে শঠ না দিও ছাড়িয়া॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা বড় লজ্জা পাই। কৃষ্ণ হৈতে ছাড়াইয়া লইলা নিজ বাই॥ কৃষ্ণ রয়েছেন প্রেমস্তম্ভিত হইয়া॥ রাধিকা লইলা তাঁর রেচক কাড়িয়া॥ তাহা দেখি সখী সব আনন্দিত মন। কৃষ্ণ অঙ্গে করিছেন বারি বরিষণ॥ তাহাদের জলবৃষ্টি সহিতে না পারি। রাধা ছাড়ি সলিলে ডুবিলা বংশীধারী॥ তবে জলে ডুবি তিঁহ রাধার বসন। করিতে লাগিলা বল করি আকর্ষণ॥ তাহা জানি ললিতা প্রভৃতি সখীকুল। জল ছাড়ি তীরে গেলা লজ্জায় আকুল॥ কৃষ্ণ উঠি কহিতে লাগিলা সখীগণে। পালাইলে কেন তোরা ছাড়ি জল রণে॥ তাহারা কহেন জলে রয়েছে শ্রীমতী কর তুমি জল যুদ্ধ উহারি সংহিতি॥ যদি পার পরাজয় করিতে উহার॥ তবেই হইবে তাহা আমা সবাকার॥ শ্রীকৃষ্ণ কলেন যদি না আসিবে তোরা। তবে কি করিয়া জলে রব দোহে মোরা॥ এস এস প্রিয়ে যাব আমরাও তীরে। যোগ্য নহে দুজনার অবস্থান নীরে॥ কচ্ছপ কুম্ভীর আছে কত যমুনায়। হইবে শঙ্কট যদি ধরে আসি পায়॥ এত শুনি রাধিকা অধিক ভয় পাই॥ ধরিলেন কৃষ্ণ গলে পসারিয়া বাই॥ তাহা দেখি সখী সব কিছু দূরে গেলা। তবে তারা দোঁহে কামরসে মগ্ন ভেলা॥ কিছুকাল করি সেই রস আস্বাদন। পরে দিলা বংশীধারী রাধারে বসন॥ তিঁহ বস্ত্র পরিধান করি সুখি মনে। উঠিলেন জল ছাড়ি তীরে কৃষ্ণসনে॥ তবে সখী সবঅতি আনন্দিত মন তাঁহাদের নিকটে করিলা আগমন॥ বৃন্দাদেবী শুষ্কপট আনি যোগাইল। আর্দ্র ছাড়ি সকলেই সেপট পরিলা॥ তবেকিছুকাল কুঞ্জেকরিয়াবিশ্রাম সুখি মনে গেলা সবে নিজ ধাম॥ শ্রীবংশী মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় করে বিরচন॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়ে গ্রীষ্মবিলাস বর্ণনো নাম দ্বাত্রিংশ উল্লাসঃ।

ত্রয়ত্রিংশ উল্লাস

বর্ষাসু বার্ষভানব্যা দোলামারুহ্য দোলনং।
কুর্ব্বন্ করোতু কল্যাণ মজস্রং মাধবো মম।

পয়ার। আদিজমক। নিদাঘ সময় হেনমতে নিবড়িল। নিদাহ করিতে লোকে বর্ষা প্রবেশিল॥ বলাহক বৃন্দ আসি ব্যাপিল গগণ। বলা নাহি যায় যাহাদের গুণগণ॥ উদধির স্থানে যারা করিয়া যাচক॥ উদক বর্ষয়ে লোক হিতের কারণ। কৃষ্ণবর্ণ জলধরে শোভলি গগণ॥ কৃষ্টকান্তি জালে যেন রাধিকার মন। আকিত্য শশিরে তারা সকলে ঢাকয়। আদিরস যেন রৌদ্র শান্তে আচ্ছদয়॥ চঞ্চলা সকল তাহে শতত বিরাজে। চঞ্চলা যেমন হরি বক্ষস্থলে সাজে॥ মধুর সঘন তারা করয়ে গর্জ্জন। মধুর সঘন যেন কৃষ্ণ বেণু স্বন॥ করে জলধারা বৃষ্টি তারা অনুক্ষণ। করে করি বারি লয়ে যেন করীগণ॥ সুরপতি ধনু লয়ে কভু কভু স্ফুরে। সুরঙ্গমালিকা যেন শ্রীকৃষ্ণের উরে॥ ঘননাদ শুনি হয়ে আনন্দে আকুল। ঘননাদ সহনৃত্য করে কেকিকুল॥ যাচনা করয়ে জল চাতকেতে ঘনে। যাচক যেমন ধন ধনবান জনে॥ সতত ডাহুক ডাকে কোবা২ করি। সত সব তার ভাব কহেন বিবরি॥ এ কালে রমণী বিনে কোন বা পুরুষ। একা বহি সুখ পায় পীয়াও পীযুষ॥ নীরব হইয়াছিল পূর্ব্বে ভেক সব। নীর পাই করে তারা দেও দেও রব॥ আশয় তাহার কহে করি সংপ্রদায়। আশ করি পুন জলধরে জল চায়॥ দীন হয়েছিল যত তরু লতাচয়। দিন দিন বৃষ্টি পাই তারা হৃষ্ট হয়॥ তরু সংলেতে হৈল অঙ্কুর সঞ্চার। তরুণী পরশে যেন পুলক যুবার॥ দল সব নব নব উপজিল তায়। দলন করয়ে যারা বিরহি হিয়ায়॥ জনমিল বন্ধু পুষ্প নানা পুষ্পগণে। জন সব যাহা দেখি সুখ পায় মনে॥ রমণীর

পুষ্পে পূর্ণ হৈল নীপকুল। রমণীর পয়োধর তুল্য যার ফুল ॥ ভ্রমর যখন বৈসে তাহে কুতুহলী। ভ্রম হয় গর্ব্বিনীর কুচ-অগ্রবলি। অর্জুন সকল হৈল পুষ্পে আমোদিত। অর্জুন ভূপতি যেন স্ত্রী সঙ্গে বাসিত। কেতকী কাননে হৈল কুসুম বিস্তর। কেতকিকে কেন তাহে দ্বেষী হল হর। সন সন অনুমান করয়ে ইহায়। মন্মথ শরের ফল মানিয়া তাহায় ॥ বিকাশ পাইল পুষ্প বক তরুগণে। বিকার জন্ময়ে যাহা দেখ মুনি মনে ॥ সুবর্ণ বরুণ বাঘ সব নখ ফুটে ॥ সুবলিত ধৈর্য্য যাহা নিরখিলে টুটে ॥ করবীর বিকসিল লোহিত্র বরণ। কর গ্রাহ্য সদা হয় যার পুষ্পগণ ॥ রজনী গন্ধতে পুষ্প হইল অনেক ॥ রজত সমান যার বর্ণ পরতেক। রঙ্গণে কুসুম হৈল গুচ্ছ গুচ্ছ কত। রঙ্গ হয় যার দিব্য হিঙ্গলের মত ॥ স্তবক স্তবক পুষ্প হৈল যুথিকায়। স্তব করে করি সব পুষ্প মাঝে যায় ॥ কর্ণিকার কুসুম হইল চমতকার। কর্ণিকা রচনে যোগ্য হয় পুষ্প যার ॥ সুরঙ্গ সুন্দর ফুল ফুটিল জবায়। সুর শক্র নাশি শিবা প্রীতিমতী যায় ॥ রোহিতক উরুনে হইল পুষ্প কুল। রোহিত বরণ যেন দাড়িমের ফুল ॥ মালতী সকল হৈল পুষ্পেতে পুরিত। মালঞ্চ সকল যার গন্ধে আমোদিত॥ কি শোভা বর্ণিব আর আমিহ বর্ষার। কিশোরী মোহন সুখী বৈভবে যাহার ॥

পয়ার। সেই বর্ষা কালে রাধা আর দামোদর। গোকুলে করেন নানা কেলি নিরন্তর ॥ কভু বৃন্দাবনে গিয়া নিকুঞ্জ ভবনে। করেন বিবিধ কেলি আনন্দিত মনে ॥ কভু গোবর্দ্ধন গিরি গুহায় থাকিয়া। নানামত বিলাস করেন সুখি হিয়া ॥ কভু সেই গিরি শৃঙ্গে করি আরোহণ। মেঘ শোভা বন শোভা করেন দর্শন ॥ কভু চড়ি মনোহর হিন্দোলা উপরি। দোহেন বিবিধ হাস পরিহাস করি। সেইত হিন্দোলা কত আছে বৃন্দাবনে। বংশী বটে গোপীদের ভবনে ভবনে ॥ তাহে কভু বৃন্দাবনে করেন দোলন। কভু বংশী বটে গোপী গৃহে কদাচন ॥ এক দিন কৃষ্ণ করিবারে পরিহাস। তাপসীর বেশ ধরি গেলা রাধা পাশ ॥ তাঁর দেখি শ্রীরাধিকা আদর করিয়া। বসিতে

আসন দিলা আপনি আনিয়া ॥ তাহা দেখি সেআসন তুলিয়া রাখিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ কপট করিয়া ॥

ত্রিপদী। ওহে বৃন্দাবনেশ্বরি, বিবেচনা নাহি করি, করিতেছ একি অবিচার ; তুমি দিলে যে আসন, ইহাতে চরণার্পণ, কারিবারে সাধ্য কি আমার ॥ তুমি মোর ইষ্টদেবী, আমি সদা তোহে সেবি, কায় বাক্যমনেতে করিয়া ! তব নাম করি জপ, তোমারে পাইতে তপ, করি সদা একান্তে বসিয়া। মোর গুরু স্মরাচার্য্য, সব মুনি হৈতে আর্য্য, করেছেন আদেশ আমার। কৃষ্ণ সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ, রাধিকা তাঁহার প্রেষ্ঠ, অতএব সেবিবে তাঁহায় ॥ তাঁরি আজ্ঞা অনুসারে, আমি তোহে পাইবারে, গিয়াছিনু তীর্থ পর্য্যটিতে। সম্প্রতি গোকুলে তব, আবির্ভাব শুনি সব, মুনি স্থানে আইনু দেখিতে ॥ দেখি তব শ্রীচরণ, জপ্য তপ তীর্থাটন, সব শ্রম সফল মানিয়ে। যদি তব আজ্ঞা পাই, কিছু দিন এই ঠাঁই, থাকি তোহে কিশোরি সেবিয়ে ॥

পয়ার। এত শুনি শ্রীরাধিকা আনন্দিত মন। কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচন ॥ তাপসি যাবত ইচ্ছা হয় তব মনে। থাকহ তাবত তুমি আমার ভবনে ॥ করিব তোমারে আমি প্রিয় সহচরী। নিজ নাম বলহ ডাকিব যাহে করি ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন গুরু করেছেন যাহা। জানিলাম আমি আজি সত্য বটে তাহা ॥ কয়েছেন তেঁহ রাধা হন কৃপাময়ী। প্রত্যক্ষ হইল তাহা কৃপা দেখিময়ি ॥ তব দাসী হইবারে আমি যোগ্য নই। কৃপাতেই করিলে আমারে তুমি সই ॥ তব যেন কৃপা তেন কহিছ বচন। কিন্তু মোর প্রার্থনীয় দাস্য আচরণ ॥ শ্রীচরণ ধুইব করিব সম্বাহন। যাবক অর্পিব ইথে করিয়া যতন ॥ আর আর দাসীর উচিত যে যে ক্রিয়া। তাহাই করিতে বাঞ্ছা করে মোরহিয়া ॥ আছেন তোমার যতপ্রিয় সহচরী। তাঁহাদেরো সেবা এইমনে করি ॥ ইথে যদি তুমি মোরে দাও অনুমতি। তবে আমি তব কাছে করিয়ে বসতি ॥ যোগমতি বলি নাম দিয়াছেন মুনি। এই নামে ডাকিবেন আমারে আপনি ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা কহেন

তাহায়। তাহাই করিহ তব ইচ্ছা হবে যায়॥ কেবল চরণ সেবা না দিব করিতে। তপস্বিনী বেশ দেখি শঙ্কা হয় চিতে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি হই গোপ জাতি। মথুরা মণ্ডলে আছে মোর বহু জ্ঞাতি॥ তোমারে পাইতে ধরিয়াছি এই বেশ। ইহা দেখি নাহি কর তুমি শঙ্কা লেশ॥ সম্প্রতি শ্রবণ করি আমার বচন। মোর এক মনোরথ করহ পূরণ॥ গত রজনীতে স্বপ্নে করিনু দর্শন। হিন্দোলায় বসিয়াছ আপনি যেমন॥ যেন দোলাইতেছি আমিহ দোলা ধরি। তাহা সত্য কর বসি দোলার উপরি॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা তথাস্তু বলিয়া। বসিলেন হিন্দোলার উপরি চড়িয়া॥ কিবা সেই হিন্দোলায় দোলা সুশোভিত। যার চারি খুরা হয় প্রবালে গঠিত॥ গাত্র সব দন্তাবল-দন্তে বিরচিত। স্তম্ভগণ স্বর্ণময় মণিতে খচিত॥ করি-দন্ত কৃত-চাল চন্দ্রক ছাদন। সুবর্ণ কলস শিরে অতি সুশোভন॥ চিত্রপট চন্দ্রাতপ মুক্তার ঝালর। কোমল তুলিকা তাহে বালিশ বিস্তর॥ পট্ট ডোরী বন্ধ আছে চারি পায়ে তার। ঝুলিছ সে দোলা মণি মন্দির মাঝার॥ শোভিলা রাধিকা সেই দোলার উপরি। বিমান উপরি যেন ইন্দ্রের সুন্দরী॥ তবে কৃষ্ণ সেই দোলা নিজ করে ধরি। দোলাইতে আরম্ভিলা অল্প অল্প করি॥ কিশোরী কহেন কহ সখি যোগমতি। মনোরথ পূর্ণ হৈল তোমার সম্প্রতি॥ নাগর কহেন বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল প্রায়। কিঞ্চিত উনতা আছে এখনো তাহায়॥ শ্রীরাধা রটেন তাহা রট প্রকাশিয়া। তাহাই কবিব যাহে তুষ্ট হবে হিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যাহা বাঞ্ছয়ে হৃদয়। তাহা প্রকাশিতে মনে হয় বড় ভয়॥ শ্রীমতী কহেক তুমি প্রিয় সখি হও। কি ভয় তোমার যাহা ইষ্ট তাহা কও॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুনিয়াছি লোক ঠাঁই। কৃষ্ণ কাছে বসি বড় শোভা পান রাই। অতএব তাহাই দেখিতে একবার। বাসনা করয়ে বড় হৃদয়ে আমার॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা লজ্জিত হইয়া। চাহিলা ললিতা পানে মুখ ফিরাইয়া॥ তবে শ্রীললিতা হয়ে কিছু ক্রুদ্ধমতি। কহেন তাপসী-বেশ গোবিন্দের প্রতি॥ তাপসি কহিলে তুমি কেমন এ বাণী। ইহা শুনি তোহে আমি

শঠ করি মানি। কৃষ্ণ সঙ্গে শ্রীরাধিকা বসে একাসনে। এ কথা কহিলে তোহে কোথা কোন জনে॥ পতিব্রতা নারী পর পুরুষ সহিতে। কখনো কিএকাসনে পারয়ে বসিতে॥ অতএব আমি নানি এইত বচন। কহিয়া থাকিবে তোহে কোন দুষ্ট জন॥ তুমি তপস্বিনী মান্য হও সে সবার। এই লাগি ক্ষমা করিলাম একবার॥ পুনশ্চ যদ্যপি হেন বচন কহিবে। তবে তার প্রতিফল উচিত পাইবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তুমি হইবে ললিতা। স্তুনিয়াছি লোক মুখে তোমার বাগ্মিতা॥ কিন্তু মোর আগে তুমি না কহ এ বাণী। গুরু উপদেশে আমি সব তত্ত্ব জানি॥ কয়েছেন গুরু মোরে রাধার যে ধ্যান। দেখিতেছি তাহে কৃষ্ণ সঙ্গ বিদ্যমান॥ অতএব তুমি শাঠ্যভাব পরিহরি। দেখাও কৃষ্ণেরে আনি মোরে দয়া করি॥ তুমি শ্রীরাধার সখী মধ্যে অনুমান। তব কৃপা বিনে নাহি মিলে রাধা শ্যাম॥ এত শুনি শ্রীললিতা সন্তুষ্ট হইয়া। কহিছেন তাঁর প্রতি প্রণয় করিয়া। তাপসি বুঝিনু আমি তোমার বচনে। তব প্রীতি আছে রাধা কৃষ্ণ দুই জনে॥ অতএব কিছু কাল করহ বিশ্রাম। দেখা-ইব তোমারে একত্র রাই শ্যাম॥ এই আমি চলিলাম কৃষ্ণ অন্বেষিতে। দেখা পাইলেই তারে পারিব আনিতে॥ এত কহি বিশাখারে সঙ্গেতে লইয়া। কৃষ্ণ অন্বেষণে যান সে স্থানে ছাড়িয়া॥ তবে তারা কত দূর যাইতে যাইতে। দেখা হৈল আচম্বিতে বটুর সহিতে। তারে দেখি ললিতা করেন জিজ্ঞাসন। বটু তুমি জান কোথা নাগর একণ॥ এক প্রয়োজন আছে তাহার সহিতে। রাই কাছে হবে তারে লইয়া যাইতে॥ এত শুনি শ্রীমধুমঙ্গল কন তাঁরে। যায় নাই সেহ কিবা রাধার আগারে॥ কহিছিল সেহ আজি ধরি অন্য বেশ। সন্ধ্যায় রাধার ঘরে করিব প্রবেশ॥ অতএব দেখ গিয়া যাইয়া তথায়। এতক্ষণ যাইয়া থাকিবে শ্যামরায়॥ আমি পিতামহী পদে করিতে বন্দন। করিব তাঁহার পত্রকুটীরে গমন॥ এত কহি তিঁহ গেলা পৌর্ণমাসী পাশে। ললিতা বিশাখা যান রাধার নিবাসে॥ ললিতা কহেন সখি কৃষ্ণের কপটে। কোনো মতে বুদ্ধির প্রবেশ নাহি ঘটে॥ দেখ দেখ বটি

সবাই চতুর। কিন্তু আমাদের দর্প কৃষ্ণ কৈল দূর ॥ কিন্তু এই কথা নাহি করিব প্রকাশ। করিব সখীর সনে নানা পরিহাস॥ এত কহি গেলা তারা রাধার ভবন। তাহাদিগে দেখি রাধা করেন চিন্তন॥ ফিরে আইল মোর সখী দুই জন। সঙ্গে নাহি দেখি কেন মুরলীবদন। বুঝি দেখা পায় নাই সখীরা তাহার। হায় আজি ব্যর্থ গেল দিবন আমার॥ এইরূপ রাধিকা ভাবেন মনে২। জিজ্ঞাসা করেন হরি সখী দুই জনে॥ কহ২ ললিতা বিশাখা শীঘ্রকরি। কত দূরে আসিছেন রাধানাথ হরি॥ ললিতা কহেন নাহি তব পুণ্য লেশ। তেঁই না পাইনু মোরা তাহার উদ্দেশ॥ শুনিলাম বটু মুখে তব গুণ যত। ধরিতে পারহ তুমি রূপ নানা মত॥ অতএব হরি রূপ ধরি এ দোলায়। চড়িয়া বৈসহ বামে করিয়া রাধায়॥ মণিভিতে প্রতিবিম্ব দোহার পড়িবে। তাহাই দেখিয়া তুমি সুখিত হইবে॥ এত শুনি শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন মনে মন॥ জানিয়াছে আমারে ইহারা দুই জন॥ যেহেতুক পাইয়াছে বটুর দর্শন। কহিয়া থাকিবে সেই মোর আগমন॥ অতএব ইহাদের সঙ্গে ত্যজি বাদ। করিব দোলায় চড়ি মনের আহ্লাদ॥ কিন্তু তাহে বাক্য ভঙ্গী দ্বারা আপনার॥ অনুমতি করাইতে হইবে রাধার॥ এত ভাবি কহিছেন করিয়া প্রকাশ। ললিতে যথার্থ বটে তব এই ভাষ॥ পারি আমি যোগে ধরিবারে নানা কায়। কিন্তু মোর দুখ হবে কেন দেখি তায়॥ বাজিকর যেন নিজ বাজী নিরখিয়া। নাহি হয় যেন কদাচিতো সবিস্ময় হিয়া॥ রাধা কন যদি সুখ নাহি হয় তব। তথাপি মোদের দেখি হবে মহোৎসব॥ অতএব কৃষ্ণরূপ ধর একবার। দেখি যোগবল আছে কেমন তোমার॥ কৃষ্ণ কন যদি তাহা দেখিবারে চাও। তবে জনহীন এক গৃহ মোরে দাও॥ তাহা শুনি রাধা এক গৃহ কহি দিলা॥ তাহে গিয়া কৃষ্ণ দ্বারে কপাট অর্পিলা॥ পূর্ব্বে ধৃত তপস্বিনী বেশ ঘুচাইয়া। বাহির হইলা নিজ রূপ প্রকাশিয়া॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিতা। তাঁর প্রতি কহিছেন বিশাখা ললিতা॥ সখি বটু যে কহিল তাহা সত্য

হয়। তাপসীর বেগবল বটে অতিশয়॥ চড়িয়া বসুক এহ দোলার উপরি। তোদেব দোঁহার শোভা মোরা দৃষ্ট করি॥ রাধিকা কহেন সখি দোলায় উহারে। চড়িবাবে নাহি দাও কোনহ প্রকারে। ইহাব একৃপ দেখি হইছে সংশয়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বটে না হয় নিশ্চয়॥ যদ্যপি পুরুষ হয় এহ মায়াধারী। তবেত ইহারে আমি ছুইতে না পারি॥ ললিতা বিশাখা কন স্বৰূপ ইহার। শুনিয়াছি বটু মুখে মোরা সবিস্তার॥ অতএব তুমি কিছু না কর সংশয়॥ ইহারে স্পর্শিলে না হইবে ধর্ম্মক্ষয়॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা অনুমতি দিলা। তবে বংশীধারী সেই দোলায় চড়িলা॥ দোলার হইলা তাঁরা কিবা শোভমান॥ বিমান উপরে যেন রতি পঞ্চবাণ॥ যদ্যপি বসিলা কৃষ্ণএকই দোলায়। তভুরাধা না ছুইলা তাঁহারে শঙ্কায়॥ তাহা দেখি ললিতা বিশাখা দুইজন। মৃদু মৃদু হাসি দোলা করেন দোলন॥ শ্রীরাধিকা তাহাদের হাস্য নিরখিয়া। ভাবিছেন মনে মনে কৃষ্ণেও দেখিয়া॥ দুই সখী হাসিল যে চাহি মোর প্রতি। থাকিবে ইহার হেতু এই হয় মতি॥ এমত্ত লাবণ্য মোর বল্লভ বিহনে॥ সম্ভাবিত নাহি হয় এতিন ভুবনে॥ আর মোর ইহারে স্পর্শিতে লোভ হয়। প্রাণনাথ না হইলে ইহা না ঘটয়॥ এইৰূপ তিঁহ মনে করেন ভাবন। সেই কালে হৈল এক অপূর্ব্ব ঘটন॥

তূণকচ্ছন্দ। নীলবর্ণ বারিবাহ বৃন্দ আসি সেক্ষণে। ব্যোমপন্থ ঘেরিলেক মন্দ২ গর্জ্জনে॥ চঞ্চলা কলাপ তায় ঘেরি ঘোরি শোভয়ে। সেই মেঘ বারিধার ঝম্২ বর্ষয়ে॥ একবার তায় তীব্র বিদ্যুতের মেলনে। সেই বারিবাহবৃন্দ কৈল ঘোর নিস্বনে॥ সেখি সেই বিদ্যুতের তেজ রাই সাধ্বসে। নেত্রপদ্মযুগ্ম ঢাকিলেন পাণি সারসে॥ মেঘনাদ কর্ণরন্ধ্র সঙ্গি হৈল যেক্ষণে। বুদ্ধি লোপ করি ভীতি হৈল রাধিকা মনে॥ ভায় কাঁপি২ রাই লোক লাজ ত্যজিয়া। কৃষ্ণকণ্ঠ বেড়িলেন বাহুযুগ্ম মেলিয়া॥ ভীতি আর কৃষ্ট অঙ্গ সঙ্গ হর্ষকারণে। স্তব্ধ হৈল রাই দেখ শাখি তেন কাননে॥ সেই কাজ দেখি হাসিলেন যে

বিশাখিকা। তাই জানিলেন তবে সর্ব্ব গোপিকা॥ তায় হর্ষ যুক্ত চিত্ত সর্ব্ব গোপ সুন্দরী। বর্ষিছেন পুষ্পরাশি রাই মাধবোপরি॥ প্রীতিতে উন্মুন্নাদ বার বার গায়ন্তি। শ্রীকিশোর সুখরূপ আশপুরি দেখন্তি॥

পয়ার। মিলিত রাধিকাকৃষ্ণ দেখি সুখে ভরি। হিন্দোলা দোলান ঘন সব সহচরী॥ কিছুকাল পরে গেল জড়তা রাধার। তবে তিঁহ করিলেন কৃষ্ণে পরিহার॥ বসিলা আপন স্থানে লজ্জিত হইয়া। তাহা দেখি সখী সব কহেন হাসিয়া॥ শ্রীরাধিকে তুমিহ করিলে একি কাজ। কারকণ্ঠে ধরিলে খাইয়া ধর্ম্ম লাজ॥ সখীদের এত বাণী যেন না শুনিয়া। কহিছেন কৃষ্ণে রাধা প্রেমেতে কুপিয়া॥ ধূর্ত্ত তোহে সত্য বাদী বলে যে সকল। বুঝিলাম আজি আমি সে মিছা কেবল॥ দেখ মোর আগে আসি কহিলে যাবত। এখনি হইল মিথ্যা সে বাক্য তাবত॥ শ্রীহরি কহেন প্রিয়ে শুন দিয়া মন॥ মিথ্যা নাহি হয় মোর কোনহ বচন॥ দেখ তুমি সত্য বট মোর ইষ্ট দেবী। কায়বাক্য-মনে আমি তোহে সদা সেবি॥ তোমার সেবনে মোর আচার্য্য মদন। তারি উপদেশে করি তোমারি সেবন॥ তীর্থবটে এইত ব্রজের স্থান যত। তাহে ভ্রমি আমি তোমা লাগিয়া সতত॥ তব সংযোগেতে মোর হয় সদা মতি। তেঁই যোগমতি নাম আমার শ্রীমতি॥ এইরূপ তাৎপর্য্য করহ বিবেচনা। তবেই জানিবে সত্য আমার বচন॥ এত শুনি রাধা কন করি মৃদু হাস। জান তুমি কত মত বচন বিলাস॥ রাধিকার বাণী শুনি যত সখী জন। হিন্দোলা দোলান ঘন আনন্দিত মন॥ তার পরে ললিতা বিশাখা দুই জন। করিছেন সেকালের সৌন্দর্য্য বর্ণন॥ প্রথম অর্দ্ধেক শ্লোক কহেন ললিতা। পর অর্দ্ধ কহেন বিশাখা সুখান্বিতা॥ দেখ সখি কিবা এবে শোভিছে গগন। দেখ সখি যেন এই মোদের ভবন॥ গগনেতে চলিতেছে শ্যাম জলধর। ভবনেতে দোলিতেছে শ্যামল নাগর॥ তাহে সৌদামিনী ঝলকিছে অতিশয়। ইথে রাধা সৌদামিনী কিন্তু স্থির হয়॥ বারিধারা বৃষ্টি করিতেছে

জলধরে। কৃষ্ণমেঘ লাবণ্য সলিল বৃষ্টি করে॥ জলধর মন্দ মন্দ করিছে গর্জ্জন। কৃষ্ণমেঘ ধ্বনি হয় গভীর বচন॥ চন্দ্র ঢাকি মেঘ তাহে করি শোভা পায়। রাধার ঘোম্‌টা মুখে ঢাকি যেন ভায়॥ গগনেতে প্রকাশয়ে খদ্যোতেরগণ। দীপ ছটলাগি তেন দোলার রতন॥ হেন মতে দুই সখী করেন বর্ণন। তাহা শুনি কহিছেন কৃষ্ণ সুখি মন। বর্ণিতেছ তোরা যাহা তাহা সত্য হয়। কিন্তু এই ভবনে দেখিয়ে অতিশয়॥ এখানে রয়েছ তোরা স্বর্ণ লতাগণ। গগনে না হয় কভু যার সম্ভাবন॥ এ বচন শুনি কন রাধা ঠাকুরাণী। নাগর এ কথা তব আমি মিথ্যা মানি॥ ইহারা যদ্যপি স্বর্ণ লতিকা হইত। তবে মধুসূদন এ সকলে ভুঞ্জিত॥ ললিতা কহেন স্বর্ণ পদ্মিনী ত্যজিয়া যাবে মধুসূদন অন্যত্রে কি লাগিয়া॥ পুন রাধা কন মধুসূদন চঞ্চল। কমলিনীকেও ছাড়ি যায় অন্য স্থল॥ এত শুনি শ্রীরাধার মান আশ-ঙ্কায়। কহিতে লাগিল মধুসূদন তাঁহায়॥ প্রিয়ে অন্য স্থানে যায় যে মধুসূদন॥ আছে যে তাহার এক বিশেষ কারণ॥ পদ্মিনীর তুল্য গুণ কোনহ লতায়। আছে কি না আছে এই বুঝিতে সে যায়॥ রাধিকা কহেন এহো কথা সত্য নয়। শুন শুন তাহার কারণ মহাশয়। যদি এই ভাব তার যথার্থ হইত॥ তবে এক একবার অন্যত্র যাইত॥ যেহেতুক বারম্বার অন্য স্থানে যায়। অতএব আমিহ চঞ্চল বলি তায়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তুমিহ কথায়। জিনিতে পারহ স্বরস্বতীরে হেলায়॥ অন্য কেবা বাক্যরণে তোমারে পারয়। অতএব আমিহ পাইনু পরাজয়॥ রাধিকা কহেন যার স্থানে যেই হারে। তাহার বচন তারে হয় পালিবারে॥ অতএব আমি দিব তোহে এক ভার। তুমিহ পালন কর সে বাক্য আমার॥ এতেক বচন শুনি সব সখীগণ। করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন॥ বুঝি-তেছি সহচরী কৃষ্ণে দিবে ভার। মোসবার উপরি করিতে বলাৎকার॥ যেহেতু ইহার কৃষ্ণেরে আলিঙ্গন। দেখি উপহাস কৈনু মোরা কয় জন॥ এত ভাবি ঠারাঠারী করি পরস্পরে। কহিতে লাগিল তারা

হাসিয়া নাগরে ॥ বংশীধারী পুর তুমি রাধিকার ভার। চলিলাম মোরা ছাড়ি এইত আগার ॥ এত কহি তাঁরা সবে গেলা অন্য ঘরে। রহিলেন রাধাশ্যাম দোলার উপরে ॥ নির্জ্জন দেখিয়া তবে তাঁরা সেই স্থান। করিলেন নানামত বিলাস বিধান ॥ তাহা পূর্ণ হৈল জানি যত সখীগণ। সেথা আসি করিবারে লাগিলা সেবন ॥ শ্রীবংশী-মোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন শ্রীরাধামাধবোদয় কবে বিরচন ॥

ইতি শ্রীরাধামাধবোদয়েবর্ষাবিলাস বর্ণনো নাম
ত্রয়স্ত্রিংশ উল্লাস।

চতুস্ত্রিংশ উল্লাস

শরচ্ছশাঙ্কসংশোভি-শর্ব্বর্য্যাং শমনস্বসুঃ।
অরণ্যে রাধয়ারেমে যঃ সমাং মাধবোঽবতু ॥

ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চীযমক। তবে হেন মতে বর্ষা গেল আইল শরত। রঞ্জকরে যেহ নিজ গুণে সকল জগত ॥ গত হৈল তাহে গগন ছাড়িয়া জলধর। ধরণীর পঙ্ক সকল হইল শুষ্কতর ॥ তরঙ্গিণী জল নির্ম্মল হইল অতিশয়। শয় সহস্র কুটিল তাহে পদ্মশোভাময় ॥ ময় মত্ত হয়ে তাহে গান করয়ে ভ্রমর। মরমেতে ব্যথা পায় যাহে বিরহি বিসর ॥ সরসীতে বিকসিল কত দিব্য ইন্দীবর। বর কৈরব কহ্লার আর হল্লক সুন্দর ॥ দরশনে যার মন হয় সুখে উলাসত। সিতপক্ষ হংসগণ আসি হইল উপনীত ॥ নিতম্বিনী কাঞ্চীরব তুল্য যাহার নিনাদ। নদ নদীতে ডাকয়ে সেই সারস সমদ ॥ মদনের

বৃদ্ধি হয় যার সৌরভ সেবনে। বনে ফুটিল সেফালী যত গণিব কেমনে॥ মনে সুখ দিতে পারে যারা আপন শোভায়। ভায় সে স্থল কমল কত স্বতরু শাখায়॥ খায় মকরন্দ যাহার সুখেতে ভৃঙ্গ-গণ। গণনার পারসে ছাতিম হৈল বিকসন॥ সনবীন পত্রপুষ্প ভেল শ্রীশ্যাম লতায়। তায় মধুকর বৃন্দ গুণ গুণ গীত গায়॥ গায় লাগে সমশীত উষ্ণ মন্দ প্রভঞ্জন। জন সকল যাহাতে হয় সুখেতে মগন॥ গণ সহিত উদয় হয় শশী নিশাভাগ। ভাগে যারে দেখি অন্ধকার মন ভরে রাগে॥ লাগে কারে নাহি ভাল সেই শরদ বিলস। বাস কৈলা যাহে কিশোরী মোহন পরকাশ॥

পয়ার। সেইত শরদে কৃষ্ণ রাধিকার সনে। নানাবিধ বিলাস করেন বৃন্দাবনে॥ তাহে আসি উপস্থিত কার্ত্তিকীপূর্ণিমা। উদয় হইল যাহে মাধুর্য্যের সীমা॥ সেই দিন প্রদোষ সময়ে দামোদর। মনে মনে কহিছেন দেখি শশধর॥ পূর্ব্বদিগে উদয় করিলা নিশা-পতি। যারে নিরখিয়া সুখী হয় ত্রিজগতী॥ কিঞ্চিত রক্তিমা দেখি সংপ্রতি ইহায়। দিবাকর প্রতি ক্রোধে এই মনে ভায়। চন্দ্রপ্রিয় কুমুদিনী রবি পীড়ে তারে। তার প্রতি এহ কোপ করিবারে পারে॥ কিম্বা অন্ধকার প্রতি কোপের প্রকাশে। অরুণ বরণ হয়ে শশধর ভাসে॥ অতএব বুঝি তারে করিতে ধারণ। কিরণ ছলেতে হস্ত করয়ে ক্ষেপণ॥ অথবা এ চন্দ্র নহে এই হয় মন। হয় এহ পূর্ব্ব-দিক বধূর বদন॥ বারুণী সঙ্গত সূর্য্য দেখি সে হাসয়। যেহেতুক বারুণী বরুণ দারা হয়॥ সেই হাস্য ছটা প্রকাশিছে এ ভবনে। চন্দ্রের কিরণ কহে তারে মুগ্ধজনে॥ অথবা হইবে এহ মদনের ছত্র॥ যাহার ছাদন হয় রজতের পত্র॥ যেহেতুক ইহা দেখি আমার হৃদয়। কম্পি-তেছে মদন হইতে পাই ভয়॥ কিম্বা এহ অনঙ্গের চন্দ্রতপ হয়। কিরণ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া আছয়॥ ইহারি তলেতে বসি থাকিবেক সেহ। দৃষ্ট নাহি হয় যেহেতুক সে নির্দ্দেহ॥ সন্তাপি হরিল এহ করিয়া উদয়। প্রিয়া মুখ যেন মোর বিরহ হরয়॥ কেবল নাশেনা তাপ

দিতেছে ও সুখ। আমারে যেমন মোরপ্রিয়সীর মুখ॥ এই পূর্ণ শশধরে করি নিরীক্ষণ। হইতেছে রাধিকার বদন স্মরণ॥ আর এই পৌর্ণমাসী রজনী দেখিয়া। তার সনে রাস করিবারে হয় হিয়া॥ অতএব কাননেতে যাই। আকর্ষিব তবে নিজ মুরলী বাজাই॥ এত ভাবি দিব্য বেশ করি আপনার॥ কালিন্দীকুলেতে কৃষ্ণ কৈলা অভিসার॥ সেখানেতে কদম্বমূলেতে দাঁড়াইয়া॥ গাইতে লাগিলা গীত বংশ মুখে দিয়া॥

লঘুত্রিপদী। প্রিয়ে দিয়া মন করহ শ্রবণ, কিঞ্চিত বচন মোর। আজিকার রাতি, পূর্ণ শশি কাঁতি, যোগে হয়েছে উজোর॥ কালিন্দীর কুলে, তরুলতা কুলে, ফুটিয়াছে নানা ফুল। তার মধুপান করি করে গান, ভ্রমর ভ্রমরীকুল॥ নীরে যমুনার, বিবিধ প্রকার, ফুটিয়াছে ফুল কত। রাজহংস সব, [illegible] প্রিয়াসনে আনি যত॥ দেখিয়া এ সব, বাড়ে মনোভব, তাহে স্থির নহে চিত। তোমার সহিতে, এথা বিলসিতে, অতিশয় উৎকণ্ঠিত॥ কিশোরী এ লাগি হয়ে অনুরাগী ডাকিতেছি আমি তাহে। সখীগণ সনে, যমুনার বনে, আসি সুখি কর মোহে॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সেইগীত রব। আচ্ছাদন কৈল চতুর্দ্দশ লোক সব॥ কিন্তু রাধা যুথ বিনে অন্য কোন জন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহা না কৈল শ্রবণ॥ যেন নাদ ব্রহ্ম সকলেরি হৃদি ভায়। কিন্তু যোগী বিনে অন্য শুনিতে না পায়॥ সেই শব্দ শুনি রাধা স্বযুথ সহিত। মাদক মদনমদে হইল মোহিত॥ তাহাতে তাঁদের তনু স্তম্ভিত হইল। ঝর ঝর স্বেদ জল ঝরিতে লাগিল॥ তবে তাঁরা মনে মনে করেন মনন। একি পড়িতেছে কেন মন্ত্র সম্মোহন॥ কিম্বা ধাই আসিতেছে সুধাময়ী ধারা। কিম্বা মূর্ত্তিমান মোদ হইবে এ পারা॥ কিম্বা করিতেছি আমি একি অনুমান। এ বটে বল্লবী বন্ধু বংশীর নিস্বান॥ তাহা বিনে অন্য বস্তু কি আছে এমন। হরিতে পারয়ে যেহ আমাদের মন॥ সেই বেণু ডাকিতেছে নিকটে যাইতে॥

অতএব যোগ্য নহে বিলম্ব করিতে ॥ এতেক ভাবনা করি যত সহচরী। কহিছেন রাধিকারে কিছু ধৈর্য্য ধরি ॥ প্রিয়সখি কি ভাবনা করিতেছ চিতে। ডাকিছে বন্ধুর বেণু নিকটে যাইতে। করেছি ও মোরা বেশ পূর্ব্বেই তোমার ॥ অতএব চল শীঘ্র কর অভিসার ॥ রাধিকা কহেন সখি ভাবিতেছি তাই। কি করি যাইব বন্ধু নিকটেতে ধাই। যেহেতুক জড় করিয়াছে অঙ্গ সব। অমৃত সমান এই বন্ধু বেণু রব ॥ এইরূপ কথা তথা হইতে হইতে। পুনর্ব্বার সেই বেণু লাগিল গর্জ্জিতে ॥ তাহা শুনি রাধা কন প্রেমে মুগ্ধ মন। মুরলি না কর তুমি এমত গর্জ্জন ॥ তুমি যেন হইয়াছ লজ্জা বিবর্জ্জিত। তেন মোরা হইতে পারি না কদাচিত ॥ দেখ তুমি নাগরেরে করে বুকে মুখে। সদাই বিহার কর লজ্জা ত্যজি সুখে ॥ ছিছি অতি অনুচিত [illegible]রণ। অন্যের সাক্ষাতে কর নাগরে চুম্বন ॥ নির্জ্জনেও মোরা ইহা করিতে না পারি। যেহেতুক বিধি করিয়াছে কুলনারী ॥ তেঁই কহি তুমি নাহি করহ গর্জ্জন। শুনিলে করিবে লোকে মোদের নিন্দন। যাইতেছি মোরাও তোমার বন্ধু কাছে ॥ অতএব গর্জ্জনে কি প্রয়োজন আছে। সখী সব কহেন ধৈরয ধর রাই। মুরলীর সঙ্গে বাদে প্রয়োজন নাই। এই শুন ডাকিতেছে নাগর তোমায়। অতএব ত্বরা করি চলহ সেথায় ॥

তোটকচ্ছন্দ। সজনী সকলের কথা শ্রবণে। কিছু ধৈরয ভেল ধনীর মনে ॥ তবহি হরিবোল বলি সঘনে। চলিলা হরি দর্শন লাগি বনে ॥ লইয়া সুখবাস সুসজ্জ করি। চলিলা সজনীগণ মোদ ভরি ॥ ফুলদাম সুচন্দন পঙ্ক নিয়া ॥ কত বা কত যন্ত্র করে ধরিয়া ॥ রমণী মণিরে পুরতঃ করিয়া। চলিলা সকলে সুখিনী হইয়া ॥ কিছু দূর গিয়া বৃষভানু সুতা। কহিছেন সখী প্রতি খেদযুতা ॥ ললিতে বহুকাল চলি তুরিতে। নাই পারিনু নাগরকে লভিতে ॥ পরিহাস বিলাস কিবা করিতে। বুঝি গচ্ছতি নাগর দূরভিতে ॥ ললিতা

কহই ইহ নাহি হয়ে। তব কিন্তু পদদ্বয় না চলিয়ে॥ সহজেই তুমি মৃদুমন্দগতি। পুন ভাব বিশেষ বিমুগ্ধ মতি॥ অতএব গতি নহি শীঘ্র ঘটে॥ তভু নাগরভেল তুয়া নিকটে। অই দেখহ শ্যাম-চন্দ্রছবি। নবনী পতনে জিনি কোটি রবি॥ ইতি বাক্য শুনি ললি-তার মুখে। হইলেন নিমগ্ন কিশোরী সুখে॥

পয়ার। তবে কৃষ্ণে দেখি রাধা আনন্দিত চিত। তাঁর কাছে গেলা সখী সমূহ সহিত॥ তাঁহাদিগে দেখি কৃষ্ণ কিছু ভাবি চিতে না করিলা সমাদর পূর্ব্ব পুর্ব্ব রীতে॥ বরঞ্চ আপন ভাব করিয়া গোপন কহিতে লাগিলা কিছু কর্কশ বচন॥ একি একি তোরা সবে ভবন ত্যজিয়া। রজনীতে বনে আসিয়াছ কি লাগিয়া॥ এত শুনি রাধিকার হৈল ক্রোধোদয়। অনাদর লেশ তাঁর সহ্য নাহি হয়॥ তবে তিঁহ অকুঞ্চিত বদন হইয়া॥ চাহিলা ললিতা পানে আখি ঘুরাইয়া॥ তিঁহ তাঁর অভিপ্রায় পরিয়া বুঝিতে। শ্রীবংশীমোহন প্রতি লাগিল কহিতে॥ গোপাল দেখিতে মোরা প্রভু গোপেশ্বরে। আসিয়াছিলাম এই বৃন্দাবনান্তরে। দেখিতে দেখিতে তারে হইল শ্রবণ। পরস্পর বংশের ঘর্ষণ জাতস্বন॥ শুনিবারে অপূর্ব্ব মধুর সেই রব। আইলাম এইত স্থানেতে মোরা সব॥ কিন্তু সেই বংশী আর না করে নিস্বন॥ বুঝি তার চালন ত্যজিল সমীরণ॥ অতএব এথা আর প্রয়োজন নাই। গোপেশ্বরে প্রণমিয়া সবে ঘরে যাই॥ এত কহি রাধিকার করেতে ধরিয়া। ললিতা চলিল সখী সকলে লইয়া॥ তাহা দেখি ভাবেন রসিক চূড়ামণি। কি অনর্থ ঘটাইনু আপনা আপনি॥ প্রিয়া মোর অনাদর বচন শুনিয়া। কোপ করি যাইছেন ভবনে ফিরিয়া॥ যদি এহ যান তবে দুঃখ অতিশয়। যত আশা কৈনু তাহা সব হবে ক্ষয়॥ অতএব যত্ন করি যে কোনো প্রকারে। ফিরাইতে হইতেছে অবশ্য প্রিয়ারে॥ এত ভাবি দীর্ঘ দুই ভুজ পসারিয়া। পথরোধ করি কন কাকুতি করিয়া॥ প্রিয়ে তুমি না বুঝিয়া মোর অভিপ্রায়॥ ফিরি যাই-

তেছ ঘরে এ বড় অন্যায় ॥ বহুদিন শুনি নাই তোমার ভৎ'সন। দেখি নাই ক্রোধে গুরু ভঙ্গী বিরচন ॥ অতএব সেই সব শুনিতে দেখিতে। বড় অভিলাষ উপজিল মোর চিতে ॥ শুনিয়া আমার মুখে বিরস বচন। কুপিত হইয়া তুমি করিবে ভৎ'সন ॥ ভ্রুভঙ্গী করিয়া অতি অরুণ নয়নে ॥ দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া চাহিবে মোর পানে ॥ সেই সব শুনিতে দেখিতে করি আশ। কহিয়াছিলাম আমি রস হীন ভাষ ॥ তুমি তাহা না করিয়া ফিরি যাও ঘরে। দেখিয়া আমার বুক যেমন বিদরে ॥ করিব তোমার সনে বিবিধ বিহার। এই আশে বেণু বাজাইনু বার বার ॥ সে সকল আশা মোর বিফল করিয়া। কি করি যাইছ ঘরে মোরে উপেখিয়া ॥ রাধিকা কহেন জানি তুমিহ যেমন। মুখে মিষ্ট কহ কিন্তু ভাল নহে মন ॥ আজি তাহে সাক্ষাতে কহিলে কটুভাষ। অতএব কি করি থাকিব তব পাশ ॥ ভৎসনা ভ্রুভঙ্গী করি কুটিল বীক্ষণ। তাহারেই চাহে যেহ প্রেমের ভাজন ॥ ইহা যদি করে কেহ প্রেম শূন্য জনে। উপ-হাস করে তারে এ তিন ভুবনে ॥ মোরা ইহা জানিয়াও বিশেষ বিধায়। করিব এ সব কর্ম্ম কি করি তোমায় ॥ তবপ্রেম পাত্র আছে ব্রজে যেইজন। তারি কাছে এই আশা করিবে পূরণ ॥ এক্ষণ ছাড়হ পথ যাইব আগারে। অন্যথা দিবেক ফল ললিতা তোমারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি পথ না ছাড়িব। ললিতার অপমান সকল সহিব ॥ যাইতে চাহিছ যেই তুমিহ ভবনে। তাহা সিদ্ধ না হইবে ধরিলে চরণে ॥ এতক্ষণ ধরিতাম আমিহ ইহায় ॥ কিন্তু এক বড় ভয় বাধ করে তায় ॥ কোমল তোমার পদ দৃঢ় মোর কর। পরশিলে ব্যথা হবে এই হয় ডর ॥ বিশাখা বলেন তুমি এ কর্ম্ম বিহনে। করিতে নারিবে বাধ রাধার গমনে ইহাতেই গতি বাধ হয় কি না হয়। এখনো গিয়াছে নাহি এ মোর সংশয় ॥ এত শুনি কৃষ্ণ বসি সম্মুখে রাধার। দুই করে ধরিলেন দুই পদে তাঁর ॥ তবে রাধা রোগ ত্যজি প্রসন্ন হইয়া। কহিছেন শ্রীকৃ-

ষ্ণেরে হাসিরা হাসিয়া ॥ সত্য বটে কঠীন তোমার করদ্বয়। দিতেছে চরণে মোর ব্যথা অতিশয় ॥ অতএব ছাড় ছাড় আমার চরণ। কহিতেছি সত্য আমি না যাব ভবন ॥ এত শুনি কৃষ্ণ যেই চরণ ছাড়িলা। অন্য পথে শ্রীরাধিকা তখনি চলিলা ॥ তবে কৃষ্ণ ভুজ পসারিয়া আপনার। ধরিলেন কাঁপি কাঁপি কণ্ঠেতে তাঁহার। তাহা দেখি সখী সব যান ইতস্তত। তবে রাধা নাগরে কহেন নিজ মত ॥ এই রূপ তুমি মোর বয়স্যা সকলে। ধরি ধরি যদ্যপি আনহ এই স্থলে তবেই তোমার সনে করিব বিলাস। অন্যথা ফিরিয়া যাব আপন নিবাস ॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া নটরায়। যত গোপী প্রকাশ করিল তত কায় ॥ এক এক গোপিকারে ভুজে বেড়ি ধরি। আনিলেন রাধিকার আগে বল করি ॥ হইলু তাহাতে এক বড় অসম্ভব। স্ব স্ব কাছে মাত্র কৃষ্ণে দেখে গোপী সব ॥ রাধিকাও যার পানে চাহেন যখন। তাহারি নিকটে কৃষ্ণে দেখেন তখন ॥ আপনার পানে দৃষ্টি করিছেন যবে। আপনারি কাছে কৃষ্ণে দেখিছেন তবে ॥ তাহা দেখি অতিশয় উল্লসিত মন। রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি কহেন বচন ॥ হেনমতে তুমি বেগ করিয়া প্রকাশ। যদি কর সকলেরি নিকটে বিলাস ॥ তবে মোরা তোমা সনে আজি এই স্থলে। রাসলীলা আরম্ভণ করি কুতুহলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যাহে তোমাদের সুখ। তাহাই করিব আমি না হব বিমুখ ॥ অতএব সখীদিগে মণ্ডলী করিয়া মধ্যেতে দাঁড়াও তুমি ত্রিভঙ্গী হইয়া ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা তাহাই করিল। কৃষ্ণও তা সবাকার কাছে দাড়াইল ॥ দুইদিগে দুই গোপী মাঝে বংশীধারী। দুই দিগে দুই কৃষ্ণ মাঝে এক নারী ॥ মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর। কি কহিব তার শোভা নাই পাই ওর ॥ যদি কেহ কোনো স্থানে মণ্ডলী করিয়া। রোপয়ে তমাল তরু আনিয়া আনিয়া ॥ তার মাঝে মাঝে স্বর্ণলতিকা রোপয়। তবে এই মণ্ডলীর উপমান হয় ॥ তবে সেই পুলিনেতে তাহারা সকলে ॥ রাসলীলা আরম্ভ করিল কুতুহলে ॥

লঘু-চতুষ্পদী। কিবা সে ভুতল, চৌরস শীতল, করে ঝলমল, শশির করে। তাহার উপরি, নাগর নাগরী, প্রেমরসে ভরি, নর্ত্তন করে॥ দুদিগে দুনারী, মাঝে বংশীধারী, দুবাহু পসারি, দোহারি গলে। করিয়া বেষ্টন, করেন নর্ত্তন, কুচ পরশন করেন ছলে॥ দুদিগে শ্রীহরি, মধ্যেতে সুন্দরী, কর ধরাধরি করিয়া সবে। করেন নটন, অতি সুলক্ষণ, চালেন চরণ, উচিত যবে॥ চরণে নূপুর, নিতম্ব ঘুঙ্গুর, বাজয়ে মধুর, মধুর স্বনে। তাহা অনুসরি, তাল ধরি ধরি, নাচেন নাগরী, নাগর সনে॥ কভু পরস্পর, ছাড়ি ছাড়ি কর, নানা যন্ত্র কর, যুগলে ধরি। তাল অনুসারে, বিবিধ প্রকারে, বাজন যাহারে, প্রশংসে হরি॥ তবে বংশীধর, আলাপিয়া স্বর, অতি মিষ্টতর, করেন গান। [illegible]রি সুখি মন, গান গোপীগণ, ধরিয়া তান॥ অতি অসম্ভব, সেই গীত রব, আচ্ছাদিল সব, ভুবন জালে। শ্রীরঘুনন্দন, সে গীত নিস্বন, করিবে শ্রবণ, কোনো কি কালে॥

পয়ার। এইরূপ কিছুকাল নৃত্যগীত করি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে ললিতাসুন্দরী। নাগর তুমিহ মিলি আমাদের সনে। করিতেছ নৃত্যগীত অনেক যতনে॥ কিন্তু এ প্রকারে কিছু বুঝা নাহি যায়। আছে কি না আছে তব নৈপুণ্য ইহায়॥ একাকী হইয়া যদি কর নৃত্য গীত। তবে হয় এই দুই বিদ্যা সুবিদিত॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া নটবর। আরম্ভ করিলা গীত গাইতে সুস্বর॥

পাঞ্ঝটিকাচ্ছন্দ। জয় জয় রাধে সজনী সহিতে। গোকুল ললনা বর্ণিত চরিতে॥ অঙ্গছটা পরিনিন্দিত চপলে। মুখ শোভজিত শশধর কমলে॥ ভ্রূযুগভঙ্গী ভৎর্সিত চাপে। স্মিত রুচি খণ্ডিত হরিহৃত্তাপে॥ বিম্বাধর বরার্দ্ধিত হরি লোভে। করি কুম্ভাকৃতি কুচযুগ শোভে॥ বিদ্যাধর নারী জয়ি গানে। নর্ত্তন খণ্ডিত রম্ভামানে॥ মোহিত বংশী-মোহন হৃদয়ে। কুরুকরুণাং ময়ি হে হে সদয়ে॥

পয়ার। এই গান শুনি রাধা ঈষত হাসিয়া। চাহেন কৃষ্ণের পানে আঁখি ঘুরাইয়া॥ বিশাখা বলেন ভাল গাইছে নাগর। রাই

কেন কর ক্রোধ ইহার উপর ॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণ গাইলে হে ভাল। নাচ দেখি আমি বাজাইব যতি তাল ॥ এত শুনি ভাল বলি নাচেন নাগর। প্রকাশিয়া নৃত্য কলা অত্যন্ত দুষ্কর ॥ যাহে এক দুই তিন চারি আদি ক্রমে। বাজিতেছে নুপুরের কলাই নিয়মে ॥ তাহা অনুভব করি শ্রীমতী রাধিকা দিলেন কৃষ্ণের গলে উত্তম মালিকা ॥ তবে কৃষ্ণ কহিছেন হাসিয়া কিঞ্চিত। ললিতে দেখিলে তোরা মোর নৃত্য গীত ॥ এক্ষণ তোমরা ক্রমে ক্রমে নাচ গাও। নিজ নিজ শিক্ষা বল আমারে দেখাও ॥ তাহা শুনি ক্রমে ক্রমে সব সহচরী। তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণেরে নৃত্য গীত করি ॥ তারা সবে হন গীত নর্ত্তনে নিপুণ। না হইলা কৃষ্ণ হৈতে কোনো অংশে উন ॥ কৃষ্ণও করিয়া পত্র পুষ্পমালা দান। করিলেন তাহাদের সবার সম্মান ॥ সর্ব্বশেষে শ্রীরাধিকা নাচিতে উঠিয়া। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে হাসিয়া হাসিয়া। মোর নৃত্য দেখিতে যদ্যপি ইচ্ছা হয়। তবে তাল ধর নিজে তুমি মহাশয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি যদি তাল ধরি। নাচিতে নারিবে তবে বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ রাধা কন তুমি তাল ধরহ ইচ্ছায়। মোর নৃত্য বাধ নাহি হইবে তাহায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে সহচরীগণ। শুনিতেছ তোমাদের সখীর বচন ॥ তাহারা কহেন তাল ধরহ আপনি। নাচিতে পারিবে তাহে মোদের সজনী ॥ এত শুনি কৃষ্ণ পসারিয়া দুই কর। ধরিবারে যান রাধিকার পয়োধর ॥ তাহা দেখি লীলাপদ্মে করিয়া তাড়ন। কিছু দূরে গিয়া রাধা তাঁর প্রতি কন ॥ শঠরাজ তোমার স্বভাব এ কেমন। অপর কহিতে কর অন্য আচরণ ॥ নাগর কহেন তুমি তাল ধরিবারে। আদেশ করিলে মোর প্রতি বারে বারে। তাহা শুনি সখীদিগে কৈনু জিজ্ঞাসন। ইহারাও কৈলা অনুমতি বিতরণ। আমিহ এখানে তাল দেখিতে না পাই ॥ তত্তুল্য তোমার স্তন ধরিবারে চাই ॥ ইহাতে তোমার আজ্ঞা হইবে পালন। মুখ্যাভাবে গৌণ নিতে কহে মুনিগণ ॥ এত শুনি সকলেই হাসিতে লাগিলা ॥ শ্রীরাধিকা তবে নৃত্য লীলা আরম্ভিলা ॥ সখী সব বাদ্য করিছেন যন্ত্র জাল। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরা ধরি দিতেছেন

তাল ॥ নৃত্য করিছেন রাই ঘোজ্ঝট ধরিয়া। উর্ব্বশী বিস্ময় পায় যাহা নিরখিয়া ॥ অতিবেগে করিছেন চরণ চালন। কিন্তু নাসাভূষা তাহে না করে স্পন্দন। দূরেতে রহুক নাসা ভূষার দোলন। পদবিনে কোনো অঙ্গ না হয় চালন ॥ হেন নৃত্য দেখি কৃষ্ণ বিস্ময় পাইয়া। দিব্য হার দিলা তাঁরে স্বকণ্ঠের লিয়া ॥ কহেন তাঁহরে নৃত্যে জুড়াল নয়ন। কিছু গান করি এবে তোষহ শ্রবণ ॥ এত শুনি শ্রীরাধিকা হাসিয়া কিঞ্চিত। গাইবারে আরম্ভ করিলা দিব্য গীত ॥

একাবলীচ্ছন্দ। জয় জয় জয় গোকুল শশী। যে ভুলায় নারী সকলে হাসী ॥ যাহার বদন পূর্ণিমাচান্দ। রমণী নয়ন হরিণ ফান্দ ॥ যাহার নয়ন কামের শর। নারীরে বিন্ধিয়া করে জর্জ্জর ॥ যাহার ভুবাহু ভুজগ রায়। নারীলাজ ভেক ধরিয়া খায় ॥ চন্দ্রাবলী মুখ সরোজ রসে। পান করে যেহ লালসাবশে ॥ পদ্মামুখ বিধুচকোর যেহ। শৈব্যা সুখকারী যাহার দেহ ॥ সে তুমি অধীন কিশোরী প্রতি। না হইবে কত কঠিন মতি ॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে তব এই গীত। হয় যেন চিনী আর লবণ মিশ্রিত। ইহার সকল স্বর চিনী তুল্য হয়। লবণ সমান হয় কথোক আশয় ॥ অতএব এই গীত করিয়া শ্রবণ। পরিপূর্ণ সুখ না পাইল মোর মন ॥ রাধিকা কহেন মিথ্যা তব এই বাণী। বড় সুখ হইয়াছে তব আমি জানি। ইহাই কহিলে পুন গাইবে শ্রীমতী। এই ভাবে কহিতেছ এসব ভারতী ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন ওহে সুন্দরি তোমারে। কে পারিবে বাক্যের কৌশলে জিনিবারে ॥ সখী সব কন রাই নাগরে এখন। এ কথা কহিয়া লাজে না কর মগন ॥ এখন মোদিগে সুখ দিবার কারণ। নৃত্য গীত কর মিলি তোমা দুই জন ॥ মোরা সবে নানাযন্ত্র বাদন করিব। নৃত্য গীত দেখি শুনি সুখিত হইব ॥ এত শুনি রাধিকা তথাস্তু বলিয়া। দাঁড়াইলা মাধবের বামেতে যাইয়া ॥ কৃষ্ণ রাধা কণ্ঠে দিলা নিজ বাম বাই। তাঁর বামস্কন্ধে দক্ষ হস্ত দিলা রাই ॥ হেন মতে দাঁড়াইয়া গায়েন গীতিকা। অর্দ্ধেক হরি গায় অর্দ্ধেক রাধিকা ॥

লঘু ত্রিপদী। জয়তি জয়তি, শ্রীমতী, বৃন্দাবন অধীশ্বরী। জয়তি জয়তী, রাধা প্রাণপতি, গোপিকা করিণী করি॥ যাহার মুরতি, নিরখিয়া রতি, লাজ পায় অতিশয়। যার কবেবর, হেরি পঞ্চশর, লাজে তনু না ধরয়। যাহার বদন, করি নিরীক্ষণ, কমল মলিন হয়। শ্রীমুখ যাহার, নিরখি কাহার, চন্দ্রে ঘৃণা না জন্ময়॥ যার বীণাগীত, শুনিয়া মোহিত, আমার মানস হয়। যাহার মুরলী, মধুর কাকলী, করে নারী লাজ ক্ষয়॥ যার গুণগণ, কিশোরী মোহন, ভাবি ভাবি মোহ পায়। ত্যজি গুরু ভয়, ব্রজনারী চয়, যার গুণ সদা গায়॥

পয়ার। এইরূপ গান করি করেন নর্ত্তন। না হয় তাহার উপমান দরশন॥ চপলা জড়িত হয়ে নব জলধর। ভ্রমণ করয়ে যদি আকাশ উপর॥ তারা যদি মিষ্ট শব্দ দোঁহেই করয়। তবে ইহাদের কিছু উপমান হয়॥ সেই নৃত্য গীত দেখি শুনি সখীগণ। আনন্দেতে করিছেনে কুসুম বর্ষণ॥ এইরূপ নৃত্য গীত করি বহুক্ষণ। সকলেরে সম্বোধিয়া বংশীধারী কন॥ নাচিলে গাইলে বহু কাল মোর সনে। এবে মোর সঙ্গে সবে চলহ কাননে॥ বন শোভা দেখি দেখি করিব ভ্রমণ। যাহে দূর হবে শ্রম সুখি হবে মন॥ এত কহি এক এক গোপী করে ধরি। বহু মূর্ত্তি হয়ে বনে প্রবেশিলা হরি॥ নিগূঢ় নিকুঞ্জে লয়ে তাঁহা সবাকারে। তোষিলা আপন মন বিবিধ বিহারে॥ পরে তারা প্রত্যেকে কহেন জনার্দ্দনে। চল চল রাধিকার নিকটে এক্ষণে॥ তার সঙ্গে তোমার বিলাস নিরখিলে যত সুখ হয় তাহা ইহাতে না মিলে॥ এত শুনি কৃষ্টবড় সন্তুষ্ট হইয়া। চলিলেন সেই সব গোপীরে লইয়া॥ এখানেতে রাধা হরি নানা কেলি করি। বসিয়া আছেন যোগ পীঠের উপরি॥ যেইকালে সেখানে আইলা সখী সব। তেই তাহাদের পাশ ত্যজিলা মাধব॥ রাধাহরি একাসনে দেখি সখীগণ। লজ্জা পাই করিছেন অঙ্গ সম্বরণ॥ রাধা কন বন্ধু রয়েছেন মোর পাশে। তবে কেন তোরা অঙ্গ ঢাকিতেছ বাসে॥ বুঝি লাগিয়াছে অঙ্গে কন্টক আধর। জবাভ্রমে দংশিয়াছে ভ্রমরে অধর॥ সে সকলে

অন্য শঙ্কা মোর নাহি হয়। তোরা করিতেছ কেন লজ্জা অতিশয়॥ এত শুনি হাসিয়া কহেন সখীগণ। রাধে সত্য বটে তব এ সব বচন॥ তোমাদিগে অন্বেষণ করিতে করিতে। বহু ক্ষত হইয়াছে মোদের মূর্ত্তিতে॥ তাহা দেখি তুমি শঙ্কা কর বুঝি মনে। এই লাগি ঢাকিতেছি শরীর বসনে॥ সে যে হৌক বহুস্থাপন করিঅন্বেষণ। পাইলাম তোমা-দের দোঁহার দর্শন॥ কিছুকাল এই দিব্য আসন উপরি। বসি থাক তোমা দোঁহে মোরা সেবা করি॥ এত শুনি তথাস্তু বলিয়া রাধা শ্যাম। বসিয়া রহিলা তথা যেন রতি কাম॥

ত্রিপদী। কিবা সেই বৃন্দাবন, দিব্য তরুলতাগণ, পত্র পুষ্প ফলে সুশোভন। গান করে ভৃঙ্গ সব, পক্ষিবৃন্দ করে রব, নিত্য করে নাচিয়া ফিরয়ে মৃগগণ। সমীপে সূর্য্যেরকন্যা, নদীমাঝে অতিধন্যা, নানা-জাতি কুসুমে শোভিত। অত্যন্ত নির্ম্মল বারি, পক্ষি রহে শারি শারি জলচর খেলে চারিভিত॥ সেই বৃন্দাবন মাঝে, দিব্য কল্পতরু রাজে, মণিময় যার কলেবর। পদ্মপুষ্প ফলচয়, নানাবর্ণ মণিময়, পরম চিক্কণ মনোহর। সেই কল্পতরুমূলে, নানাবর্ণ রত্নকুলে, বিরচিত বেদী অভিরাম। তদুপরি দিব্যাসনে, অতি আনন্দিত মনে, বসিয়া আছেন রাধাশ্যাম। অষ্টদিকে সুপ্রধান, অষ্টসখী অবস্থান, করি ধরি চামর ব্যজন। করিছেন সংবীজন, আর যত সখীজন, যথোচিত করেন সেবন॥ সবে রাধা শ্যাম সঙ্গে, নানা পরিহাস রঙ্গে, পরম আনন্দে মগ্ন মন। সেই শোভা অনুক্ষণ, হইয়া একাগ্র মন, চিন্তা করে শ্রীরঘু-নন্দন॥

পয়ার। এইত কহিনু কিছু রাধাকৃষ্ণ লীলা। তাঁহারাই দোঁহে মোরে যেন কহাইলা॥ অগম্য অনন্ত হয় তাঁদের বিলাস। আমি মন্দ বুদ্ধি কত করিব প্রকাশ॥ পিপীলিকা করে যেন সিন্ধু জলপান। তেন মোর রাধামাধবের লীলা গান॥ যদি বিধি মোর মুখ পরার্দ্ধ করিত। কোটিকল্প হইতে অধিক আয়ুদিত॥ দিব্য বিদ্যা কাব্য-শক্তি করিত অর্পণ। তবে কিছু করিতাম তাঁদের বর্ণন॥ ভাগ্যদোষে

হয় নাই সে সব ঘটন। অতএব যথাশক্তি করিনু বর্ণন। করিয়া এ গ্রন্থ রাধামাধব চরণে। সমর্পণ করিলাম কায়বাক্য মনে॥ যেহে-তুক বৈষ্ণব সকলে শুনাইতে। নিরবধি বাসনা আছয়ে মোর চিতে॥ শ্রীরাধামাধবে যাহা না হয় অর্পণ॥ সেই বস্তু না করেন তাঁরা আস্বা-দন॥ বিরস কোনহ বস্তু কৃষ্ণার্পিত হয়। তাহা সুখে স্বাদন করেন সাধুচয়॥ এ লাগি করিনু ইহা মাধবে অর্পণ॥ করিবেন বৈষ্ণব সকলে আস্বাদন। ইহাতেও হইয়া থাকিবে দোষচয়। যেহেতুক আমি নহি বিদ্যার আশ্রয়॥ তথাপি বৈষ্ণবগণ করিবা শ্রবণ। যে লাগি হয়েন তাঁরা করুণাভাজন॥ নিবেদন করি আমি দন্তে তৃণ ধরি। শোধিবে এ গ্রন্থ তোরা মোরে কৃপা করি॥ তোমাদের হবে যাহে মোহে কৃপোদয়। হেন গুণ কিছুমাত্র মোর নাহি হয়॥ তথাপি করি যে আমি যে এই সাহস। তার হেতু কহি শুন অর্পিয়া মানস॥ কলিযুগে পাবন শ্রীনিত্যানন্দ রাম। তাঁর পদে ভক্তি কর তোরা অনু-পাম। তাঁহার সম্বন্ধ যেথা পাও দেখিবারে। নীচ হইলেও কর আদর তাহারে॥ ইহাই দেখিয়া আমি এ সাহস করি। অবশ্য করিবে কৃপা আমার উপরি॥ যদি কহ কি সম্বন্ধ তোর তাঁর সনে। তবে কহি মোর বাক্য ধরহ শ্রবণে॥ নিত্যানন্দ বংশজাত বলদেব নাম। তিন পুত্র হৈল তাঁর সর্ব্বগুণধাম॥ সকলের জ্যেষ্ঠ হৈলা শ্রীলালমোহন। তাঁহার অনুজ প্রভু শ্রীবংশীমোহন॥ কিশোরি-মোহন নাম তাহার কনিষ্ঠ। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতে পণ্ডিত বরিষ্ঠ॥ তাঁর দুই ভার্য্যা ঊষা আর মধুমতী। তাহে চারিপুত্র হইলা উৎপত্তি। বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ শ্রীমধুসূদন। এই তিন আর আমি জ্যেষ্ঠার নন্দন। শ্রীরামমোহন নারায়ণ শ্রীগোবিন্দ। কনিষ্ঠার পুত্র বীরচন্দ্র ভক্তনিন্দ অতএব নিত্যানন্দ সম্বন্ধের লেশ। কিছু আছে মোর তার কহিনু বিশেষ॥ সেইত সম্বন্ধে তোরা অবশ্য আমায়। কৃপা করি শুনিবে এ গ্রন্থ এই ভায়॥ অতএব তোমাদের যে লীলা যখন। অভিলাষ হইবেক করিতে শ্রবণ॥ তাহা জানিবারে পূর্ব্ব বর্ণিত লীলার। অনু

ক্রমণিকা এবে করিয়ে বিস্তার। প্রথম উল্লাসে রাধিকার ভাবোদ্গম॥ দ্বিতীয়েতে রাগের প্রকাশ অনুপম॥ তৃতীয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অন্যান্য দর্শন। চতুর্থে রাধার রাগ দশা বিবরণ॥ পঞ্চমেতে কামলেখ লাভ পরস্পরে। রাধাকৃষ্ণ প্রথম সঙ্গম তার পরে॥ সপ্তমেতে রাধাগৃহে কৃষ্ণ অভিসার। অষ্টমে শ্বশুর গৃহে গমন রাধার॥ নবমে শ্রীরাধিকার রাজ্যাভিষেচন। দশমেতে সোমাভার মান নিবর্ত্তন॥ একাদশে রাধার প্রথম মানরঙ্গ। দ্বাদশে কৃষ্ণের ললিতাদি সখীসঙ্গ॥ ত্রয়োদশে রাধিকার কৃষ্ণ অভিসার। চতুর্দ্দশে চন্দ্রাবলী সঙ্গ পুনর্ব্বার॥ রাধিকার বিপ্রলম্ভ কথা পঞ্চদশে॥ তাঁহার খণ্ডিতাবস্থা বর্ণন ষোড়শে॥ সপ্তদশে তাঁর মান ভঞ্জন বর্ণন। অষ্টাদশে নৌকাখেলা পরম শোভন॥ উনবিংশ দানলীলা অত্যন্ত মধুর॥ [illegible] রাধার কলঙ্ক কৈলা দূর॥ একবিংশে বৈদ্য বেশে রাধা গৃহে যান। দ্বাবিংশেতে কূটিলা জটিলা অপমান। ত্রয়োবিংশে ছদ্মবেশে রাধা অভিসার। কৃষ্ণ অভিসার তেনপরেতে তাহার॥ পঞ্চবিংশে জটিলার কৌটিল্য খণ্ডন। ষড়বিংশে রাধা সনে নর্ম্ম আচরণ সপ্তবিংশে রাগোদ্গার বর্ণন রাধার। অষ্টবিংশে শ্রীকৃষ্ণের তেন রাগোদ্গার॥ উনত্রিংশে হেমন্ত ঋতুতে নানা লীলা। ত্রিংশে শিশিরেতে দোলযাত্রা বিরচিলা। একবিংশে মাধবের বাসন্তিক রাস। দ্বাত্রিংশেতে গ্রীষ্মে জলে বিবধ বিলাস॥ ত্রয়স্ত্রিংশে বর্ষাকালে হিন্দোলা দোলন। চতুস্ত্রিংশে শারদীয় শ্রীবাস বর্ণন। এইত পূর্ব্বের লীলা বর্ণনের লেস। এই চতুস্ত্রিংশ উল্লাসেতে গ্রন্থ শেষ॥ শ্রীরাধামাধবোদয় হইল পূরণ। রাধা কৃষ্ণ প্রীতি হরি বল বন্ধুজন॥ শ্রীবংশীমোহন শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরাধামাধবোদয় কৈল বিরচন॥ ইতি শ্রীমত কলিযুগ পাবনাবতার

ভগবন্নিত্যানন্দ বংশাবতংশ শ্রীল কিশোরীমোহন গোস্বামী সূনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিতে শ্রীরাধামাধবোদয়ে শরদ্বিলাস বর্ণনো নাম চতুস্ত্রিংশ উল্লাস। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রীতয়ে ভবতু শাকেঽব্দেক্ষমা সপ্ত সপ্তক্ষামিতে বৃষসংক্রমে গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রামেয়ং পূর্ণতামগতে॥ হরি ওঁ॥